তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ খণ্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইব্ন কাসীর

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

(সূরা ১১ ঃ হুদ থেকে সূরা ১৭ ঃ ইসরা)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৪৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও ‘আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত ‘তাফসীর ইব্ন কাসীর’ আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন ‘ফাইসন্স’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন ‘তাফসীর মাজলিস’ এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। ‘ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।’ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ‘রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা...’ অর্থাৎ ‘প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ১১ ঃ হুদ, মাক্কী
(১২৩ আয়াত, ১০ রুকু')

١١ - سورة هود، مَكِّيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ١٢٣، رُكُوْعَاتُهَا : ١٠)

সূরা হুদ রাসূলের (সাঃ) চুলকে ধূসর বর্ণ করে দিয়েছিল

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিসে আপনাকে বৃদ্ধ করে দিল? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমাকে সূরা হুদ (১১), ওয়াকি'আহ (৫৬), আল-মুরসালাত (৭৭), আম্মা-ইয়াতাসাআলুন (নাবা, ৭৮) এবং ইযাশ্ শাম্‌সু কুভ্‌ভিরাত (তাকউইর, ৮১) বৃদ্ধ করে ফেলেছে। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ 'সূরা হুদ এবং ওর সঙ্গীয় সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করেছে। (তিরমিযী ৯/১৮৪)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা। এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে।	١. الٓر ۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
২। (এ উদ্দেশে যে,) আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদাত করনা; আমি (নাবী) তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ হতে তোমাদেরকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।	٢. أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
৩। আর (এ উদ্দেশে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক। তিনি	٣. وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ

تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ	তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক ‘আমলকারীকে অধিক সাওয়াব দিবেন; আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক তাহলে আমি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করি।
٤. إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ	৪। আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য কুরআনের দা‘ওয়াত

সূরা বাকারায় হুরূফে হিজার উপর আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন নেই। তাই الر এর উপর আলোকপাত করা হচ্ছেনা। أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ *এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবূত করা হয়েছে*। আল্লাহর আয়াতগুলি দৃঢ় ও মযবূত। فُصِّلَتْ এর অর্থ হচ্ছে, আকার ও অর্থের দিক দিয়ে এই আয়াতগুলি পূর্ণ। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (তাবারী ১৫/২২৭) ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ এটা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। তিনি কথায় প্রজ্ঞাময় এবং কাজের পরিণাম সম্পর্কে মহাজ্ঞাতা। নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫)

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ আমি (নাবী সঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করছি, আবার জান্নাতের সুসংবাদও দিচ্ছি।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর উঠে কুরাইশের গোত্রগুলিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ ‘হে কুরাইশের দল! আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দেই যে, সকালে তোমাদের উপর শত্রুরা আক্রমণ চালাবে তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?’ সবাই সমস্বরে বলে উঠল ঃ ‘আপনি কোন দিন মিথ্যা কথা বলেছেন এমন কথাতো আমাদের জানা নেই।’ তখন তিনি বললেন ঃ ‘তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। (বুখারী ৪৯৭১, মুসলিম ২০৮, দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/১০১) এ শাস্তি অবশ্যই হবে।

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ সুতরাং এখনও তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ করে নাও। এরূপ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তোমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের যোগ্য তার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন। তিনি দুনিয়ায়ও তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং আখিরাতেও করবেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗ

মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৭)

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ মহান আল্লাহর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে তার জন্য একটি পাপ লিখে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার উপর দশটি সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়েই থাক তাহলে তোমাদের জন্য ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করি। এটা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাকে অবশ্যই কিয়ামাতের দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ আল্লাহরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তিনি স্বীয় আউলিয়াদের (অনুগ্রহভাজনদের) প্রতি ইহসান করতে এবং অপরাধী শত্রুদেরকে শাস্তি দিতে সক্ষম। পুনরায় সৃষ্টি করার উপরও তিনি ক্ষমতাবান। এটা হচ্ছে ভীষণ সতর্কবাণী, যেমন এর পূর্বের বাণী ছিল উৎসাহব্যঞ্জক।

৫। জেনে রেখ, তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে। সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাও জানেন।	٥. أَلَآ إِنَّهُمۡ يَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُۚ أَلَا حِينَ يَسۡتَغۡشُونَ ثِيَابَهُمۡ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

সবকিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ খোলা আকাশের নীচে প্রস্রাব, পায়খানা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখত। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন জাফর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) **أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ** এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি তাকে বললাম ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস! 'তাদের বক্ষ সংকুচিত করে রেখেছে' এর অর্থ কী? তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'এর দ্বারা ঐ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করে অথবা খোলা আকাশের নীচে প্রস্রাব-পায়খানা করতে দ্বিধা করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা খোলা আকাশের নিচে শরীরের আবরণ (কাপড়) খুলে প্রাকৃতিক কাজ (প্রস্রাব-পায়খানা) করতে লজ্জা বোধ করতেন, যেহেতু তা খোলা আকাশে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া তাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেও দ্বিধা করতেন এই ভয়ে যে, তাওতো উম্মুক্ত আকাশে প্রকাশিত হয়। তাদের এসব ধারণার কারণে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/২০০)

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ **يَسْتَغْشُونَ** তারা রাতের অন্ধকারে শয়ন করার সময় কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা কোন কাজ গোপনেই করুক বা প্রকাশ্যেই করুক, আল্লাহ তা জানেন।

একাদশ পারা সমাপ্ত।

৬। আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্‌ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন, সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে মাহফুযে) রয়েছে।	٦. وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আল্লাহই সমস্ত সৃষ্টি জগতের রিয্কের ব্যবস্থা করেন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ছোট-বড় স্থলভাগে অবস্থানকারী এবং পানিতে অবস্থানকারী সমস্ত মাখলূকের জীবিকা তাঁরই যিম্মায় রয়েছে। তিনিই ওগুলির চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, স্থির থাকা, মৃত্যুর স্থান, গর্ভাশয়ের মধ্যে অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছেন। এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং একদল মনীষী বর্ণনা করেছেন।

এসব ঘটনা ঐ কিতাবে লিখিত আছে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে এবং ঐ কিতাবই এর ব্যাখ্যা দান করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

৭। আর তিনি এমন, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির	٧. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ

وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ	উপর ছিল, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ‘আমলকারী কে? আর যদি তুমি বল ঃ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যে সব লোক কাফির তারা বলে ঃ এটাতো নিছক স্পষ্ট যাদু।
٨. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ	৮। আর যদি আমি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মুলতবী করে রাখি তাহলে তারা বলতে থাকে ঃ সেই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? স্মরণ রেখ, যেদিন ওটা তাদের উপর এসে পড়বে তখন তা কারও নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবেনা, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে নিবে।

আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের উপরই তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। আসমানসমূহ ও যমীনকে তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং এর পূর্বে তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। যেমন ইমরান ইব্ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত

আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘হে বানু তামীম (গোত্র)! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।’ তারা বলল ঃ ‘আপনি আমাদের সুসংবাদ প্রদান করলেন এবং আমরা তা গ্রহণ করলাম। তিনি (পুনরায়) বললেন ঃ ‘হে ইয়ামানবাসী! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।’ তারা বলল ঃ ‘আমরা গ্রহণ করলাম। সুতরাং সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছে তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন!’ তিনি বললেন ঃ ‘সর্ব প্রথম আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি লাউহে মাহফূযে সব জিনিসের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।’ হাদীসের বর্ণনাকারী ইমরান (রাঃ) বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পর্যন্ত বলেছেন, এমন সময় আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বলে ঃ ‘হে ইমরান (রাঃ)! আপনার উষ্ট্রীটি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে।’ আমি তখন ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। সুতরাং আমার চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।’ (আহমাদ ৪/৪৩১, ফাতহুল বারী ৬/৩৩০, মুসলিম ৪/২০৪১)

আমর ইব্ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্ট জীবের ভাগ্য লিখে রাখেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।’ (মুসলিম ৪/২০৪৪)

এ হাদীসের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ (হে বান্দা)! তুমি (আমার পথে) খরচ কর, আমি তোমাকে তার প্রতিদান দিব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ রয়েছে। রাত দিনের খরচ তার কিছুই কমাতে পারেনা। তোমরা কি দেখনা যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কি পরিমাণ খরচ করে আসছেন? অথচ তাঁর ডান হাতে যা ছিল তার এতটুকুও কমেনি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তাঁর হাতে মীযান (দাঁড়িপাল্লা) রয়েছে যা তিনি কখনও উঁচু করছেন এবং কখনও নীচু করছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/২০২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? আসমান ও যমীনের সৃষ্টি তোমাদেরই উপকারের জন্য। তোমাদেরকে তিনি এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা শুধু

তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। তিনি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১১৫-১১৬) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً যেন তোমাদেরকে তিনি পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? মহান আল্লাহ 'উত্তম আমলকারী' বলেছেন, 'অধিক আমলকারী' বলেননি। কেননা উত্তম আমল হচ্ছে ওটাই যার মধ্যে থাকে আন্তরিকতা এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াতের উপর। এ দু'টির মধ্যে একটা না থাকলেই সেই আমল হবে বৃথা ও মূল্যহীন।

বিচার দিবসকে অস্বীকার করে কাফিরেরা তা ত্বরান্বিত করতে বাক-বিতন্ডা করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ

হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে খবর দাও যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থিত করবেন তাহলে তারা স্পষ্টভাবে বলবে, আমরা

এটা মানিনা। অথচ তারা জানে যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬১) এতদ্‌সত্ত্বেও তারা পুনরুত্থানকে এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করছে! এটাতো স্পষ্ট কথা যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও তাঁর পক্ষে কঠিন হবেনা। বরং প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আরও সহজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা আলে ইমরান, ৩০ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) তাদের উক্তি ঃ

إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ মুশরিকরা অস্বীকার ও বিরোধীতা বশতঃ বলে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার কথা বলছেন, আমরা আপনার এ কথা বিশ্বাস করিনা। এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর যাদু তাঁকে যা বলায়, সে চায় তোমরাও তা অনুসরণ কর। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ আমি যদি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মুলতবী করে রাখি তাহলে তারা ঐ শাস্তি আসবেনা মনে করে বলে, এই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? তাদের অন্তরে কুফরী ও শির্ক এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের অন্তর থেকে কোন ক্রমেই তা দূর হচ্ছেনা।

‘উম্মাহ’ শব্দের অর্থ

কুরআন ও হাদীসে أُمَّةٌ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সময় এই শব্দ দ্বারা সময় বা সময়ের দৈর্ঘ্য বুঝানো হয়েছে। যেমন إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ এই স্থলে এবং সূরা ইউসুফের وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (১২ ঃ ৪৫) এই আয়াতে। অর্থাৎ বন্দীদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং বহুদিন পর তার স্মরণ হল, সে বলল...। অনুসরণীয় ইমামের অর্থেও أُمَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০) ‘মিল্লাত’ ও ‘দীন’ অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের ব্যাপারে খবর দিতে গিয়ে বলেন ঃ

إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩) এ শব্দটি জামাআত বা দল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ

যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৩) মহান আল্লাহর আরও উক্তি ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসূল (বিচার দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৭) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের যে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আমার নাম শুনল অথচ ঈমান আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম ১/১৩৪) তবে অনুগত দল ওটাই যারা রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১০) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি বলব, আমার উম্মাত! আমার উম্মাত!' (মুসলিম ১/১৮৩) أُمَّة শব্দটি শ্রেণী বা গোষ্ঠী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآٮِٕمَةٌ ... الخ

আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩)

৯। আর আমি যদি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, অতঃপর তা তার হতে ছিনিয়ে নিই তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।	٩. وَلَٮِٕنۡ أَذَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحۡمَةً ثُمَّ نَزَعۡنَـٰهَا مِنۡهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ
১০। আর যদি তাকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নি‘আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে ঃ আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে।	١٠. وَلَٮِٕنۡ أَذَقۡنَـٰهُ نَعۡمَآءَ بَعۡدَ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
১১। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান।	١١. إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٌ وَأَجۡرٌ كَبِيرٌ

সুখ ও দুঃখের সময় মানুষের মনোভাবের বর্ণনা

পূর্ণ ঈমানদারগণ ছাড়া সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে যে সব খারাপ দোষ ও বদ অভ্যাস রয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মানুষ সুখের পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং

মহান আল্লাহর প্রতি বদ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে, ইতোপূর্বে যেন সে কোন আরাম ও সুখ ভোগ করেইনি। অথবা এই দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় যে তাদের উপর শাস্তি নেমে আসতে পারে এ আশাও তারা করেনা। পক্ষান্তরে দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার পর যদি সুখ-শান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা বলতে শুরু করে ঃ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي দুঃসময় তাদের উপর থেকে সরে গেছে। এ কথা বলে তারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের উপর গর্ব করতে থাকে। এর পর আবারও যে তাদের উপর দুঃখ-বিপদ নেমে আসতে পারে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণরূপে বেখেয়াল ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে।

إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

কিন্তু যারা মু'মিন তারা এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। তারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখ ও আরামের সময় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। এসব লোক এর বিনিময়ে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার লাভ করে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! মু'মিনের উপর এমন কোন কষ্ট, বিপদ, দুঃখ ও চিন্তা পতিত হয়না যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা না করেন, এমন কি একটা কাঁটা ফুটলেও।' (আহমাদ ৩/৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! 'মু'মিনের জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটি ফাইসালা কল্যাণকর হয়ে থাকে। সে সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তখনও সে কল্যাণ লাভ করে থাকে।' (মুসলিম ৪/২২৯৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلۡعَصۡرِ. إِنَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ لَفِى خُسۡرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা আসর, ১০৩ ঃ ১-৩) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا

মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে। (সূরা মা'আরিজ,৭০ ঃ ১৯)

১২। তুমি কি অংশবিশেষ বর্জন করতে চাও ঐ নির্দেশাবলী হতে যা তোমার প্রতি অহী যোগে প্রেরিত হয়? আর তোমার মন সংকুচিত হয় এই কথায় যে, তারা বলে ঃ তার প্রতি কোন ধন-ভান্ডার কেন নাযিল হলনা, অথবা কেন তার সাথে একজন (মালাক/ফেরেশতা) আসেনা? তুমিতো একজন সতর্ককারী মাত্র, আল্লাহই সবকিছু পরিবেষ্টনকারী।	١٢. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ
১৩। তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	١٣. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
১৪। অতঃপর যদি তারা তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে তাহলে তোমরা	١٤. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ

فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ	**দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান (ও ক্ষমতা) দ্বারা; আর এটাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাহলে এখন তোমরা মুসলিম হবে কি?**

কাফিরদের উপহাসের জন্য রাসূলের (সাঃ) মনঃকষ্ট

কাফির ও মুশরিকরা যে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রুপ ও উপহাস করত এবং এর ফলে তিনি মনে কষ্ট পেতেন, তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। যেমন তিনি তাদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭-৮) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ 'হে নাবী! তুমি হতোদ্যম হয়োনা এবং দা'ওয়াতের কাজ থেকে বিরত থেকনা। তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে মোটেই অবহেলা করনা। রাত-দিন তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করতে থাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৭) তাদের কথার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করনা। এরূপ যেন না হয় যে, তুমি কোন একটি কথা বলা বাদ দিবে কিংবা তারা তোমার কথা মানে না বলে চুপচাপ বসে থাকবে। আমি জানি যে, তারা তোমাকে উপহাস করছে। তবে জেনে রেখ যে, তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও উপহাস করা হয়েছিল, অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং ধমকানো হয়েছিল। কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করে দা'ওয়াতের কাজে অটল ও স্থির থেকে ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গিয়েছিল।'

কুরআন মু'জিযা হওয়ার ব্যাপারে একটি উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের মু'জিযা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এই কুরআনের মত কিতাব আনাতো দূরের কথা, এর মত দশটি সূরা, এমনকি একটি সূরাও রচনা করার ক্ষমতা কারও নেই, যদিও সারা দুনিয়ার লোক মিলিতভাবে তা রচনা করার চেষ্টা করে। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম। তাঁর সত্তার যেমন কোন তুলনা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর গুণাবলীও অতুলনীয়। এটা কখনও সম্ভব নয় যে, তাঁর কালামের মত তাঁর সৃষ্টির কালামও একই রকম হবে। আল্লাহ তা'আলার সত্তা এর থেকে বহু উর্ধ্বে এবং এর থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ইবাদাত-বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র তিনিই।

فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ হে মানুষ! যদি তারা তোমার আহ্বানের জবাব না দেয়, তা কখনও সম্ভবও নয় এবং তাদের দ্বারা আজ পর্যন্ত এটা সম্ভব হয়নি, তখন বিশ্বাস রেখ যে, তারা এটা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অপারগ। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহরই কালাম এবং তাঁরই নিকট থেকে অবতারিত। সুতরাং এসো, ইসলামের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে যাও এবং বল ঃ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই।

১৫। যারা শুধু পার্থিব জীবন এবং ওর জাকজমকতা কামনা করে, আমি তাদের কৃতকর্মগুলির ফল দুনিয়ায়ই	١٥. مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ

أَعۡمَـٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ	দিয়ে দিই, তাদের জন্য কিছুই কম করা হয়না।
١٦. أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَـٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ	১৬। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই; আর তারা যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।

দুনিয়ার জীবনে যাঞ্চাকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই

এই আয়াতের ব্যাপারে আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রিয়াকার বা যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সৎ কাজ করে তাদের সৎ কাজের প্রতিদান এই দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়, একটুও কম করা হয়না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে সালাত আদায় করে কিংবা সিয়াম পালন করে অথবা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে, তার বিনিময় সে দুনিয়ায়ই পেয়ে যায়। আখিরাতে সে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত ও আমলহীন অবস্থায় উঠবে। (তাবারী ১৫/২৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/২৬৪, ২৬৫)

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত দু'টি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/২৬৫) আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, রিয়াকারদের ব্যাপারে এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/২৬৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যার উদ্দেশ্য যেটা হবে সেটা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করা হবে। যে আমল দুনিয়া সন্ধানের উদ্দেশে হবে আখিরাতে তা বিফল হয়ে যাবে। যেহেতু মু'মিনের আমল আখিরাত সন্ধানের উদ্দেশে হয়ে থাকে সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং

দুনিয়ায়ও তার সৎ কার্যাবলী তার উপকারে আসবে। (তাবারী ১৫/২৬৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا. وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. كُلًّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَآءِ وَهَـٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টাসমূহ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে। তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৮-২১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ২০)

১৭। তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়েম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর এবং যার কাছে তাঁর প্রেরিত	١٧. أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن

قَبْلِهِۦ كِتَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ	এক সাক্ষী আবৃত্তি করে; এবং তাদের কাছে মূসার কিতাব রয়েছে, যা পথনির্দেশ ও রাহমাত স্বরূপ? এমন লোকেরাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব তুমি কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়োনা, নিঃসন্দেহে এটি সত্য কিতাব তোমার রবের সন্নিধান হতে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা।

যারা কুরআনকে বিশ্বাস করে তারা সত্যের উপর রয়েছে

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ মু'মিনদের অবস্থার সংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর সেই প্রকৃতির উপর রয়েছে যার উপর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যারা তাঁর একাত্মবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا

আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক আদম সন্তান (ইসলামী) প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজূসী বানিয়ে দেয়। যেমন পশুর বাচ্চা নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

বিশিষ্ট হয়েই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি ওকে কান কাটা অবস্থায় দেখতে পাও? (অর্থাৎ জন্মের সময় ওর কান কাটা থাকেনা, বরং পরে মানুষই তার কান কেটে থাকে) (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী রূপেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদেরকে তাদের দীন হতে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের উপর আমি যা হালাল করেছি তা হারাম করেছে। আর তাদেরকে আদেশ করেছে যে, তারা যেন আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করে, আমি যার কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

সুতরাং মু'মিনের ফিতরাত বা প্রকৃতি আল্লাহর অহীর সাথে মিলে যায়। সংক্ষিপ্তভাবে ওর বিশ্বাস প্রথম থেকেই থাকে। অতঃপর ওটা শারীয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকে মেনে নেয়। তার ফিতরাত বা প্রকৃতি এক একটি মাস্আলার সত্যতা স্বীকার করতে থাকে। অতঃপর সঠিক ও নিখুঁত ফিতরাতের সাথে মিলিত হয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, যা জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে দেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছে দেন তাঁর উম্মাতের কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى কুরআনের পূর্বে মূসার (আঃ) কিতাব বিদ্যমান ছিল এবং তা হচ্ছে তাওরাত। এই কিতাবকে আল্লাহ তা'আলা ঐ যুগের উম্মাতের জন্য পরিচালক রূপে পাঠিয়েছিলেন এবং ওটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে করুণা স্বরূপ। এই কিতাবের (তাওরাত) উপর যার পূর্ণ ঈমান রয়েছে সে অবশ্যই এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল কারীমের উপরও ঈমান আনবে। কেননা إِمَامًا وَرَحْمَةً ঐ কিতাব এই কিতাবের (কুরআন) উপর ঈমান আনার ব্যাপারে পথ প্রদর্শক স্বরূপ।

এরপর আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন বা কুরআনের কিছু অংশ অমান্যকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার যে কোন জামা'আত বা দলের কাছে কুরআনের অমিয় বাণী পৌঁছল, অথচ তারা ওর উপর ঈমান

আনলনা তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন স্বীয় নাবীর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ দলসমূহের যে কেহ এটাকে অমান্য করবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

আবূ মুসা আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এই উম্মাতের মধ্য হতে যে ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান আমার কথা শুনল অথচ তার উপর ঈমান আনলনা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (মুসলিম ১/১৩৫)

প্রতিটি হাদীস কুরআন দ্বারা প্রমাণিত

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে আইউব আশ শাখসিয়ানী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ ‘আমি যে বিশুদ্ধ হাদীসই শুনতাম, ওর সত্যতার সমর্থন আল্লাহর কিতাবে অবশ্যই পেতাম। উপরোল্লিখিত হাদীসটি শুনে কুরআনুল হাকীমের কোন্ আয়াতে এর সত্যতার সমর্থন মিলে তা আমি অনুসন্ধান করতে লাগলাম। তখন আমি উপরোক্ত হাদীসটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই আয়াতটি পেলাম। আয়াতটি হল وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ *আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান।* সুতরাং এর দ্বারা সমস্ত দীনের লোকই উদ্দেশ্য। (তাবারী ১৫/২৮০) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ হে নাবী! এই পবিত্র কুরআন সরাসরি তোমার রাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে আসার ব্যাপারে তোমার মোটেই সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

الٓمٓ. تَنزِيلُ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

আলিফ লাম মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

الٓمٓ. ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ لَا رَيۡبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلۡمُتَّقِينَ

আলিফ-লাম-মীম। ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্ম-ভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ পথ নির্দেশ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঃ

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ *কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনয়ন করেনা।* এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِى ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَقَدۡ صَدَّقَ عَلَيۡهِمۡ إِبۡلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২০)

১৮। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে হবে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? এরূপ লোকদেরকে তাদের রবের	١٨. وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ

সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী (মালাইকা) বলবে ঃ এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রাব্ব সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রেখ, এমন যালিমদের জন্য আল্লাহর লা'নত,	يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰدُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ
১৯। যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখত এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত; আর তারাতো আখিরাতেও অমান্যকারী।	١٩. ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ
২০। তারা (সমগ্র) ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেহ সহায়কও হল। এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি হবে; এরা (অবজ্ঞার কারণে আহকাম-সমূহ) না শুনতে সক্ষম হচ্ছিল, আর না তারা সত্য (পথ) দেখছিল।	٢٠. أُو۟لَـٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ۘ يُضَـٰعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا۟ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا۟ يُبْصِرُونَ
২১। এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ	٢١. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟

২২। এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	٢٢. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ

আল্লাহ সম্বন্ধে যারা নতুন উদ্ভাবন করে এবং মানুষকে তাঁর পথ অনুসরণে বাধা দেয় তারাই বড় ক্ষতিগ্রস্ত

যে সব লোক আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে, আখিরাতে তাদের মালাইকা, রাসূল, নাবী এবং সমস্ত মানব ও দানব জাতির সামনে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সাফওয়ান ইব্‌ন মুহরিয্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (একদা) আমি ইব্‌ন উমারের (রাঃ) হাত ধরেছিলাম, এমন সময় একটি লোক তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'কিয়ামাতের দিন গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি কিছু বলতে শুনেছেন?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই মহা মহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিন বান্দাকে নিজের নিকটবর্তী করবেন, এমনকি তিনি স্বীয় ছায়া তার উপর রাখবেন এবং তাকে জনগণের দৃষ্টির অন্তরাল করবেন। অতঃপর তিনি তাকে তার পাপগুলির স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলবেন ঃ 'অমুক পাপকাজ তোমার জানা আছে কি? অমুক পাপ তুমি জান কি? অমুক পাপকাজ সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি?' ঐ মু'মিন বান্দা তার পাপকাজগুলি স্বীকার করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। ঐ সময় পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ 'হে আমার বান্দা! দুনিয়ায় আমি তোমার এই পাপগুলি ঢেকে রেখেছিলাম। জেনে রেখ যে, আজকেও আমি ওগুলি ক্ষমা করে দিলাম।' অতঃপর তাকে তার সাওয়াবের আমলনামা প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের উপর সাক্ষীদেরকে পেশ করা হবে। তারা বলবে ঃ 'এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রাব্ব

সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল। জেনে রেখ যে, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।' (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৮/২০৪, মুসলিম ৪/২১২০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا যে লোকেরা জনগণকে সত্যের অনুসরণ করতে এবং হিদায়াতের পথে চলতে বাধা প্রদান করে, যে পথ অনুসরণ করলে তারা মহামহিমান্বিত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا *এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত।* আর তারা কামনা করে যে, তাদের পথ যেন সোজা না হয়ে বক্র হয় এবং আখিরাতের দিনকেও যেন অস্বীকার করে। অর্থাৎ কিয়ামাত যে একদিন সংঘটিত হবে তা তারা বিশ্বাস করেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَـئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء তারা ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেহ সহায়ক হল। অর্থাৎ তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর অধীনস্ত। সব সময় তিনি তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি ইচ্ছা করলে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ায়ই তাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে অল্প দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং শাস্তি কে ত্বরান্বিত না করে বিলম্বিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوۡمٍ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَـٰرُ

তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ছুটাছুটি করবে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ এরূপ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ তারা আল্লাহর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগায়নি। সত্য কথা শোনা হতে কানকে বধির করে রেখেছে এবং সত্যের অনুসরণ হতে

চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের জাহান্নামে প্রবেশের সময়ের খবর দিচ্ছেন ঃ

وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১০) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮) এ জন্যই তারা যা প্রত্যাখ্যান করার আদেশ দিয়েছে তার প্রত্যাখ্যাত প্রতিটি আদেশের উপর ও প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার উপর তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ *(এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যে সব উপাস্য (দেবতা) তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে)* অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ তারা গরম আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ওর মধ্যেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। ক্ষণিকের জন্যও ঐ শাস্তি হালকা করা হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا

যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি করে দিব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৭)

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ আল্লাহ ছাড়া যেসব উপাস্য/দেবতা তারা তৈরী করে নিয়েছিল ঐদিন সেগুলো তাদের কোনই উপকারে আসবেনা। বরং তাদের সর্বপ্রকারের ক্ষতি সাধন করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ

যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬)

এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেগুলি তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ দেয়। لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ *এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।* কেননা তারা জান্নাতের সুবিশাল বাসস্থানের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্তকে গ্রহণ করেছে। তারা গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহর নি‘আমাতরাশির পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনকে। আরও গ্রহণ করেছে জান্নাতের সুমিষ্ট ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে জাহান্নামের অগ্নিতুল্য গরম পানিকে এবং ধুম্রপূর্ণ জাহান্নামের আবাসকে। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরের পরিবর্তে তারা রক্ত পুঁজকেই কবূল করে নিয়েছে। আর তারা কবূল করে নিয়েছে সুউচ্চ ও সুদৃশ্য প্রাসাদমালার পরিবর্তে জাহান্নামের সঙ্কীর্ণ আবাসস্থল। পরম করুণাময় আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শন লাভের পরিবর্তে তারা লাভ করেছে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি। সুতরাং এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে, আর নিজেদের রবের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী, তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।	٢٣. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

২৪। উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু’ ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? তবুও কি তোমরা বুঝনা?	٢٤. مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ঈমানদারদের জন্য উত্তম প্রতিদান

দুষ্ট ও হতভাগ্যদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা এখানে সৎ ও ভাগ্যবানদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে। সুতরাং তাদের অন্তরগুলিও মু’মিন হয়েছে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিও কথা ও কাজের দিক দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখা ও নিকৃষ্ট কাজগুলিকে পরিহার করার মাধ্যমে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে। এরই মাধ্যমে তারা এমন জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উঁচু উঁচু প্রকোষ্ঠ, সারি সারি সাজানো আসনসমূহ, ঝুঁকে পড়া ফলসমূহ, সুসজ্জিত গালিচাসমূহ, উত্তম স্বভাব সম্পন্না রূপসী নারী, বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু ফল, মনের চাহিদা মত আহার্য, সুপেয় পানীয় এবং সর্বোপরি যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাত। এসব নি‘আমাতরাশি তারা চিরদিনের জন্য পেতে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু হবেনা, বার্ধক্য আসবেনা, রোগ হবেনা, পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হবেনা, মুখে থুথু উঠবেনা এবং নাকে শ্লেষ্মাও দেখা দিবেনা। তাদের দেহ হতে যে ঘাম বের হবে তা হবে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময়।

ঈমানদার ও বেঈমানের তুলনামূলক আলোচনা

পূর্বে বর্ণিত হতভাগ্য কাফির এবং এখানে বর্ণিত আল্লাহভীরু মু’মিনের দৃষ্টান্ত ঠিক এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের একজন অন্ধ ও বধির এবং অপরজন দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়। সুতরাং কাফির দুনিয়ায় সত্যকে দেখা হতে অন্ধ এবং আখিরাতেও সে কল্যাণের পথ দেখতে পাবেনা। দুনিয়ায় সে সত্যের দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করা থেকে বধির, উপকার দানকারী কথা তারা শুনেইনা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) পক্ষান্তরে মু'মিন হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞানী, আলিম ও বুদ্ধিমান। সে ভাল-মন্দ বুঝে এবং এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে ভাল ও সত্যকে গ্রহণ করে এবং মন্দ ও বাতিল পরিত্যাগ করে। সে দলীল প্রমাণাদি শ্রবণ করে এবং ভাল-মন্দ ও সন্দেহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং সে বাতিল থেকে বেঁচে থাকে এবং সত্যকে মেনে চলে। কাজেই ঐ ব্যক্তি ও এই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর পরেও তোমরা বিপরীতধর্মী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ. وَلَا ٱلظُّلُمَـٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ. وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ. وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ. إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ. إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুস্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ, আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৯-২৪)

২৫। আর আমি নূহকে তার কাওমের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি, (নূহ বললো) আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী,	٢٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
২৬। তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করনা; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করছি।	٢٦. أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
২৭। অতঃপর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব নেতৃস্থানীয় লোক কাফির ছিল তারা বলতে লাগল ঃ আমরাতো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখতে পাচ্ছি; আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই; আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছিনা, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করছি।	٢٧. فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَٰذِبِينَ

নূহের (আঃ) কাওমের সাথে তাঁর বাদানুবাদ

আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। ভূ-পৃষ্ঠে মুশরিকদেরকে মূর্তি পূজা হতে বিরত রাখার উদ্দেশে সর্বপ্রথম যাঁকে তাদের

কাছে রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনিই ছিলেন নূহ (আঃ)। তিনি তাঁর কাওমের কাছে এসে বলেন ঃ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ তোমরা যদি গাইরুল্লাহর ইবাদাত পরিত্যাগ না কর তাহলে আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে। তোমরা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে থাক। যদি তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে আমি তোমাদের উপর কিয়ামাতের দিনের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি। তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় কাফিরেরা তাঁকে বলল ঃ

مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا হে নূহ! তুমি কোন মালাক/ফেরেশতা নও। তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ। সুতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমাদের সবাইকে বাদ দিয়ে তোমার মত একজন লোকের কাছে আল্লাহর অহী আসবে?

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ আর আমরাতো স্বচক্ষে দেখছি যে, ইতর শ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমার দলে যোগ দিচ্ছে। কোন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক তোমার দলভুক্ত নয়। যারা তোমার দলে যোগ দিচ্ছে তারা কিছু না বুঝেই তোমার মাজলিসে উঠা-বসা করছে এবং তোমার কথায় 'হ্যাঁ' বলে যাচ্ছে। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই নতুন ধর্ম তোমাদের কোন উপকারেই আসছেনা। না এর ফলে তোমাদের আর্থিক কোন উন্নতি হচ্ছে, আর না চরিত্র ও সৃষ্টির দিক দিয়ে তোমরা আমাদের ওপর কোন মর্যাদা লাভ করছ।

وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ বরং আমাদের ধারণায় তোমরা সব মিথ্যাবাদী, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ যে, ভাল কাজ করলে এবং আল্লাহর ইবাদাতে লেগে থাকলে পরকালে উত্তম বিনিময় লাভ করা যাবে, আমাদের ধারণায় এ সব কিছুই মিথ্যা। নূহের (আঃ) উপর কাফিরদের এটাই ছিল বক্তব্যের মূল কথা। কিন্তু এটা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। যদি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই হক ও সত্যকে কবূল করে নেয় তাহলে কি সত্যের মর্যাদা কমে যাবে? সত্য সত্যই থাকবে, তা গ্রহণকারী বড় লোকই হোক অথবা ছোট লোকই হোক। বরং সত্য কথা এটাই যে, সত্যের অনুসরণকারীরাই হচ্ছে ভদ্র লোক, হোক না তারা দরিদ্র ও মিসকীন। পক্ষান্তরে সত্য থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই হচ্ছে ইতর ও অভদ্র, হোক না তারা সম্পদশালী ও শাসকগোষ্ঠী। সত্য ঘটনা এটাই যে, প্রথমে দরিদ্র ও মিসকীন লোকেরাই সত্যের

ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আর সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা এর বিরোধিতা করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কালামে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা শূরা, ৪৩ ঃ ২৩)

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'নাবুওয়াতের দাবিদার লোকটির অনুসরণ করছে সম্ভ্রান্ত লোকেরা, নাকি দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা?' উত্তরে তিনি বলেন যে, দুর্বল ও দরিদ্র্য লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, রাসূলদের অনুসারী এরূপ লোকেরাই হয়ে থাকে। (ফাতহুল বারী ১/৪২)

সত্যকে তাড়াতাড়ি কবূল করলে কোন দোষ নেই। সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ার পর তা গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনই বা কি? বরং প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাজ এটাই হওয়া উচিত যে, সে সর্বাগ্রে ও তাড়াতাড়ি হককে কবূল করে নিবে। এ ব্যাপারে বিলম্ব করা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতাই বটে। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নাবীই খুবই স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিলেন।

وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছিনা। অর্থাৎ নূহের (আঃ) কাওমের তাঁর উপর তৃতীয় আপত্তি এই ছিল যে, তারা তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছেনা। এটাও তাদের অন্ধত্বের কারণেই ছিল। তারা সত্যের অবলোকন হতে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ। সুতরাং তারা সত্যকে দেখতেও পাচ্ছিলনা এবং শুনতেও পাচ্ছিলনা। বরং তারা অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরছিল। তারা হচ্ছে অপবাদদানকারী, মিথ্যাবাদী এবং ইতর লোক। পরকালে তারাই হবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি যদি স্বীয় রবের পক্ষ হতে	٢٨. قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن

প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত হয়ে) থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে রাহমাত (নাবুওয়াত) দান করেন, অতঃপর ওটা তোমাদের বোধগম্য না হয়, তাহলে কি ঐ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে থাক?	كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَٰرِهُونَ
২৯। আর হে আমার কাওম! আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন সম্পদ চাচ্ছিনা; আমার বিনিময়তো শুধু আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে, আর আমি এই মু'মিনদেরকে বের করে দিতে পারিনা; নিশ্চয়ই তারা নিজেদের রবের সমীপে গমনকারী, পরন্ত আমি তোমাদেরকে নির্বোধ কাওম রূপে দেখছি।	٢٩. وَيَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ
৩০। হে আমার কাওম! আমি যদি তাদেরকে বের করেই দিই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও হতে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা কি এতটুকু বুঝনা?	٣٠. وَيَٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

নূহের (আঃ) প্রতিক্রিয়া

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমের আপত্তির জবাবে তাদেরকে যে কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই খবর দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কাওমকে বললেন ঃ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ হে আমার কাওম! সত্য নাবুওয়াত, নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট জিনিস আমার কাছে আমার রবের পক্ষ হতে এসেই গেছে। এটা আমার উপর আমার রবের একটি বড় নি'আমাত। فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا কিন্তু এটা যদি তোমাদের বোধগম্য না হয় এবং তোমরা যদি এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কর তাহলে কি আমি তোমাদের মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে পারি? নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে আরও বললেন ঃ

وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ হে আমার কাওম! আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি, অর্থাৎ তোমাদের যে মঙ্গল কামনা করছি, এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছিনা। আমার এ কাজের বিনিময় আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় রয়েছে। তোমাদের কথামত আমি যে দরিদ্র মু'মিনদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিব এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এ কথাই বলা হয়েছিল। এর উত্তরে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল ঃ

وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ

আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعۡضَهُم بِبَعۡضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآۗ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَعۡلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৩)

৩১। আর আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছিনা যে, আমার	٣١. وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِى

নিকট আল্লাহর সকল ভান্ডার রয়েছে। এবং আমি অদৃশ্যের কথা জানিনা, আর আমি এটাও বলিনা যে, আমি মালাক। আর যারা তোমাদের চোখে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারিনা যে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে কোন নি'আমাত দান করবেননা; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ উত্তম রূপে জানেন, আমি এরূপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।	خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٞ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزۡدَرِيٓ أَعۡيُنُكُمۡ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيۡرًاۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمۡۖ إِنِّيٓ إِذٗا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল। তিনি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাদের সকলকে তাঁর ইবাদাত ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করছেন। এর দ্বারা তাদের নিকট থেকে ধন-সম্পদ লাভ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ছোট-বড় সবারই জন্য তাঁর উপদেশ সাধারণ। যে এটা কবূল করবে সে মুক্তি পাবে। আল্লাহর ধন ভান্ডারকে হেরফের করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি অদৃশ্যের খবরও জানেননা। তবে আল্লাহ যা জানিয়ে দেন তা জানতে পারেন। তিনি মালাক/ফেরেশতা হওয়ারও দাবি করছেননা। বরং তিনি একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ তাঁকে রাসূল করে তাদের নিকট পাঠিয়েছেন এবং তাঁর রিসালাতের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি তাঁকে কতগুলি মু'জিযাও দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যাদেরকে তোমরা ইতর ও অবহেলিত বলছ তাদের ব্যাপারে আমি এ উক্তি করতে পারিনা যে, তাদেরকে তাদের সৎ কাজের বিনিময় প্রদান করা হবেনা। তাদের ভিতরের খবরও আমি জানিনা। তাদের অন্তরের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। বাইরের মত ভিতরেও যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার রয়েছে। যারা তাদের পরিণাম খারাপ বলবে তারা হবে বড় অত্যাচারী এবং তাদের এই উক্তি হবে অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি।

৩২। তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বির্তক	٣٢. قَالُواْ يَٰنُوحُ قَدۡ جَٰدَلۡتَنَا

৩৩। সে বলল ঃ ওটাতো আল্লাহ তোমাদের সামনে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবেনা।	٣٣. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
৩৪। আর আমার মঙ্গল কামনা (নাসীহাত) করা তোমাদের কাজে (উপকারে) আসতে পারেনা, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাইনা কেন, যদি আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। তিনিই তোমাদের রাব্ব, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।	٣٤. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাড়া দেয়া

নূহের (আঃ) কাওম যে তাদের উপর আল্লাহর আযাব, গযব ও ক্রোধ অতি সত্বর পতিত হোক এটা কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলল ঃ قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا হে নূহ! তুমি আমাদেরকে অনেক কিছু শোনালে এবং অনেক

তর্ক-বিতর্কও করলে। এখন আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা তোমার অনুসরণ করবনা এবং তোমার কথাও মানবনা। সুতরাং তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করে তাঁর শাস্তি আমাদের উপর আনয়ন কর। তিনি তাদের এ কথার উত্তরে বললেন ঃ

إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ এটাও আমার অধিকারে নেই, বরং এটা আল্লাহরই হাতে। তবে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবেনা।

وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করা ও ধ্বংস করা স্বয়ং আল্লাহরই ইচ্ছা থাকে তাহলে আমার উপদেশ তোমাদের কোনই কাজে আসবেনা। সবারই মালিক একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত কাজের পূর্ণতা দানের ক্ষমতা তাঁরই। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপক। তিনিই হচ্ছেন শাসনকর্তা এবং ন্যায় বিচারক। তিনি অত্যাচার করেননা। তিনিই প্রথমে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাতের একক মালিক তিনিই। সমস্ত মাখলূক তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।'

৩৫। তাহলে কি তারা (মাক্কার কাফিরেরা) বলে, সে (মুহাম্মাদ) এটা (কুরআন) নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি তাহলে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তাবে, আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।	٣٥. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ

নাবীগণের সত্যবাদিতা যাচাই করার পদ্ধতি

এই ঘটনার মধ্যভাগে এই নতুন বাক্যটিকে এই ঘটনারই গুরুত্ব ও দৃঢ়তার উদ্দেশে আনা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলেন ঃ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي হে মুহাম্মদ! এই কাফিরেরা তোমার উপর এই অপবাদ দিচ্ছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করেছ। তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় তাহলে এই অপরাধ আমার উপরই বর্তাবে। আল্লাহ তা'আলার শাস্তি সম্পর্কে আমার পূর্ণ অবগতি রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করব এটা কি করে সম্ভব? তবে হ্যাঁ, وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرَمُونَ তোমরা যে এই অমূলক ও ভিত্তিহীন দাবি করছ, তোমাদের এই অপরাধের যিম্মাদার তোমরা নিজেরাই। আমি তোমাদের এই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত।

৩৬। আর নূহের প্রতি অহী প্রেরিত হল ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে আর কেহই ঈমান আনবেনা, অতএব যা তারা করছে তাতে তুমি মোটেই দুঃখ করনা।	٣٦. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ
৩৭। আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার কাছে যালিমদের (কাফিরদের) সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।	٣٧. وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ
৩৮। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, আর যখনই তার কাওমের প্রধানদের কোন দল উহার নিকট দিয়ে গমন করত তখনই তার সাথে উপহাস করত। সে বলত ঃ	٣٨. وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن

যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর তাহলে আমরাও (একদিন) তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ।	قَوۡمِهِۦ سَخِرُواْ مِنۡهُۚ قَالَ إِن تَسۡخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تَسۡخَرُونَ
৩৯। সুতরাং সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, কোন ব্যক্তির উপর এমন আযাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হবে।	٣٩. فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن يَأۡتِيهِ عَذَابٌ يُخۡزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيۡهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

নূহের (আঃ) প্রতি অহী প্রেরণ এবং শাস্তি মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন নূহের (আঃ) কাওম তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়নের জন্য তাড়াহুড়া শুরু করল তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর বদ দু‘আ করতে নূহের (আঃ) কাছে অহী করলেন। তাই নূহ (আঃ) বললেন ঃ

رَّبِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا

হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৬)

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَغۡلُوبٌ فَٱنتَصِرۡ

তখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল ঃ আমিতো অসহায়; অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১০) তখন আল্লাহ তা‘আলা নূহের (আঃ) কাছে অহী পাঠালেন ঃ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কাওম হতে আর কেহই ঈমান আনবেনা, অতএব তারা যা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করনা।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর। وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ এবং আমার কাছে এই যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকেই ডুবিয়ে মারা হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত এবং প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাখানো হয়েছিল। নৌকাটি যাতে পানির বুক চিরে চলতে পারে তাতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

নৌকাটির ভিতরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেকটি তলা ছিল দশ হাত করে উঁচু। নীচের তলায় ছিল চতুস্পদ জন্তু ও বন্য জানোয়ার। মধ্য তলায় মানুষ ছিল। আর উপরের তলায় ছিল পাখী। দরজা ছিল প্রশস্ত এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ নূহ (আঃ) নৌকাটি নির্মাণ করতে লেগে গেলেন। সুতরাং কাফিরেরা তাঁকে উপহাস করার একটা সূত্র খুঁজে পেল। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে তারা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। কেননা তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করত। আর তিনি যে তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি।

তিনি তাদের বিদ্রুপের প্রতিবাদে শুধু এটুকুই বলেছিলেন ঃ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ আজ তোমরা আমাকে উপহাস করছ, কিন্তু জেনে রেখ, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ তেমনই একদিন আমরাই তোমাদেরকে উপহাস করব। مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ সুতরাং তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি এসে পড়ে, যা কখনও দূর হবার নয়।

৪০। অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছল এবং যমীন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল, আমি বললাম ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর	٤٠. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا

مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ	**প্রাণী হতে একটি নর এবং একটি মাদী অর্থাৎ দু' দুটি করে তাতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাদের ছাড়া যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে, এবং অন্যান্য মু'মিন-দেরকেও। আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি।**

প্লাবনের শুরুতে নূহ (আঃ) সব প্রাণীর এক একটি জোড়া নৌকায় তুলে নেন

আল্লাহ তা'আলা নূহের (রাঃ) সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই ওয়াদা অনুযায়ী আকাশ থেকে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হতে শুরু করে এবং যমীনের মধ্য থেকেও পানি উথলে উঠে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ. تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ

ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ষনে এবং মাটি হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে। তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১১-১৪)

যমীন হতে পানি উথলে উঠা সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যমীন হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমনকি চুল্লী হতেও পানি উথলে উঠে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জামহুরেরও উক্তি এটাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ হে নূহ! তুমি নৌকায় তোমার পরিবারবর্গকে উঠিয়ে নাও। তারা হচ্ছে তাঁর পরিবারের লোক ও তাঁর আত্মীয় স্বজন। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে নৌকায় উঠানো চলবেনা। ইয়াম নামক তাঁর এক পুত্রও ঐ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং সেও পৃথক হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রীও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত। সেও আল্লাহর রাসূলকে (অর্থাৎ তার স্বামী নূহকে (আঃ) অস্বীকার করেছিল।

وَمَنْ آمَنَ হে নূহ! তোমার কাওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও তোমার সাথে নৌকায় উঠিয়ে নাও। وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ কিন্তু এই মু'মিনদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। সাড়ে নয় শ' বছর অবস্থানের সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই নূহের (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল মোট আশি জন লোক। তাদের মধ্যে স্ত্রী লোকও ছিল। (তাবারী ১৫/৩২৬)

৪১। আর সে বলল ঃ তোমরা এতে আরোহণ কর, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব ক্ষমাশীল, দয়াবান।	٤١. وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرٜىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
৪২। আর সেই নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পর্বততুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল, আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগল এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে; হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সাওয়ার হয়ে যাও এবং কাফিরদের সাথে থেকনা।	٤٢. وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

٤٣. قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعۡصِمُنِى مِنَ ٱلۡمَآءِۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلۡيَوۡمَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَۚ وَحَالَ بَيۡنَهُمَا ٱلۡمَوۡجُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُغۡرَقِينَ	**৪৩। সে বলল ঃ আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। সে (নূহ) বলল ঃ আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহই রক্ষাকারী নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন। ইতোমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল, অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।**

নৌকায় আরোহণ এবং উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে যাত্রা

আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) তাঁর সাথে যাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে বললেন ঃ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا এসো, এই নৌকায় আরোহণ কর। জেনে রেখ যে, এর চলনগতি আল্লাহরই নামের বারাকাতে এবং অনুরূপভাবে এর শেষ স্থিতিও তাঁর পবিত্র নামের বারাকাতেই বটে। আবূ রাজা উতারিদী (রহঃ) بِسْمِ اللّهِ مُجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا (আল্লাহরই নামে যিনি এর চলন, গতি ও স্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন) পাঠ করতেন। (তাবারী ১৫/৩২৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ فَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ. وَقُل رَّبِّ أَنزِلۡنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ

যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহরই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ২৮-২৯) এ

জন্যই এটা মুসতাহাব যে, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, সেটা নৌকায় চড়াই হোক অথবা জন্তুর পিঠে আরোহণ করাই হোক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ

এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুস্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৩) এর প্রতি আগ্রহ উৎপাদনকারী রূপে হাদীসও এসেছে। ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বর্ণনা সূরা যুখরুফে আসবে। আল্লাহর উপরই ভরসা করছি।

এরপর আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম غَفُوْرٌ ও رَحِيْرٌ রয়েছে। কারণ এই যে, যেন কাফিরদের শাস্তির মুকাবিলায় মু'মিনদের উপর তাঁর ক্ষমা ও করুণার বিকাশ ঘটে। যেমন তাঁর উক্তি ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৭) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৬) এই ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে দয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণের বর্ণনা মিলিতভাবে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ঐ নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। এর ভাবার্থ এই যে, নৌকাটি নূহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে পানির উপর চলতে লাগল যে পানি যমীনে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পানি উঠে গিয়েছিল। পাহাড়ের চূড়া ছেড়েও পনের হাত উপরে উঠেছিল। আবার এ উক্তিও আছে যে, পানির ঢেউ পর্বতের

চূড়া ছেড়ে আশি হাত উপরে উঠে গিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও নূহের (আঃ) নৌকা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হুকুমে সঠিকভাবেই চলছিল। স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন ওর রক্ষক এবং ওটা ছিল তাঁর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী। যেমন তিনি তাঁর কালামে বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَـٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১১-১২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ. تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ. وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১৩-১৫)

নূহের (আঃ) কাফির ছেলেকে ডুবিয়ে মারার ঘটনা

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ ঐ সময় নূহ (আঃ) তাঁর ছেলেকে ডাক দেন। সে ছিল তাঁর চতুর্থ ছেলে। তাঁর নাম ছিল ইয়াম এবং সে ছিল কাফির। নূহ (আঃ) নৌকায় আরোহণ করার সময় তাকে ঈমান আনার এবং নৌকায় আরোহণের আহ্বান জানান, যাতে সে ডুবে যাওয়া এবং কাফিরদের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء কিন্তু সেই হতভাগ্য উত্তর দেয় ঃ না আমার প্রয়োজন নেই। আমি পর্বতে আরোহণ করে এই প্লাবন থেকে বেঁচে যাব। তার ধারণা ছিল প্লাবন পর্বতের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা। সুতরাং সে যখন সেখানে পৌঁছে যাবে তখন পানি তার কি ক্ষতি করতে পারবে? ঐ সময় নূহ (আঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ

لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ আজ আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। যার উপর তাঁর দয়া হবে, একমাত্র সেই রক্ষা পাবে। وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ পিতা-পুত্রের মধ্যে এভাবে আলোচনা চলছে, এমন সময় এক তরঙ্গ এলো এবং নূহের (আঃ) ছেলেকে ডুবিয়ে দিল।

٤٤. وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ	**৪৪। আর আদেশ হল ঃ হে যমীন! স্বীয় পানি শুষে নাও, এবং হে আসমান! থেমে যাও। তখন পানি কমে গেল ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল, আর নৌকা জূদী (পাহাড়) এর উপর এসে থামল। আর বলা হল, অন্যায়কারীরা আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে।**

প্লাবনের যেভাবে সমাপ্তি হল

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, নৌকার আরোহীরা ছাড়া যখন যমীনবাসীকে ডুবিয়ে দেন তখন তিনি যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেন যা ওর মধ্য হতে উথলে উঠেছিল এবং আসমানকেও তিনি বর্ষণ বন্ধ করার হুকুম করেন। ফলে পানি কমতে শুরু করে এবং কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সমস্ত কাফির ধ্বংস হয়ে যায় এবং রক্ষা পায় শুধু নৌকার মু'মিন আরোহীরা।

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে নৌকাটি জূদী পাহাড়ের উপর গিয়ে থেমে যায়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, জূদী হচ্ছে জাযীরায় অবস্থিত একটি পাহাড়। সমস্ত পাহাড়কে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল। শুধু এই পাহাড়টি নিজের বিনয় ও মিনতি প্রকাশের কারণে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এখানেই নৌকাটি নোঙ্গর করে। (তাবারী ১৫/৩৩৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, একমাস পর্যন্ত নৌকাটি এখানেই থাকে এবং সমস্ত লোক ওর উপর হতে অবতরণ করে। জনগণের উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসাবে নৌকাটি

এখানেই সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় থাকে। (তাবারী ১৫/৩৩৮) এমনকি এই উম্মাতের পূর্বযুগীয় লোকেরাও এটাকে দেখেছিল। অথচ এরপরে কোটি কোটি ভাল ও শক্ত নৌকা তৈরি হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় এবং ভস্ম ও মাটিতে পরিণত হয়।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ অন্যায়কারীরা আল্লাহর রাহমাত হতে দূরে। তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। কেহই রক্ষা পায়নি।

৪৫। আর নূহ নিজ রাব্বকে ডাকল এবং বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।	٤٥. وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَٰكِمِينَ
৪৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করনা যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٤٦. قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ
৪৭। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা	٤٧. قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ

أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ	**হতে আশ্রয় চাচ্ছি যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই, আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যাব।**

নূহের (আঃ) ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কথোপকথন

এটা মনে রাখা দরকার যে, নূহের (আঃ) এই প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ডুবন্ত ছেলের সঠিক অবস্থা অবগত হওয়া। তিনি প্রার্থনায় বলেন ঃ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي হে আমার রাব্ব! এটাতো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, আমার ছেলেটি আমার পরিবারভুক্ত। আর আমার পরিবারকে রক্ষা করার আপনি ওয়াদা করেছিলেন এবং এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আপনার ওয়াদা মিথ্যা হবে। তাহলে আমার এই ছেলেটি কি করে এই কাফিরদের সাথে ডুবে গেল' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ তোমার যে পরিবারকে রক্ষা করার আমার ওয়াদা ছিল তোমার এই ছেলেটি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। আমার এই ওয়াদা ছিল মু'মিনদেরকে নাজাত দেয়া। আমি বলেছিলাম ঃ

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ

এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাদের ছাড়া যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৪০) তোমার এই ছেলে কুফরী করার কারণে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি জানতাম যে, তারা কুফরী করবে এবং পানিতে ডুবে মারা যাবে। আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সে ছিল নূহের (আঃ) ছেলে। কিন্তু সে নূহের (আঃ) দা'ওয়াত কবূল করায় অস্বীকৃতি জানায় এবং বিরোধিতা করে। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কেহ কেহ আয়াতটিকে إِنَّهُ عَمِلَ عَمَلاً غَيْرَ صَالِحٍ এভাবে তিলাওয়াত করেছেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে (নূহের ছেলে) যে কাজ করেছিল তা সৎ আমল ছিলনা। (তাবারী ১৫/৩৪৩)

৪৮। বলা হল ঃ হে নূহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ নিয়ে, যা তোমার উপর নাযিল করা হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব, অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি।	٤٨. قِيلَ يَـٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَـٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

শান্তি ও বারাকাতসহ অবতরণের নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, নৌকাটি যখন জূদী পর্বতের উপর থেমে গেল তখন নূহকে (আঃ) বলা হল ঃ তোমার উপর ও তোমার সঙ্গীয় মু'মিনদের উপর এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত মু'মিনের আবির্ভাব ঘটবে তাদের সবারই উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সাথে সাথে কাফিরদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হল যে, তারা পার্থিব জগতে সুখ ভোগ করবে বটে, কিন্তু (পরকালে) সত্বরই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হবে। (তাবারী ১৫/৩৫৩)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তুফান বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু পাঠিয়ে দিলেন, যা পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিল এবং ওর উথলে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে আকাশের দরজাও বন্ধ করে দেয়া হল যা তখন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ করতেই ছিল। সুতরাং এরপর আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ যমীনকে পানি শোষণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। তখন থেকেই পানি কমতে শুরু করল।

আহলে তাওরাতের বিশ্বাস এই যে, সপ্তম মাসের ১৭ তারিখ নূহের (আঃ) নৌকাটি জূদী পাহাড়ের এসে লেগেছিল। দশম মাসের প্রথম তারিখ পাহাড়সমূহের চূড়া জেগে ওঠে। এর চল্লিশ দিন পর নূহ (আঃ) নৌকার ছাদে একটি ছোট্ট জানালা খুলে দেন। তারপর নূহ (আঃ) পানির প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশে একটি দাঁড় কাক পাঠালেন। কিন্তু কাকটি ফিরে আসতে বিলম্ব করায়

তিনি একটি কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতরটি ফিরে আসে। তিনি ওর অবস্থা দৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, সে পা রাখার জায়গা পায়নি। তিনি কবুতরটিকে হাতে করে ভিতরে নিয়ে আসেন। সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে পাঠিয়ে দেন। সন্ধ্যার সময় সে ঠোঁটে করে যাইতুনের পাতা নিয়ে ফিরে আসে। এতে আল্লাহর নাবী জানতে পারেন যে, পানি যমীনের সামান্য কিছু উপরে রয়েছে। এর সাত দিন পর পুনরায় তিনি কবুতরটিকে প্রেরণ করেন। এবার কিন্তু কবুতরটি ফিরে এলোনা। এতে তিনি বুঝে নেন যে, যমীন সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেছে। মোট কথা, সুদীর্ঘ এক বছর পর নূহ (আঃ) নৌকাটির ছাদ খুলে ফেলেন এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে, হে নূহ! আমার পক্ষ হতে অবতারিত শান্তির সাথে এখন নেমে পড়। উহা ছিল বন্যার দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশ তম দিন। (তাবারী ১৫/৩৩৮) স্মরণ রাখা দরকার যে, এ সমস্ত বর্ণনাই তাওরাত এবং বাইবেল থেকে বলা হয়েছে, যে বর্ণনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া যায়না।

৪৯। এটা হচ্ছে গাইবি সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী মারফত পৌঁছে দিচ্ছি। ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার কাওম। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।	٤٩. تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَـٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর নাবীগণের প্রতি অহী করেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا হে নাবী! নূহের এই ঘটনা এবং এ ধরনের

অতীতের ঘটনাবলী যেগুলি তুমি জানতেনা এবং তোমার কাওমও জানতনা। কিন্তু অহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এগুলি জানিয়ে থাকি। আর তুমি জনগণের সামনে এগুলির সত্যতা এমনভাবে প্রকাশ করে থাক যে, যেন তুমি এই ঘটনাবলী সংঘটিত হবার সময় সেখানেই বিদ্যমান ছিলে। অথচ এর পূর্বে না তুমি স্বয়ং এর কোন খবর রাখতে, আর না তোমার কাওম। এটা হলে মানুষ ধারণা করত যে, তুমি এগুলি কারও নিকট থেকে জেনে নিয়েছ। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা তুমি একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত অহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছ। আর এই অহী ঠিক এভাবেই এসেছে, যেভাবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমার কাওম যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এর উপর তোমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সত্বরই আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে সাহায্য করব এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী করব, যেমন আমি তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু’মিনদেরকে সাহায্য করব। (সূরা মু’মিন, ৪০ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১-১৭২) তাই এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (হে নাবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিঃসন্দেহে শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।

৫০। আর ‘আদ (সম্প্রদায়) এর প্রতি তাদের ভাই হুদকে (রাসূল রূপে) প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কেহ তোমাদের মা‘বূদ নেই;	٥٠. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا

তোমরা শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।	لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ
৫১। হে আমার কাওম! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা; আমার বিনিময় শুধু তাঁরই জিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝনা?	٥١. يَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
৫২। আর হে আমার কাওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট হও। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন, আর তোমরা পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিওনা।	٥٢. وَيَـٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ

হুদ (আঃ) এবং আ'দ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা হুদকে (আঃ) তাঁর কাওমের কাছে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর কাওমকে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ যাদের তোমরা পূজা করছ তাদেরকে তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছ। এমনকি তাদের নাম ও অস্তিত্ব তোমাদের বাজে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে আরও বলেন ঃ

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا আমি যে তোমাদেরকে এই উপদেশ দিচ্ছি এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছিনা। এর প্রতিদান স্বয়ং আমার রাব্ব আমাকে দান করবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি এই সহজ কথাটুকুও বুঝতে পারছনা যে, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন, এর বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছেননা? তোমরা তোমাদের অতীতের পাপের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক এবং আগামীতে পাপের কাজ থেকে বিরত থাক। এ দু'টি যার মধ্যে থাকবে তার জীবিকার পথ আল্লাহ সহজ করে দিবেন এবং তার কাজও সহজ হয়ে যাবে। আর সর্বক্ষণ তিনি তার হিফাযাত করবেন।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا জেনে রেখ যে, তোমরা যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যে বৃষ্টি হবে তোমাদের জন্য খুবই উপকারী। আর তোমাদের শক্তিকে তিনি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনাকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে দেন, সঙ্কীর্ণতা থেকে প্রশস্ততা দান করেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিয্ক দান করেন যা সে কল্পনাও করেনা।

৫৩। তারা বলল ঃ হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।	٥٣. قَالُوا۟ يَـٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
৫৪। আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে	٥٤. إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ

بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ	দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, তোমরা ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ -
٥٥. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ	৫৫। তাঁর (আল্লাহর) সাথে। অনন্তর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা।
٥٦. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ	৫৬। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত।

হূদ (আঃ) এবং আ'দ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হূদের (আঃ) কাওম তাঁর উপদেশ শুনে তাঁকে বলল ঃ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ হে হূদ! তুমি যে দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছ তারতো কোন দলীল-প্রমাণ আমাদের সামনে পেশ করছনা। وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ আর আমরা এটা করতে পারিনা যে, তোমার কথায় আমাদের মা'বূদগুলির উপাসনা পরিত্যাগ করব। আমরা এগুলি ছাড়বনা এবং তোমাকে

সত্যবাদী মেনে নিয়ে তোমার উপর ঈমানও আনবনা। إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ বরং আমাদের ধারণা এই যে, যেহেতু তুমি আমাদেরকে আমাদের মা'বূদগুলোর উপাসনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছ এবং তাদের প্রতি দোষারোপ করছ, সেই হেতু তারা তোমার এই জ্বালাতন সহ্য করতে পারেনি। তাই তাদের কারও অভিশাপের ফল তোমার উপর পতিত হয়েছে। ফলে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। তাদের এই কথা শুনে আল্লাহর নাবী হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

مِن دُونِهِ.قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ যদি তাই হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আমি শুধু তোমাদেরকেই নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকেও সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া যেসব মা'বূদের ইবাদাত করা হচ্ছে আমি তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

এখন শুধু তোমরা নও, বরং তোমাদের এই সব মিথ্যা ও বাজে মা'বূদকেও ডেকে নাও এবং তোমরা সবাই মিলে যত পার আমার ক্ষতি সাধন কর। আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা এবং আমার প্রতি কোন সমবেদনাও প্রকাশ করনা।

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظِرُونِ আমার ক্ষতি সাধন করার তোমাদের যত ক্ষমতা থাকে তা প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনা। إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। যিনি আমার ও তোমাদের সকলেরই মালিক। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমার ক্ষতি করার কারও সাধ্য নেই। এমন কেহ নেই যে, তাঁর হুকুম অমান্য করে তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তিনি ন্যায় বিচারক। তিনি কখনও অত্যাচার করেননা। তিনি সরল-সঠিক পথে রয়েছেন।

হুদের (আঃ) এই কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। তিনি 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর এই উক্তির মধ্যে আল্লাহর একাত্মবাদের বহু দলীল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কেহ যখন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়, তিনি ছাড়া কারও কোন জিনিসের উপর যখন কোন অধিকার নেই, তখন একমাত্র তিনিই যে ইবাদাতের যোগ্য এটা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর তোমরা তাঁকে ছাড়া যে সব

মা'বূদের ইবাদাত করছ তারা কারও কথা শুনতে পায়না, কেহকে সাহায্যও করতে পারেনা। সুতরাং সেই সবগুলি বাতিল বলে সাব্যস্ত হল। আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আধিপত্য, ব্যবস্থাপনা, অধিকার এবং ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই। সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

৫৭। অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও তাহলে আমাকে যে বার্তা দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি ওটা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি; আর আমার রাব্ব ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের পরিবর্তে অন্য লোকদেরকে আবাদ করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবেনা। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।	٥٧. فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ
৫৮। আর যখন আমার (শাস্তির) হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি হুদকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর তাদেরকে বাঁচালাম অতি কঠিন শাস্তি হতে।	٥٨. وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَـٰهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ
৫৯। আর তারা ছিল 'আদ সম্প্রদায়. যারা নিজের রবের নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করল এবং রাসূলদেরকে অমান্য	٥٩. وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُواْ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُۥ

وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمۡرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ	করল, পক্ষান্তরে তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত।
٦٠. وَأُتۡبِعُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا لَعۡنَةً وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمۡۗ أَلَا بُعۡدًا لِّعَادٍ قَوۡمِ هُودٍ	৬০। আর এই দুনিয়ায়ও অভিসম্পাত তাদের সঙ্গে রইল এবং কিয়ামাত দিবসেও; ভাল রূপে জেনে রেখ! 'আদ নিজ রবের সাথে কুফরী করল; আরও জেনে রেখ! দূরে পড়ে রইল 'আদ, রাহমাত হতে, যারা হুদের কাওম ছিল।

হুদ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলতে লাগলেন ঃ 'আমার কাজ আমি পূর্ণ করেছি। আল্লাহর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা যদি তা না মেনে চল তাহলে এর শাস্তি তোমাদের উপর পতিত হবে, আমার উপর নয়।

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ আল্লাহ তা'আলার এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তোমাদের স্থলে তিনি এমন জাতিকে আনবেন যারা তাঁর তাওহীদকে স্বীকার করবে এবং তাঁরই ইবাদাত করবে। তিনি তোমাদেরকে মোটেই পরওয়া করেননা। তোমাদের কুফরী তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। বরং এর শাস্তি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ আমার রাব্ব স্বীয় বান্দাদেরকে দেখতে রয়েছেন। তাদের কথা ও কাজ তাঁর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে।

আ'দ জাতির ধ্বংস এবং মুসলিমদের মুক্তি লাভ

শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। কল্যাণ ও বারাকাত হতে শূন্য এবং শাস্তিতে পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। ঐ সময় হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের ফলে এই শাস্তি থেকে রক্ষা পেলেন। কঠিন শাস্তি তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হল। এরাই ছিল 'আদ সম্প্রদায় যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তাঁর

নাবীকে মেনে চলেনি। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কোন একজন নাবীকে অমান্যকারী হচ্ছে সমস্ত নাবীকেই অমান্যকারী। ‘আদ সম্প্রদায় ঐ লোকদেরকেই মেনে চলত যারা ছিল তাদের মধ্যে একগুঁয়ে ও উদ্ধত। এদের উপর আল্লাহ ও তাঁর মু’মিন বান্দাদের লা’নত বর্ষিত হল। এই দুনিয়ায়ও তাদের আলোচনা হতে থাকল লা’নতের সাথে এবং কিয়ামাতের দিনও হাশরের মাঠে সকলের সামনে তাদের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হবে।

সেই দিন ঘোষণা করা হবে যে, وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ‘আদ সম্প্রদায় হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি এই যে, এই ‘আদ সম্প্রদায়ের পরে দুনিয়ার বুকে যত নাবীর আগমন ঘটে সবাই তাদের উপর লা’নত বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের ভাষায় আল্লাহ তা‘আলার লা’নতও তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে।

৬১। আর আমি ছামূদ (সম্প্রদায়) এর নিকট তাদের ভাই সালিহকে নাবী রূপে প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া কেহ তোমাদের মা‘বূদ নেই, তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব নিকটে রয়েছেন এবং তিনি আবেদন গ্রহণকারী।	٦١. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি সালিহকে (আঃ) ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট নাবী রূপে প্রেরণ করেছিলেন। তাবুক এবং মাদীনার মধ্যবর্তী এক পাহাড়ী এলাকায় বড় বড় ইমারাত নির্মাণ করে তারা বসবাস করত। তিনি স্বীয় কাওমকে আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য মা‘বূদগুলির ইবাদাত পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ আল্লাহ তা‘আলা মানুষের প্রথম সৃষ্টি মাটি দ্বারা শুরু করেছিলেন। তোমাদের সবারই পিতা আদমকে (আঃ) এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলাই তোমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে ভূ-পৃষ্ঠে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। ফলে তোমরা আজ এখানে কালাতিপাত করছ। فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ তোমাদের পাপের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আর তাঁরই পানে মনোনিবেশ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। তিনি খুবই নিকটে রয়েছেন এবং তিনি প্রার্থনা কবূলকারী। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী। কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৬)

৬২। তারা বলল ঃ হে সালিহ! তুমিতো ইতোপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসা স্থল ছিলে। তুমি কি আমাদেরকে ঐ বস্তুর ইবাদাত করতে নিষেধ করছ যাদের ইবাদাত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা করে এসেছে? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদের	٦٢. قَالُواْ يَـٰصَـٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَـٰذَآ ۖ أَتَنْهَـٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا

তَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ مُرِيبٖ	ডাকছ, বস্তুতঃ আমরা তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি, যা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।
٦٣. قَالَ يَٰقَوۡمِ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي مِنۡهُ رَحۡمَةٗ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنۡ عَصَيۡتُهُۥۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيۡرَ تَخۡسِيرٖ	৬৩। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, আমি যদি নিজ রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি (এবং) তিনি আমার প্রতি নিজের রাহমাত (নাবুওয়াত) দান করে থাকেন, আমি যদি আল্লাহর কথা না মানি তাহলে আমাকে আল্লাহ (শাস্তি) হতে কে রক্ষা করবে? তাহলেতো তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই করছ।

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের সাথে কথোপকথন

সালিহ (আঃ) ও তাঁর কাওমের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা সালিহকে (আঃ) বলল ঃ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَـــذَا এসব কথা তুমি মুখে আনবেনা। এর পূর্বে আমরা তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি সবই গুড়ে বালি। أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا তুমি আমাদেরকে আমাদের পিতৃ পুরুষদের রীতিনীতি ও পূজা-পার্বণ থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছ। وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب কিন্তু তুমি আমাদেরকে যে নতুন পথ দেখাচ্ছ তাতে আমাদের বড় রকমের সন্দেহ রয়েছে। তাদের এ কথা শুনে সালিহ (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي

হে আমার কাওম! জেনে রেখ যে, আমি মযবূত দলীলের উপর রয়েছি। আমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন রয়েছে। আমার সত্যবাদিতার উপর আমার মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা রয়েছে। আমার কাছে রয়েছে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত রূপ রাহমাত। এখন যদি আমি তোমাদেরকে এর দা'ওয়াত না দেই এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করি, আর তোমাদেরকে তাঁর ইবাদাতের দিকে আহ্বান না করি তাহলে কে এমন আছে যে আমাকে সাহায্য করতে পারে এবং তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে? তোমরা আমার কোনই উপকারে আসবেনা, তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করবে।

৬৪। আর হে আমার কাওম! এটা হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী যা তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব ওকে ছেড়ে দাও যেন আল্লাহর যমীনে চরে খায়, আর ওকে খারাপ উদ্দেশে স্পর্শ করনা, অন্যথায় তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি এসে পাকড়াও করতে পারে।	٦٤. وَيَـٰقَوْمِ هَـٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ
৬৫। অনন্তর তারা ওকে মেরে ফেলল। তখন সে বলল ঃ তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।	٦٥. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
৬৬। অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, আমি সালিহকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল	٦٦. فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَـٰلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ

তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর বাঁচালাম সেই দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব শক্তিমান, পরাক্রমশালী।	بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ
৬৭। আর সেই যালিমদেরকে এক প্রচন্ড ধ্বনি এসে আক্রমন করল যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।	٦٧. وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَـٰرِهِمْ جَـٰثِمِينَ
৬৮। যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনো বসবাস করেনি। ভাল রূপে জেনে রেখ! ছামূদ সম্প্রদায় নিজ রবের সাথে কুফরী করেছিল। জেনে রেখ, ছামূদ সম্প্রদায় রাহমাত হতে দূরে ছিটকে পড়ল।	٦٨. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا۟ كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ

এ সব আয়াতের পূর্ণ তাফসীর, ছামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা এবং উষ্ট্রীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলার নিকটই তাওফীক কামনা করছি।

৬৯। আর আমার প্রেরিত মালাইকা ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল। (এবং) তারা বলল ঃ সালাম! ইবরাহীম বলল ঃ সালাম! অতঃপর অনতি বিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস	٦٩. وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا ۖ قَالَ سَلَـٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ

আনয়ন করল।	بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
৭০। কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকিত হল। (এ দেখে) তারা বলল ঃ ভয় করবেননা, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	٧٠. فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ
৭১। আর তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল। তখন আমি তাকে (ইবরাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের।	٧١. وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ
৭২। সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!	٧٢. قَالَتْ يَـٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ
৭৩। তারা (মালাক) বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে	٧٣. قَالُوٓا۟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَـٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ

মালাইকার ইবরাহীমের (আঃ) কাছে আগমন এবং ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا যখন আমার দূতেরা ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে এলো। তাঁরা ছিল মালাইকা। একটি উক্তি এই রয়েছে যে, তাঁরা তাঁকে ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় উক্তি এই আছে যে, তাঁরা তাঁকে লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। প্রথম উক্তিটির সাক্ষী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তি ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ

অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাইকার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭৪) মালাইকা এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনিও তাঁদের সালামের জবাবে سَلاَمٌ বললেন। ইলমে বায়ানের আলেমগণ বলেন যে, মালাইকার সালামের উত্তরে ইবরাহীমের (আঃ) সালামটিই উত্তম। কেননা سَلاَمٌ শব্দটি رَفع বা পেশ দিয়ে পড়ায় এতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব এসেছে।

সালাম বিনিময়ের পরেই ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের সামনে আতিথ্যরূপে গো-বৎসের ভাজা গোশ্‌ত পেশ করেন। অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

অতঃপর সে গৃহাভ্যন্তরে গেল এবং একটি মাংশল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল। তাদের সামনে রাখল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছনা কেন? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ২৬-২৭)

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ যখন তিনি দেখেন যে, নবাগত মেহমানগণ খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেননা তখন তিনি তাদেরকে অদ্ভূত ভাবতে লাগলেন এবং শঙ্কিত হলেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংস সাধনের জন্য যে মালাইকার পাঠান হয়েছিল তাঁরা সুশ্রী যুবক রূপে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিলেন। তারা ইবরাহীমের (আঃ) বাড়িতে আগমন করলে তিনি তাদেরকে দেখে খুবই সম্মান করেন এবং তাড়াতাড়ি গো-বৎসের গোশত গরম পাথরে সেঁকে এনে তাদের সামনে পেশ করেন। নিজেও তিনি তাদের সাথে দস্তরখানায় বসে পড়েন। তারা খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং বলেন ঃ আমরা কোন খাদ্যের মূল্য না দেয়া পর্যন্ত তা খাইনা। ইবরাহীম (আঃ) বলেন ঃ তাহলে মূল্য প্রদান করুন! তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর মূল্য কত? তিনি উত্তরে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করা এবং খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, এটাই হচ্ছে এর মূল্য। এ কথা শুনে জিবরাইল (আঃ) মীকাঈলের (আঃ) দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, বাস্তবিকই তাঁর মধ্যে এই যোগ্যতা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের খলীল (বন্ধু) বানিয়ে নিবেন।

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ তখনও তারা যখন খাদ্য খেলেননা তখন বিভিন্ন প্রকারের ধারণা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হল। সারা' (রহঃ) যখন দেখলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) স্বয়ং তাদেরকে আহার করানোর কাজে লেগে রয়েছেন তখন তিনিও খাবার পরিবেশনে লেগে যান এবং হেসে উঠেন। তিনি বললেন ঃ কি আশ্চর্য! আমরা আমাদের মেহমানদেরকে অতি যত্নসহকারে সম্মানের সাথে যথাযোগ্য আতিথেয়তা করতে চাচ্ছি, অথচ তারাতো খাদ্যই গ্রহণ করছেননা। (তাবারী ১৫/৩৮৯) তাঁর এ অবস্থা দেখে মালাইকা তাঁকে বললেন ঃ لاَ تَخَفْ ভয়ের কোন কারণ নেই। তারা বললেন ঃ إِنَّا أُرْسِلْنَا আমরা মানুষ নই, বরং মালাইকা। লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি।' লূতের (আঃ) কাওমের ধ্বংসের কথা শুনে সারা' (রাঃ) খুশি হয়ে হেসে উঠেন। ঐ সময় তিনি আরও একটি সুসংবাদ শুনলেন। তা এই যে, ঐ নৈরাশ্যের বয়সেও তিনি সন্তানের মা হবেন। এটা ছিল তাঁর কাছে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। মোট কথা, মালাইকা তাঁকে ইসহাক (আঃ) নামক সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং এ কথাও বলেন যে, ইসহাকের (আঃ) ঔরসে ইয়াকূব (আঃ) নামক সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হল তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল ঃ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৩)

এ আয়াত থেকে এই দলীল গ্রহণ করা যায় যে, ‘যাবীহুল্লাহ’ (আল্লাহর পথে যবাহকৃত) ছিলেন ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ) ছিলেননা। কেননা ইসহাকের (আঃ) ব্যাপারেতো এ সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর ঔরসে ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, ইবরাহীমকে (আঃ) এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে ইসহাককে (আঃ) যেন কুরবানী করা হয়। অথচ তখন পর্যন্ত তিনি শিশু ছিলেন এবং তাঁর ঔরষে পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যাঁর নাম ইয়াকূব (আঃ) হবে বলেও আল্লাহ সুবহানাহু জানিয়ে ছিলেন? আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং তা তিনি কখনও ভঙ্গ করেননা। অতএব এটা কখনও সম্ভব হতে পারেনা যে, ইবরাহীমকে (আঃ) বলা হয়েছিল যে, তিনি যেন তাঁর শিশু পুত্রকে (ইসহাককে) কুরবানী করেন। বরং এটাই সঠিক কথা ও উত্তম সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি যেন তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) কুরবানী করেন।

মালাইকার এই শুভ সংবাদ শুনে নারীদের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী সারা’ (রহঃ) বিস্ময় প্রকাশ করেন। قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـٰذَا بَعْلِي شَيْخًا *(সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ)* তার বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং সেই বয়সে সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তার মুখের কথা তার ভাষায়ই আল্লাহ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে বর্ণনা করেন ঃ

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল ঃ এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে? (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ২৯)

এ দেখে মালাইকা বললেন ঃ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ আল্লাহ তা‘আলার কাজে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? আল্লাহ তা‘আলা আপনাদেরকে এই বয়সেই সন্তান দান করবেন। যদিও আজ পর্যন্ত আপনার কোন সন্তান হয়নি এবং আপনার স্বামী বুড়ো হয়ে গেছেন, তথাপি জেনে রাখুন যে, আল্লাহর ক্ষমতার কোন শেষ নেই। তিনি যা চান তা’ই হয়ে থাকে। তিনিতো শুধু বলেন ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়।

رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ হে নাবী পরিবারের লোক! তোমাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার রাহমাত ও বারাকাত রয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তাঁর কাজে বিস্ময় প্রকাশ করবে। তিনি হচ্ছেন প্রশংসার যোগ্য ও মহা মহিমান্বিত। তিনি তাঁর সব কাজে, সব বাক্যে প্রশংসনীয়। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে এবং প্রতিদানে অতুলনীয়।

এখানে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আমরা জানি যে, আপনাকে কিভাবে সম্ভাষন করতে হবে, কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা পাঠ করবে ঃ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর বারাকাত দান কর, যেরূপ ইবরাহীম এবং তাঁর বংশধরগণের উপর করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩০৫)

৭৪। অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল তখন আমার প্রেরিত মালাইকার সাথে লূতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করল।	٧٤. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَـٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ
৭৫। বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়।	٧٥. إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ
৭৬। হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও, তোমার রবের আদেশ এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত করার নয়।	٧٦. يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَآ ۖ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ

লূতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেহমানদের খাদ্য না খাওয়ার কারণে ইবরাহীমের (আঃ) অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার পর তা দূর হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাঁর সন্তান লাভ করারও শুভ সংবাদ পেয়ে যান। আর এটাও তিনি জানতে পারেন যে, মালাইকা লূতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি মালাইকাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যদি কোন গ্রামে তিন শত মু'মিন বাস করে তাহলে কি সেই গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে? উত্তরে জিবরাইল (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেন ঃ 'না।' ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যদি দুই শতজন মু'মিন থাকে তাহলে ধ্বংস করা যাবে কি?' এবারও 'না' উত্তর আসে। ইবরাহীম (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'যদি চল্লিশ জন মু'মিন থাকে তাহলে ধ্বংস করা যাবে কি?' এবারও 'না' উত্তর আসে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ 'যদি ত্রিশ জন মু'মিন থাকে? জবাবে এবারও 'না' বলা হয়। এমনকি সংখ্যা কমাতে কমাতে পাঁচ জনের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মালাইকা উত্তরে না'ই বলেন। আবার একজন মু'মিন

থাকলে ঐ গ্রামকে ধ্বংস করা যাবে কিনা এ প্রশ্ন করা হলে ঐ 'না' উত্তরই আসে। তখন ইবরাহীম (আঃ) মালাইকাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ فِي قَوْمِ لُوطٍ সেখানেতো লূত (আঃ) রয়েছেন। তাহলে ঐ গ্রামে লূতের (আঃ) বিদ্যমানতায় কি করে আপনারা ওটাকে ধ্বংস করবেন? জবাবে মালাইকা বলেন ঃ 'ঐ গ্রামে লূত (আঃ) যে রয়েছেন তা আমাদের জানা আছে। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোককে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে রেহাই দেয়া হবেনা।' মালাইকার এ কথায় ইবরাহীম (আঃ) মনে প্রশান্তি লাভ করেন এবং নীরব হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ সত্যিই ইবরাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু, দয়ালু ও কোমল হৃদয়। এ আয়াতের তাফসীর ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীর উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) উপরোক্ত আলোচনা ও সুপারিশের জবাবে তাঁকে বলেন ঃ

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكَ হে ইবরাহীম! তুমি এসব কথা ছেড়ে দাও। তোমার রবের নির্দেশ এসেই গেছে। এখন তাদের উপর শাস্তি চলে আসবে এবং এটা আর কিছুতেই টলানোর নয়।

৭৭। আর যখন আমার ঐ মালাইকা লূতের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং সেই কারণে অন্তর সংকুচিত হল, আর বলল ঃ আজকের দিনটি অতি কঠিন।	٧٧. وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ
৭৮। আর তার কাওম তার কাছে ছুটে এলো, এবং তারা পূর্ব হতে কু-কার্যসমূহ করেই আসছিল। লূত বলল ঃ হে আমার কাওম! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা	٧٨. وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ هَـٰٓؤُلَآءِ

بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ	রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের সামনে অপমানিত করনা; তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেহ নেই?
٧٩. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ	৭৯। তারা বলল ঃ তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা।

লূতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন এবং তাদের মাঝে বাক্যের আদান প্রদান

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই মালাইকা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং লূতের (আঃ) বাসভূমিতে বা তাঁর বাড়িতে পৌঁছেন। তারা সুদর্শন যুবকদের রূপ ধারণ করেছিলেন, যেন লূতের (আঃ) কাওমের পূর্ণ পরীক্ষা হয়ে যায়। লূত (আঃ) ঐ মেহমানদেরকে দেখে স্বীয় কাওমের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন এবং মনে মনে পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তিনি মনে মনে বলেন ঃ 'আমি যদি এদেরকে মেহমান হিসাবে রেখে দেই তাহলে খুব সম্ভব আমার কাওমের লোকেরা সংবাদ পেয়ে (তাদের সাথে দুষ্কার্য করার উদ্দেশে) দৌড়ে আসবে। আর যদি অতিথি হিসাবে আমার বাড়িতে না রাখি তাহলে এরা তাদেরই হাতে পড়ে যাবে।' তাঁর মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল ঃ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ আজকের দিনটি খুবই কঠিন ও ভয়াবহ দিন। আমার কাওম তাদের দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবেনা, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করারও আমার শক্তি নেই। সুতরাং কি না জানি ঘটবে!'

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ঐ মালাইকা মানুষের আকারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঐ সময় লূত (আঃ) তাঁর বাসভূমিতে অবস্থান করছিলেন এমতাবস্থায় তারা তাঁর মেহমান হন। লজ্জা বশতঃ তিনি তাদেরকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করতে পারছিলেননা এবং বাড়িতে নিয়ে যেতেও সাহস করছিলেননা। তিনি তাদের আগে আগে চলছিলেন যেন তারা ফিরে যান শুধু এই উদ্দেশে পথিমধ্যে তাদেরকে বলছিলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এখানকার মত খারাপ ও দুশ্চরিত্র লোক আমি আর কোথাও দেখিনি।' কিছু দূর গিয়ে আবার এ কথাই বলেন। মোট কথা, বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত এ কথা তিনি চারবার উচ্চারণ করেন। মালাইকাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত না তাদেরকে নাবী তাদের মন্দ কাজের বর্ণনা দেন, সেই পর্যন্ত যেন তাদেরকে ধ্বংস করা না হয়। (তাবারী ১৫/৪০৮)

মালাইকার আগমনের খবর শোনা মাত্রই তাঁর কাওম আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসে। পুরুষ লোকদের সাথে দুষ্কার্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঐ সময় আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ

يَا قَوْمِ هَـــؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ তোমরা তোমাদের এই অভ্যাস পরিত্যাগ কর। মহিলাদের দ্বারা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ কর। بَنَاتِيْ অর্থাৎ 'আমার কন্যাগুলি' এ কথা তিনি এ কারণেই বলেন যে, প্রত্যেক নাবী তাঁর উম্মাতের যেন পিতা। লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে থাকেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সম্পর্কে তাদেরকে উপদেশ দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? আর তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৬৫-১৬৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالُوٓاْ أَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

তারা বলল ঃ আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয় দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি? (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭০)

قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ. لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

লূত বলল ঃ একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭১-৭২)

قَالَ يَا قَوْمِ هَــؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ *(লূত বলল ঃ হে আমার কাওম! আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম)* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এ কথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, লুত (আঃ) তাঁর কাওমকে তাঁর নিজের কন্যাদের সম্পর্কে এটা বলেননি। বরং নাবী তাঁর সমস্ত উম্মাতের পিতা স্বরূপ। কাতাদাহ (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেন। (তাবারী ১৫/৪১৩) লূত (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ঃ

فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মহিলাদের প্রতি আগ্রহান্বিত হও, তাদেরকে বিয়ে করে কাম বাসনা পূর্ণ কর। আর এ উদ্দেশে পুরুষ লোকদের কাছে যেওনা। বিশেষ করে এরা আমার মেহ্মান। তোমরা আমার মর্যাদার দিকে খেয়াল কর।

أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ তোমাদের মধ্যে কি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন লোকও নেই? একজনও কি ভাল লোক নেই? তাঁর এ কথার জবাবে দুর্বৃত্তেরা বলেছিল ঃ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ তোমার কন্যাদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এখানেও بَنَاتِكَ অর্থাৎ তোমার কন্যাগণ দ্বারা কাওমের মহিলাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তারা আরও বলল ঃ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ আমরা কি চাই তা তুমি অবশ্যই জান। অর্থাৎ আমাদের মনের বাসনা হচ্ছে যুবকদের সাথে মিলিত হওয়া এবং তাদের দ্বারা কাম বাসনা মেটানো। সুতরাং আমাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করনা এবং আমাদেরকে উপদেশ দান বৃথা।

٨٠. قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ	৮০। সে বলল ঃ কি উত্তম হত যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলত, অথবা আমি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম!
٨١. قَالُوا۟ يَـٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا۟ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ	৮১। তারা (মালাইকা) বলল ঃ হে লূত! আমরাতো আপনার রবের প্রেরিত বার্তাবাহক, তারা কখনো আপনার নিকট পৌঁছতে পারবেনা, অতএব আপনি রাতের কোন এক ভাগে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলে যান, আপনাদের কেহ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না চায়; কিন্তু হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী যাবেনা, তার উপরও ঐ আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে, তাদের (শাস্তির) অঙ্গীকার কৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল, প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

লূতের (আঃ) অসহায়ত্বের ফলে সাহায্য কামনা এবং তারা প্রকাশ করলেন যে, তারা আল্লাহর মালাইকা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً লূত যখন দেখল যে, তার উপদেশ তার কাওমের উপর ক্রিয়াশীল হচ্ছেনা তখন তাদেরকে ধমকের সুরে বলল ঃ যদি আমার শক্তি থাকত বা আমার আত্মীয়-স্বজন শক্তিশালী হত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের এই দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করাতাম।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লূতের (আঃ) উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক, অবশ্যই তিনি

কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি মহা মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর পরে যে নাবীকেই প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি তাঁর প্রভাবশালী কাওমের মধ্যেই প্রেরিত হয়েছেন। (তিরমিযী ৩১১৬) মালাইকা লূতের (আঃ) মনমরা অবস্থা লক্ষ্য করে নিজেদের স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তারা বলেন ঃ

قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ হে লূত! আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। তারা কখনও আপনার নিকট পৌঁছতে পারবেনা। (এবং আমাদের নিকটও না)। আপনি অদ্য রাতের শেষ ভাগে আপনার পরিবার পরিজনসহ এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। আপনি নিজে তাদের পিছনে থেকে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং সরাসরি নিজেদের পথে চলতে থাকবেন। وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ আপনাদের কেহই যেন কাওমের হা-হুতাশ, কান্নাকাটি এবং চীৎকার শুনে তাদের দিকে ফিরেও না দেখে। তারা আরও বলেন ঃ

إِلاَّ امْرَأَتَكَ *কিন্তু হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী যাবেনা।* এর থেকে তারা লূতের (আঃ) স্ত্রীকে পৃথক করে দেন। তারা বলেন যে, তার স্ত্রী তাদের অনুসরণ করতে পারবেনা, সে তার কাওমের শাস্তির সময় তাদের হা-হুতাশ ও কান্না শুনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবে। কেননা তার কাওমের সাথে সেও ধ্বংস হয়ে যাবে, এ ফাইসালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েই গেছে। এক কিরাআতে إِلاَّ امْرَأَتُكَ অর্থাৎ ت অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে রয়েছে। যে সব বিজ্ঞজনের নিকট ' পেশ' ও 'যবর' দুটিই জায়িয তারা বর্ণনা করেন যে, লূতের (আঃ) স্ত্রীও তাদের সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় কাওমের চীৎকার শুনে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। সে তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল এবং 'হায় আমার কাওম!' এ কথা মুখ দিয়ে বেরও হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ থেকে একটা পাথর তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সেও ধ্বংস হতে যায়। লূতকে (আঃ) আরও সান্ত্বনা দানের জন্য তাঁর কাওমের শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ার কথাও তাঁর কাছে বর্ণনা করে দেন ঃ

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ সকাল হওয়া মাত্রই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর সকালতো খুবই নিকটে।

তাদের এ কথোপকথনের সময় লূতের (আঃ) কাওম তাঁর দরজার উপর দাঁড়িয়েছিল এবং তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। তারা প্রবলভাবে ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল এবং লূত (আঃ) তাদেরকে ঠেকাতে ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার ডানা দ্বারা তাদের মুখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে যায় এবং পলায়নের পথও খুঁজে পাচ্ছিলনা। তাদের বর্ণনায় অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ

তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবী করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩৭)

৮২। অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরি ভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল,	٨٢. فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَـٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ
৮৩। যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়।	٨٣. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِىَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ

লূতের (আঃ) শহরকে উল্টে দেয়া হল এবং তাঁর কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا যখন আমার হুকুম (শাস্তি) এসে পৌঁছল, ওটা ছিল সূর্য উদিত হওয়ার সময়। সাদূম নামক গ্রামকে আল্লাহ তা‘আলা উপরি ভাগকে নীচে করে দেন।

فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ

ওকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি! (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৫৪)

তাদের উপর আকাশ থেকে পাকা মাটির পাথর বর্ষিত হতে লাগল, যা ছিল খুবই শক্ত ও বড় বড় ওযনের। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, سِجِّيْل শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্ত, বড়। سِجِّيْل ও سِجِّيْن এর لام ও نُوْن দু'বোন অর্থাৎ দু'টির অর্থ একই।

مَنْضُوْد শব্দের অর্থ হচ্ছে একের পর এক বা ক্রমাগত। ঐ পাথরগুলির উপর ঐ লোকগুলির নাম লিখা ছিল। যে পাথরে যে ব্যক্তির নাম লিখা ছিল ঐ পাথর ঐ ব্যক্তির উপরই বর্ষিত হচ্ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, مُسَوَّمَة এর অর্থ হচ্ছে مُطَوَّقَة অর্থাৎ 'তাওক' বা শৃংখল করা ছিল, যা লাল রঙ্গে ডুবিয়ে নেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৫/৪৩৮) এই পাথরগুলি ঐ শহরবাসীদের উপরও বর্ষিত হয় এবং ওখানকার যারা অন্য গ্রামে গিয়েছিল সেখানেও (তাদের উপর) বর্ষিত হয়। তাদের যে যেখানে ছিল সেখানেই পাথর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। কেহ হয়তো কোন জায়গায় কারও সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেখানেই আকাশ হতে তার উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। মোট কথা, তাদের একজনও রক্ষা পায়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد ঐ জনপদগুলি এই অত্যাচারীদের (বাসভূমি) হতে বেশি দূরে নয়। সুনানের হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে ঃ যদি তোমরা কেহকে লূতের (আঃ) কাওমের আমলের মত আমল করতে দেখতে পাও তাহলে যে এই কাজ করছে এবং যার উপর করছে উভয়কেই হত্যা কর। (আবূ দাঊদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬, ইব্ন মাজাহ ২৫৬১)

৮৪। আর আমি মাদইয়ানের (অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া আর কেহ তোমাদের ইলাহ নেই; আর তোমরা	٨٤. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا

তَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ	**পরিমাপে ও ওযনে কম করনা। আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছল দেখতে পাচ্ছি, আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিনের শাস্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে।**

মাদইয়ানবাসীদের প্রতি শু'আইবের (আঃ) আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি মাদইয়ানবাসীর নিকট তাদের ভাই শু'আইবকে নাবী করে পাঠিয়েছিলাম। তারা হচ্ছে আরাবের ঐ গোত্র যারা হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান মাআ'নের নিকট বসবাস করত। তাদের শহরের নাম ছিল মাদইয়ান। তাদের নিকট শু'আইবকে (আঃ) নাবী করে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। আর তিনি তাদেরই মধ্যকার একজন লোক ছিলেন। তাই তাঁকে أَخَاهُمْ বা তাদের ভাই বলা হয়েছে। তিনিও নাবীগণের রীতিনীতি, অভ্যাস এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কাওমকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে মাপে ও ওযনে কম করা হতে বিরত থাকতে বলেন, যাতে কারও হক নষ্ট করা না হয়। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইহ্সানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছল রেখেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর এই অনুগ্রহের কথা ভুলে যেওনা। তিনি তাদের কাছে নিজের ভয় প্রকাশ করে বললেন ঃ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ যদি তোমরা তোমাদের শির্কপূর্ণ রীতিনীতি এবং অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত না থাক তাহলে তোমাদের এই ভাল ও স্বচ্ছল অবস্থা দূরাবস্থায় পরিবর্তিত হবে।

٨٥. وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ	**৮৫। আর হে আমার কাওম! তোমরা পরিমাপ ও ওযনকে**

৮৬। আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই।	٨٦. بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

শু'আইব (আঃ) প্রথমে তাঁর কাওমকে মাপে ও ওযনে কম করতে নিষেধ করেন। এরপর পরস্পর লেন-দেনের সময় ন্যায় পরায়ণতার সাথে পুরাপুরিভাবে মাপ ও ওযন করার নির্দেশ দেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কাজ করতে নিষেধ করেন। তাঁর কাওমের মধ্যে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ প্রভৃতি বদ অভ্যাস অনুপ্রবেশ করেছিল। তিনি বলেন যে, মানুষের হক নষ্ট করে লাভবান হওয়ার চেয়ে আল্লাহ প্রদত্ত লাভ বহু গুণে শ্রেয়। (তাবারী ১৫/৪৪৭) তিনি তাদেরকে বলেন ঃ

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ

তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০০) সঠিকভাবে ওযন করে এবং পুরাপুরিভাবে মেপে হালাল উপায়ে যে লাভ হয় তাতেই বারাকাত হয়ে থাকে। অশ্লীলতা ও পবিত্রতার মধ্যে সমতা কোথায়? তোমাদের উচিত, আল্লাহরই ওয়াস্তে ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, মানুষকে দেখানোর জন্য নয়।

৮৭। তারা বলল ঃ হে শু'আইব! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই	٨٧. قَالُوا۟ يَـٰشُعَيْبُ

শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী।	أَصَلَوٰتُكَ تَأۡمُرُكَ أَن نَّتۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوۡ أَن نَّفۡعَلَ فِيٓ أَمۡوَٰلِنَا مَا نَشَـٰٓؤُاْۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلۡحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ

শু‘আইবের (আঃ) দা‘ওয়াতে তাঁর কাওমের প্রতিক্রিয়া

আ’মাশ (রহঃ) বলেন যে, এখানে صَلَوٰة দ্বারা قِرَاءة উদ্দেশ্য। শু‘আইবের (আঃ) কাওম তাঁকে ঠাট্টা করে বলল ঃ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ওহে, তুমি খুব ভাল কথাই বলছ! তোমার পঠন তোমাকে এটাই হুকুম করছে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে আমাদের পুরাতন উপাস্যদের উপাসনা ছেড়ে দেই! আর এটাও খুব মজার কথা যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালেরও মালিক থাকবনা, সুতরাং এ ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতেও পারবনা। কেহকে মাপে ও ওযনে কমও দিতে পারবনা। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! শু‘আইবের (আঃ) সালাতের দাবী এটাই ছিল যে, তিনি তাদেরকে গাইরুল্লাহর ইবাদাত ও মাখলূকের হক বিনষ্ট করা হতে বিরত রাখবেন। (তাবারী ১৫/৪৫১) শাউরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ ‘আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি’ তাদের এই উক্তি দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে ঃ ‘আমরা কেন যাকাত দিব?’ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ *বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড়ই সহিষ্ণু, সদাচারী*। তারা শুধু বিদ্রুপ করেই শু‘আইবকে (আঃ) জ্ঞানবান ও ধর্মপরায়ণ বলেছিল।

৮৮। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আচ্ছা বলতো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণের	٨٨. قَالَ يَـٰقَوۡمِ أَرَءَيۡتُمۡ إِن

শু‘আইবের (আঃ) কাওমের দাবী খন্ডন

শু‘আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলতে লাগলেন ঃ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا দেখ, আমি আমার রবের তরফ হতে দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং সেই দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আমার রাব্ব আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক উত্তম রিয্ক দান করেছেন। কেহ কেহ বলেছেন যে, এখানে উত্তম রিয্ক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নাবুওয়াত। আবার কেহ কেহ হালাল জীবিকা অর্থ নিয়েছেন। দু’টিই হতে পারে। তিনি বলেন ঃ

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ হে আমার কাওম! তোমরা আমার নীতি এরূপ পাবেনা যে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের হুকুম করব এবং নিজে গোপনে এর বিপরীত কাজ করব। আমারতো একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার সাধ্য অনুযায়ী সংশোধন করা। তবে হ্যাঁ, আমার উদ্দেশের সফলতা আল্লাহ তা‘আলার হাতেই রয়েছে। إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ তাঁরই উপর আমি ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি ও ঝুঁকে পড়ি।

৮৯। আর হে আমার কাওম! আমার প্রতি তোমাদের জন্য হটকারিতা যেন এই কারণ না হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপর সেই রূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে যেমন নূহের কাওম অথবা হুদের কাওম অথবা সালিহর কাওমের উপর পতিত হয়েছিল; আর লূতের কাওমতো তোমাদের হতে দূরে (যুগে) নয়।	٨٩. وَيَـٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَـٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ
৯০। আর তোমরা তোমাদের (পাপের জন্য) রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়।	٩٠. وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ

শু'আইব (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেন ঃ وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي হে আমার কাওম! তোমরা আমার প্রতি শত্রুতা ও হিংসায় পড়ে কুফরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়না। তাহলে তোমাদের উপর ঐ শাস্তিই এসে পড়বে যা তোমাদের পূর্বে তোমাদের মত অন্যায়কারীদের উপর এসেছিল। যেমন নূহ (আঃ), হুদ (আঃ) এবং লূতের (আঃ) উপর এসেছিল। বিশেষ করে লূতের (আঃ) কাওমতো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয় এবং তাদের বাসস্থানও তোমাদের বাসভূমির অতি নিকটবর্তী। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমার সাথে মতবিরোধ করে তোমরা বিপথে যেওনা। (তাবারী ১৫/৪৫৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, আমার প্রতি তোমাদের শত্রুতার কারণে তোমরা তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাসের উপর অবিচল থেকনা, যার ফলে তোমাদেরকে যেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত আযাবের সম্মুখীন হতে না হয়।

বলা হয়েছে وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন যে, এটা যেন গতকালের ঘটনা।

وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপরাশির জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার রাব্ব এইরূপ লোকদের উপর অত্যন্ত দয়ালু হয়ে যান এবং তাদেরকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন যারা এভাবে নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

৯১। তারা বলল ঃ হে শু'আইব! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসেনা এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার প্রতি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না থাকত তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম, আর আমাদের নিকট তোমার কোনই মর্যাদা নেই।	٩١. قَالُواْ يَـٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَـٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ
৯২। সে বলল ঃ হে আমার কাওম! আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের কাছে আল্লাহর অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? আর তোমরা তাঁকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ? নিশ্চয়ই আমার রাব্ব তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন।	٩٢. قَالَ يَـٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

শু‘আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

শু‘আইবের (আঃ) কাওম তাঁকে বলল ঃ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا হে শু‘আইব! তোমার অধিকাংশ কথা আমাদের বোধগম্য হয়না। আর তুমি নিজেও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল। শাউরী (রহঃ) বলেন যে, তাঁকে ‘খাতীবুল আম্বিয়া’ (নাবীগণের ভাষণ দাতা) বলা হত। (তাবারী ১৫/৪৫৮) কেননা তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তিনি একাকী ছিলেন বলেই তাঁকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে দুর্বল বলেছিল। কেননা তাঁর আত্মীয় স্বজনরাই তাঁর ধর্মের উপর ছিলনা। তারা তাঁকে বলেন ঃ

وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ তোমার গোত্রের সবল লোকেরা তোমার প্রতি লক্ষ্য না করলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতাম অথবা তোমাকে মন খুলে গালমন্দ দিতাম। আমাদের মধ্যে তোমার কোন মর্যাদা নেই।

শু‘আইবের (আঃ) কাওমের লোকদের দাবী খন্ডন

তাদের এ কথা শুনে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللّهِ হে লোকসকল! আমার ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেই তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ, আল্লাহর জন্য নয়? তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ তা‘আলা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর নাবীকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তোমরা তাঁকেই ভয় করছনা?

وَرَاءكُمْ ظِهْرِيًّا বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয়কে পশ্চাতে নিক্ষেপ করছ! তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তোমাদের কোন খেয়ালই নেই। إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের অবস্থা পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তিনিই তোমাদের পুরাপুরি বদলা দিবেন।

৯৩। আর হে আমার কাওম! তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও (আমার) কাজ করছি। সত্বরই তোমরা	٩٣. وَيَٰقَوۡمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي عَٰمِلٞۖ سَوۡفَ

জানতে পারবে যে, কে সেই ব্যক্তি যার উপর এমন শাস্তি আসন্ন যা তাকে অপমানিত করবে এবং কে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।	تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ
৯৪। (আল্লাহ বলেন) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে, আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রাহমাতে এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন। অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল,	٩٤. وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ
৯৫। যেন তারা এই গৃহগুলিতে বাস করেনি। ভাল রূপে জেনে নাও, রাহমাত হতে দূরে সরে পড়ল মাদইয়ান, যেমন দূর হয়েছিল ছামূদ (সম্প্রদায়) রাহমাত হতে।	٩٥. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

শু'আইবের (আঃ) কাওমের প্রতি হুশিয়ারী

আল্লাহর নাবী শু'আইব (আঃ) যখন তাঁর কাওমের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ঠিক আছে,

তোমরা তোমাদের নিজেদের নীতির উপর থাক, আমিও আমার নীতির উপর থাকলাম। তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, লাঞ্ছিত ও অপমানজনিত শাস্তি কার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে কে মিথ্যাবাদী? তোমরা এর জন্য অপেক্ষা করতে থাক, আমিও অপেক্ষায় রইলাম। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেই গেল। ঐ সময় আল্লাহর নাবী শু'আইবকে (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে বাঁচিয়ে নেয়া হল। তাঁদের উপর মহান আল্লাহর করুণা বর্ষিত হল এবং ঐ অত্যাচারীদেরকে তছনছ করে দেয়া হল। তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যে, তারা যেন তাদের বাসভূমিতে কখনও বসবাসই করেনি। তারা ছিল এক একটি জাতি যাদের উপর তাদের ধ্বংসের দিন ঐ সমস্ত গযব নাযিল হয়েছিল। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের উপর ঐ সমস্ত গযব পতিত হয়েছিল বলে তিনি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন। সূরা আ'রাফে বর্ণিত আছে, অবিশ্বাসী কাফিরেরা বলেছিল ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَـٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ

আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিস্কার করব। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৮) এ আয়াতে ওদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর যমীনে বাস করে তাঁরই নাবীকে (লূত আঃ) তাঁর ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের অপরাধের মাত্রা আরও বাড়াতে চেয়েছিল। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সমস্ত যালিম কাফিরদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা তাদের নাবীর সাথে অসম্মানজনক ব্যবহার করার কারণে তাদেরকে এক ভয়াবহ চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে ধ্বংস করেন। সূরা শূরায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শূরা, ২৬ ঃ ১৮৯) বলা হয়েছে ঃ

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا মনে হয় যেন ঐ স্থানে কেহ কোন দিন বাসগৃহ তৈরী করে জীবন যাপন করেনি। أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ঐ মাদইয়ান জাতি হতে ছামূদ জাতির বসবাসের জায়গা খুব বেশি দূরে নয়।

তাদের পূর্বে ছামূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপের শিকার হয়েছিল, তেমনিভাবে শু'আইবের (আঃ) কাওমও অভিশপ্ত হয়েছিল। ছামূদ সম্প্রদায় ছিল

তাদের প্রতিবেশী এবং কুফরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের মতই ছিল। তাছাড়া এই উভয় কাওমই ছিল আরাবীয়।

৯৬। এবং আমি মূসাকে প্রেরণ করলাম আমার মু'জিযাসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে -	٩٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ
৯৭। ফির'আউন ও তার প্রধানদের নিকট। অতঃপর তারাও ফির'আউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফির'আউনের কোন কথা মোটেই সঠিক ছিলনা।	٩٧. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
৯৮। কিয়ামাত দিবসে সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করবেন জাহান্নামে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত হবে।	٩٨. يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ
৯৯। আর আল্লাহর লা'নত তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়ায়ও এবং কিয়ামাত দিবসেও। কতই না নিকৃষ্ট পুরস্কার! যা একটির পর আর একটি তাদেরকে দেয়া হবে (দুনিয়ায় ও আখিরাতে)।	٩٩. وَأُتْبِعُواْ فِي هَـٰذِهِۦ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ

মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কিবতী কাওমের বাদশাহ ফির'আউন এবং তার প্রধানদের নিকট স্বীয় রাসূল মূসাকে (আঃ) নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট দলীল

প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু কিবতীরা ফির'আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলনা। তারা তারই ভ্রান্ত নীতির পিছনে পড়ে রইল। এই দুনিয়ায় যেমন তারা ফির'আউনের আনুগত্য পরিত্যাগ করলনা, বরং তাকে নেতা মেনে চলল, অনুরূপভাবে কিয়ামাতের দিনও তারা তারই পিছনে থাকবে এবং সে তাদের সবাইকে নেতৃত্ব দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর তাদের মধ্যে ফির'আউনকেই সবচেয়ে বেশি কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَـٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا

কিন্তু ফির'আউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। (সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ঃ ১৬) আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন ঃ

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ. فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ.

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْـَٔاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ

কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২১-২৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ

কিয়ামাতের দিন সে (ফির'আউন) নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিবে, আর তা হবে অতি নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত হবে।

অনুরূপভাবে অসৎ লোকদের অনুসারীদেরকেও কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করানো হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮) এবার আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন যে, জাহান্নামে তারা বলবে ঃ

رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠. رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنًا كَبِيرًا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৭-৬৮)

وَأُتْبِعُواْ فِي هَـــذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ জাহান্নামের শাস্তির উপর এটা আরও অতিরিক্ত শাস্তি যে, জাহান্নামীরা ইহকালে এবং পরকালে উভয় স্থানেই চিরস্থায়ী লা'নতের শিকার হবে। এটা আলী ইব্ন আবি তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/৪৬৯) অনুরূপভাবে যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ দ্বারা দুনিয়া এবং আখিরাতের লা'নতকেই বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৪৬৯-৪৭০) এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَجَعَلۡنَـٰهُمۡ أَىِٕمَّةً يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ. وَأَتۡبَعۡنَـٰهُمۡ فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا لَعۡنَةً ۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلۡمَقۡبُوحِينَ.

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামাত দিবসেও তারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪১-৪২) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৬)

১০০। এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।	١٠٠. ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيۡكَ ۖ مِنۡهَا قَآئِمٞ وَحَصِيدٞ
১০১। আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। বস্তুতঃ তাদের কোনই উপকার করেনি তাদের সেই উপাস্যগুলি যাদের তারা ইবাদাত করত আল্লাহকে ছেড়ে, যখন এসে পৌঁছল তোমার রবের হুকুম; তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর কোনো কিছুই বৃদ্ধি করলনা।	١٠١. وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ۖ فَمَآ أَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ لَّمَّا جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمۡ غَيۡرَ تَتۡبِيبٖ

অতীত দিনের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের ও তাঁদের উম্মাতবর্গের ঘটনাবলী এবং কিভাবে তিনি কাফিরদেরকে ধ্বংস করেন এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দেন, এসব বর্ণনা করার পর তিনি এখানে বলেন ঃ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ এগুলি হচ্ছে ঐ গ্রামবাসীদের কিছু ঘটনা যা আমি তোমার (রাসূলুল্লাহর সঃ) সামনে বর্ণনা করছি। ওগুলির মধ্যে কতগুলি গ্রাম এখনও আবাদী রয়েছে এবং কতগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـــكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করে তাদেরকে ধ্বংস করিনি। বরং তারা নিজেরাই কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর তারা যে সব বাতিল

মা'বূদের উপর নির্ভর করেছিল বিপদের সময় তারা তাদের কোনই কাজে আসেনি। বরং তাদের পূজা-পার্বনই তাদের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়। উভয় জগতের শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়।

وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيب (*তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া তারা আর কোনো কিছুই বৃদ্ধি করলনা*) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস সাধন। তাদের এ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নের কারণ এই যে, তারা মিথ্যা মা'বূদদের অনুসরণ করেছে। সুতরাং তারা দুনিয়ায়ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং আখিরাতেও। (তাবারী ১৫/৪৭৩)

১০২। এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর।	١٠٢. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেভাবে আমি ঐ অত্যাচারী কাওমকে ধ্বংস করেছি, তেমনিভাবে যারাই এদের মত আমল করবে তাদেরকেও এইরূপ প্রতিফলই পেতে হবে। إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও খুবই যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ্‌আ'রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে অবকাশ ও ঢিল দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত কোন অবকাশ মিলবেনা। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭)

১০৩। এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তি কে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত	١٠٣. إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ

يَوۡمٌ مَّجۡمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُودٌ	মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন।
١٠٤. وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعۡدُودٍ	১০৪। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি।
١٠٥. يَوۡمَ يَأۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ	১০৫। যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা। অতঃপর তাদের মধ্যে কতকা দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান।

অবিশ্বাসীদের শহরকে ধ্বংস করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামাতও অবশ্যম্ভাবী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কাফিরদেরকে ধ্বংস করা এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আমার ওয়াদার সত্যতার, যে ওয়াদা আমি কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে করেছি। তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ

অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ এটা এমন একটা দিন হবে যে দিন সমস্ত মানুষকে অর্থাৎ প্রথম ও শেষের সব মানুষকে একত্রিত করা হবে, একজনও বাদ যাবেনা। একই ধরণের বাণী প্রেরণ করে অন্যত্র সাবধান করা হয়েছে ঃ

وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭) ওটা হবে বড়ই কঠিন দিন। ঐ দিন হবে সকলের উপস্থিতির দিন। সেই দিন মালাক ও রাসূলদেরকে হাযির করা হবে এবং সমুদয় সৃষ্ট জীবকে একত্রিত করা হবে। তারা হচ্ছে মানব, দানব, পাখী, বন্য জন্তু এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এবং গৃহপালিত পশুসহ সমস্ত কিছু। প্রকৃত ন্যায় বিচারক উত্তম রূপে ন্যায় বিচার করবেন। তিনি তিল পরিমাণও অত্যাচার করবেননা। যদি কিছু সাওয়াব থাকে তাহলে তিনি তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন।

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَّعْدُود *আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি।* কিয়ামাত সংঘটিত হতে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে, একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দুনিয়া বানী আদম দ্বারা আবাদ হতে থাকবে এটা মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এতে মোটেই আগ-পিছ করা হবেনা। অতঃপর এই নির্দিষ্ট সময় শেষে কিয়ামাত সংঘটিত হবে। يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِه যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহই মুখ খুলতে পারবেনা।

لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮)

وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ

দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৮) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে শাফা'আতের হাদীসে রয়েছে যে, সেই দিন রাসূলগণ ছাড়া কেহই কথা বলবেনা এবং তাঁদের কথা হবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন, আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।' (ফাতহুল বারী ২/৩৪১,

মুসলিম ১/১৬৯) হাশরের মাইদানে বহু হতভাগ্য লোকও থাকবে এবং বহু ভাগ্যবান লোকও থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ

সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ৭)

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ অবতীর্ণ হয় তখন উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কিসের উপর আমল করব? আমাদের আমল কি এর উপর হবে যা পূর্বে শেষ হয়ে গেছে (অর্থাৎ পূর্বেই লিখিত আছে), নাকি এর উপর যা পূর্বে শেষ হয়নি (বরং নতুনভাবে লিখিত হবে)?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হে উমার! আপনাদের আমল এর উপর ভিত্তি করেই হবে যা পূর্বেই লিখা হয়ে গেছে। (নতুনভাবে আর লিখা হবেনা) তবে প্রত্যেকের জন্য ওটাই সহজ হবে যার জন্য (অর্থাৎ যে কাজের জন্য) তার সৃষ্টি হয়েছে।' (তিরমিযী ৩১১১)

১০৬। অতএব যারা দুর্ভাগা হবে তারা জাহান্নামে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।	١٠٦. فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
১০৭। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে। তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন।	١٠٧. خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

দুর্ভাগাদের করুণ অবস্থা এবং তাদের গন্তব্যস্থল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (জাহান্নামে কাফির ও পাপীদের অবস্থা এইরূপ হবে যে,) তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, زَفِيرٌ হয় কণ্ঠে এবং وَشَهِيق হয় বক্ষে। (তাবারী ১৫/৪৮০) জাহান্নামের শাস্তির কারণেই তাদের অবস্থা এরূপ হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ এ ব্যাপারে ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ কোন কিছু চিরস্থায়িত্ব বুঝানোর সময় আরাববাসীদের পরিভাষায় বলা হত ঃ هَذَا دَائِمٌ دَوَامَ السَّمَوَتِ وَالْاَرْضِ এটা আসমান ও যমীনের চিরস্থায়িত্বের মত চিরস্থায়ী। অনুরূপভাবে তারা বলত ঃ

هُوَبَاقٍ مَااخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ যতদিন পর্যন্ত রাত্রি ও দিনের বিবর্তন চলবে, ততদিন পর্যন্ত সে বাকী ও স্থায়ী থাকবে। সুতরাং مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা চিরস্থায়িত্ব বুঝাতে চেয়েছেন, শর্ত হিসাবে তিনি এ শব্দগুলি ব্যবহার করেননি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, এই আসমান ও যমীনের পরে আখিরাতে অন্য আসমান ও যমীন হবে, যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৮) এ কারণেই হাসান বাসরী (রহঃ) مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ আমরা যে পৃথিবী ও আকাশ দেখতে পাই তা ছাড়া আরও যে পৃথিবী ও আকাশ রয়েছে সেই কথাই আল্লাহ তা‘আলা এখানে উল্লেখ করেছেন। ঐ আকাশ ও পৃথিবী পর-জাগতিক। إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ *তবে যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন।* এ ধরণের আরও একটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে)। তোমাদের রাব্ব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৮)

উপরের আয়াতে যাদের কথা ব্যতিক্রম বলে বর্ণনা করা হয়েছে তারা হলেন তাওহীদে বিশ্বাসী ও আমলকারী ঐ সমস্ত লোক যাদের কোন আচরণে অবাধ্যতা প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম শাফায়াতকারীর সুপারিশে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। শাফায়াত বা সুপারিশ করার যাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে তারা হলেন মালাইকা, নাবী/রাসূল এবং মু’মিন বান্দাদের কেহ কেহ। যারা বড় পাপ করেছে তাদের ব্যাপারেও তাঁরা সুপারিশ করার সুযোগ পাবেন। অতঃপর দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ সব লোকদেরকেও জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন যারা জীবনে তাদের ঈমান আনার পর কোন উত্তম আমলই করেনি, একমাত্র মুখে *‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’* বলা ছাড়া। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং সাহাবীগণের আরও অনেকের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। কোন মুসলিমই শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা। শুধু তারাই সেখানে থাকবে যাদের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনই সুযোগ থাকবেনা, যেমন শির্ককারী ইত্যাদি। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, সালাফ এবং পরবর্তী আলেমগণের ইহাই মতামত।

১০৮। পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে জান্নাতে (এবং) তাতে তারা অনন্ত কাল থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে, কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে ভিন্ন কথা; ওটা অফুরন্ত দান হবে।	١٠٨. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

ভাগ্যবানদের বর্ণনা এবং তাদের গন্তব্যস্থল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ভাগ্যবানরা অর্থাৎ রাসূলদের অনুসারীরা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবেনা। আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব যতদিন বাকী থাকবে ততদিন তারাও জান্নাতে থাকবে। কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে সেটা আলাদা কথা। অর্থাৎ তাদেরকে চিরদিন জান্নাতে রাখা আল্লাহর সত্তার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। (মুসলিম ৪/২১৮১) যাহহাক (রহঃ) ও হাসানের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটাও একাত্মবাদী পাপীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। তারা কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে।

مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ এটা হচ্ছে আল্লাহর দান যা কখনও শেষ হবার নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়াহ (রহঃ) প্রমুখ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৫/৪৯০) মহান আল্লাহ এ কথা এ জন্যই বললেন যাতে জান্নাতীরা জান্নাতে চিরকাল থাকবেনা এরূপ খটকা বা সন্দেহ যেন না থাকে। কেহ কেহ হয়তো মনে করতে পারেন যে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন' এ বাক্য দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাতের অপার আনন্দ ও সুখভোগ একদিন শেষ হয়ে যাবে অথবা পরিবর্তিত হবে। এরই জবাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, জান্নাতের শান্তি ও আনন্দ চিরস্থায়ী, তা কখনও শেষ হবেনা। অনুরূপভাবে ন্যায় বিচারক আল্লাহ তা'আলা এটাও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীদের জন্য আগুনের শাস্তিও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কখনও কমানো হবেনা। তিনি বলছেন যে, যারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তা তাদের প্রতি ন্যায় বিচারের কারণে অবশ্যই প্রাপ্য। তাই আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ *নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব যা কিছু চান তা তিনি পূর্ণ রূপে সমাধা করতে পারেন।* অনুরূপ তিনি বলেন ঃ

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, মৃত্যুকে মোটা-তাজা সুদর্শন রংয়ের ভেড়ার আকারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর ওটাকে জান্নাতী ও

জাহান্নামীদের মধ্যস্থানে যবাহ করা হবে। তারপর বলা হবে ঃ 'হে জান্নাতবাসী! তোমাদের এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা। আর হে জাহান্নামবাসী! তোমাদেরকে এখানে চিরকাল অবস্থান করতে হবে এবং তোমাদেরও আর মৃত্যু হবেনা।' (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮)

সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, বলা হবে ঃ হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য এই ফাইসালা করা হল যে, তোমরা এখানে চিরকাল বাস করবে, তোমাদের কখনও মৃত্যু হবেনা। তোমরা যুবক অবস্থায়ই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা এবং তোমরা খুশি থাকবে, কখনও দুঃখিত হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

১০৯। সুতরাং এরা যার উপাসনা করে ওর সম্বন্ধে তুমি এতটুকুও সংশয় বোধ করনা; তারাও ঠিক সেই রূপেই ইবাদাত করছে যে রূপে তাদের পূর্ব-পুরুষরা ইবাদাত করত। এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের (শাস্তির) অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে।	١٠٩. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ
১১০। আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর ওতে মতভেদ করা হল। আর যদি একটি উক্তি তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত তাহলে ওদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত। এবং এই লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন	١١٠. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى

شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ	**সন্দেহে (পতিত) আছে যা তাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।**
١١١. وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	**১১১। আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।**

আল্লাহর সাথে শরীক করা নিঃসন্দেহে বড় যুল্ম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـــؤُلاء** হে নাবী! মুশরিকরা যে শরীক স্থাপন করছে তা যে সম্পূর্ণ রূপে বাতিল ও ভিত্তিহীন এ ব্যাপারে তুমি মোটেই সন্দেহ করনা। তাদের কাছে তাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত রীতি ছাড়া শির্ক করার পক্ষে আর কোন দলীল নেই। তারা যদি কোন সৎ কাজ করে, তাদের সেই সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হবে। আখিরাতে তাদের কোনই অংশ নেই। সুতরাং সেখানে তাদের প্রাপ্য হবে কঠিন শাস্তি।

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ 'নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের সঙ্গে ভাল ও মন্দের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে, একটুও কম করা হবেনা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়। কেহ স্বীকার করে নেয় এবং কেহ অস্বীকার করে। সুতরাং হে নাবী! তোমার অবস্থাও তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের মতই হবে। **وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ** যেহেতু আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি এবং দলীল প্রমাণাদি পূর্ণ করার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫)

وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত ত্বরিত শাস্তি। সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৯-১৩০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ كُـــلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

নিশ্চিতরূপে সকলেই এইরূপ যে, তোমার রাব্ব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। অর্থাৎ তিনি তাদের সমুদয় আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তা গুরুত্বপূর্ণই হোক অথবা নগণ্যই হোক এবং ছোটই হোক কিংবা বড়ই হোক। এই আয়াতে বহু পঠন রয়েছে, যেগুলির অর্থ এই দিকেই ফিরে আসে যা আমরা উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিতে রয়েছে ঃ

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيۡنَا مُحۡضَرُونَ

এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩২)

১১২। অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, দৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা কুফরী হতে তাওবাহ করে তোমার সাথে রয়েছে, আর (ধর্মের) গন্ডি হতে একটুও বের হয়োনা; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।	١١٢. فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

১১৩। আর যালিমদের প্রতি ঝুকে পড়না, অন্যথায় তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবেনা, অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবেনা।	١١٣. وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

সরল সঠিক পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে সরল সোজা পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। শত্রুর মুকাবিলায় এবং বিজয় লাভের এটাই সবচেয়ে বড় উপদেশ। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিরুদ্ধাচরণ ও হঠকারিতা করা থেকে নিষেধ করছেন। কেননা এটাই হচ্ছে ধ্বংসকারী বিষয়, যদিও তা কোন বিধর্মী মুশরিকের উপরও করা হয়। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। তাদের কোন কাজ থেকেই তিনি উদাসীন ও অমনোযোগী নন এবং তাঁর কাছে কোন কিছু গোপনও নেই।

وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, لاَ تَرْكَنُواْ এর অর্থ হল, তোমরা তাদের সাথে সমঝোতা করনা। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তোমরা শির্কের দিকে ঝুঁকে পড়না। আর আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ তোমরা যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়না। এটাই হচ্ছে উত্তম উক্তি।

فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ তাহলে তোমরা এই রূপ হবে যে, তোমরা তাদের কাজে সম্মত হয়ে গেছ। এরূপ হলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং তখন কে এমন আছে যে, তোমাদের থেকে শাস্তি দূর করতে পারে? এমতাবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করবেননা এবং কোন বন্ধুও পাবেনা যে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে।

১১৪। এবং সালাতের পাবন্দী হও দিনের দু'প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎ কার্যসমূহ অসৎ কার্যসমূহকে মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নাসীহাত, নাসীহাত মান্যকারীদের জন্য।	١١٤. وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ
১১৫। আর ধৈর্য ধারণ কর। কেননা আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের কর্মফলকে পন্ড করেননা।	١١٥. وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

সালাত কায়েম করার আদেশ

আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ দ্বারা ফাজর ও মাগরিবের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৫০৩) হাসান (রহঃ) ও আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওটা হচ্ছে ফাজ্‌র ও আসরের সালাত। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে দিনের প্রথম ফাজ্‌র এবং যুহর ও আসরের সালাত। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন বলেন যে, এর দ্বারা ইশার সালাত বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন মুবারাক (রহঃ) মুবারাক ইব্‌ন ফাযালা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার সালাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাগরিব ও ইশা এ দু'টি হচ্ছে রাতের কিছু অংশের সালাত। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে মাগরিব ও ইশার সালাত।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করে দেয়া হয় মি‘রাজের রাতে। মি‘রাজের পূর্বে শুধু দুই ওয়াক্ত সালাত অবতীর্ণ হয়। এক ওয়াক্ত সালাত সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আর এক ওয়াক্ত সালাত সূর্যাস্তের পূর্বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর উম্মাতের উপর শেষ রাতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব করা হয়। অতঃপর ইহা উম্মাতের উপর থেকে রহিত করা হয় এবং তাঁর উপর বহাল থেকে যায়। অতঃপর তাঁর উপর থেকেও ইহা আদায় করার বাধ্য বাধকতাও রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

উত্তম আমল অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّـــيِّئَات নিশ্চয়ই সৎ কার্যাবলী মন্দকার্যসমূহকে মুছে ফেলে। মুসলিমদের নেতা চতুর্থ খালীফা আলী ইব্‌ন আবী তালিবের (রাঃ) মাধ্যমে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ যখনই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কোন বাণী শুনেছি তখনই তা থেকে আমি আল্লাহর ইচ্ছায় উপকার লাভ করেছি। আমাকে যখন কেহ কোন কথা বলতেন তখন আমি তাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জানতে চেয়েছি যে, ঐ কথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য কি না। যদি সে শপথ করে বলত তাহলে আমি তার কথা বিশ্বাস করতাম। একবার আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে বললেন, তিনিতো একজন সত্যবাদী লোক, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মুসলিম যদি কোন পাপ করে, অতঃপর উযূ করে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপ ক্ষমা করে দেন। (আহমাদ, ১/৯, আবূ দাউদ ২/১৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৭, নাসাঈ ৬/১০৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৪৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আমিরুল মু’মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) তিনি উযূ করেন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর ন্যায়)। তারপর বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এভাবেই উযূ করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি আমার এই উযূর ন্যায় উযূ করবে, অতঃপর কোন কথা না বলে বিশুদ্ধ অন্তরে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।’ (ফাতহুল বারী ১/৩২০, মুসলিম ১/২৬০)

সহীহ হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আচ্ছা বলত, যদি তোমাদের কারও বাড়ীর দরজার কাছে প্রবাহিত নদী থাকে এবং সে প্রত্যহ তাতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? তারা (সাহাবীগণ) উত্তরে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! না (তার দেহে কোন ময়লা থাকবেনা)।’ তিনি তখন বললেন ঃ ‘এটাই দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এগুলির কারণে আল্লাহ তা‘আলা ভুলত্রুটি ও পাপরাশি ক্ষমা করে থাকেন।’ (বুখারী ৫২৭, মুসলিম ৬৬৭) সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমু‘আ হতে আর এক জুমু‘আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান হতে আর এক রামাযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ (ক্ষমা করার কারণ), যে পর্যন্ত কাবীরা গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা যায়।’ (মুসলিম ১/২০৯)

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক কোন একটি মহিলাকে চুম্বন করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং তাঁকে এ খবর অবহিত করে (এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়)। তখন আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতটি (১১ ঃ ৪৪) অবতীর্ণ করেন। তখন লোকটি বলে ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি শুধু আমারই জন্য নির্দিষ্ট?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘না, বরং আমার সমস্ত উম্মাতের জন্য। (ফাতহুল বারী ২/১২, ৭/২০৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলে ঃ ‘এক মহিলা কেনা-কাটার জন্য আমার নিকট এসেছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমি তাকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে সহবাস ছাড়া তার সাথে সব কিছু করেছি। সুতরাং এখন শারীয়াতের বিধান মতে আমার উপর হদ্দ জারী করুন।’ তার এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘তুমি ধ্বংস হও, সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) গেছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে?’ সে উত্তরে বলে ঃ ‘হ্যা।’ তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে গিয়ে এটা জিজ্ঞেস কর। সে তখন তাঁর কাছে যায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে। তিনিও বলেন ঃ সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) রয়েছে বলে অনুপস্থিত আছে। অতঃপর তিনি উমারের (রাঃ) ন্যায় বললেন। অতঃপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যায়। তাঁকেও সে ঐ কথাই বলল। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘সম্ভবতঃ তার স্বামী আল্লাহর পথে

(জিহাদে) আছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে।' ঐ সময় উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন লোকটি বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই সুসংবাদ কি শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট, নাকি সমস্ত মানুষের জন্যই?' উমার (রাঃ) তখন তার হাত দ্বারা ঐ লোকটির বক্ষে মারেন এবং বলেন ঃ 'না, এই নি'আমাত নির্দিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ লোকদের জন্যও বটে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ উমার (রাঃ) সত্য বলেছেন। (আহমাদ ১/২৪৫)

১১৬। বস্তুতঃ যে সব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তারে বাধা প্রদান করত, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল, ওর পিছনেই পড়ে রইল এবং অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ল।	١١٦. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُو۟لُوا۟ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟ فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ
১১৭। আর তোমার রাব্ব এমন নন যে, জনপদসমূহকে অন্যায়-ভাবে ধ্বংস করবেন, অথচ ওর অধিবাসীরা সৎ কাজে লিপ্ত রয়েছে।	١١٧. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

একটি দল থাকবে যারা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আমি অতীত যুগের লোকদের মধ্যে এমন লোকদেরকে পাইনি যারা দুষ্ট ও অবাধ্য লোকদেরকে

অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখত। এই অল্প সংখ্যক লোক ওরাই যাদেরকে আমি শাস্তি থেকে রক্ষা করে থাকি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের মধ্যে এরূপ দলের বিদ্যমানতা অপরিহার্য করে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৪)

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন একটি দল খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তারা তাতে বাধা দেয়না, আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাবের চাদর দিয়ে ঢেকে দিবেন। (ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ *বস্তুতঃ যে সব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তারে বাধা প্রদান করত, সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম।*

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ *আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল, ওর পিছনেই পড়ে রইল।* যালিমদের নীতি এটাই যে, তারা তাদের বদ অভ্যাস থেকে ফিরে আসেনা। সৎ আলেমদের ফরমানের প্রতি তারা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেনা। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি তাদের অজান্তে আল্লাহর আযাব এসে পড়ে।

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ ভাল বস্তিগুলির উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অত্যাচারমূলক শাস্তি কখনও আসেনা। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করে নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করে তোলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুল্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ

আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০১) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلۡعَبِيدِ

তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৬)

১১৮। এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে,	١١٨. وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ
১১৯। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানব সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই।	١١٩. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡ ۗ وَتَمَّتۡ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ

আল্লাহর হিদায়াত সবাই লাভ করেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর ক্ষমতা কোন কাজ থেকে অপারগ নয়। তিনি ইচ্ছা করলে সবাইকেই ইসলামের ছায়াতলে অথবা কুফরীর উপর একত্রিত করতে পারতেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ.وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ *কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়।* মানুষের মত, দীন, মাযহাব সব সময় পৃথক পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আসছে। তাদের পন্থা ভিন্ন এবং আর্থিক অবস্থাও হবে পৃথক إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ তবে হ্যাঁ, যাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয় তারা সব সময় রাসূলদের অনুসরণ ও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের কাজে তৎপর থাকে। এখন যারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত তারাই হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম। মুসনাদ ও সুনানের হাদীসসমূহে রয়েছে, যার প্রতিটি সনদ অন্য সনদকে শক্তিশালী করে থাকে যে, তারাই হবে শাস্তি হতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াহুদীদের একাত্তরটি দল হয়েছে এবং খৃষ্টানরা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর আমার উম্মাতের তিহাত্তরটি দল হবে। একটি দল ছাড়া সব দলই জাহান্নামী। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ একটি দল কারা?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তারা হচ্ছে ওরাই যারা ওরই উপর রয়েছে যার উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে।' (আহমাদ ২/৩৩২, আবূ দাঊদ ৫/৪, তিরমিযী ৭/৩৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩২২, হাকিম ১/১২৯)

আ'তার (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী مُخْتَلِفِينَ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মাজুসী। আর আল্লাহর রাহমাতপ্রাপ্ত দল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে একনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুগত লোকেরা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই দলই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার রাহমাত প্রাপ্ত ও সংঘবদ্ধ দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ পৃথক। আর অবাধ্য লোকেরাই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন দল, যদিও তাদের দেশ ও দেহ এক হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্ম এ জন্যই হয়েছে। দুর্ভাগা ও ভাগ্যবান এ দু'টি হচ্ছে আদি কালের বন্টন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ হে নাবী! তোমার রবের এই ফাইসালা হয়ে আছে যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এই দু'প্রকারের লোক থাকবে এবং এই দু'প্রকারের লোক দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ণ করা

হবে। এর পূর্ণ হিকমাত একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি মানুষ ও জিনের একটি দল দ্বারা জান্নাত পূরণ করবেন এবং তাদের অন্য একটি দল দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। তাঁরই কাছে রয়েছে এ সবের নিগুঢ়তা এবং বিচক্ষণতা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একবার তর্ক বিতর্ক হয়। জান্নাত বলে, আমার মধ্যে শুধুমাত্র দুর্বল লোকেরাই প্রবেশ করে থাকে।' আর জাহান্নাম বলে ঃ 'আমাকে অহংকারী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।' তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতকে বলেন ঃ 'তুমি আমার রাহমাত বা করুণা। আমি যাদেরকে ইচ্ছা করব তোমার দ্বারা আরাম ও শান্তি দিব।' আর জাহান্নামকে বলেন ঃ 'তুমি আমার শাস্তি। আমি যাদেরকে চাব তোমার শাস্তি দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমি তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করব। সব সময়েই নি'আমাতপূর্ণ জান্নাতের কিছু জায়গা খালি থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ওতে বসবাসের জন্য নতুন মাখলূক সৃষ্টি করবেন। জাহান্নামও সদা সর্বদা বলতে থাকবে আরও কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা'আলা ওর মুখে নিজের পা রাখবেন। তখন সে বলে উঠবে ঃ 'আপনার মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৪৪, মুসলিম ৪/২১৮৬)

১২০। রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, যদ্দারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি। এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।	١٢٠. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِى هَـٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মাতদের তাদের নাবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, নাবীগণের তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করা, শেষে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়া, কাফিরদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং নাবী, রাসূল ও মু'মিনগণের মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী আমি তোমাকে এ জন্য

শোনাচ্ছি, যেন তোমার মনকে আমি আরও দৃঢ় করি এবং অন্য নাবীদের প্রতি আমার সাহায্য স্মরণ করে তোমার অন্তরে যেন পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসে।

وَجَاءكَ فِي هَــذِهِ الْحَقُّ এই দুনিয়ায় তোমার উপর সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং তোমার সামনে সত্য ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটা কাফিরদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় যাতে বাতিল থেকে ফিরে আসে এবং মু'মিনদের জন্য উপদেশ। তারা এর দ্বারা উপকার লাভ করবে।

১২১। যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি।	١٢١. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنَّا عَـٰمِلُونَ
১২২। এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।	١٢٢. وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশের সুরে বলছেন ঃ ধমকানো, ভয় প্রদর্শন এবং সতর্কতা হিসাবে কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা তোমাদের নীতি থেকে না সরলে তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও, আমরাও আমাদের নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছি।

فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِۗ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার পরিণাম কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং সর্ব বিষয়ে সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাঁর বাণীকে সমুচ্চ রেখেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে অভিশপ্ত ও নিচু করেছেন। আল্লাহ হচ্ছেন মহান ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

১২৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন।	١٢٣. وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আস্‌মান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞান শুধুমাত্র তাঁরই রয়েছে। তাঁরই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁরই কাছে সবারই আশ্রয় স্থল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করতে বলছেন। কেননা যে ব্যক্তি তাঁর উপর ভরসা করে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ তোমার ব্যাপারে তারা যে মিথ্যারোপ করছে সেই সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন। আমি আমার সৃষ্ট জীবের অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তাদেরকে আমি তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও এবং উভয় জগতে তোমাকে সাহায্য করব।

সূরা হুদ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১২ ঃ ইউসুফ, মাক্কী
(আয়াত ১১১, রুকূ ১২)

١٢ – سورة يوسف ، مَكِّيَّةٌ
(اَيَاتُهَا : ١١١ ، رُكُوْعَاتُهَا : ١٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ-লাম-রা এগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	١. الٓر ۚ تِلۡكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡمُبِينِ
২। আমি অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পার।	٢. إِنَّآ أَنزَلۡنَـٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ
৩। আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।	٣. نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أَحۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلۡغَـٰفِلِينَ

কুরআনের গুণাবলী

حُرُوْف مُقَطَّعَة এর আলোচনা সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের আয়াতগুলি সুস্পষ্ট। এগুলি অস্পষ্ট জিনিসের হাকীকাত বা মূল তত্ত্ব খুলে দিয়েছে। এখানে تِلْكَ (ওটা) শব্দটি هَذَا (এটা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আরাবী ভাষা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক ও পরিপূর্ণ ভাষা, সেই

হেতু এই শ্রেষ্ঠ ভাষায় শ্রেষ্ঠতম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মালাইকাতুল শিরমণির আল্লাহর বাণী বহন করে নিয়ে আসার মাধ্যমে সারা বিশ্বের সর্বোত্তম স্থানে এবং বছরের সর্বোত্তম মাসে অর্থাৎ রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়ে সর্বদিক দিয়ে পূর্ণতায় পৌঁছে যায়, যাতে আরাববাসী একে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا الْقُرْآنَ

অহীর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে এই কুরআনুল কারীম প্রেরণ করে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করি।

১২ ঃ ১-৩ আয়াত নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমাদের কাছে কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনা করতেন (তাহলে খুবই ভাল হত)!’ তখন نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৫/৫৫২)

এখানে নিম্নের হাদীসটিও আমরা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এমন একটি কিতাব নিয়ে আগমন করেন যা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে তা পাঠ করে শোনাতে শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এতে তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ ‘হে খাত্তাবের ছেলে! আপনি কি এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত নন? এতে মগ্ন হয়ে পথভ্রষ্ট হতে চান? যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি একে (কুরআনকে) অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সত্যরূপে আপনাদের নিকট এনেছি। আপনারা এই আহলে কিতাবদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবেননা। হতে পারে যে, তারা আপনাদেরকে কোন সঠিক ও সত্য খবর দিবে, আর আপনারা ওটাকে মিথ্যা মনে করবেন এবং যখন কোন মিথ্যা সংবাদ দিবে তখন আপনারা ওটাকে সত্য মনে করবেন। জেনে রাখুন! আজ যদি স্বয়ং মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকতনা।’ (আহমাদ ৩/৩৮৭)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'বিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি বানু কুরাইযা গোত্রের আমার এক বন্ধুর পাশ দিয়ে গমন করছিলাম। সে আমাকে তাওরাত হতে কতকগুলি ব্যাপক অর্থবোধক কথা লিখে দিয়েছে। আমি তা আপনাকে পাঠ করে শোনাব কি? বর্ণনাকারী বলেন যে, (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'বিত (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা দেখতে পাচ্ছেননা? তখন উমার (রাঃ) বলেন ঃ رَضِيتُ بِاللَّه رَبًّا وَبِالإِسْلَام دِيْنًا وَبِمُحَمَّد رَسُوْلاً আমি আল্লাহকে রাব্ব রূপে পেয়ে, ইসলামকে দীন হিসাবে লাভ করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রোধ দূর হল এবং তিনি বললেন ঃ 'যে পবিত্র সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! যদি আপনাদের মধ্যে স্বয়ং মূসা (আঃ) থাকতেন এবং আপনারা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতেন তাহলে আপনারা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। উম্মাতের মধ্যে আমার অংশ হচ্ছেন আপনারা এবং নাবীগণের মধ্যে আপনাদের অংশ হচ্ছি আমি। (আহমাদ ৪/২৬৬)

৪। যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল ঃ হে পিতা! আমি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে দেখেছি - দেখেছি ওদেরকে আমার প্রতি সাজদাহবনত অবস্থায়।	٤. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ

ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওমের কাছে ইউসুফের (আঃ) কাহিনীটি বর্ণনা কর।' ইউসুফের (আঃ) পিতা হচ্ছেন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (আঃ)।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবীগণের স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার অহী হয়ে থাকে। (তাবারী ১৫/৫৫৪) তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এখানে এগারটি নক্ষত্র দ্বারা ইউসুফের (আঃ) এগারটি ভাইকে বুঝানো হয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পিতা ও মাতা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে এ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্ন দেখার চল্লিশ বছর পর প্রকাশ পায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় আশি বছর পর, যখন তিনি তাঁর মাতা-পিতাকে তাঁর আসনে বসান এবং তাঁর এগার ভাই তার সামনে ছিল। ঐ সময় তিনি বলেন ঃ

يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَـٰىَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا

হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রাব্ব ওটা সত্যে পরিণত করেছেন। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০০) (তাবারী ১৫/৫৫৭)

৫। সে বলল ঃ হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করনা; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; শাইতানতো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।	٥. قَالَ يَـٰبُنَىَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلَىٰٓ إِخۡوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيۡدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَـٰنَ لِلۡإِنسَـٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফকে (আঃ) তাঁর স্বপ্নের কথা কেহকে বলতে নিষেধ করেন

ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে যে কথা বলেছিলেন আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ খবরই দিচ্ছেন। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে পুত্র ইউসুফকে (আঃ) সতর্ক করতে গিয়ে বলেন ঃ

لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا হে আমার প্রিয় পুত্র! তোমার এই স্বপ্নের কথা তুমি তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করনা। কেননা এই

স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পারলে তোমার ভাইয়েরা তোমার সামনে খাটো হয়ে যাবে। এমনকি তারা তোমার সম্মানার্থে তোমার সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নত করবে। সুতরাং খুব সম্ভব, তোমার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে এর ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে তারা শাইতানের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যাবে এবং এখন থেকেই তোমার সাথে শত্রুতা শুরু করে দিবে। আর হিংসার বশবর্তী হয়ে ছলনা ও কৌশল করে তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের কেহ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন তা বর্ণনা করে। আর কেহ যদি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন (শয়ন অবস্থায়) পার্শ্ব পরিবর্তন করে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে; আর এর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারও কাছে যেন তা বর্ণনা না করে, তাহলে ঐ স্বপ্ন তার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।' (মুসলিম ৪/১৭৭২)

মুআ'বিয়া ইব্ন হাইদাহ্ আল কুশাইবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা পাখীর পায়ের সাথে বাধা থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে), আর যখন ওর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় তখন তা সত্যে পরিণত হয়। (আহমাদ ৪/১০, আবূ দাঊদ ৫/২৮৩, ইব্ন মাজাহ ২/১২৮৮)

এ কারণেই এ হুকুমও নেয়া যেতে পারে যে, নি'আমাতকে গোপন রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না ওটা উত্তমরূপে লাভ করা যায় এবং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ 'প্রয়োজনসমূহ পূরা করার ব্যাপারে ওগুলি গোপন করার মাধ্যমে সাহায্য নাও, কেননা যে ব্যক্তি কোন নি'আমাত লাভ করে তার প্রতি হিংসা করা হয়ে থাকে।' (তাবারী ২০/৯৪)

৬। এভাবে তোমার রাব্ব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন, আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি এটা	٦. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ

পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার রাব্ব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের অর্থ

আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূবের (আঃ) উক্তির সংবাদ দিচ্ছেন, যে উক্তি তিনি তাঁর পুত্র ইউসুফের (আঃ) ব্যাপারে করেছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ বৎস! যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মনোনীত করেছেন যে, স্বপ্নে তোমাকে এই তারকাগুলি, সূর্য এবং চন্দ্রকে তোমার প্রতি সাজদাহবনত অবস্থায় দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তিনি তোমাকে নাবুওয়াতের উচ্চ মর্যাদাও দান করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। আর তিনি তোমার প্রতি তাঁর নি'আমাত পূর্ণ করবেন অর্থাৎ তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করবেন এবং তোমার প্রতি অহী পাঠাবেন। যেমন তিনি ইতোপূর্বে তাঁর খলীল বা বন্ধু ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি এবং ইবরাহীমের (আঃ) পুত্র ইসহাকের (আঃ) প্রতি অহী পাঠিয়েছিলেন ও নাবুওয়াত দান করেছিলেন। নাবুওয়াতের যোগ্য কে বা কারা তা আল্লাহ তা'আলা ভালরূপেই অবগত রয়েছেন।

৭। ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।	٧. لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ
৮। যখন তারা (ভাইয়েরা) বলেছিল ঃ আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার ভাইই (বিন ইয়ামীন) অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল, আমাদের পিতাতো স্পষ্ট	٨. إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন -	
৯। ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে এসো। ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে।	٩. ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ
১০। তাদের মধ্যে একজন বলল ঃ ইউসুফকে হত্যা করনা, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রী দলের কেহ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।	١٠. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ

ইউসুফের (আঃ) ঘটনায় অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। ইউসুফের (আঃ) একটি মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন, যার নাম ছিল বিনইয়ামীন। অন্যান্য ভাইয়েরা ছিল তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করে ঃ

لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا আমাদের পিতা এ দু'ভাইকে আমাদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসেন। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমরা একটা দল রয়েছি, অথচ তিনি আমাদের উপর তাদের দু'জনকে প্রাধান্য দিচ্ছেন! إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ নিঃসন্দেহে এটা তাঁর স্পষ্ট ভুলই বটে।

اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ তারা একে অপরকে বলে ঃ 'এক কাজ করা যাক! তা হল এই যে, ইউসুফের সাথে পিতার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। সে'ই হচ্ছে আমাদের পথের কাঁটা। সে যদি না থাকে তাহলে পিতার মুহাব্বত শুধু আমাদের উপরই থাকবে। এখন তাকে পিতার নিকট হতে সরানোর দু'টি পন্থা আছে। হয় তাকে মেরে ফেলতে হবে, না হয় কোন দূর দূরান্তে তাকে ফেলে আসতে হবে। এরূপ করলেই আমরা পিতার প্রিয় ভাজন হতে পারব। এরপর আমরা তাওবাহ করব, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ (তাদের একজন বলল) কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, তার নাম ছিল রূবীল। (তাবারী ১৫/৫৬৪, ৫৬৫) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তার নাম ছিল ইয়াহুযা। আর মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল শামঊন সাফা। সে বলল ঃ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ তোমরা ইউসুফকে হত্যা করনা, এটা অন্যায় হবে। শুধু শত্রুতার বশবর্তী হয়ে এক নিরাপরাধ ছেলেকে হত্যা করা উচিত হবেনা। এর মধ্যেও মহান আল্লাহর নিপুণতা নিহিত ছিল। তাঁর এটা ইচ্ছাই ছিলনা। তাদের মধ্যে ইউসুফকে (আঃ) হত্যা করার ক্ষমতাই ছিলনা। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তিনি তাঁকে মিসরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী করবেন, নাবী করবেন এবং তাঁর ভাইদেরকে তাঁর সামনে বিনীত অবস্থায় দাঁড় করাবেন। সুতরাং রূবীলের পরামর্শে তাদের মন নরম হয়ে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন কূপে ফেলে দিতে হবে।

তাদের এ ধারণা হল যে, সম্ভবতঃ কোন পথযাত্রী সেখান দিয়ে গমনের সময় তাঁকে কূপ থেকে উঠিয়ে নিবে এবং নিজের কাফেলার সাথে নিয়ে যাবে। তখন কোথায় তিনি এবং কোথায় তারা। সুতরাং তাঁকে হত্যা না করেই যদি কাজ সফল হয় তাহলে হত্যা করার কি প্রয়োজন? মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বড় অপরাধমূলক কাজে একমত হয়েছিল। তা হচ্ছে ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করা, ছোট ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করা, নিরপরাধ ও নিস্পাপ বালকের ক্ষতি সাধন করা, বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দেয়া, হকদারের হক নষ্ট করা, মর্যাদাবানের মর্যাদাহানী করা, পিতাকে দুঃখ দেয়া, তাঁর নিকট থেকে তাঁর চোখের মণিকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া,

বৃদ্ধ পিতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় নাবীকে বৃদ্ধ বয়সে অসহনীয় বিপদ পৌঁছানো, ঐ অবুঝ ছেলেকে দয়ালু পিতার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর দু'জন নাবীকে দুঃখ দেয়া, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, সুখময় জীবনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলা ইত্যাদি। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি বড়ই করুনাময় ও দয়ালু। বাস্তবেই তারা (শাইতানের চক্রান্তে পড়ে) কতই না বড় অপরাধমূলক কাজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল! এ ঘটনাটি ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি সালামাহ ইব্‌নুল ফাযল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

১১। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও আমরা তার হিতাকাংখী?	١١. قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأۡمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ
১২। আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।	١٢. أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدٗا يَرۡتَعۡ وَيَلۡعَبۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে (আঃ) তাদের সাথে যাওয়ার জন্য পিতার কাছে অনুমতি চাইল

বড় ভাই রূবীলের পরামর্শক্রমে ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে গিয়ে কূপে ফেলে দেয়ার উপর স্থির সিদ্ধান্তে উপণীত হয়ে তারা তাদের পিতার কাছে এলো এবং বলল ঃ 'হে পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করছেননা, এর কারণ কি? অথচ আমরাতো তার ভাই! আমরা ছাড়া তার অধিক শুভাকাংখী আর কে হতে পারে?' এ কথা বলে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্ত বায়নের জন্য পিতার কাছে আবেদন করল। যে স্নেহভাজন ব্যবহারের দাবী তারা করেছিল, আসলে তাদের মনে ছিল তার বিপরীত পরিকল্পনা।

أَرْسِلْهُ مَعَنَا এর অর্থ হচ্ছে ছুটাছুটি করা ও আনন্দ উপভোগ করা। কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এরূপই বলেছেন। (তাবারী ১৫/৫৭১)

وَإِنَّا لَهُ لَحَا فِظُوْنَ তারা তাদের পিতাকে বলল ঃ 'আমরা পূরা মাত্রায় তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।'

১৩। সে বলল ঃ এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি ভয় করি, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।	١٣. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ
১৪। তারা বলল ঃ আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে তাহলেতো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।	١٤. قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ

ছেলেদের অনুরোধের জবাবে ইয়াকূবের (আঃ) উত্তর

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ইয়াকূবের (আঃ) ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের আবেদনের জবাবে বললেন ঃ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِه তোমরাতো জান যে, আমি আমার পুত্র ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদ মোটেই সহ্য করতে পারিনা। সুতরাং তোমরা যে তাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, এই সময়টুকুর বিচ্ছেদ আমার কাছে খুবই কঠিন ঠেকছে! ইউসুফের (আঃ) প্রতি তাঁর পিতা ইয়াকূবের (আঃ) এত বেশি আকর্ষণের কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর চেহারা ও ব্যবহারে বড়ই উত্তম গুণের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর দৈহিক রূপ ছিল যেমন অতীব সুন্দর,

তেমনই চরিত্রের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহান। তাঁর উপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক! তাঁকে ভাইদের সাথে পাঠাতে আপত্তি করার দ্বিতীয় কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ তোমরা বকরী চরানো ও অন্যান্য কাজে মগ্ন থাকবে, আর এই সুযোগে হয়তো নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে (আঃ) খেয়ে ফেলবে। তোমরা হয়তো টেরই পাবেনা। হায়! ইয়াকূবের (আঃ) এই কথাটিকে তারা লুফে নিল এবং এটাকেই উপযুক্ত ও সঠিক ওযরের পন্থা মনে করল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল যে, ইউসুফকে (আঃ) ফেলে দিয়ে এসে পিতার সামনে মনগড়া এই ওযরই পেশ করবে। তৎক্ষণাৎ তারা পিতাকে তাঁর কথার উত্তরে বলল ঃ

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ হে আমাদের পিতা! আমাদের মত একটা শক্তিশালী দল বিদ্যমান থাকতেও ইউসুফকে (আঃ) নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলবে? এটা অসম্ভব ব্যাপারই বটে। যদি এটাই হয় তাহলেতো আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

১৫। অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, এমতাবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম ঃ তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে যখন তারা তোমাকে চিনবেনা।	١٥. فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا۟ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ইউসুফকে (আঃ) একটি কূপে নিক্ষেপ করা হল

পিতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তারা তাঁকে সম্মত করেই নিল এবং ইউসুফকে (আঃ) নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলল। وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ তারা সবাই একমত হল যে, ইউসুফকে (আঃ) কোন অব্যবহৃত কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। অথচ তারা পিতাকে বলেছিল যে, ইউসুফকে (আঃ) তারা আনন্দিত করবে এবং

তারা সম্মানের সাথে নিয়ে যাবে। কিন্তু জঙ্গলে গিয়েই তারা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একই সাথে সবাই তারা হৃদয়কে কঠোর করল। ইউসুফকে (আঃ) বিদায় দেয়ার সময় তাঁর পিতা ইয়াকূব (আঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমু খান। তারপর তাঁর জন্য দু'আ করেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, পিতার চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই ভাইয়েরা ইউসুফকে (আঃ) কষ্ট দিতে শুরু করে। তাঁকে গাল মন্দ করে এবং মারপিট করে। এরপর ঐ কূপের কাছে এসে তারা রশি দ্বারা তাঁর হাত পা বেঁধে কূপের মধ্যে ফেলে দিতে উদ্যত হয়। তিনি এক এক জনের কাছে গিয়ে অঞ্চল টেনে ধরেন এবং দয়ার আবেদন জানান। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁকে মেরে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। অবশেষে তিনি নিরাশ হয়ে যান। তারপর সবাই মিলে তাঁকে রশি দ্বারা বেঁধে কূপের মধ্যে লটকে দেয়। তিনি কূপের পার্শ্বদেশ হাত দ্বারা ধরে নেন। কিন্তু ভাইয়েরা তাঁর অঙ্গুলির উপর আঘাত করে কূপের পার্শ্বদেশ থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নেয়। কূপের অর্ধেক পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন এমতাবস্থায় তারা রশি কেটে দেয় এবং তিনি কূপের তলদেশে পড়ে যান। কূপের মধ্যে একটি পাথর ছিল, তিনি ঐ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে যান। (তাবারী ১৫/৫৭৪) ঠিক ঐ বিপদের সময় এবং কঠিন ও সংকীর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী পাঠালেন ঃ

وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ তিনি যেন মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। চিন্তার কোনই কারণ নেই। তিনি যেন এটা মনে না করেন যে, ঐ বিপদ কখনও দূর হবেনা। তার জেনে রাখা উচিত যে, কষ্টের পরেই স্বস্তি রয়েছে। তাঁর ভাইদের উপর মহান আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করবেন। তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবে। তারা আজ তাঁর সাথে যে কাজ করল এমন সময় আসবে যে, তাদের এই কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তখন তারা লজ্জায় অবনত মস্তকে দঁড়িয়ে নিজেদের অপরাধমূলক কাজের কথা শুনতে থাকবে এবং তারা জানতেও পারবেনা যে, তিনিই ইউসুফ (আঃ)। (তাবারী ১৫/৫৭৭)

১৬। তারা রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট এলো।	١٦. وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ

١٧. قَالُواْ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبۡنَا نَسۡتَبِقُ وَتَرَكۡنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَـٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئۡبُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٍ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَـٰدِقِينَ	১৭। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনিতো আমাদের বিশ্বাস করবেননা, যদিও আমরা সত্যবাদী।
١٨. وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرًا ۖ فَصَبۡرٌ جَمِيلٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ	১৮। আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বলল ঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল।

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতার সাথে প্রতারণা করল

ইউসুফকে (আঃ) অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়ার পর তাঁর ভাইয়েরা কি করেছিল আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই খবরই জানিয়ে দিচ্ছেন। গুপ্তভাবে ছোট ভাই, আল্লাহর নিস্পাপ নাবী এবং পিতার চোখের মণি ইউসুফকে (আঃ) কূপে নিক্ষেপ করে রাতে তারা বাহ্যিকভাবে দুঃখের ভান করে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আগমন করে। আর ইউসুফকে (আঃ) হারিয়ে ফেলার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে ঃ 'হে পিতা! আমরা তীরন্দাজী ও দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করি এবং ছোট ভাই ইউসুফকে (আঃ) আমাদের আসবাবপত্রের নিকট রেখে যাই। ঘটনাক্রমে ঐ সময়েই নেকড়ে বাঘ এসে পড়ে এবং তাকে খেয়ে ফেলে।' এরপর তারা তাদের পিতার কাছে নিজেদের কথা সত্য প্রমাণিত করার জন্য বলল ঃ

وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ হে আমাদের পিতা! এটা এমন একটা ঘটনা যে, তা সত্য বলে মেনে নিতে আপনার বিবেকে বাধছে, পূর্বেইতো আপনার মনে খটকা লেগেছিল এবং ঘটনাক্রমে তা ঘটেই গেল। তাই আপনি আমাদেরকে সত্যবাদী রূপে মেনে নিতে পারছেননা। অথচ আমরা যে সত্যবাদী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদেরকে সত্যবাদীরূপে মেনে না নেয়ার ব্যাপারে আপনি এক দিক দিয়ে সত্যের উপর রয়েছেন। কেননা এটা এমনই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা যে, এটা দেখে আমরা নিজেরাই বিস্মিত না হয়ে পারিনা।' এটা ছিল তাদের মৌখিক কথা। এছাড়া একটা মিথ্যা প্রমাণও তারা পেশ করেছিল। মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, তারা বকরীর একটা বাচ্চাকে যবাহ করে ওর রক্ত দ্বারা ইউসুফের (আঃ) জামাটি রঞ্জিত করেছিল। (তাবারী ১৫/৫৮০) ঐ জামাটি তারা পিতার সামনে হাযির করে বলেছিল ঃ 'দেখুন! ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্ত তার জামায় ভরে রয়েছে।' কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কি মহিমা যে, তারা সবকিছুই করেছিল, কিন্তু জামাটি ছিঁড়তে ভুলে গিয়েছিল। ফলে পিতার কাছে তাদের প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং স্পষ্টভাবে ছেলেদেরকে তেমন কিছু বললেননা। তথাপি ছেলেরা বুঝে নেয় যে, তাদের পিতার কাছে তাদের ধোকাবাজী ধরা পড়ে গেছে। তাদের পিতা তাদেরকে শুধু বললেন ঃ

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ তোমাদের মন এই কথা বানিয়ে নিয়েছে। যাই হোক, আমি ধৈর্য ধারণ করব যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে আমার এই দুঃখ দূর করে দেন। তোমরা যে একটা মিথ্যা কথা আমার কাছে বর্ণনা করছ এবং একটা অসম্ভব ব্যাপারের উপর আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছ তার জন্য আমি একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (*তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল*)

১৯। এক যাত্রী দল এলো, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল; সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে বলে	١٩. وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ

يَـٰبُشْرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَـٰعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ	উঠল ঃ কি সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্য রূপে লুকিয়ে রাখল, তারা যা করছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবগত ছিলেন।
٢٠. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ	২০। আর তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা এতে ছিল নির্লোভ।

ইউসুফকে (আঃ) কূপ থেকে উদ্ধার এবং অন্যের কাছে তাঁকে বিক্রি করা হল

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার পর কি ঘটেছিল আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা তাঁকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যায়। আবূ জাফর ইব্ন আইয়াশ (রহঃ) বলেন, তিনি তিন দিন ধরে একাকী ঐ অন্ধকার কূপের মধ্যে অবস্থান করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ঐ কূপে নিক্ষেপ করার পর তাঁর ভাইয়েরা কি ঘটে তা দেখার উদ্দেশে ঐ কূপের আশে পাশে সারাদিন ঘুরাফিরা করে। মহান আল্লাহর কুদরাতের ফলে এক যাত্রীদল সেখান দিয়ে গমন করে। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি আনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। লোকটি ঐ কূপেই তার বালতি নামিয়ে দেয় যে কূপে ইউসুফ (আঃ) ছিলেন। ইউসুফ (আঃ) শক্ত করে বালতির রশি ধরে নেন এবং পানির পরিবর্তে তিনিই উপরে উঠে আসেন। পানি সংগ্রাহক লোকটিতো এ দেখে খুবই আনন্দিত হয় এবং সশব্দে বলে ওঠে ঃ بُشْرَىٰ هَـٰذَا غُلَامٌ সুবহানাল্লাহ! এ যে কিশোর ছেলে এসে গেছে!

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর অবস্থা এবং তিনি যে তাদের ভাই এ কথা

গোপন রাখে। আর ইউসুফও (আঃ) নিজের অবস্থা গোপন রাখেন এই ভয়ে যে, তাঁর ভাইয়েরা হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে। তাই তিনি তাঁর ভাইদের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে যাওয়াই পছন্দ করলেন। ফলে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বিক্রি করে দিল। (তাবারী ১১৬/৬)

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের কার্যকলাপ পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। কিছুই তাঁর অজানা ছিলনা। যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিতে সক্ষম ছিলেন, তথাপি তিনি তখনই তা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকলেন, এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তাঁর (ইউসুফের আঃ) ভাগ্যে এটাই লিপিবদ্ধ ছিল। কাজেই তিনি তাঁকে তাঁর ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেন।

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও এক প্রকারের সান্ত্বনা দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার কাওম যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এটা আমি দেখছি। আমার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, এখনই তাদেরকে ধ্বংস করে তোমাকে বিপদমুক্ত করি। কিন্তু আমার সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। এখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করবনা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। অচিরেই তুমি তাদের উপর বিজয় লাভ করবে। ধীরে ধীরে আমি তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁকে খুবই কম মূল্যে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল এবং এভাবে কম মূল্যে বিক্রি করতে তাদের মনে বাধেনি। এমন কি তারা বিনা মূল্যে চাইলেও দিয়ে দিত। কেননা তাঁর প্রতি তাদের কোন দরদ-ভালবাসাই ছিলনা। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, بَخْسٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কম। (তাবারী ১৬/১২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَشَرَوْهُ এর 'ه' সর্বনামটি ইউসুফের (আঃ) ভাইদের দিকে ফিরেছে। (তাবারী ১৬/১৪-১৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর জবরদস্তির আশংকা থাকবেনা। (সূরা জিন, ৭২ ঃ ১৩)

ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা তাঁকে বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল। (তাবারী ১৬/১২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), নাওফ আল বিকালী (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আতিয়্যিয়া আল আউফীও (রহঃ) এরূপই বলেছেন। তারা আরও বলেন যে, তাঁর ভাইয়েরা পরস্পরের মধ্যে দুই দিরহাম করে বণ্টন করে নেয়। (তাবারী ১৬/১৪)

وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ এই উক্তি সম্পর্কে যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ তারা ইউসুফের (আঃ) নাবুওয়াত এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট তাঁর কি মর্যাদা রয়েছে এসব সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিলনা। তাই তারা ঐ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেই সন্তুষ্ট হয়েছিল।

٢١. وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

২১। মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র রূপেও গ্রহণ করতে পারি এবং এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য। আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

২২। সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম, এবং এভাবেই আমি সৎ কর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।	٢٢. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

ইউসুফের (আঃ) মিসরে অবস্থান

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মিসরের যে লোকটি ইউসুফকে (আঃ) ক্রয় করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর অন্তরে তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ভাব জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ইউসুফের (আঃ) চেহারায় ঔজ্জ্বল্যের ভাব লক্ষ্য করেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, তার মধ্যে মঙ্গল ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। লোকটি ছিলেন মিসরের উযীর এবং তার উপাধি ছিল ‘আযীয’।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, পরিণামদর্শী ও বুদ্ধি বলে অনুমান করতে ও বুঝে নিতে সক্ষম তিন ব্যক্তি অতীত হয়েছেন। প্রথম হচ্ছেন মিসরের এই আযীয, যিনি ইউসুফকে (আঃ) এক নযর দেখা মাত্রই তাঁর মর্যাদা বুঝে ফেলেন। তাই বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গিয়েই স্বীয় স্ত্রীকে বলেন ঃ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় হচ্ছেন (শু‘আইবের আঃ) ঐ মেয়েটি যিনি মূসা (আঃ) সম্পর্কে তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ

হে পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (আর এই ব্যক্তির মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান রয়েছে)। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৬) তৃতীয় হচ্ছেন আবূ বাকর (রাঃ)। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় খিলাফাতের দায়িত্ব ভার উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) হাতে অর্পণ করে যান। (তাবারী ১৬/১৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ আমি ইউসুফকে তার ভাইদের যুল্ম হতে রক্ষা করেছি, তাকে যমীনে অর্থাৎ মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কেননা আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবার ছিল যে, আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দিব। আল্লাহর ইচ্ছাকে কে

রোধ করতে পারে? কে পারে তাঁর বিরোধিতা করতে? তিনি সবারই উপর ব্যাপক ক্ষমতাবান। তাঁর সামনে সবাই অক্ষম ও অপারগ। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা না মানে তার কলাকৌশল, না রয়েছে তাদের কাছে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান। তারা তাঁর হিকমাত বুঝে উঠতে পারেনা।

ইউসুফ (আঃ) যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছলেন এবং তাঁর বিবেক-বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হল তখন মহান আল্লাহ তাঁকে নাবুওয়াত দান করলেন এবং তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট বান্দা রূপে মনোনীত করলেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদেরকে প্রতিদান প্রদান করেন।

২৩। সে যে স্ত্রী লোকের গৃহে ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎ কাজ কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল ও বলল ঃ চলে এসো (আমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি)। সে বলল ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি (আযীয) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমা লংঘনকারীরা সফলকাম হয়না।	٢٣. وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ

আযীযের স্ত্রী ইউসুফকে (আঃ) ভালবাসে এবং তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে

এখানে আল্লাহ তা'আলা মিসরের আযীযের সেই স্ত্রী সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যার বাড়ীতে তিনি অবস্থান করছিলেন। মিসরের আযীয তাঁকে ক্রয় করেছিলেন এবং নিজের ছেলের মত তাঁকে অতি উত্তমরূপে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন ঃ 'এর যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাকে খুবই সম্মানের সাথে রাখবে।' কিন্তু স্ত্রী ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে

পড়ল এবং তাঁর থেকে অসৎকর্ম কামনা করল। সুতরাং সে সুন্দর সাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানালো। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) কঠোরভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ 'দেখুন, আপনার স্বামী আমার রাব্ব (প্রভু)!' ঐ সময় মিসরবাসীদের পরিভাষায় বড়দের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা হত। তিনি আরও বললেন ঃ

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ আমার প্রতি আপনার স্বামীর বড় অবদান রয়েছে। তিনি অত্যন্ত উত্তম রূপে আমাকে রেখেছেন এবং আমার সাথে খুবই সদয় ব্যবহার করছেন। সুতরাং আমি তাঁর ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনা। জেনে রাখুন যে, إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ সীমালংঘনকারী কখনও সফলকাম হয়না। এটা মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন বলেছেন।

هَيْتَ لَكَ এর কিরআতে মতভেদ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে ঃ সে তাঁকে তার নিজের দিকে আহ্বান করে। (তাবারী ১৬/২৭) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, هَيْتَ لَكَ এর অর্থ হচ্ছে هَلُمَّ لَكَ এবং এটা *'হাওরানিয়া'* ভাষা। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/২১৪)

এর দ্বিতীয় পঠন هِئتَও রয়েছে। প্রথম পঠনের অর্থ ছিল 'এসো'। তাহলে এই কিরআতের অর্থ হবে 'আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি'। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবূ ওয়াইল (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ অর্থেই আয়াতটি পাঠ করতেন। অন্যদের কাছেও তারা এভাবেই ব্যাখ্যা দিতেন যেভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি তোমার জন্য প্রস্তুত আছি।'

২৪। সেই রমণীতো তার প্রতি আসক্ত হয়ে ছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার রবের নিদর্শন	٢٤. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ ۚ

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ	**প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে ছিল আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।**

এই স্থানে বিজ্ঞজনদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের একটি দল হতে এ সম্পর্কে কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যা ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ রিওয়ায়াত করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বলা হয়েছে যে, ঐ নারীর প্রতি ইউসুফের (আঃ) কামনা নাফসের খট্‌কা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাগাবীর (রহঃ) হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে হাম্মান (রহঃ), তার থেকে মা'মার (রহঃ), তার থেকে আবদুর রাযযাক (রহঃ) এবং তার থেকে তিনি (বাগাবী) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা (মালাইকাকে) বলেন ঃ 'আমার বান্দা যখন কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে তখন তোমরা ওর জন্য একটি সাওয়াব লিখে নাও। অতঃপর সে যদি ঐ আমল করে ফেলে তাহলে ওর দশ গুণ সাওয়াব লিখে ফেল। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে এবং তা করে না ফেলে তাহলে ওর জন্য সাওয়াব লিখে নাও। কেননা সে আমার (শাস্তির ভয়ের) কারণেই ওটা ছেড়ে দিয়েছে। আর যদি সে ঐ কাজ করে বসে তাহলে তোমরা ঐ পরিমাণই পাপ লিখে নাও।' এই হাদীসের শব্দগুলি আরও কয়েক রকমের রয়েছে। (বাগাবী ২/৪২০, ফাতহুল বারী ১৩/৪৭৩, মুসলিম ১/১১৭)

একটি উক্তি এও রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) তাকে (আযীযের স্ত্রীকে) প্রহার করার ইচ্ছা করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তখন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি দেখেছিলেন সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ সঠিক কথা এই যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে কোন একটি নিদর্শন দেখেছিলেন যা তাঁকে কামনা চরিতার্থ করতে বাধা দিয়েছিল। সেটা ইয়াকূবের (আঃ) ছবিও হতে পারে, বাদশাহর ছবিও হতে পারে

অথবা এটাও হতে পারে যে, তিনি লিখিত কিছু দেখেছিলেন যা তাঁকে দুষ্কর্ম থেকে বাধা দিয়েছিল।

এমন কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, আমরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। সুতরাং আমাদের জন্য সঠিক পন্থা এটাই যে, আমরা এটাকে সাধারণের উপর ছেড়ে দেই, যেমন মহান আল্লাহর উক্তি সাধারণই রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ যেমনভাবে আমি ইউসুফকে একটি দলীল দেখিয়ে দুষ্কর্ম থেকে ঐ সময় রক্ষা করেছি, তেমনিভাবে তার অন্যান্য কাজেও তাকে সাহায্য করছি এবং তাকে মন্দ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

২৫। তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রী লোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল, তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে দেখতে পেল। স্ত্রী লোকটি বলল ঃ যে তোমার পরিবারের সাথে কু-কাজ কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত আর কি দন্ড হতে পারে?	٢٥. وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
২৬। সে (ইউসুফ) বলল ঃ সে'ই আমা হতে অসৎ কাজ কামনা করেছিল। স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য	٢٦. قَالَ هِيَ رَٰوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ

দিল ঃ যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী,	أَهۡلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
২৭। আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।	٢٧. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ فَكَذَبَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
২৮। সুতরাং গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল ঃ ভীষণ তোমাদের ছলনা।	٢٨. فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٖ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ
২৯। হে ইউসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তুমিই অপরাধী।	٢٩. يُوسُفُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَٰذَاۚ وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنۢبِكِۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلۡخَاطِـِٔينَ

আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আঃ) এবং আযীযের স্ত্রীর অবস্থার খবর দিচ্ছেন যে, যখন মহিলাটি তাঁকে কু-কাজের দিকে আহ্বান করে তখন তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য দরজার দিকে দৌড়ে যান। আর মহিলাটিও তাঁকে ধরার জন্য তাঁর

পিছনে ছুটে আসে। পিছন থেকে তাঁর জামাটি সে ধরে ফেলে এবং তার দিকে টানতে থাকে। এর ফলে ইউসুফ (আঃ) পিছনের দিকে প্রায় পড়ে যান আর কি। কিন্তু তিনি খুব শক্তির সাথে সামনের দিকে দৌড়ে যান। এতে তাঁর জামার পিছনের দিক ছিঁড়ে যায়। এই অবস্থায় উভয়ে দরজার কাছে পৌঁছে যান। দরজার কাছে পৌঁছেই তাঁরা দেখতে পান যে, মহিলাটির স্বামী সেখানে বিদ্যমান রয়েছেন। স্বামীকে দেখা মাত্রই সে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে ঃ

مَا جَزَاءِ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا যে আপনার স্ত্রীর সাথে (অর্থাৎ ঐ মহিলার সাথে) কুকর্মে লিপ্ত হতে চায় তার জন্য কারাগার কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে? ইউসুফ (আঃ) যখন দেখলেন যে, মহিলাটি সমস্ত দোষ তাঁরই উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আপনার স্ত্রীই আমাকে কুকর্মের দিকে আহ্বান করেছিল। আমি তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে আসছিলাম এবং সেও আমার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসছিল। আমার জামাটি সে পিছন দিক থেকে টেনে ধরেছিল। দেখুন, আমার জামার পিছন দিক ছিঁড়ে গেছে।' ঐ মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল এবং আযীযকে বলল ঃ

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ইউসুফের (আঃ) ছিন্ন জামাটি দেখুন। যদি ওটার সামনের দিক ছিঁড়া থাকে তাহলে নিশ্চিত রূপে জানবেন যে, আপনার স্ত্রী সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামাটির পিছন দিক ছিঁড়া থাকে তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী।

সাক্ষীটির বয়স কত ছিল এবং সে ছেলে নাকি মেয়ে ছিল এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীটির মুখে দাড়ি ছিল। সুতরাং সে বয়স্ক ছিল এবং সে বাদশাহর একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। অনুরূপভাবে মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, সে একজন (বয়োঃপ্রাপ্ত) পুরুষ লোক ছিল। **شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا** সম্পর্কে আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সাক্ষীটি ছিল দোলনার শিশু। (তাবারী ১৬/৫৬) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), হিলাল ইব্ন ইয়াসাত (রহঃ), হাসান (রহঃ),

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাক ইব্‌ন মুযাহিম (রহঃ) বলেন যে, সাক্ষীটি ছিল একজন যুবক, যে বাদশাহ আযীযের বাড়িতে বাস করত। (তাবারী ১৬/৫৪, ৫৫) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে স্বামী আযীয যখন দেখলেন যে, ইউসুফের (আঃ) জামাটির পিছনের দিক ছিরা রয়েছে তখন তার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইউসুফ (আঃ) সত্যবাদী এবং তাঁর স্ত্রী মিথ্যাবাদী। সে ইউসুফের (আঃ) উপর অপবাদ দিয়েছে। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে উঠলেন ঃ

قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ এটা তোমাদের মহিলাদের প্রবঞ্চণা ও চাতুরী ছাড়া কিছুই নয়। এই তরুণ যুবককে তুমি অপবাদ দিয়েছ এবং তার উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়েছ। তুমি তাকে তোমার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে। এরপর তিনি ইউসুফকে (আঃ) আদেশ করেন ঃ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا তুমি এটা কারও সামনে বর্ণনা করনা। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে উপদেশের সুরে বললেন ঃ

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ তুমি তোমার এই পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাদশাহ আযীয খুব কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন এবং ছিলেন খুব সহজ- সরল প্রকৃতির লোক। অথবা হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে, মহিলা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। সে ইউসুফের (আঃ) মধ্যে এমন কিছু দেখেছে যার উপর ধৈর্য ধারণ করা তার উপর কঠিন হয়েছে। এ জন্যই তিনি তাকে হিদায়াত করলেন ঃ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ তুমি তোমার এই পাপকাজ হতে তাওবাহ কর। সরাসরি তুমিই অপরাধিনী।

৩০। নগরে কতিপয় নারী বলল ঃ আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎ কাজ কামনা করেছে; প্রেম তাকে উম্মত্ত করেছে, আমরাতো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।	٣٠. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا

	لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ
৩১। স্ত্রী লোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল, তাদের প্রত্যেককে একটি করে চাকু দিল এবং যুবককে বলল ঃ তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত মালাক/ফেরেশতা!	٣١. فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ أَرۡسَلَتۡ إِلَيۡهِنَّ وَأَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَـٔٗا وَءَاتَتۡ كُلَّ وَٰحِدَةٖ مِّنۡهُنَّ سِكِّينٗا وَقَالَتِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّۖ فَلَمَّا رَأَيۡنَهُۥٓ أَكۡبَرۡنَهُۥ وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٞ كَرِيمٞ
৩২। সে বলল ঃ এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ, আমি তার হতে অসৎ কাজ কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি, সে যদি তা না করে তাহলে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	٣٢. قَالَتۡ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمۡتُنَّنِي فِيهِۖ وَلَقَدۡ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَۖ وَلَئِن لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُونٗا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ

৩৩। ইউসুফ বলল ঃ হে আমার রাব্ব! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না করেন তাহলে ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্ত র্ভুক্ত হব।	٣٣. قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ
৩৪। অতঃপর তার রাব্ব তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	٣٤. فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

শহরের মহিলাদের কাছে ইউসুফের (আঃ) খবর পৌঁছে, তারাও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফ (আঃ) ও আযীযের স্ত্রীর খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ল এবং ওটা হচ্ছে মিসর (এর শহর)। সভাসদবর্গ এবং রাজকুমারদের স্ত্রীরা অত্যন্ত বিস্ময় ও ঘৃণার সাথে এই ঘটনার সমালোচনা করতে থাকে। তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ ‘আযীযের স্ত্রীর কর্মকান্ড দেখ! সে হচ্ছে উযীরের স্ত্রী, অথচ সে তার ক্রীতদাসের সাথে দুষ্কার্যে লিপ্ত হতে চাচ্ছে! ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।’

শহরের ভদ্রমহিলারা তাকে যে দোষারোপ করছে এ খবর তার কানে পৌঁছে গেল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাদের ষড়যন্ত্রই ছিল। আসলে তারা ইউসুফের (আঃ) দর্শন কামনা করছিল। সুতরাং আযীযের স্ত্রীকে দোষারোপ করা তাদের একটা কৌশল ছিল মাত্র। আযীযের স্ত্রী তাদের এই চাল বুঝে ফেলল। সে তাদেরকে বলে পাঠাল ঃ ‘অমুক সময় আমার

বাড়ীতে আপনাদের দা'ওয়াত থাকল।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) হাসান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, আযীযের স্ত্রী মহিলাদের জন্য এমন মাজলিসের ব্যবস্থা করল যেখানে তাদের বসার জন্য তাকিয়া, বালিশ ইত্যাদি রাখা হয়েছিল এবং খাদ্য হিসাবে কমলা লেবু জাতীয় ফল রাখা হয়েছিল। (তাবারী ১৬/৭১, ৭২) ফলগুলি কেটে খাওয়ার জন্য সে প্রত্যেককে একটি করে ধারাল চাকু প্রদান করল। এটাই ছিল মহিলাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফল। আসলে সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খন্ডন করার লক্ষ্যে ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্য দেখাতে চেয়েছিল। সে ইউসুফকে (আঃ) বলল ঃ

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ তাদের সামনে বেরিয়ে এসো। তখন তিনি ঐ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। মহিলাদের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়া মাত্রই তারা তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং তাঁকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। ফলে ঐ সূতীক্ষ্ণ চাকু দ্বারা ফল কাটার পরিবর্তে তারা নিজেদের হাতের আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলল। (তাবারী ১৬/৭৬-৭৮)

অন্যেরা বলেন যে, যিয়াফতের খাদ্য ইতোপূর্বেই যথারীতি পরিবেশন করা হয়েছিল এবং তাদের আহারও ছিল সমাপ্তির পথে। শুধুমাত্র ফল দ্বারা আপ্যায়ন অবশিষ্ট ছিল। তাদের হাতে চাকু ছিল এবং তা দ্বারা তারা ফল কাটছিল। এমতাবস্থায় আযীযের স্ত্রী তাদেরকে বলল ঃ 'আপনারা ইউসুফকে (আঃ) দেখতে চান কি?' তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল ঃ 'হ্যাঁ হ্যাঁ।' তখনই ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি তাদের সামনে হাযির হন। তাঁকে দেখতে পেয়ে তারা ফল কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলে। কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারলনা। তাঁকে আযীযের স্ত্রী বলল যে, তিনি যেন এভাবে কয়েকবার আসা-যাওয়া করেন। ইউসুফ (আঃ) যখন তাদের সম্মুখ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন তখন তারা ব্যথা অনুভব করল এবং বুঝতে পারল যে, ফলের পরিবর্তে তারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছে। ঐ সময় আযীযের স্ত্রী তাদেরকে বলল ঃ 'দেখুন তো, একবার মাত্র তার সৌন্দর্য দর্শনে আপনারা আত্মভোলা হয়ে গেলেন, তাহলে আমার কি অবস্থা হতে পারে?' মহিলারা বলে উঠল ঃ

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ আল্লাহর শপথ! ইনিতো মানুষ নন, বরং মালাইকা! সাধারণ মালাইকা নন বরং বড় মর্যাদাবান মালাইকা! আজ থেকে আমরা আর আপনাকে ভর্ৎসান করবনা।' ভদ্র-মহিলারা

ইউসুফের (আঃ) মততো নয়ই, এমনকি তাঁর কাছাকাছি এবং তাঁর সাথে সদৃশ সুন্দর লোকও কখনও দেখেনি।

মি'রাজের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় আকাশে ইউসুফের (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করার সময় বলেন ঃ 'তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হয়েছে।' (মুসলিম ১/১৪৬)

যা হোক, ঐ মহিলারা ইউসুফকে (আঃ) দেখা মাত্রই বলেছিলেন ঃ 'আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ইনিতো মানুষ নন। (তাবারী ১৬/৮৪) আযীযের স্ত্রী তখন তাদেরকে বলল ঃ 'এখন আপনারা আমাকে ক্ষমার্হ মনে করবেন কি? তাঁর সৌন্দর্য কি ধৈর্য শক্তি ছিনিয়ে নেয়ার মত নয়? আমি তাকে সব সময় নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সর্বদা আমার আয়ত্বের বাইরে রয়েছেন। আপনারা মনে রাখবেন যে, বাইরে তিনি যেমন অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী তেমনই ভিতরেও তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ। তাঁর বাহির যেমন সুন্দর, ভিতরও তেমনই সুন্দর।' অতঃপর সে ভয় প্রদর্শন করে বলে ঃ

وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ যদি তিনি আমার কথা না মানেন এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করেন তাহলে অবশ্যই তাঁকে জেলে যেতে হবে এবং আমি তাঁকে কঠিনভাবে লাঞ্ছিত করব। ঐ সময় ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেছিলেন ঃ

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ হে আমার রাব্ব। এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে আপনি তাদের কুকর্ম হতে রক্ষা করুন! আমি যেন দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন তাহলেই আমি রক্ষা পাব। আমার নিজের কোনই ক্ষমতা নেই। আমি আমার নিজের লাভ ও ক্ষতির মালিক নই। আপনার সাহায্য ও করুণা ছাড়া না আমি কোন পাপ কাজ থেকে বাঁচতে পারি, আর না কোন সৎ কাজ করতে পারি। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি এবং আপনার উপরই ভরসা করছি। আপনি আমাকে আমার নাফ্সের কাছে সমর্পণ করবেননা যে, আমি ঐ মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হই।'

মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। তাঁকে তিনি পবিত্রতা দান করলেন এবং স্বীয় হিফাযাতে রাখলেন। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে তিনি রক্ষা পেতেই থাকলেন। অথচ

তিনি সেই সময় পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং তিনি পূর্ণমাত্রায় সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ভিতর বিভিন্ন প্রকারের সদ্‌গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমন করেছিলেন এবং আযীযের স্ত্রীর প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেননি। অথচ সে ছিল নেতার কন্যা ও নেতার স্ত্রী এবং তাঁর প্রভুপত্নী। তাছাড়া সে ছিল অতীব সুন্দরী ও প্রচুর সম্পদের অধিকারিণী এবং ছিল সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়। তাই তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেছিলেন এবং ওর উপর কারাগারকেই পছন্দ করেছিলেন। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়ায় স্থান দিবেন, এমন দিনে যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবেনা ঃ (১) ন্যায় পরায়ন বাদশাহ, (২) ঐ যুবক (বা যুবতী) যে তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সদা মাসজিদে লটকানো থাকে, যখন সে মাসজিদ হতে বের হয় যে পর্যন্ত না সে তাতে ফিরে যায়, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালবাসে, আল্লাহর জন্যই তারা একত্রিত থাকে এবং আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারেনা, (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও সুশ্রী নারী কু-কাজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলে ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৭) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তার দু’চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।’ (ফাতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫)

৩৫। নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।	٣٥. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ

বিনা কারণে ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে পাঠানো হল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতা সবারই কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু এরপরও তাঁকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখাই ঐ মহিলারা যুক্তি সঙ্গত মনে করল। কেননা জনগণের মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আযীযের স্ত্রী (ইউসুফের আঃ) প্রেমে পাগলিনী হয়ে গেছে। সুতরাং

এমতাবস্থায় যদি তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় তাহলে তারা মনে করবে, যে তাঁরই হয়তো পদস্খলন ঘটে থাকবে।

এ কারণেই যখন মিসরের বাদশাহ কারাগার হতে মুক্তি দেয়ার জন্য ইউসুফকে (আঃ) ডেকে পাঠান তখন তিনি জেলখানা থেকেই বলেছিলেন ঃ 'আমি বের হবনা যে পর্যন্ত না আমার নিরপরাধ হওয়া এবং পবিত্রতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হবে। আমি কারাগারেই থাকব যে পর্যন্ত বাদশাহ সাক্ষীদের মাধ্যমে এবং স্বয়ং আযীযের স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ সত্যতা যাচাই না করবেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। এটা সারা দুনিয়াবাসীর কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলখানা হতে বের হবনা।' অতঃপর যখন ইউসুফ (আঃ) কারাগার হতে বেরিয়ে আসেন তখন একটা লোকও এমন ছিলনা যে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেছিল।

৩৬। তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল, তাদের একজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর নিংড়িয়ে রস বের করছি এবং অপরজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী তা হতে খাচ্ছে, আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎ কর্মপরায়ণ দেখছি।	٣٦. وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْءَاخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

দুই কারাবন্দী তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল

যে দিন ইউসুফকে (আঃ) কারাগারে যেতে হয়, ঘটনাক্রমে সেই দিনই দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যুবকদ্বয়ের একজন ছিল বাদশাহ'র সুরাবাহী এবং অপরজন ছিল তার রুটি প্রস্তুতকারী (বাবুর্চি)।

(তাবারী ১৬/৯৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, সুরাবাহীর নাম ছিল নাবওয়া এবং বাবুর্চির নাম ছিল মিজলাস। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদেরকে বন্দী করার কারণ হচ্ছে, তারা বাদশাহ'র খাদ্যে ও পানীয়ে বিষ মিশ্রিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল বলে বাদশাহ সন্দেহ করেছিলেন।

সুরাবাহী লোকটি স্বপ্নে দেখল যে, সে যেন আঙ্গুরের রস নিংড়াচ্ছে। অপর ব্যক্তি বলল ঃ 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখী এসে তা থেকে খাচ্ছে।' অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই এই স্বপ্নই দেখেছিল এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা ইউসূফের (আঃ) নিকট জানতে চেয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কোন স্বপ্নই দেখেনি। ইউসুফকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্যই শুধু তারা তাঁর কাছে মিথ্যা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিল।

৩৭। ইউসুফু বলল ঃ তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিব, আমি যা তোমাদেরকে বলব তা আমার রাব্ব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলব, যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা ও পরলোকে অবিশ্বাসী হয় আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।	٣٧. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ
৩৮। আমি আমার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের	٣٨. وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا

كَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيۡءٍۚ ذَٰلِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ	**কাজ নয়, এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।**

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে ইউসুফ (আঃ) কারাবন্দীদ্বয়কে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন

ইউসুফ (আঃ) তাঁর দু'জন কয়েদী সঙ্গীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ 'আমি তোমাদের স্বপ্নের সঠিক তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা জানি। তা বর্ণনা করতে আমি মোটেই কার্পণ্য করবনা। তোমাদের কাছে খাদ্য আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তা বলে দিব।' ইউসুফের (আঃ) এই অঙ্গীকার প্রদানের দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, তিনি একাকীত্বের কয়েদে ছিলেন। খাওয়ার সময় খুলে দেয়া হত এবং তখন পরস্পর মিলিত হতে পারতেন।

তারপর ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ 'আমাকে এই বিদ্যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি ঐ কাফিরদের ধর্ম ত্যাগ করেছি যারা আল্লাহকে মানেনা এবং পরকালকেও বিশ্বাস করেনা। আমি আল্লাহর রাসূলদের সত্য দীনকে মেনে নিয়েছি এবং তাঁরই অনুসরণ করছি। স্বয়ং আমার পিতা ও দাদা আল্লাহর রাসূল ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূব (আঃ)। প্রকৃতপক্ষে যাঁরাই সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, হিদায়াতের অনুসারী হন, আল্লাহর রাসূলদের আনুগত্যকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করেন এবং ভ্রান্ত পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্তরকে আলোকিত করেন, বক্ষকে পরিপূর্ণ করেন, বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেন। তাঁদেরকে ভাল লোকদের নেতা বানিয়ে দেন। তাঁরা জগতবাসীকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন। ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ

كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّه مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّه عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ আমরা যখন সরল সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছি, তাওহীদের জ্ঞান লাভ করেছি, শির্কের পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, তখন আমাদের জন্য এটা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করব? এই তাওহীদ, এই সত্য দীন এবং এই আল্লাহর একাত্মবাদের সাক্ষ্য, এটা আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে শুধু আমরা নই, বরং আল্লাহর অন্যান্য মাখলূকও এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা শুধু এটুকু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি যে, আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী এসেছে এবং জনগণের কাছে আমরা এই অহী বা প্রত্যাদেশ পৌঁছে দিয়েছি।

وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। তারা সেই বড় নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, যে নি'আমাত মহান আল্লাহ রাসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করেছেন।

بَدَّلُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ كُفۡرًا وَأَحَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡبَوَارِ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮) এই নি'আমাতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে তারা এর সাথে কুফ্রী করছে। ফলে তারা নিজেদের সঙ্গীদেরসহ ধ্বংসের ঘরে স্থান করে নিচ্ছে।

৩৯। হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রাব্ব শ্রেয়, নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?	٣٩. يَـٰصَـٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ ءَأَرۡبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ
৪০। তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতকগুলি নামের ইবাদাত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও	٤٠. مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءً سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ

وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	তোমরা রেখেছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। হুকুম (বিধান) দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, আর কারও ইবাদাত করবেনা; এটাই সরল সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

কিভাবে তাওহীদের দা‘ওয়াত দিতে হবে

ইউসুফের (আঃ) কারা-সঙ্গীদ্বয় তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের তাওহীদের দা‘ওয়াত দেন এবং শির্ক করা হতে ও বিভিন্ন মূর্তি পূজা করা হতে বিরত থাকতে বলেন। তিনি বলছেন ঃ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ সেই এক আল্লাহ যিনি সকল বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁর সামনে সমস্ত মাখলূক নত, অক্ষম ও শক্তিহীন, যার কোন অংশীদার নেই, সব কিছুরই উপর যাঁর রাজত্ব ও আধিপত্য তিনিই উত্তম, নাকি তোমাদের কাল্পনিক দুর্বল ও অপদার্থ বহু উপাস্য উত্তম? এরপর তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা যেগুলির পূজাঅর্চনা করছ সেগুলি একেবারে ভিত্তিহীন। এই নামগুলি এবং এগুলির ইবাদাত শুধু তোমাদের মনগড়া। তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও তাদের পূর্ব-পুরুষদের দেখাদেখি এ আচরণ করে আসছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করতে সক্ষম হবেনা।

مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ আল্লাহ তা‘আলা এর কোন দলীল দুনিয়ায় তৈরীই করেননি। হুকুম, আধিপত্য, ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁরই ইবাদাত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা হতে বিরত থাকার অকাট্য হুকুম দিয়ে রেখেছেন।

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ দীনে মুসতাকীম এটাই যে, আল্লাহর একাত্মবাদ ঘোষিত হবে, আমল ও ইবাদাত হবে একমাত্র তাঁরই জন্য এবং হুকুম চলবে শুধুমাত্র তাঁরই। এর উপর অসংখ্য দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ শির্কের পংকিলে নিমজ্জিত হয়ে মূর্তি পূজায় রত রয়েছে।

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করলেন এবং আল্লাহর আহকামের দা'ওয়াতের কাজ শেষ করে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করতে শুরু করেন।

৪১। হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজনের ব্যাপার এই যে, সে তার প্রভুকে মদ পান করাবে এবং অপর সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখী আহার করবে, যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।	٤١. يَـٰصَـٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسۡقِي رَبَّهُۥ خَمۡرًاۖ وَأَمَّا ٱلۡأٓخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِن رَّأۡسِهِۦۚ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ

কারাবন্দীদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

এরপর আল্লাহর মনোনীত বান্দা ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা-সঙ্গীদ্বয়কে তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেন। কিন্তু কার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলে দেননি যাতে তাদের একজন দুঃখিত না হয় এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর বোঝা তার উপর চেপে না বসে। বরং তিনি অস্পষ্টভাবেই তাদেরকে বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে একজন বাদশাহর সুরা পরিবেশনকারী নিযুক্ত হবে।' এটা আসলে ঐ

ব্যক্তির স্বপ্নের তাৎপর্য ছিল, যে নিজেকে আঙ্গুরের রস নিংড়াতে দেখেছিল। আর যে ব্যক্তি নিজের মাথার উপর রুটি দেখেছিল তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি এই দিলেন যে, তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথার মগজ খাবে। এরপর তিনি বলেন ঃ 'এটা কিন্তু সংঘটিত হয়েই যাবে। কেননা যে পর্যন্ত স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করা না হয় সেই পর্যন্ত তা লটকানো অবস্থায় থাকে। আর যখন তার ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়ে যায় তখন তা সংঘটিত হয়েই পড়ে।'

শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ ইমরান ইবনুল কা'কা (রহঃ) বর্ণনা করে যে, ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, স্বপ্নের তাৎপর্য শোনার পর তারা উভয়ে বলেছিল ঃ 'আমরা আসলে কোন স্বপ্নই দেখিনি।' তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ এখন তোমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী এর ফল সংঘটিত হয়েই যাবে। (তাবারী ১৬/১০৮) এর দ্বারা জানা গেল যে, কেহ যদি অযথা স্বপ্নের কথা বলে এবং তার তাৎপর্যও বলে দেয়া হয় তখন তার প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মুআবিয়া ইব্ন হায়দা' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'স্বপ্ন পাখীর পায়ের উপর থাকে (অর্থাৎ উড়ন্ত অবস্থায় থাকে), যে পর্যন্ত না ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। অতঃপর যখন ওর তাৎপর্য বর্ণনা করা হয় তখন তা সংঘটিত হয়ে যায়।' (আহমাদ ৪/১০)

৪২। ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল ঃ তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বল; কিন্তু শাইতান তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল।	٤٢. وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

বাদশাহর মদ পরিবেশনকারীকে ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কথা বললেন

ইউসুফ (আঃ) যার স্বপ্নের তাৎপর্য অনুযায়ী স্বীয় ধারণায় জেলখানা হতে মুক্তি পাবেন বলে মনে করেছিলেন তাকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ বাবুর্চির অগোচরে গোপনে বলেছিলেন যে, সে যেন বাদশাহর সামনে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করে। কিন্তু লোকটি তাঁর এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এটাও ছিল শাইতানেরই চক্রান্ত। এ কারণে ইউসুফকে (আঃ) কয়েক বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। সুতরাং সঠিক কথা এটাই যে, فَاَنْسَاهُ এর 'ه' সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটির দিকেই প্রত্যাবর্তিত। মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এ কথা বলেছেন। (তাবারী ১৬/১১৩)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, بِضْع শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (তাবারী ১৬/১১৫) অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আইউব (আঃ) সাত বছর যাবৎ রোগে ভুগেছিলেন, ইউসুফ (আঃ) সাত বছর কারাগারে অবস্থান করেছিলেন এবং বাখ্‌তে নাসারের শাস্তিও সাত বছর ধরে চলেছিল। (তাবারী ১৬/১১৪)

৪৩। বাদশাহ বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুস্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তাহলে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।	٤٣. وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ ۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ
৪৪। তারা বলল ঃ এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা	٤٤. قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ ۖ وَمَا

نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ	এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।
٤٥. وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ	৪৫। দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তার স্মরণ হলে সে বলল ঃ আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও।
٤٦. يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ	৪৬। সে বলল ঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুস্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।
٤٧. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ	৪৭। ইউসুফ বলল ঃ তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা শস্য সংগ্রহ করবে; তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা আহার করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে।
٤٨. ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ	৪৮। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর; এই সাত বছর

৪৯। এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।	٤٩. ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ

মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন

আল্লাহ তা'আলা এটা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত মর্যাদা, সম্মানজনক ও পবিত্রতার সাথে কারাগার হতে বের হয়ে আসবেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ এই কারণ বানিয়ে দিলেন যে, মিসরের বাদশাহ এক স্বপ্ন দেখলেন, যার ফলে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তিনি সমস্ত সভাসদ, রাজপুত্র, ধর্ম যাজক এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদেরকে একত্রিত করেন। তাদের সামনে তিনি নিজের স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন এবং ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু কেহই কিছু বুঝলনা এবং সবাই অপারগ হয়ে এটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল। তারা বলল ঃ

أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ এটা কোন ব্যাখ্যা যোগ্য স্বপ্ন নয়। এটা শুধু এলোমেলো খেয়াল মাত্র। আমরা এগুলির ব্যাখ্যা জানিনা। ঐ সময় শাহী সুরা পরিবেশনকারীর ইউসুফের (আঃ) কথা মনে পড়ে গেল। এতদিন শাইতান তাকে ঐ কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এই দীর্ঘদিন পরে তার সেই কথা স্মরণ হল। সে দরবারের সবার সামনে এসে বাদশাহকে বলল ঃ 'এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানার আপনাদের আগ্রহ থাকলে আমাকে কারাগারে ইউসুফের (আঃ) কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি দিন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করব।' সবাই তার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং তাকে ইউসুফের (আঃ) নিকট পাঠিয়ে দিল।

দরবারের লোকদের কাছে অনুমতি নিয়ে লোকটি ইউসুফের (আঃ) নিকট হাযির হল এবং বলল ঃ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا হে সত্যবাদী ইউসুফ! বাদশাহ এই ধরণের একটি স্বপ্ন দেখেছেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে তিনি খুবই আগ্রহী।

ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন

ইউসুফ (আঃ) তাকে কোন ভর্ৎসনা করলেননা যে, সে কেন এতদিন পর্যন্ত তাঁর কথা ভুলে গিয়েছিল এবং বাদশাহর সামনে তাঁর কথা আলোচনা করেনি। তিনি বাদশাহর কাছে এ আবেদনও করেননি যে, তাঁকে আগে কারাগার হতে মুক্তি দেয়া হোক! তিনি তার কাছে কোন আশা প্রকাশও করলেননা এবং তাকে দোষারোপও করলেননা, বরং বিনা বাক্য ব্যয়ে বাদশাহর স্বপ্নের পূর্ণ তাৎপর্য বর্ণনা করলেন এবং তার কি করণীয় তাও জানিয়ে দিলেন। সাতটি স্থূলকায় গাভী দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সাত বছর পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক বরাবর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। গাছে খুবই ফল ধরবে এবং জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। সাতটি সবুজ শীষ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। গাভী ও বলদকেই হালে জুড়ে দেয়া হয় এবং ওগুলি দ্বারাই জমিতে চাষ করা হয়। তাই এর দ্বারা ৭টি বছর বলে দেয়া হয়েছে। তিনি এও বলে দিলেন যে, ঐ সাত বছর যে ফসল উৎপন্ন হবে তা সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে জমা করে রাখতে হবে এবং সেগুলিকে রাখতে হবে শীষসহ যাতে পঁচে না যায় এবং খারাপ ও নষ্ট না হয়। শুধু খাবারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ওর থেকে গ্রহণ করতে হবে। এই সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরই দুর্ভিক্ষ শুরু হবে এবং এই দুর্ভিক্ষ পর্যায়ক্রমে সাত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। বৃষ্টিও হবেনা এবং ফসলও ফলবেনা। সাতটি শীর্ণকায় গাভী দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। এই সময়ে তোমরা তোমাদের জমাকৃত সাত বছরের শীষযুক্ত ফসল হতে খেতে থাকবে। জেনে রেখ, পরবর্তী সাত বছরে মোটেই ফসল উৎপন্ন হবেনা। বরং তোমাদের পূর্বের সাত বছরের জমাকৃত ফসল হতেই খেতে হবে। তোমরা বীজ বপণ করবে বটে, কিন্তু শস্য মোটেই উৎপন্ন হবেনা। তিনি স্বপ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা দানের পর এই সুসংবাদও প্রদান করলেন যে, দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরের পর যে বছরটি আসবে তা বড়ই বারাকাতময় বছর হবে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে। ফলে সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। লোকেরা অভ্যাসগতভাবে যাইতুন প্রভৃতির তেল বের করবে এবং অভ্যাস অনুযায়ী আঙ্গুরের রস নিংড়াতে থাকবে।

৫০। বাদশাহ বলল ঃ তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে বলল ঃ	٥٠. وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ

তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর ঃ যে নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? আমার রাব্ব তাদের ছলনা সম্যক অবগত।	ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّـٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
৫১। বাদশাহ নারীদেরকে বলল ঃ যখন তোমরা ইউসুফ হতে অসৎ কাজ কামনা করেছিলে তখন তোমাদের কি হয়েছিল? তারা বলল ঃ অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বলল ঃ এক্ষণে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল, আমিই তার হতে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম, সেতো সত্যবাদী।	٥١. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
৫২। সে বলল ঃ আমি এটা বলেছিলাম যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেননা।	٥٢. ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ

ইউসুফ (আঃ) এবং আযীযের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের বিষয়টির ব্যাপারে বাদশাহ তদন্ত করলেন

আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, বাদশাহর স্বপ্নের তাৎপর্য জেনে নেয়ার পর যখন রাজদূত ইউসুফের (আঃ) নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করল এবং বাদশাহকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করল তখন বাদশাহ তাঁর ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য শুনে খুবই খুশি হন এবং এটাই যে তাঁর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তা তিনি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করেন। তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফ (আঃ) একজন বড় বিদ্বান ও সম্মানিত ব্যক্তি। স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তিনি জনগণের শুভাকাংখী হবেন। তাঁর কোন লোভ নেই। তাঁর সাথে স্বয়ং সাক্ষাৎ করার জন্য বাদশাহর খুবই আগ্রহ হল। তৎক্ষণাৎ তিনি দূতকে বললেন ঃ ائْتُونِي بِهِ যাও এখনই ইউসুফকে (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং পুনরায় দূত কারাগারে গিয়ে ইউসুফের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বাদশাহর বার্তা তাঁকে শুনিয়ে দিল। তখন তিনি বললেন ঃ 'আমি এখান থেকে বের হবনা যে পর্যন্ত না মিসরের বাদশাহ এবং তাঁর সভাসদবর্গ আমার নিরপরাধীতা স্বীকার করেন এবং আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে যে দোষ আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তা অসত্য এ কথা মেনে নেন।

এর মাধ্যমে তিনি সবাইকে জানাতে চেয়েছেন যে, এত বছর তাঁকে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে তা ছিল অন্যায়, অযৌক্তিক; কোন অপরাধের কারণে তা হয়নি।

মুসনাদ এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফের (আঃ) ধৈর্য এবং তাঁর সৌজন্য ও ভদ্রতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) অপেক্ষা আমরাই সন্দেহ করার ব্যাপারে বেশি হকদার। ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ

হে আমার রাব্ব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬০) আল্লাহ তা'আলা লূতের (আঃ) উপর রহম করুন! তিনি কোন শক্তিশালী দল বা কোন মযবূত দুর্গের আশ্রয়ে আসতে চেয়েছিলেন। জেনে রেখ যে, ইউসুফ (আঃ) যতদিন জেলখানায় অবস্থান

করেছিলেন, আমি যদি সেখানে ততদিন অবস্থান করতাম, অতঃপর দূত আমার কাছে আমার মুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসতো তাহলে আমি অবশ্যই তার প্রস্তাব (বিনা শর্তে) কবূল করতাম। (আহমাদ ২/৩২৬, ফাতহুল ৮/২১৬, মুসলিম ১/১৩৩)

মুসনাদ আহমাদে فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ... الخ এই আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘যদি আমি হতাম তাহলে তৎক্ষণাৎ দূতের কথা মেনে নিতাম এবং কোন ওজর অনুসন্ধান করতামনা।’ (আহমাদ ২/৩৪৬)

এবার বাদশাহ ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণ করতে শুরু করলেন। যে মহিলাদেরকে আযীযের স্ত্রী দা‘ওয়াত করেছিল এবং যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদেরকে তিনি ডেকে পাঠান এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রীকেও দরবারে ডাকিয়ে নেন। অতঃপর তিনি ঐ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘যিয়াফতের দিনের ব্যাপারটা আমাকে বর্ণনা করা।’

মহিলারা তখন সমস্বরে বলে উঠল ঃ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ আল্লাহর মাহাত্ম্য অদ্ভূত বটে! আমরা আজ এটা অকপটে স্বীকার করছি যে, ইউসুফের (আঃ) কোনই অপরাধ ছিলনা। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল সবই তাঁর উপর অপবাদ ছিল। আল্লাহর শপথ! আমরা খুব ভাল রূপেই জানি ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ঐ সময় আযীযের স্ত্রীও বলে উঠল ঃ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েই গেল। (তাবারী ১৬/১৩৮) আমি আজ স্বয়ং স্বীকার করছি যে, আমিই ইউসুফকে (আঃ) কুকাজের দিকে আহ্বান করেছিলাম। ঐ সময় তিনি যা বলেছিলেন ওটাই সত্য ছিল। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন ঃ ‘এই মহিলাই আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যবাদী। আজ আমি দ্বিধাহীন চিত্তে নিজের অপরাধ স্বীকার করছি, যাতে আমার স্বামীও আশ্বস্ত হন যে, আমিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যাপারে কোন খিয়ানাত করিনি। ইউসুফের (আঃ) পবিত্রতার কারণে আমার দ্বারা কোন দুষ্কার্য সাধিত হয়নি। আমি এই যুবককে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ব্যভিচার থেকে মহান আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি এ অপরাধ থেকে নিজকে মুক্ত করিনা, কারণ

কোন হৃদয়ই যৌন কামনা/প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। সেই কারণেই আমার মধ্যেও কু-কর্মের ইচ্ছা জেগেছিল।

وَأَنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ সফল করেননা, বরং তিনি তা বানচাল করে দেন।

দ্বাদশ পারা সমাপ্ত।

٥٣. وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ	**৫৩। আমি নিজকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম-প্রবণ। কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রাব্ব অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।**

আযীযের স্ত্রী বলেছিল ঃ ‘আমি আমার নাফ্সকে পবিত্র বলছিনা এবং না তাকে সর্বপ্রকারের অপরাধ হতে মুক্ত মনে করছি। নাফ্সের মধ্যেতো সব রকমের খারাপ খেয়াল এবং অবৈধ আকাংখা বাসা বেঁধে থাকে। ওটা সব সময় খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে। এ জন্যই আমি নাফ্সের প্রতারণায় পড়ে ইউসুফকে (আঃ) আমার ফাঁদে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার ফাঁদে পড়েননি। কেননা নাফ্স খারাপ কাজ করতে উত্তেজিত করে বটে, কিন্তু তাকে পারেনা যার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার করুণা বর্ষিত হয়। নিশ্চয়ই আমার রাব্ব অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।’ এটা আযীযের স্ত্রীরই উক্তি। এ উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারাও এই উক্তিটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অর্থের দিক দিয়েও এটাই সঠিক বলে মনে হয়। এটাকেই ইমাম রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়াতো (রহঃ) এ ব্যাপারে একটি পৃথক কিতাবই রচনা করেছেন এবং সেখানে এই উক্তিটিরই পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। কিন্তু কতগুলি লোক এ কথাও বলেছেন যে, এটা ইউসুফের (আঃ) উক্তি (অর্থাৎ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ হতে غَفُورٌ رَّحِيمٌ পর্যন্ত) যার ভাবার্থ হল, ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ ‘যাতে মিসরের আযীয জানতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন খিয়ানাত করিনি’ (শেষ পর্যন্ত)। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এই উক্তি ছাড়া আর কোন উক্তি

বর্ণনাই করেননি। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রীর উক্তি) অধিকতর সঠিক, দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কেননা পরবর্তী উক্তিটির শেষাংশ আযীযের স্ত্রীরই উক্তি বটে, যা সে বাদশাহর কাছে বর্ণনা করেছিল এবং ইউসুফ (আঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেননা, (বরং ঐ সময় তিনি জেলখানায় ছিলেন)। ঐ সব কথোপকথনের পর বাদশাহ তাঁকে ডেকে পাঠান।

৫৪। বাদশাহ বলল ঃ ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল তখন বাদশাহ বলল ঃ আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাস ভাজন হলে।	٥٤. وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ
৫৫। সে বলল ঃ আমাকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম সংরক্ষণকারী, অতিশয় জ্ঞানবান।	٥٥. قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ

মিসরের বাদশাহ ইউসুফকে (আঃ) উচ্চ মর্যাদা প্রদান করলেন

ইউসুফ (আঃ) বাদশাহর কাছে নিরপরাধ প্রমাণিত হন এবং তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং দূতকে বলেন ঃ ائْتُونِي به أَسْتَخْلصْهُ لنَفْسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ ইউসুফকে (আঃ) আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে আমার বিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের মধ্যে গণ্য করব। বাদশাহ যখন তাঁর অতুলনীয় রূপলাবণ্য লক্ষ্য করলেন, তাঁর মুখের মধুমাখা কথা শুনলেন এবং তাঁকে মহৎ চরিত্রের অধিকারী পেলেন তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ হতে বেরিয়ে এলো ঃ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكينٌ أَمينٌ আজ আপনি আমাদের কাছে একজন সম্মানিত, বিশ্বস্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি।

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ইউসুফ (আঃ) তখন নিজের জন্য একটি জনসেবা মূলক কাজ পছন্দ করলেন এবং নিজেকে ঐ কাজের যোগ্য ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করলেন। মানুষের জন্য এটা বৈধও বটে যে, যখন সে অপরিচিত লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন প্রয়োজনের সময় তাদের সামনে নিজের যোগ্যতার কথা বর্ণনা করবে। বাদশাহর স্বপ্নের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর কাছে এই আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন যে, যমীন হতে উৎপাদিত শস্যের যা কিছু জমা করা হবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁরই উপর যেন অর্পণ করা হয়। তাহলে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ততার সাথে হিফাযাত করবেন এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করবেন। এর ফলে দুর্ভিক্ষের বিপদের সময় মানুষ পুরাপুরিভাবে উপকার লাভ করবে। বাদশাহর অন্তরে তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ছাপ পড়েই গিয়েছিল। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন।

৫৬। এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আর আমি সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।	٥٦. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَتَبَوَّأُ مِنۡهَا حَيۡثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ
৫৭। যারা মু’মিন ও মুত্তাকী তাদের পরকালের পুরস্কারই উত্তম।	٥٧. وَلَأَجۡرُ ٱلۡأَخِرَةِ خَيۡرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

মিসরে ইউসুফের (আঃ) শাসন কায়েম

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء *এভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেই*

দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। মিসরে ইউসুফ (আঃ) এত উন্নতি লাভ করেন যে, সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামের (রহঃ) মতে নিজের ইচ্ছামত যে কোন কাজ করার তিনি অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। (তাবারী ১৬/১৫১, ১৫২) আল্লাহর কি মহিমা! যে ইউসুফ (আঃ) এত দিন জেলের নির্জন কক্ষে বসবাস করছিলেন তিনি আজ রাষ্ট্রের অধিনায়ক। আজ তাঁর যা ইচ্ছা তা'ই করার অধিকার রয়েছে। (তাবারী ১৬/১৫১)

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ *আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আর আমি সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা*। সত্যিই আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে ইচ্ছামত করুণার অংশ দান করেন। ধৈর্যশীলরা অবশ্যই ধৈর্যের ফল পেয়ে থাকেন। তিনি ভাইদের দেয়া কষ্ট সহ্য করেছেন, আল্লাহর নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য মিসরের আযীযের স্ত্রীর অপ্রীতিভাজন হয়েছেন এবং জেলখানার কষ্ট সহ্য করেছেন। ফলে আল্লাহর করুণা উথলে উঠেছে এবং তিনি ধৈর্যের ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। সৎকর্মশীলদের সৎকর্ম কখনও বিফলে যায়না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ এভাবেই ঈমানদার ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা ও অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবেন। এখানে তাঁরা যা পেলেন পরকালে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি পাবেন। সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় পবিত্র কিতাবে বলেন ঃ

هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ

এসব আমার অনুগ্রহ, এটা তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এ জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৯-৪০)

মোট কথা, মিসরের বাদশাহ রাইয়ান ইব্ন ওয়ালীদ মিসর সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ইউসুফকে (আঃ) অর্পণ করেন। ইতোপূর্বে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ঐ মহিলাটির স্বামী যে তাঁকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। তিনিই

তাঁকে ক্রয় করেছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, শেষ পর্যন্ত মিসরের বাদশাহ তাঁর হাতে ঈমান আনেন।

৫৮। ইউসুফের ভাইয়েরা এলো এবং তার নিকট উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলনা।	٥٨. وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ
৫৯। আর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল ঃ তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো; তোমরা কি দেখছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম মেযবান?	٥٩. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ
৬০। কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আস তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবেনা এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবেনা।	٦٠. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ
৬১। তারা বলল ঃ ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।	٦١. قَالُواْ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ
৬২। ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তারা যে পণ্য মূল্য	٦٢. وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُواْ

দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে যে, ওটা প্রত্যর্পন করা হয়েছে, তা হলে তারা পুনরায় আসতে পারে।	بِضَٰعَتَهُمۡ فِي رِحَالِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَعۡرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে আগমন

সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মুফাসসিরগণ ইউসুফের (আঃ) ভাইদের মিসরে গমনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) মিসরের উযীর নিযুক্ত হওয়ার পর সাত বছর পর্যন্ত প্রচুর পরিমান খাদ্য শস্য জমা করেন। এরপরে যখন সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় এবং জনগণ এক একটি দানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ফিরতে থাকে তখন তিনি অভাবীদেরকে দান করতে শুরু করেন। এই দুর্ভিক্ষ মিসরের এলাকা ছাড়াও কিনআ'ন ইত্যাদি শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউসুফ (আঃ) বিদেশী লোকদেরকে, একটি উট বহন করতে পারে এমন পরিমান খাদ্য এক এক জনের জন্য এক বছরের খাদ্য হিসাবে প্রদান করতেন। স্বয়ং তিনি ও বাদশাহ দিনে শুধুমাত্র একবার দুপুরের সময় দু' এক গ্রাস খাবার খেতেন এবং মিসরবাসীকে পেট পুরে খাওয়াতেন। সুতরাং ঐ যুগে মিসরবাসীদের জন্য ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর রাহমাত স্বরূপ।

এখানে এই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরাও খাদ্য কেনার জন্য মিসরে আগমন করেছিল। তারা তাদের পিতার নির্দেশক্রমে মিসরে আগমন করেছিল। তারা অবগত হয়েছিল যে, মিসরের আযীয মালের বিনিময়ে খাদ্য প্রদান করে থাকেন। তাই তাদের পিতা দশজন ছেলেকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং ইউসুফের (আঃ) সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখেছিলেন, যাকে তিনি ইউসুফের (আঃ) পরে খুবই ভালবাসতেন।

তারা একটি ব্যবসায়িক দল নিয়ে মিসরে আগমন করে এ উদ্দেশে যে, পন্যের বিনিময়ে তারা খাদ্য নিয়ে যাবে। যখন এই যাত্রীদল ইউসুফের (আঃ) নিকট পৌঁছে তখন তিনি এক নজর দেখেই তাদেরকে চিনে নেন। কিন্তু তাদের কেহই তাঁকে চিনতে পারেনি। কেননা বাল্যাবস্থায়ই তিনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাইয়েরা তাঁকে সওদাগরদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিল।

তারপরে কি হল তা তারা কি করে জানবে? এটাতো ছিল কল্পনাতীত যে, যাঁকে তারা গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছে তিনি আজ মিসরের আযীয হয়ে বসেছেন। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, এদিকে ইউসুফ (আঃ) এমনভাবে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন যে, তিনিই যে ইউসুফ (আঃ) এ ধারণাও তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনারা কিভাবে আমাদের দেশে এলেন?' তারা উত্তরে বলল ঃ 'আপনি খাদ্য দান করে থাকেন এ খবর শুনেই আমরা আপনার রাজ্যে এসেছি।' তিনি বলেন ঃ 'আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, আপনারা হয়তো গুপ্তচর।' তারা বলল ঃ 'আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমরা গুপ্তচর নই।' তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আপনাদের বাসস্থান কোথায়?' তারা জবাবে বলল ঃ 'আমরা কিনআ'নের অধিবাসী। আমাদের পিতার নাম ইয়াকূব (আঃ), তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন নাবী।' তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন ঃ 'আপনারা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে আছে কি? তারা জবাবে বলল ঃ 'হ্যাঁ, আমরা বার (১২) ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং পিতার চোখের মণি সে মরুভূমিতে মারা গেছে। তারই এক সহোদর ভাই আছে। তাকে পিতা আমাদের সাথে পাঠাননি। তাকে তিনি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। তারই মাধ্যমে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে থাকেন।' এরপর ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশ দেন যে, তাদেরকে যেন সরকারী মেহমান মনে করা হয় এবং সম্মানজনক স্থানে তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ও উত্তম খাবার খেতে দেয়া হয়।

অতঃপর তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য শস্য দেয়া হল। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ 'দেখুন! আপনাদের কথার সত্যতার প্রমাণ হিসাবে আপনাদের যে ভাইটিকে এবার সঙ্গে আনেননি, পরবর্তী সময়ে তাকে অবশ্যই সাথে নিয়ে আসবেন। আপনারাতো দেখতে পেয়েছেন যে, আমি আপনাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছি এবং আপনাদের সম্মান প্রদর্শনে একটুও ত্রুটি করিনি।' এভাবে তাদের উৎসাহ প্রদানের পর আবার সাবধানও করে দেন। তিনি বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ পরবর্তী সময় যদি আপনারা আপনাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে না আনেন তাহলে খাদ্যের একটি দানাও আপনাদেরকে দেয়া হবেনা, এমনকি আপনাদেরকে আমার কাছেও আসতে দিবনা। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলল ঃ

سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ আমরা আমাদের পিতাকে বুঝিয়ে বলব এবং যে কোনভাবেই হোক, আমরা আমাদের ঐ ভাইটিকে সঙ্গে আনার চেষ্টা করব, যাতে আমরা বাদশাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হই।

যখন ভাইয়েরা বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তখন ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসাবে যে সব আসবাবপত্র তারা এনেছে তা যেন তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এমন কৌশলে এটা করতে হবে যে, তারা যেন মোটেই টের না পায়। তাদের বস্তার মধ্যে ঐ আসবাবপত্রগুলি অতি সন্তর্পণে ভরে দিতে হবে। সম্ভবতঃ এর একটি কারণ হচ্ছে ঃ তাঁর মনে হল যে, যে সব আসবাব তারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের বিনিময় হিসাবে এনেছে সেগুলি যদি তিনি নিয়ে নেন তাহলে তাদের বাড়ীর অবস্থা কি হবে! আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি পিতা ও ভাইদের নিকট থেকে খাদ্যের বিনিময় গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেননি।

৬৩। অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে এলো তখন তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।	٦٣. فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيهِمۡ قَالُواْ يَـٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلۡكَيۡلُ فَأَرۡسِلۡ مَعَنَآ أَخَانَا نَكۡتَلۡ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ
৬৪। সে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম ওর ভাইয়ের ব্যাপারে? আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি	٦٤. قَالَ هَلۡ ءَامَنُكُمۡ عَلَيۡهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمۡ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبۡلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيۡرٌ حَـٰفِظًا ۖ

শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।	وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে মিসর পাঠানোর জন্য ইয়াকূবের (আঃ) কাছে অনুরোধ করল

আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইদের সম্পর্কে বলেন যে, তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে যাবার পর তাদের পিতাকে বলল ঃ قَالُواْ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ হে পিতা! এরপরে যদি আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে (বিনইয়ামীনকে) না পাঠান তাহলে আমাদেরকে আর খাদ্য দ্রব্য দেয়া হবেনা। যদি তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দেন তাহলে অবশ্যই আমরা রসদ পেয়ে যাব। আপনি তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। نَكْتَلْ অন্য পঠনে يُكْتَلْও রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে তার জন্যও আমরা বরাদ্দ পাব। তাদের এ কথা শুনে তাদের পিতা ইয়াকূব (আঃ) বললেন ঃ

هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ তোমরা এর সাথে ঐ ব্যবহারই করবে যে ব্যবহার ইতোপূর্বে তাঁর ভাইয়ের সাথে করেছিলে। তোমরা একে এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং ফিরে এসে (তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে) বানিয়ে বানিয়ে বলবে। এরপর তিনি বলেন ঃ

فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ আল্লাহ তা‘আলাই হচ্ছেন সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালুও বটে। তিনি আমাকে আমার এই বার্ধক্য অবস্থায় অসহায় করবেননা। বরং তিনি আমার প্রতি দয়া করবেন এবং আমার ছেলে ইউসুফের (আঃ) জন্য আমি যে অত্যন্ত শোকার্ত রয়েছি তা তিনি অবশ্যই দূর করে দিবেন। তাঁর পবিত্র সত্তার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি ইউসুফকে (আঃ) আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে দিবেন এবং মনের ব্যাকুলতা দূর করবেন। তাঁর কাছে কোন কাজই কঠিন নয় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হতে বিরত থাকবেননা।

৬৫। যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল,	٦٥. وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمْ

৬৬। পিতা বলল ঃ আমি ওকে কখনও তোমাদের সাথে পাঠাবনা যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়। অতঃপর যখন তারা তার নিকট প্রতিজ্ঞা করল তখন সে বলল ঃ আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।	٦٦. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

তারা তাদের বস্তার ভিতর তাদের অর্থকড়ি দেখতে পেল

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের মালপত্র খুলল তখন দেখল যে, তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। ঐগুলি ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের বিদায়ের সময় তাদের বস্তার মধ্যে গোপনে ভরে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাড়ি গিয়ে যখন তারা বস্তা খুলে তখন

তাদের প্রদত্ত পণ্য মূল্য বস্তার মধ্যে দেখতে পায়। তা দেখে তাদের পিতাকে তারা বলল ঃ قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَــذِه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا হে আমাদের পিতা! আর কি চান? দেখুন! মিসরের আযীয আমাদেরকে আমাদের পণ্যমূল্য পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ খাদ্য শস্য পুরাপুরি প্রদান করেছেন। (তাবারী ১৬/১৬২) আপনি এখন আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য রসদও আনব এবং ভাইয়ের কারণে আরও এক উট বোঝাই খাদ্য পেয়ে যাব। কেননা মিসরের আযীয প্রত্যেককে এক উট বোঝাই খাদ্যই দিয়ে থাকেন। আর আপনি আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠানোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছেন কেন? আমরা পূর্ণভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। মিসরের বাদশাহর পক্ষে অতিরিক্ত প্রদান করা কোন ব্যাপারই নয়। এই ছিল পিতার সাথে তাদের আলাপ আলোচনা। ইয়াকূব (আঃ) তাদের এসব কথার জবাবে বলেন ঃ

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ যে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করে না বলবে যে, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে সেই পর্যন্ত আমি তাকে তোমাদের সাথে পাঠাতে পারিনা। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ না করুন তোমরা সবাই শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যাও তাহলে সেটা অন্য কথা। এরপর ইয়াকূব (আঃ) বললেন ঃ

اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক। এ কথা বলে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র বিনইয়ামীনকে তাঁদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কেননা ওটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদে বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠানো ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। (তাবারী ১৬/১৬৪)

৬৭। সে বলল ঃ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করনা, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনা। বিধান আল্লাহরই; আমি তাঁরই উপর	٦٧. وَقَالَ يَـبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم

مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ	নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই (আল্লাহরই) উপর নির্ভর করুক।
٦٨. وَلَمَّا دَخَلُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	৬৮। যখন তারা, তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের কোন কাজে এলোনা; ইয়াকূব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল। কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

ইয়াকূব (আঃ) তাঁর ছেলেদেরকে মিসরের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বললেন

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, ইয়াকূবের (আঃ) মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর ছেলেদের উপর মানুষের কুদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতে পারে। কেননা তারা সবাই ছিল সুশ্রী ও সুঠাম দেহের অধিকারী। এ কারণেই মিসরের পথে রওয়ানা হবার সময় ইয়াকূব (আঃ) তাদেরকে উপদেশ

দেন ঃ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ হে আমার প্রিয় পুত্রগণ! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করবেনা। বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কেননা মানুষের কুদৃষ্টি লেগে যাওয়া সত্য। এটা ঘোড় সওয়ারকে ঘোড়ার উপর থেকে ফেলে দেয়। এর সাথে সাথেই তিনি বলেন ঃ

وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ আমি জানি এবং আমার এ বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফাইসালাকে কোন লোকই কোন তাদবীর দ্বারা বদলাতে পারেনা। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েই থাকে। একমাত্র তাঁরই হুকুম কার্যকরী হয়। কে এমন আছে যে তাঁর ইচ্ছাকে তিল পরিমাণ বদলাতে পারে? কে আছে যে তাঁর ফরমানকে মুলতবী রাখতে পারে? তাঁর ফাইসালাকে ফেরাতে পারে এমন কে আছে? তাঁরই উপর আমার ভরসা। শুধু আমার উপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রত্যেকেরই তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত।

সুতরাং ইয়াকূবের (আঃ) পুত্রগণ তাদের পিতার উপদেশ মান্য করল এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। এভাবে আল্লাহ তা'আলার ফাইসালাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের ছিলনা। তবে হ্যাঁ, ইয়াকূব (আঃ) একটি প্রকাশ্য তাদবীর পূর্ণ করলেন, যেন তাঁর সন্তানরা কু-নযর থেকে বাঁচতে পারেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ *এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম।* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়।

৬৯। তারা যখন ইউসুফের সামনে হাযির হল তখন ইউসুফ তার (সহোদর) ভাইকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল ঃ আমিই তোমার (সহোদর) ভাই। সুতরাং তারা যা করত সেজন্য দুঃখ করনা।	٦٩. وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَخَاهُۖ قَالَ إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিনইয়ামীনকে অনেক আদর-যত্ন করলেন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হল তখন তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সরকারী মেহমানখানায় স্থান দেয়া হল। তিনি তাদের জন্য বিশেষ মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন এবং প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। ইউসুফ (আঃ) তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমার ভাই ইউসুফ (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের (বৈমাত্রেয়) ভাইয়েরা আমার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে সে জন্য তুমি দুঃখ করনা। এই প্রকৃত তথ্য তুমি ভাইদের কাছে প্রকাশ করনা। আমি যে কোন প্রকারেই হোক তোমাকে আমার কাছে রাখার চেষ্টা করছি।'

৭০। অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল, অতঃপর এক ঘোষক উচ্চৈস্বরে বলল ঃ হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।	٧٠. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَٰرِقُونَ
৭১। তারা তাদের দিকে ফিরে তাকাল এবং বলল ঃ তোমরা কি হারিয়েছ?	٧١. قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ
৭২। তারা বলল ঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামীন।	٧٢. قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠

بِهِۦ زَعِيمٌ	

কাছে রাখার উদ্দেশে ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রৌপ্যের বাটি রেখে দিলেন

ইউসুফ (আঃ) যখন অভ্যাস মত তাঁর ভাইদেরকে এক একটি উট বোঝাই মাল দিতে লাগলেন এবং তাদের মালপত্র বোঝাই হতে লাগল তখন তিনি তাঁর চতুর ভৃত্যদেরকে গোপনে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন রৌপ্য নির্মিত শাহী পানপাত্রটি তাঁর সহোদর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্যে গোপনে রেখে দেয়। কারও কারও মতে পানপাত্রটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ওতে পানি পান করা হত। (তাবারী ১৬/১৭২) পরবর্তী সময়ে ওর দ্বারাই খাদ্যদ্রব্য মেপে দেয়া হত বলে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাযযাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/১৭৩) দুর্ভিক্ষের কারণে ওটা পানি পানের জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে শষ্য মেপে দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছিল। শুবাহ (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, বাদশাহর বাটিটি ছিল রূপার তৈরী, তিনি ওটি দ্বারা পানি পান করতেন। (তাবারী ১৬/১৭৬) ইউসুফ (আঃ) নিজেই সবার অলক্ষ্যে ঐ বাটিটি বিনইয়ামীনের বস্তায় লুকিয়ে রাখেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে, ইউসুফের (আঃ) নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বুদ্ধিমান ভৃত্যরা ঐ পেয়ালাটি তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের বস্তায় রেখে দিল। অতঃপর তাঁর লোকেরা ঘোষণা করে ঃ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ *হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।* তাঁর ভাইয়েরা এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করল ঃ مَّاذَا تَفْقِدُونَ আপনাদের কি জিনিস হারিয়েছে? সে উত্তরে বলল ঃ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ আমাদের শাহী পানপাত্র হারিয়ে গেছে যার দ্বারা খাদ্য মাপা হত। বাদশাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যে ওটা খুঁজে বের করে আনবে তাকে এক উট বোঝাই খাদ্য প্রদান করা হবে। আমিই এর যামীন।

৭৩। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! তোমরাতো জান যে, আমরা এই দেশে দুস্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।	٧٣. قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ
৭৪। তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার শাস্তি কি?	٧٤. قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَٰذِبِينَ
৭৫। তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে'ই তার বিনিময়, এভাবে আমরা সীমা লংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।	٧٥. قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ
৭৬। অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মাল-পত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম, রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারতনা, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা	٧٦. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ

মর্যাদায় উন্নীত করি, প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী।	دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা নিজেদের উপর চুরির অপবাদ শুনে কান খাড়া করে এবং বলে ঃ تَاللّه لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ আপনারা আমাদের পরিচয় পেয়ে গেছেন এবং আমাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আমরা ভূপৃষ্ঠে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইনা এবং চুরি করার অভ্যাসও আমাদের নেই। তাদের এ কথা শুনে সরকারী কর্মচারীগণ বললেন ঃ 'যদি তোমাদের মধ্যে কেহ চোর সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তাহলে তার শাস্তি কি হবে?' তারা উত্তরে বলল ঃ

جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِه فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ দীনে ইবরাহীমের (আঃ) বিধান অনুযায়ী এর শাস্তি এই যে, যার মাল সে চুরি করেছে তারই কাছে তাকে সমর্পণ করতে হবে। আমাদের শারীয়াতের ফাইসালা এটাই। এতে ইউসুফের (আঃ) উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। সুতরাং তিনি তাদের তল্লাশী নেয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের তল্লাশী নেয়া হল। অথচ তাঁর এটা জানা ছিল যে, তাদের মালপত্রের মধ্যে পেয়ালা নেই। কিন্তু যাতে তাদের এবং অন্যান্য লোকদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয় এ কারণেই তিনি এরূপ করলেন। যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের মালপত্রের উপর তল্লাশী চালানোর পর পেয়ালা পাওয়া গেলনা তখন বিনইয়ামীনের মাল পত্রের উপর তল্লাশী চালানো হল। তার মালপত্রের মধ্যে তা রাখা ছিল বলে তার বস্তার মধ্য থেকে তা বেরিয়ে পড়ল। সুতরাং তাকে বন্দী করা হল। এই ব্যবস্থাই ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হিকমাতের ফল যা তিনি ইউসুফ (আঃ) এবং বিনইয়ামীনের উপযোগিতার জন্যই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা মিসরের বাদশাহর আইন অনুসারে চোর সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ (আঃ) বিনইয়ামীনকে রাখতে পারতেননা। (তাবারী ১৬/১৮৮) কিন্তু স্বয়ং ভাইয়েরা এই ফাইসালা করেছিল বলেই তিনি তা জারি করে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) শারীয়াতে চোরের শাস্তি কি তা তাঁর জানা ছিল বলেই তিনি তাঁর ভাইদের কাছে ফাইসালা চেয়েছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

نَرْفَعُ دَرَجَات مِّن نَّشَاء আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ *প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী।* হাসান (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ এমন কোন লোক নেই যার জ্ঞান অন্যের জ্ঞানের চেয়ে এত বেশি এবং যা আল্লাহর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (তাবারী ১৬/১৮৮) এ ছাড়া আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ আমরা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) সাথে ছিলাম যখন তিনি একটি উৎসাহব্যঞ্জক হাদীস বর্ণনা করছিলেন। ঐ বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার জ্ঞান সবার জ্ঞানের উর্ধ্বে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন ঃ আপনি যা বলেছেন তা খুবই নিকৃষ্ট কথা। মহান আল্লাহই হচ্ছেন ঐ সত্তা যাঁর সব জ্ঞান রয়েছে এবং তাঁর জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের উর্ধ্বে। (আবদুর রায্যাক ২/৩২৭) সিমাক (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এক লোক থেকে অন্য লোকের জ্ঞান বেশি থাকতে পারে। কিন্তু সবার উপরে জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ তা'আলার। (তাবারী ২/১৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরে আরও অনেক জ্ঞানী রয়েছে এবং সবার জ্ঞান ছাপিয়ে যাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত তিনি হলেন মহান আল্লাহ। নিশ্চয়ই জ্ঞানের ভান্ডার হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞানীগণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত জ্ঞানের শেষও তাঁর কাছে গিয়ে শেষ হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে وَفَوْقَ كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٌ এইরূপ রয়েছে। অর্থাৎ 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন।' (তাবারী ১৬/১৯৩)

৭৭। তারা বলল ঃ সে যদি চুরি করে থাকে তার (সহোদর)	٧٧. قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ

سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبۡلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفۡسِهِۦ وَلَمۡ يُبۡدِهَا لَهُمۡ ۚ قَالَ أَنتُمۡ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَصِفُونَ	ভাইওতো ইতোপূর্বে চুরি করেছিল, এতে ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলনা। সে মনে মনে বলল ঃ তোমাদের অবস্থাতো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করল

বিনইয়ামীনের বস্তার মধ্য হতে পানপাত্র বের হয়েছে দেখে তার ভাইয়েরা বলল ঃ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ من قَبْلُ দেখুন! এ চুরি করেছে, যেমন ইতোপূর্বে চুরি করেছিল এর সহোদর ভাই ইউসুফ (আঃ)।'

তারা নিজদেরকে অতি সৎ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল এবং বিনইয়ামীনের অপরাধিতা প্রমাণ করার সাথে সাথে তার ভাই ইউসুফকেও (আঃ) দোষী করতে চেষ্টা করছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِه তাদের এ অভিযুক্ত করার বিষয়টি সে নিজের মনেই গোপন রেখে দিল, যার জবাব সে পরবর্তী সময়ে দিয়েছিল।

أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ইউসুফ (আঃ) নিজকে নিজে মনে মনে বলেছিলেন ঃ তুমি এমন অবস্থায় রয়েছ যখন সত্য কথা প্রকাশ করার সময় নয়। আল্লাহই সেই বিষয় ভাল জানেন যে বিষয়ে তারা অভিযোগ করছে।

٧٨. قَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيۡخًا كَبِيرًا فَخُذۡ أَحَدَنَا	৭৮। তারা বলল ঃ হে আযীয! এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরাতো আপনাকে দেখছি

৭৯। সে বলল ঃ যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব।	٧٩. قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّظَـٰلِمُونَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা বিনইয়ামীনের পরিবর্তে অন্য কোন ভাইকে ভৃত্য হিসাবে রেখে দিতে অনুরোধ করল

যখন বিনইয়ামীনের মালপত্র হতে শাহী পানপাত্র বের হল তখন ভাইদের ফাইসালা অনুসারে তাকে শাহী বন্দীরূপে গণ্য করা হল। তারা মিসরের আযীযকে (ইউসুফকে (আঃ)) সুপারিশ করে এবং করুণা আকর্ষণ করে বলল ঃ 'দেখুন! আমার এ ভাইটি আমাদের পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তিনি এখন অত্যন্ত দুর্বল ও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এর এক সহোদর ভাই ইতোপূর্বে হারিয়ে গেছে, যার কারণে তিনি পূর্ব হতেই শোকার্ত রয়েছেন। এখন এই খবর শুনলেই আমরা আশঙ্কা করছি যে, তিনি শোকে দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়বেন। এমনকি তিনি প্রাণেই বাঁচেন কিনা সন্দেহ আছে। فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ সুতরাং মেহেরবাণী করে আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন এবং তাকে ছেড়ে দিন। আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি। কাজেই দয়া করে আমাদের এই আবেদন মঞ্জুর করুন। ইউসুফ (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ

مَعَاذَ اللّٰهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ কি করে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে? এটাতো বড়ই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কাজ যে, পাপ করবে একজন আর ধরা হবে অন্যকে! চুরি করবে একজন, আর বন্দী হবে

অন্যজন। চোরকেই বন্দী করা হবে, বাদশাহকে নয়। নিস্পাপ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া এবং পাপীকে ছেড়ে দেয়া প্রকাশ্যভাবে অবিচার ও অন্যায়।

৮০। যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, ওদের মধ্যে যে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ সে বলল ঃ তোমরা কি জাননা যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করবনা যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।	٨٠. فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ
৮১। তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল ঃ হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম, অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলামনা।	٨١. ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ

৮২। যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।	٨٢. وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা গোপন পরামর্শ করল এবং তাদের বড় ভাই তাদেরকে উপদেশ দিল

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাদের ভাই বিনইয়ামীনের মুক্তি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল যে, বিনইয়ামীনকে অবশ্যই তারা তাদের পিতার নিকট পৌঁছে দিবে এই অঙ্গীকার তারা তাঁর সাথে করেছিল। কিন্তু এখন দেখছে যে, কোন ক্রমেই তাঁকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছেনা। তারা পরামর্শ করতে লাগল। বড় ভাই নিজের মত প্রকাশ করে বলল ঃ

أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ তোমাদেরতো জানা আছে যে, আমরা আমাদের পিতার কাছে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছি। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা পিতার কাছে মুখ দেখাতে পারবনা। আবার আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকেও শাহী বন্ধন হতে কোনক্রমে মুক্ত করতেও পারছিনা। এখন পূর্বের ঘটনাটিই আমাদেরকে লজ্জিত করছে। তা হচ্ছে, বিনইয়ামীনের সহোদর ভাই ইউসুফের (আঃ) সাথে আমাদের দুর্ব্যবহার। কাজেই আমি এখানেই থেকে যাচ্ছি, যে পর্যন্ত না পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেন অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফাইসালা এসে যায়, যাতে হয় আমি কোনভাবে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব, না হয় আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দিবেন।' কথিত আছে যে, তাঁর নাম ছিল রুবীল অথবা ইয়াহুযা। সে ছিল সেই ব্যক্তি যে তার ভাই ইউসুফকে (আঃ) নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল যখন তার অন্যান্য ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করেছিল। সে ভাইদেরকে পরামর্শ দিল ঃ

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ তোমরা পিতার কাছে যাও এবং তাঁকে প্রকৃত ব্যাপারে অবহিত কর। তাঁকে বলবে ঃ 'আমাদের ভাই বিনইয়ামীন যে চুরি করবে

এটা আমাদের জানা ছিলনা। চুরির মাল তার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদেরকে চুরির শাস্তি কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা শারীয়াতে ইবরাহীমী অনুযায়ী ফাইসালা দিয়েছি। আমাদেরকে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তাহলে মিসরবাসীকে জিজ্ঞেস করুন। (তাবারী ১৬/২১০) অথবা যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমরা সত্য কথাই বলছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আপনি জানতে পারবেন যে, আমরা মোটেই মিথ্যা কথা বলছিনা। আমরা আমাদের ভাই বিনইয়ামীনকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তিল পরিমাণও ত্রুটি করিনি।

৮৩। ইয়াকূব বলল ঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদেরকে এক সাথে আমার কাছে এনে দিবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	٨٣. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ
৮৪। সে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।	٨٤. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
৮৫। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আপনিতো ইউসুফের কথা ভুলবেননা যতক্ষণ না আপনি শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হবেন, অথবা মৃত্যু বরণ করবেন।	٨٥. قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَٰلِكِينَ

৮৬। সে বলল ঃ আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জাননা।	٨٦. قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّى وَحُزۡنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

ইয়াকূবের (আঃ) আবার দুঃসংবাদ প্রাপ্তি

ছেলেদের মুখে এ খবর শুনে ইয়াকূব (আঃ) ঐ কথাই বললেন যা তিনি ইতোপূর্বে বলেছিলেন, যখন তাঁর ছেলেরা ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে তার সামনে হাযির করেছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ তিনি বুঝে নেন যে, এবারও তাঁর ছেলেরা বানানো কথা বলছে। ছেলেদেরকে এ কথা বলার পর তিনি নিজে আশা প্রকাশ করেন, যে আশা তিনি মহান আল্লাহর কাছে করছিলেন। তিনি বলেন যে, খুব সম্ভব অতি সত্ত্বরই আল্লাহ তা'আলা তাঁর তিন ছেলেকেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাবেন। অর্থাৎ ইউসুফকে (আঃ), বিনইয়ামীনকে এবং বড় ছেলে রুবীলকে, যে মিসরে এই উদ্দেশে রয়ে গেছে যে, সুযোগ পেলে সে গোপনে বিনইয়ামীনকে নিয়ে পালিয়ে আসবে অথবা মহান আল্লাহ স্বয়ং কোন উপায় করে দিবেন। (তাবারী ১৬/২১৪) তিনি বলেন ঃ

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তিনি আমার অবস্থা সম্যক অবগত। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। এখন তাঁর নতুন দুঃখ ও শোক পুরাতন শোককেও জাগিয়ে তুলল। ইউসুফের (আঃ) বিরহ বিচ্ছেদে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

আবদুর রায্‌যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শাউরী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান আল উসফুরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, দুঃখ ও বিপদের সময় শুধুমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই إِنَّا لِلّه وَإِنَّـــا إِلَيْه رَاجِعونَ (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী) (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৬) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মাতবর্গ এবং তাদের নাবীগণ

এই নি'আমাত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াকূবও (আঃ) এই অবস্থায় يَاأَسَفَى عَلَى يُوْسُفُ এ কথা বলেছিলেন। (আবদুর রায্যাক ২/২২৭)

শোকে, দুঃখে ইয়াকূবের (আঃ) চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। অর্থাৎ তিনি মাখলূকের কারও কাছে কোন অভিযোগ করতেননা। সদা সর্বদা তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় থাকতেন।

ইয়াকূবের (আঃ) পুত্ররা পিতার এই অবস্থা দেখে তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলে ঃ 'আব্বাজান! ইউসুফের (আঃ) জন্য এত চিন্তা করবেননা। أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ তা হলে এই চিন্তা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'আমিতো তোমাদেরকে কিছুই বলছিনা।

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّه আমি আমার মহান রবের কাছে আমার দুঃখ প্রকাশ করছি। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। তিনি কল্যাণদাতা। ইউসুফের (আঃ) স্বপ্নের কথা আমি ভুলিনি। ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য অবশ্যই একদিন প্রকাশিত হবে।'

৮৭। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর করুণা হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা, কারণ কাফির ব্যতীত কেহই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়না।	٨٧. يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ
৮৮। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন বলল ঃ হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং	٨٨. فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ

আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করেন।	وَجِئْنَا بِبِضَٰعَةٍ مُّزْجَىٰةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ

ইয়াকূব (আঃ) তাঁর ছেলে ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর ভাইকে খুঁজে বের করার আদেশ দেন

ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্রদেরকে আদেশ করছেন ঃ 'হে আমার প্রিয় বৎসগণ! গুপ্তচর হিসাবে নয়, বরং সহজ পন্থায় তোমরা ইউসুফ (আঃ) ও বিনইয়ামীনের খোঁজ কর।' আরাবী ভাষায় تَحَسُّس শব্দটি ভাল অনুসন্ধান করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর মন্দ অনুসন্ধানের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় تَجَسُّس শব্দটি। এর সাথে সাথেই তিনি পুত্রদেরকে বলেন ঃ 'আল্লাহর দয়া, করুণা ও রাহমাত থেকে নিরাশ হয়োনা। তোমরা তাদের অনুসন্ধান বন্ধ করে দিওনা। আল্লাহর নিকট তোমরা ভাল আশা কর। তোমরা নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যাও।'

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর কাছে উপস্থিত হল

পিতার উপদেশক্রমে তারা যাত্রা শুরু করে মিসরে পৌঁছে গেল। ইউসুফের (আঃ) সামনে হাযির হয়ে তারা নিজেদের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল। তারা বলল ঃ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে আমরা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের কাছে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা আমরা খাদ্য ক্রয় করতে পারি। মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আমাদের কাছে খুব সামান্যই অর্থ রয়েছে। এগুলি নিয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি। যদিও এগুলি খাদ্যের বিনিময় হতে পারেনা। (তাবারী ১৬/২৩৮) তথাপি আমরা কামনা করছি যে, আপনি আমাদেরকে ওগুলিই প্রদান করুন যেগুলি সঠিক ও পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়ে থাকে। আমরা আশা রাখছি যে, فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

আপনি পূর্বের মতই আমাদের প্রতি সদয় হবেন এবং আমাদের বস্তা ভর্তি করে দিবেন। ইব্‌ন যুরাইজের (রহঃ) মতে এর অর্থ হল, আপনি দয়ার্দ্র হয়ে আমাদের ভাইকে ফেরত দিন। (তাবারী ১৬/২৪৩)

সুফইয়ান ইব্‌ন উআইনাহকে (রহঃ) প্রশ্ন করা হয় ঃ 'আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বেও কি কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম ছিল?' উত্তরে তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করে দলীল হিসাবে বলেন ঃ 'না, ইতোপূর্বে অন্য কোন নাবীর উপর সাদাকাহ হারাম হয়নি।' (তাবারী ১৬/২৪২)

৮৯। সে বলল ঃ তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?	٨٩. قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ
৯০। তারা বলল ঃ তাহলে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল ঃ আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেইরূপ সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেননা।	٩٠. قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ
৯১। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।	٩١. قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ

৯২। সে বলল ঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।	٩٢. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় দেন

ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা যখন তাঁর কাছে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত ও দারিদ্রতর অবস্থায় পৌঁছে এবং তাঁর কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, পিতা ও পরিবারবর্গের বিপদ-আপদের বর্ণনা দেয় তখন তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি ভাইদেরকে বলেন ঃ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ আপনারা ইউসুফ এবং তাঁর ভাই বিনইয়ামীনের সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন তা আপনাদের স্মরণ আছে কি, যখন আপনারা অজ্ঞ ছিলেন? আপনারা যে অপরাধ করেছেন সেই পাপ তো ছিল অজ্ঞতার কারণে।

বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, প্রথম দু'দফার সাক্ষাতের সময় নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইউসুফের (আঃ) প্রতি ছিলনা। তৃতীয় বার সাক্ষাতের সময় তাঁকে নিজের পরিচয় দানের নির্দেশ দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যখন কষ্ট বেড়ে গেল এবং কাঠিন্য বৃদ্ধি পেল তখন আল্লাহ তা'আলা কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা দূর করে দিলেন এবং প্রশস্ততা আনয়ন করলেন। যেমন কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। (সূরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ঃ ৫-৬)

ইউসুফের (আঃ) প্রশ্নে তাঁর ভাইয়েরা বিস্ময়ে চমকে উঠে। দুই বারেরও অধিক সময় তারা তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাত করেছে, অথচ তারা তাঁর পরিচয় জানতে পারেনি। তারা তাঁকে প্রশ্ন করে ঃ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ তাহলে তুমিই কি

ইউসুফ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـٰذَا أَخِي হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ (বিনইয়ামীন) আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদের পর আমাদেরকে তিনি মিলিত করেছেন। আল্লাহভীতি ও ধৈর্যশীলতা বিফলে যায়না।

তখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয়। তারা তাঁকে বলে ঃ ‘বাস্তবিকই দৈহিক সৌন্দর্য ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই তুমি আমাদের চেয়ে উত্তম। রাজত্ব ও ধন-মালের দিক দিয়েও আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন।’ এই স্বীকারোক্তির পর তারা তাদের ভুলও স্বীকার করে। তৎক্ষণাৎ ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ

لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ আজকের পরে আমি আপনাদের এই ভুলের জন্য আপনাদের উপর কোন অভিযোগও করবনা। আপনাদের উপর আমি রাগান্বিত নই। বরং আমার প্রার্থনা এই যে, يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ আল্লাহ তা‘আলাও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন! তিনি সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু।

৯৩। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখ, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো।	٩٣. ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
৯৪। অতঃপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বলল ঃ তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তাহলে বলি ঃ আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।	٩٤. وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ

৯৫। তারা বলল ঃ আল্লাহর শপথ! আপনিতো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।	٩٥. قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَـٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ

ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) জামা থেকে তাঁর ঘ্রাণ পাচ্ছিলেন

আল্লাহর নাবী ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফের (আঃ) শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বললেন ঃ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا আমার এই জামাটি নিয়ে আমাদের পিতার কাছে গমন করুন এবং এটা তাঁর মুখ-মন্ডলের উপর রেখে দিবেন, ইনশাআল্লাহ তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর আপনারা তাঁকে এবং আপনাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে আসুন। এদিকে এই যাত্রীদল মিসর থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, আর ও দিকে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূবের (আঃ) কাছে ইউসুফের (আঃ) বার্তা পৌঁছে দেন। তখন তিনি তাঁর কাছে অবস্থানরত সন্তানদের বললেন ঃ

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُون আমার কাছে আমার প্রিয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ আসছে। কিন্তু তোমরাতো আমাকে জ্ঞানশূন্য অতি বৃদ্ধ বলে আমার কথার প্রতি কোনই গুরুত্ব দিবেনা। আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যাত্রীদলের মিসর ত্যাগ করার পর পরই প্রবল বাতাস বইতে শুরু করে এবং আল্লাহর হুকুমে বাতাস ইয়াকূবকে (আঃ) ইউসুফের (আঃ) জামাটির সুগন্ধি পৌঁছে দেয়, যদিও তখনও তারা আট দিনের পথের দূরত্বে ছিল। (আবদুর রাযযাক ২/৩২৯)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে আবূ সীনান (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/২৫০) পিতার পাশে অবস্থানকারী ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা পিতাকে বলল ঃ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ আপনি ইউসুফের (আঃ) প্রতি অত্যধিক ভালবাসার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। (তাবারী ১৬/২৫৭) সে কখনও আপনার মন হতে দূর হয়না এবং কোন সময় আপনি সান্ত্বনাও লাভ করতে পারছেননা। তারা তাদের পিতার সাথে কর্কষ

ভাষায় কথা বলেছিল। ইয়াকূবের (আঃ) কাছে এই ভাষাটি বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর মনে হয়েছিল। কোন যোগ্য সন্তানের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, নিজের পিতার সাথে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করে এবং উম্মাতের জন্যও এটা শোভা পায়না যে, তারা তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলে! সুদ্দী (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ১৬/২৫৭)

৯৬। অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হল এবং তার মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি তোমরা তা জাননা।	٩٦. فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
৯৭। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরাতো অপরাধী।	٩٧. قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ
৯৮। সে বলল ঃ আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনিতো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٩٨. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

ইউসুফের (আঃ) জামাসহ ইয়াহুযা সুসংবাদ নিয়ে আসে

মুজাহিদ (রহঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, জামাটি এনেছিল ইয়াকূবের (আঃ) বড় ছেলে ইয়াহুযা। (তাবারী ১৬/২৫৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুযার ঐ জামাটি বহন করে নিয়ে আসার কারণ ছিল এই যে, সে'ই পূর্বে ইউসুফের (আঃ) জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতার কাছে হাযির করেছিল এবং পিতাকে বলেছিল যে, এটা হচ্ছে ইউসুফের (আঃ) দেহের রক্তমাখা জামা। এখন এরই বদলা হিসাবে সে'ই ইউসুফের (আঃ) এই জামাটি নিয়ে এলো যেন মন্দের বিনিময়ে ভাল কাজ

সম্পাদিত হয়। যেন কু-খবরের বিনিময়ে সুখবর হয়ে যায়। জামাটি এনেই সে পিতার মুখমন্ডলের উপর রাখে। সাথে সাথেই ইয়াকূবের (আঃ) দৃষ্টি খুলে যায়। (তাবারী ১৬/২৫৯) তখন তিনি পুত্রদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ আমিতো সদা-সর্বদা তোমাদেরকে বলে আসছি যে, মহান আল্লাহর নিকট হতে আমি এমন কতকগুলি বিষয় অবগত আছি যা তোমরা অবগত নও। আমি তোমাদেরকে বলেছি যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ইউসুফকে (আঃ) আমার সাথে সাক্ষাত করাবেন। এইতো অল্প দিন পূর্বের আলোচনায় আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, আমি ইউসুফের (আঃ) ঘ্রান পাচ্ছি।

ইউসুফের (আঃ) ভাইদের অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা

পিতার এ সব কথা শুনে পুত্ররা লজ্জিত হয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন এবং পিতাকে নিজেদের জন্য আল্লাহ আ'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলে। উত্তরে পিতা বলেন ঃ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ আমি আমার রবের নিকট এই আশা রাখি যে, তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। তিনি তাওবাহকারীর তাওবাহ কবূল করেন।'

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), আমর ইব্ন কায়িস (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশে ইয়াকূব (আঃ) রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। (তাবারী ১৬/২৬২)

৯৯। অতঃপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তার মাতা-পিতাকে আলিঙ্গন করল এবং বলল ঃ আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন!	৯৯. فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ

১০০। আর ইউসুফ তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং তারা সবাই তার সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল ঃ হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রাব্ব ওটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করেছেন এবং শাইতান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার রাব্ব যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে থাকেন, তিনিতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١٠٠. وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَـٰىَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّا ۖ وَقَدۡ أَحۡسَنَ بِىٓ إِذۡ أَخۡرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلۡبَدۡوِ مِنۢ بَعۡدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيۡطَـٰنُ بَيۡنِى وَبَيۡنَ إِخۡوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ

মা-বাবাকে ইউসুফের (আঃ) অভ্যর্থনা এবং স্বপ্নের সফল সমাপ্তি

ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে নিজের পরিচয় দানের পর বলেছিলেন ঃ ‘আমাদের পিতা এবং আপনাদের পরিবারের সমস্ত লোককে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। ঐ যাত্রী দলটি কিনআ'ন থেকে মিসরের পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁরা মিসরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা ইয়াকূবকে (আঃ) অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গমন করেন এবং বাদশাহর নির্দেশক্রমে

শহরের সমস্ত আমীর ও সভাসদও গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং বাদশাহও অভ্যর্থনার উদ্দেশে গিয়েছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে বললেন ঃ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ আপনারা মিসরে প্রবেশ করুন, ইনশাআল্লাহ এখানে নির্ভয় ও নিরাপদে থাকবেন। অতঃপর বলা হয়েছে, آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ শহরে প্রবেশ করার পর তিনি মাতা-পিতাকে নিজের কাছে স্থান দেন এবং তাঁদেরকে বলেন, এখানে দুর্ভিক্ষ ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত অবস্থায় সুখে শান্তিতে বসবাস করুন।

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, ইউসুফের (আঃ) মা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর পিতার সাথে ছিলেন তাঁর খালা। (তাবারী ১৬/২৬৭, ২৬৯) কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি এই যে, ঐ সময় তাঁর মা-বাবা উভয়ই জীবিত ছিলেন। এই উক্তিটি সঠিকও বটে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর উপর কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। আর কুরআনুল হাকীমের প্রকাশ্য শব্দগুলি এটাই প্রমাণ করছে যে, ঐ সময় তাঁর মা জীবিত ছিলেন। (তাবারী ১৬/২৬৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ইউসুফ (আঃ) স্বীয় মাতা-পিতাকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দেন। هَـذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ সেই সময় তাঁর মাতা-পিতা এবং এগারটি ভাই সবাই তাঁর সামনে সাজদাহয় পড়ে যান। তখন তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে পিতা! দেখুন, এত দিনে আমার পূর্বের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হল। এই হচ্ছে এগারটি তারকা এবং এই হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র যা আমার সামনে সাজদাহয় পতিত রয়েছে।' তাঁদের শারীয়াতে এটা বৈধ ছিল যে, বড়দেরকে তাঁরা সালামের সাথে সাজদাহ করতেন। এমন কি আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নাবীর উম্মাতদের জন্য এটা জায়িয ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদীয়ায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তা ছাড়া অন্য কারও জন্য সাজদাহকে বৈধ করেননি। বরং তিনি ওটা একমাত্র নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তির সারমর্ম এটাই। (তাবারী ১৬/২৬৯)

মুআ'য (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি দেখতে পান যে, সিরিয়াবাসী তাদের যাজকদেরকে সাজদাহ করছে। তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হে মুআ'য! এটা কি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি সিরিয়াবাসীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের যাজক ও সম্মানিত লোকদেরকে সাজদাহ করে। তাহলে আপনিতো সর্বাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি।' এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যদি আমি কেহকেও কারও জন্য সাজদাহর হুকুম দিতাম তাহলে স্ত্রীদেরকে হুকুম করতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীকে সাজদাহ করে। কারণ এই যে, তার বড় হক রয়েছে।' স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিক অধিকার রয়েছে। (ইব্ন মাজাহ ১/৫৯৫)

মোট কথা, যেহেতু তাঁদের শারীয়াতে মানুষকে সাজদাহ করা জায়িয ছিল, তাই তাঁরা ইউসুফকে (আঃ) সাজদাহ করেছিলেন। তখন ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ 'দেখুন আব্বা! আমার স্বপ্নের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। আমার রাব্ব এটাকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। এর ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে।' অন্য আয়াতে কিয়ামাতের দিনের জন্যও এই تَأْوِيلُ শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর ইউসুফ (আঃ) বললেন ঃ

يَا أَبَتِ هَـــذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا এটাও আমার উপর আল্লাহর একটা ইহসান যে, তিনি আমার স্বপ্নকে সত্যরূপে দেখিয়েছেন। আমার উপর তাঁর আরও অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাকে জেলখানা হতে মুক্তি দান করেছেন এবং আপনাদের সকলকে মরুভূমি হতে সরিয়ে এখানে এনেছেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, ইয়াকূব (আঃ) গবাদী পশু লালন-পালন করতেন বলে সাধারণতঃ তাঁকে মরুভূমি অঞ্চলেই বসবাস করতে হত। (তাবারী ১৬/২৭৬) তিনি আরও বলেন যে, তারা ফিলিস্তিনের গূর এলাকার আরাভা নামক স্থানে অবস্থান করতেন যা বৃহত্তর সিরিয়ার অংশ। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) বলেন ঃ

مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء

আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বড়ই অনুগ্রহ যে, শাইতান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনেছেন। আমার রাব্ব যা ইচ্ছা করেন তা'ই নিপুণতার সাথে করে থাকেন। তিনি ঐ কাজের যথাযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন।

আর ওটাকে তিনি অতি সহজ করে দেন। বান্দার কিসে কল্যাণ রয়েছে তা তিনি খুব ভাল রূপেই জানেন। নিজের কাজে, কথায়, ফাইসালায় ও উদ্দেশে তিনি অতি নিপুণ।

১০১। হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন!	١٠١. رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ

মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দেয়ার জন্য ইউসুফের (আঃ) আল্লাহর কাছে আবেদন

এটা হচ্ছে সত্যবাদী ইউসুফের (আঃ) তাঁর রাব্ব মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা। তিনি নাবুওয়াত লাভ করেছেন, তাঁকে রাজত্ব দান করা হয়েছে, বিপদ-আপদ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন, মাতা-পিতা এবং ভাইদের সাথে মিলন ঘটেছে। তাই এখন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করছেন ঃ ‘হে আমার রাব্ব! পার্থিব নি‘আমাতগুলি যেমন আপনি আমার উপর পরিপূর্ণ করেছেন, অনুরূপভাবে আখিরাতেও এই নি‘আমাতগুলি আমাকে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করুন। যখন আমার মৃত্যু হবে তখন যেন তা ইসলাম ও আপনার আনুগত্যের উপরই হয়। আমাকে যেন সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অন্যান্য নাবী ও রাসূলদের সাথে যেন আমার সাক্ষাৎ ঘটে।’ (তাবারী ১৬/২৮০)

খুব সম্ভব ইউসুফের (আঃ) এই প্রার্থনা ছিল তাঁর মৃত্যুর সময়। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের অঙ্গুলী উত্তোলন করেন এবং প্রার্থনা করেন ঃ اَللَّهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلَى হে আল্লাহ! মহান বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দিন! তিনবার তিনি এই প্রার্থনাই করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৭৪৩) আবার এও হতে পারে যে, তিনি তার মৃত্যুর অনেক আগেই বলেছিলেন যে, তিনি যখনই মারা যাবেন তখনই যেন ইসলামের উপর মারা যান এবং নাবীগণের সাথে মিলিত হন, এই ছিল তাঁর প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

১০২। এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল তখন তুমি তাদের সাথে ছিলেনা।	١٠٢. ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ
১০৩। তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়।	١٠٣. وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
১০৪। আর তুমিতো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছনা, এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।	١٠٤. وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ

ইউসুফের (আঃ) ঘটনা আল্লাহ প্রদত্ত অহীর প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা কিভাবে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে, কিভাবে তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা করে, আল্লাহ তা‘আলা এর পর তাঁকে কিভাবে রক্ষা করেন এবং কিভাবে তাঁকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়ে দেন ইত্যাদি বর্ণনা করার পর স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলছেন ঃ ‘এটা এবং এ ধরণের আরও বহু অদৃশ্যের ঘটনা আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে বর্ণনা করা হয়ে থাকে; যাতে মানুষ তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীদেরও চক্ষু খুলে যায়। আর যাতে তাদের উপর আমার দলীল প্রমাণ কায়েম হয়ে যায়।

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ যখন ইউসুফের (আঃ) ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানালাম বলেই তুমি জানতে পারলে। যেমন মারইয়ামের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَـٰمَهُمْ

এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৪৪) এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা আমি তোমাকে ঐশী বাণী দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়ামের (আঃ) তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলেনা এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলেনা। মূসার (আঃ) ঘটনা প্রসঙ্গেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ

মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِنَا

মূসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত-পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا

তুমিতো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেনা, তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৫) এই সব আমার পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানানো হয়েছে। এ হচ্ছে তোমার রিসালাত ও

নাবুওয়াতের স্পষ্ট দলীল যে, অতীত ঘটনাবলী তুমি জনগণের সামনে এমনভাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছ যে, যেন তুমি ওগুলি স্বচক্ষে দেখেছ এবং তোমার সামনেই সেগুলি সংঘটিত হয়েছে। আবার এই ঘটনাগুলি উপদেশ, শিক্ষা এবং হিকমাতে পরিপূর্ণ, যার মাধ্যমে মানুষের দীন ও দুনিয়া সুন্দর হতে পারে। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান থেকে অজ্ঞ থাকছে। وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ তুমি চাইলেও এরা ঈমান আনবেনা। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১৬)

প্রত্যেক ঘটনার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়। (সূরা শূআরা, ২৬ ঃ ৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ তুমিতো তাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাবী করছনা। তুমি যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছ এবং এ জন্য বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করছ এতে পার্থিব কোন লাভ বা উপকার তোমার কাম্য নয়। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ এটা সারা বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে দুনিয়াবাসী উপদেশ লাভ করবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পাবে।

১০৫। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সবের প্রতি উদাসীন।	١٠٥. وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

১০৬। তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।	١٠٦. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ
১০৭। তাহলে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ?	١٠٧. أَفَأَمِنُوٓاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন দেখার পরও মানুষ ঈমান আনেনা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ক্ষমতাবান আল্লাহর বহু নিদর্শন, তাঁর একাত্মবাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ রাত-দিন মানুষের সামনে রয়েছে। তবুও অধিকাংশ লোক অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে এগুলি থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী রয়েছে। এই এতবড় ও প্রশস্ত আকাশ, এই বিস্তৃত যমীন, এই উজ্জ্বল নক্ষত্র-রাজি, এই আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্র, এই গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, শস্য-ক্ষেত্র, তরঙ্গ পূর্ণ সমুদ্র, প্রবাহিত বাতাস, বিভিন্ন প্রকারের ফল ফলাদি এবং নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলী কি জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কাজে আসেনা যে, এগুলি দ্বারা সে তাঁকে চিনতে পারে, যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, অংশীবিহীন, ক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব এবং চির বিদ্যমান? এগুলি দেখে কি সে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনা? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ তাদের অধিকাংশের মাথা এমনভাবে বিগড়ে গেছে যে, তাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে, অথচ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করছে। তারা আসমান ও যমীনের, পাহাড়-পর্বতের এবং দানব ও মানবের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকেই মানে, অথচ তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে। (তাবারী ১৬/২৯২) সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, এই মুশরিকরা হাজ্জ করতে আসে এবং ইহরাম বেঁধে 'লাব্বাইক' উচ্চারণ করতে করতে বলে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নেই, শরীক যারা আছে

তাদেরও মালিক আপনি। তাদের অধিকার ভুক্ত সবকিছুরও মালিক আপনি।' (মুসলিম ২/৮৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম যুল্‌ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) প্রকৃতপক্ষে এটা বড়ই অত্যাচার যে, আল্লাহর সাথে আরও কারও ইবাদাত করা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'তা এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّه إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ এই আয়াতের মধ্যে মুনাফিকরাও এসে পড়ে। তাদের আমলে একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা থাকেনা। বরং তাদের মধ্যে লোক দেখানো ভাব থাকে। এই রিয়াকারীও শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীম ঘোষণা করে ঃ

إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যার্পণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪২) এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কতকগুলি শির্‌ক খুবই হালকা ও গোপনীয় হয়। স্বয়ং শির্‌ককারীও ওটা বুঝতে পারেনা। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীম ইব্‌ন আবী নাযুদ (রহঃ) বলেন যে, উরওয়া (রহঃ) বলেন ঃ হুযাইফা (রাঃ) একজন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট গমন করেন। তার বাহুতে একটা সূতা বাঁধা ছিল। তিনি ওটা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন এবং وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّه إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ এ আয়াতটিই পাঠ করেন। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর শপথ করল সে মুশরিক হয়ে গেল। (তিরমিযী ৫/১৩৫)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ঝাড়-ফুঁক, সূতা এবং মিথ্যা তাবীজ শির্ক।’ (আহমাদ ১/৩৮১, আবূ দাঊদ ৪/২১২, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬৭)

অন্যত্র বর্ণিত আছে ঃ শুভ-অশুভ গণনা করা (তাইয়ারাহ্) নিশ্চয়ই শির্ক। কেহ কেহ এতে হয়তো কখনও ক্ষণিকের জন্য উপকার পেতে পারে, কিন্তু নির্ভরশীলতার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তার সমস্ত বিপদ আপদ দূর করে থাকেন।’ (আহমাদ ১/৩৮৯, আবূ দাঊদ ৪/২৩০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ তাহলে কি তারা আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নির্ভয় হয়ে গেছে? যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخۡسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ. أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ. أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٖ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٌ

যারা দুস্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত? অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৫-৪৭) তিনি আরও বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَـٰتٗا وَهُمۡ نَآئِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ. أَفَأَمِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّهِۚ فَلَا يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে, এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের

লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে? তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেহই নিঃশঙ্ক হতে পারেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৭-৯৯)

١٠٨. قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ	**১০৮। তুমি বল ঃ এটাই আমার (আল্লাহর) পথ; প্রতিটি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও; আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।**

নাবী/রাসূলগণের কর্ম পদ্ধতি

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ সমস্ত দানব ও মানবের প্রতি তুমি খবর দাও ঃ আমার নীতি, আমার পন্থা এবং আমার সুন্নাত এই যে, আমি সাধারণভাবে আল্লাহর একাত্মবাদ প্রচার করব। পরিপূর্ণ বিশ্বাস, দলীল প্রমাণ এবং বিচক্ষণতার সাথে আমি সকলকে ঐ দিকে আহ্বান করছি। আমার যত অনুসারী রয়েছে তারাও সবাই ঐ দিকেই আহ্বান করছে যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। সব নাবী/রাসূলগণ শারীয়াত সম্মত ও জ্ঞান সম্মত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ঐ দিকে ডাক দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা তাঁরই মর্যাদা, পবিত্রতা এবং গুণগান বর্ণনা করে থাকি। আমরা তাঁকে শরীক, তুলনীয়, সমকক্ষ, উযীর, পরামর্শদাতা এবং সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর কোন সন্তান নেই, স্ত্রী নেই এবং কোন সমকক্ষ নেই। তাঁর ব্যাপারে যে সমস্ত অসত্য আরোপ করা হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ন্তবর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪)

১০৯। তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম; তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকালই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝনা?	١٠٩. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْأَٓخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং পুরুষ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল ও নাবী হিসাবে দুনিয়ায় পুরুষ লোকদেরকেই পাঠিয়েছেন, কোন মহিলাকে নয়। আদম সন্তানদের থেকে কোন মহিলাকে আল্লাহর অহী প্রেরণের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধি-বিধানসহ দায়িত্বশীল করা হয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবারই মাযহাব এটাই। শায়খ আবূ হাসান (রহঃ) এবং আলী ইব্ন ইসমাঈল আল আশ‘আরী (রহঃ) বলেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতামত হচ্ছে এই যে, নারীদের মধ্য হতে কোন নাবী/রাসূল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। তবে হ্যাঁ, তাঁদের মধ্যে সিদ্দিকা বা সত্যবাদিনী রয়েছেন। যেমন সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও মর্যাদা সম্পন্না মহিলা মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ

مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ

মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়ে খাদ্য আহার করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৫) অর্থাৎ 'তার (ঈসার (আঃ)) মা হচ্ছেন সিদ্দীকা বা চরম সত্যবাদিনী।' সুতরাং যদি তিনি নাবী হতেন তাহলে তার গুণাগুণ বর্ণনা করার সময় এখানে সেই কথা উল্লেখ করা হত।

সমস্ত নাবী/রাসূলগণই ছিলেন মানুষ এবং তাঁরা মালাক/ফেরেশতা ছিলেননা

যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটির অর্থ করেছেন এই যে, যমীনে বসবাসকারী মানুষই নাবী হয়ে থাকেন। এটা নয় যে, আকাশ হতে কোন মালাক অবতীর্ণ হন। (দুররুল মানসুর ৪/৫৯৫) যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০)

وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خَٰلِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَٰهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা; তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা। অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮-৯) অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

বল ঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى *(জনপদবাসীদের মধ্য হতে)* এটা সর্বজন বিদিত যে, শহরবাসী হয় কোমল অন্তর ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। অনুরূপভাবে জনপদ হতে দূরে গ্রামে বসবাসকারী বেদুঈনরা অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا

মরুবাসী বেদুঈনরা কুফরী ও নিফাকে খুবই কঠিন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৯৭)

অতীত থেকে শিক্ষা নেয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৮২) অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী যে সব উম্মাত তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের পরিণাম ফল কি হয়েছিল! আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন! এই কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬)

এরূপ করলে তারা দেখতে পেত যে, তাদের ন্যায় কাফির ও পাপীদের পরিণতি কি হয়েছিল! আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ধ্বংস করেছিলেন এবং মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নীতি তাঁর মাখলূকের সাথে এইরূপই বটে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালই উত্তম। অর্থাৎ আমি যেমন দুনিয়ায় মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি, অনুরূপভাবে আখিরাতেও তাদেরকে আমার শাস্তি হতে রক্ষা করব এবং পরকালের মুক্তি তাদের জন্য দুনিয়ার মুক্তি হতে উত্তম হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫১-৫২)

১১০। অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হল এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এলো। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা হয়না।	١١٠. حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

আল্লাহর রাসূলগণ সঠিক সময়ে বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, সংকীর্ণ অবস্থায় রাসূলদের উপর তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যখন আল্লাহর নাবীদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলা হয় তখন তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ

... এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই

আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) كُذِبُوْا এবং كُذِّبُوْا এই দু'টি কিরা'আত রয়েছে। আয়িশার (রাঃ) কিরা'আত ذ অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে রয়েছে। উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এই শব্দটি' كُذِبُوْا না كُذِّبُوْا? আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ كُذِبُوْا পড়তে হবে।' তিনি পুনরায় বলেন, 'তাহলেতো এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ রাসূলগণ ধারণা করেন যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' তবে এই ধারণা করার অর্থ কি হতে পারে? এটাতো নিশ্চিত কথা যে, তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল।' উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'অবশ্যই এটা নিশ্চিত কথা যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এমন সময়ও এসে গেল যে, ঈমানদার উম্মাতগণও সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে গেল এবং সাহায্য আসতে এত বিলম্ব হল যে, স্বাভাবিকভাবে রাসূলগণও মনে করতে লাগলেন যে, মু'মিন দলগুলিও হয়তো তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এসে পড়ল এবং তাঁরা বিজয় লাভ করলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২১৭)

ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটাকে كُذِبُوْا পড়তেন এবং বলতেন যে, তাঁরাও মানুষ ছিলেন। এর দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন ঃ

حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ

এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল ঃ কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৪) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেছেন যে, উরওয়াহ (রাঃ) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রাঃ) এটাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যতগুলি অঙ্গীকার করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস ছিল ঐ

সবগুলিই নিশ্চিত রূপে পরিপূর্ণ হবে। তাঁর অন্তরে এরূপ ধারণা জাগ্রত হয়নি যে, না জানি হয়তো আল্লাহ তা'আলার কোন ওয়াদা ভুল প্রমাণিত হবে কিংবা হয়তো পূর্ণ হবেনা। তবে হ্যাঁ, নাবীগণের উপর বিপদ-আপদ আসতে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা আশঙ্কা করে বসেছেন যে, না জানি হয়তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের উপর বদ-ধারণা করে তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বসবে।' অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ *(এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে)* (তাবারী ১৬/৩০৭)

অতএব একটি কিরা'আত আছে তাশ্‌দীদের সঙ্গে এবং একটি কিরা'আত আছে তাখ্‌ফীফের সঙ্গে (অর্থাৎ ذ অক্ষরের নীচে শুধু যের, উপরে তাশ্‌দীদ নয়)। তাশ্‌দীদবিহীন অবস্থায় যে তাফসীর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তাতো উপরে উল্লিখিত হয়েছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই আয়াতটিকে এভাবেই পড়তেন অর্থাৎ كُذِبُواْ পড়তেন। আর তিনি এটা এভাবে পাঠ করে বলেন ঃ 'কারণ এটাই যা তুমি অপছন্দ কর।' এই রিওয়ায়াতটি ঐ রিওয়ায়াতের বিপরীত যা এই দুই মহান ব্যক্তি হতে অন্যরা রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে রয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের আনুগত্য হতে নিরাশ হয়ে যান এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন, তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে পড়ে এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নাজাত দেন।' এইরূপ তাফসীর অন্যদের থেকেও বর্ণিত আছে।

ইবরাহীম ইব্‌ন আবূ হামযা আল জাযারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন কুরাইশী যুবক সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরকে (রহঃ) বলেন ঃ 'হে আবূ আবদুল্লাহ! كُذِبُواْ শব্দটিকে কিভাবে পড়তে হবে? এই শব্দটির কারণে হয়তো আমি এই আয়াতটির পাঠ ছেড়েই দিব।' তখন তিনি যুবকটিকে বলেন ঃ 'তাহলে শোন! এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যখন নাবীগণ তাঁদের কাওমের আনুগত্য থেকে নিরাশ হয়ে যান এবং কাওম বুঝে নেয় যে, নাবীরা তাদেরকে মিথ্যা কথা বলেছেন (তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে যায়)।' এ কথা শুনে যাহহাক ইব্‌ন মুযাহিম (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ 'এরূপ উত্তর আমি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে ইতোপূর্বে শুনিনি। যদি আমি এখান হতে ইয়ামানে গিয়েও এরূপ উত্তর শুনতাম তাহলে ওটাকেও আমি আমার ভ্রমনের কষ্টকে কিছুই মনে করতামনা।' মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসারও (রহঃ) তাঁর এই জবাব

শুনে খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং তিনি বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আপনার চিন্তা ও উদ্বেগ এমনভাবে দূর করে দিন যেমনভাবে আপনি আমাদের উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করলেন।’ (তাবারী ১৬/৩০৩) আরও বহু মুফাস্সিরও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। কতক মুফাস্সির ظَنُّوٓا۟ ক্রিয়াপদের কর্তা বলেছেন মু’মিনদেরকে, আবার কেহ কেহ কাফিরদের কথা বলেছেন। অর্থাৎ কাফিরেরা অথবা কোন কোন মু’মিন এই ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলগণ সাহায্যের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তাতে তাঁরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যান অর্থাৎ তাঁদের কাওমের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে যান এবং আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে তাঁদের কাওম ধারণা করতে থাকে যে, তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ১৬/৩০৪)

١١١. لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.	**১১১। তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা, ইহা এমন বাণী যা মিথ্যা প্রবন্ধ নয়, কিন্তু মু’মিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে উহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রাহমাত।**

জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ নাবীগণের ঘটনাবলী, মুসলিমদের মুক্তি এবং কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনীর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى কুরআনুল কারীম বানানো

কথার কিতাব নয়। ইহা অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ এটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যতার দলীল।

ঐ সব গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার যে সব সঠিক ও সত্য কথা রয়েছে সেগুলির স্বীকারোক্তি করে। আর যেগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সেগুলি অস্বীকার করে ও বাতিল বলে গন্য করে। ঐগুলির যে সব কথা বাকী রাখার যোগ্য সেগুলি বাকী রাখার এবং যেগুলি রহিত হয়ে গেছে সেগুলি রহিত হয়ে যাওয়ার বর্ণনা কুরআনুল কারীমে রয়েছে। পবিত্র কুরআন প্রত্যেক হালাল, হারাম, পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের স্পষ্ট ও খোলাখুলি বর্ণনা দিয়ে থাকে। আনুগত্য, অবশ্য করণীয়, মুস্তাহাব, মাকরূহ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত খবর কুরআনুম মাজীদ প্রদান করে। ইহা মহা মহিমান্বিত আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করে এবং বান্দারা তাদের সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে যে ভুলত্রুটি করে থাকে তার সংশোধন করে। সৃষ্টজীব আল্লাহর কোন গুণ বা বিশেষণ তার সৃষ্টির মধ্যে আনয়ন করবে এর থেকে পবিত্র কুরআন বাধা দিয়ে থাকে।

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ সুতরাং এই কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত। এর মাধ্যমে তাদের অন্তর বিভ্রান্তি থেকে হিদায়াত, মিথ্যা হতে সত্য এবং অকল্যাণ হতে কল্যাণের পথ পেয়ে থাকে। আর তারা বান্দার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে। আমাদেরও প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে এই রূপ মু'মিনদের সাথেই রাখেন এবং কিয়ামাতের দিন যখন কতকগুলি চেহারা উজ্জ্বল হবে, আর কতকগুলি চেহারা হবে কালিমাযুক্ত, তখন যেন আমাদেরকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!

সূরা ইউসুফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৩ ঃ রা'দ মাদানী
١٣ – سورة الرعد، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৪৩, রুকূ' ঃ ৩) (اَيَاتُهَا : ٤٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٣)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিম লাম মীম রা, এগুলি কুরআনের আয়াত; যা তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা'ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ এতে বিশ্বাস করেনা।	١. الٓمٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

কুরআন আল্লাহর বাণী

সূরার শুরুতে যে حُرُوْف مُقَطَّعَات এসে থাকে সেগুলির পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে লিখিত হয়েছে এবং সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যে সূরাগুলির প্রথমে এই অক্ষরগুলি এসেছে সেখানে সাধারণভাবে এই বর্ণনাই হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের লেশ মাত্র নেই। এগুলি হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ।

এই নীতি অনুসারে এখানেও এই অক্ষরগুলির পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ এগুলি হল কিতাব অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ। এরপর এর উপরই সংযোগ স্থাপন করে এই কিতাবের অন্যান্য বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুহাম্মাদের উপর এটি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ এটি সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) অর্থাৎ এর সত্যতা স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল। কিন্তু মানুষের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং একগুঁয়েমী তাদেরকে ঈমানের দিকে মুখ করতে দেয়না।

২। আল্লাহই উর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।	٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٍ تَرَوۡنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجۡرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلۡأَيَـٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ

'আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার' পর্যালোচনা

আল্লাহ তা'আলা নিজের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বিনা স্তম্ভে আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। আকাশকে তিনি যমীন হতে কতই না উঁচুতে রেখেছেন! শুধু নিজের আদেশে ওটাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার শেষ সীমারেখার খবর কেহ রাখেনা। দুনিয়ার আকাশ, সারা যমীন এবং ওর চার পাশে পানি, বাতাস ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সব দিক থেকেই আসমান যমীন হতে সমানভাবে উঁচু রয়েছে। যমীন হতে আসমানের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। সবদিকেই ওটা এতটা উঁচু। ওর পুরু ও ঘনত্বও পাঁচশ' বছরের ব্যবধানে আছে। আবার দ্বিতীয় আকাশ এই দুনিয়ার আকাশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রথম

আকাশ হতে দ্বিতীয় আকাশের ব্যবধানও পাঁচশ' বছরের পথ। অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশও একে অপর হতে পাঁচশ' বছরের পথের দূরত্বে অবস্থিত। (আল মাজমা ১/৮৬, তিরমিযী ২/৫২৫) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَـٰوَٲتٍ۬ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ

আল্লাহ এমন যিনি সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সংখ্যক যমীনও রয়েছে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا *(স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ)*। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ আকাশের স্তম্ভ রয়েছে বটে, কিন্তু তা দেখা যায়না। (তাবারী ১৬/৩২৪) আইয়াস ইব্ন মুআ'বিয়া (রহঃ) বলেন, আসমান যমীনের উপর গম্বুজের ন্যায় রয়েছে। অর্থাৎ তাতে কোন স্তম্ভ নেই। (তাবারী ১৬/৩২৪) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৬/৩২৫) এই উক্তিটিই কুরআনুল হাকীমের বাকরীতিরও যোগ্য বটে। এবং নিম্নের আয়াতটি দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয় ঃ

أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ... الخ

এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর, তাঁর অনুমতি ছাড়া। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬৫) সুতরাং تَرَوْنَهَا এ কথা দ্বারা আকাশে স্তম্ভ না থাকার প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আসমান বিনা স্তম্ভে এই পরিমাণ উঁচুতে রয়েছে এবং তোমরা তা স্বচক্ষে অবলোকন করছ। এটা হচ্ছে মহামহিমান্বিত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই একটি নিদর্শন।

'আরশের উপর সমাসীন' হওয়া

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 'অতঃপর আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হলেন' এর তাফসীর সূরা আ'রাফে (৭ ঃ ৫৪) বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকবেন। অবস্থা, তুলনা, সাদৃশ্য ইত্যাদি থেকে আল্লাহর সত্তা পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে অনবরত আবর্তিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

সূর্য ও চন্দ্র তাঁরই নির্দেশক্রমে আবর্তিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবেই আবর্তিত হতে থাকবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ এ দু'টি এদের শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৮) বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট গন্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আরশের নীচে যা যমীনের অপর প্রান্তসীমা অতিক্রম করে ওখানে পৌঁছে। এটা এবং সমস্ত তারকা যখন এখান পর্যন্ত পৌঁছে তখন আরশ থেকে তা আরও দূরে হয়ে যায়। সঠিক কথা এই যে, যার উপর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে তা হল, ওটা গম্বুজের মত যার ভিতর সমস্ত সৃষ্ট জীব বাস করছে। ওটা পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর ন্যায় গোলাকার নয় যেমন ওগুলির পায়া আছে এবং ওকে বহনকারী রয়েছে। যে কেহ চিন্তা গবেষণা করবে সে'ই এটা সত্য বলে মেনে নিবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যাদের রয়েছে তাঁরা এই ফলাফলেই পৌঁছবেন। আল্লাহ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

এখানে শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখ করার কারণ এই যে, চলমান ৭টি (সাত) গ্রহের মধ্যে এ দু'টিই বড় ও উজ্জ্বল। সুতরাং এ দু'টিই যখন নিয়মাধীন তখন অন্যগুলিতো নিয়মাধীন হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর। (সূরা

ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৭) অন্য জায়গায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা ইবাদাতের জন্য তোমাদের একমাত্র রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। অর্থাৎ মানুষ যেন এ সব নির্দশন দেখে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার পর পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাঁর কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

৩। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।	٣. وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
৪। পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা	٤. وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ

এক শির বিশিষ্ট খেজুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।	وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শন

উর্ধ্বজগতের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে নিম্ন জগতের বর্ণনা দিচ্ছেন। وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ যমীনকে দৈর্ঘ ও প্রস্থে বিস্তৃত করে আল্লাহ তা'আলাই এটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। তিনিই এতে দৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছেন। এতে নদ-নদী ও প্রস্রবণ তিনিই প্রবাহিত করেছেন। وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ এর ফলে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রংয়ের এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল-মূলের বৃক্ষাদি সিঞ্চিত হয়ে থাকে। জোড়ায় জোড়ায় ফল-মূল তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ওগুলির মধ্যে কোনটি মিষ্টি এবং কোনটি টক।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ দিন ও রাত পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করছে। একটির আগমন ঘটছে এবং অপরটির প্রস্থান হচ্ছে। এইসব ব্যবস্থাপনা সেই ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহর দ্বারাই হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার এইসব নিদর্শন, নিপুণতা এবং প্রমাণাদির উপর যে ব্যক্তি চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সে অবশ্যই সুপথ প্রাপ্ত হবে। যমীনের খণ্ডগুলি মিলিতভাবে রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বলেন ঃ মহান আল্লাহর শক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, পৃথিবীর এক খণ্ডে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হয়, আবার আর এক খণ্ডে কিছুই জন্মেনা। (তাবারী ১৬/৩৩১-৩৩৩) পৃথিবীর বুক চিরে যে পানি প্রবাহিত হচ্ছে তার কোন জায়গার মাটি লাল, কোন জায়গার মাটি সাদা,

কোন মাটি কালো, কোনটি কংকরময়, কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা মিষ্টি, কোনটা তিতা, কোনটা বালুকাময় এবং কোনটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তারা পরস্পর পাশাপাশি মিলিত হয়ে অবস্থান করছে, অথচ তাদের গুণাগুণ সম্পূর্ণ পৃথক। মোট কথা, এটাও সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তির নিদর্শন, যা বলে দিচ্ছে যে, কার্য সম্পাদনকারী, স্বেচ্ছাচারী এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছেন সেই একক, অদ্বিতীয় এবং অংশীবিহীন আল্লাহ। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই এবং কোন রাব্বও নেই।

صِنْوَان বলা হয় ঐ গাছকে যার কয়েকটি গুঁড়ি ও শাখা থাকে। যেমন ডালিম, ডুমুর এবং কোন কোন খেজুর গাছ। غَيْرُ صِنْوَان বলা হয় ঐ গাছকে যা এইরূপ হয়না, বরং যার একটি মাত্র গুঁড়ি থাকে। এর থেকেই চাচাকে صِنْوُ الْاَب বলা হয়। হাদীসেও এটা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'আপনার কি জানা নেই যে, চাচা পিতার মতই।' (মুসলিম ২/৬৭৭)

يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ সবগুলির জন্য একই পানি। অর্থাৎ বর্ষার পানি। অথচ স্বাদের দিক দিয়ে এবং ছোট ও বড় হওয়ার দিক থেকে ফলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কোনটি মিষ্টি, কোনটি তিতা এবং কোনটি টক। (তিরমিযী ৮/৫৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। মোট কথা, বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। যেমন প্রকারে পার্থক্য, রকমে পার্থক্য, রং এ পার্থক্য, গন্ধে পার্থক্য, স্বাদে পার্থক্য, পাতায় পার্থক্য এবং তরু-তাজায় পার্থক্য। কোনটি অতি মিষ্টি এবং কোনটি অতি তিতা। কোনটি খুবই সুস্বাদু, আবার কোনটি অত্যন্ত বিস্বাদ। রংয়েও পার্থক্য রয়েছে। কোনটি লাল, কোনটি সাদা এবং কোনটি কালো। অনুরূপভাবে সতেজতার দিক দিয়েও পার্থক্য রয়েছে। অথচ খাদ্য হিসাবে সবই এক। ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার এগুলি অলৌকিক শক্তি।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ সুতরাং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। এগুলি স্বেচ্ছাচারী আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির পরিচয় বহন করে এবং এটাই ঘোষণা করে যে, তিনি যা চান তাই হয়। জ্ঞানীদের জন্য এই নিদর্শনগুলিই যথেষ্ট।

٥. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

৫। যদি তুমি বিস্মিত হও তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের বক্তব্য ঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? ওরাই ওদের রাব্বকে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃংখল, ওরাই জাহান্নামী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী।

'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' বিশ্বাস না করা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! এই কাফিরেরা যে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে ও অবিশ্বাস করছে এতে তোমার বিস্মিত হবার কিছু নেই। এদের স্বভাব ও আচরণ এ রূপই যে, তারা এত এত নিদর্শন দেখছে, আল্লাহর বিরাট ক্ষমতার প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ করছে এবং এটা স্বীকারও করছে যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। এতদসত্ত্বেও তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছে। তারা স্বচক্ষে দেখছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে ও সৃষ্টি হচ্ছে তা আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে, তথাপি তারা ঈমান আনছেনা। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এটা বুঝতে সক্ষম যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বহু গুণে কঠিন এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অনেক সহজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩) তাই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন ঃ

أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ এরা কাফির। কিয়ামাতের দিন তাদের গ্রীবাদেশে শৃংখল থাকবে। وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ তারা জাহান্নামী। তারা জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। সেখান থেকে তারা পালাতে সক্ষম হবেনা এবং তাদেরকে কখনও মুক্তও করা হবেনা।

٦. وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِ وَقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِمُ ٱلۡمَثُلَٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغۡفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلۡمِهِمۡ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ	**৬। মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্ব শাস্তি দানেও কঠোর।**

অবিশ্বাসী কাফিরেরা শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলছে ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করছ না কেন? যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন ঃ

وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٌ. لَّوۡ مَا تَأۡتِينَا بِٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ. مَا نُنَزِّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذًا مُّنظَرِينَ

তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকাকে হাযির করছনা কেন? আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬-৮) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ ۚ وَلَوۡلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَيَأۡتِيَنَّهُم بَغۡتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ. يَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩-৫৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

এক ব্যক্তি চাইলো সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

يَسۡتَعۡجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشۡفِقُونَ مِنۡهَا وَيَعۡلَمُونَ أَنَّهَا ٱلۡحَقُّ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) আরও এক জায়গায় বলছেন ঃ

وَقَالُوا۟ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا

তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ১৬) আর এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) ভাবার্থ এই যে, কুফরী ও অস্বীকারের কারণে আল্লাহর শাস্তি নেমে আসা অসম্ভব মনে করে এতে তারা নির্ভয় হয়ে যায় এবং শাস্তি নেমে আসার তারা আকাংখা করে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ তাদের পূর্ববর্তী এইরূপ লোকদের দৃষ্টান্ত তাদের সামনে রয়েছে। তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল বলে তাদেরকে তাঁর আযাবের দ্বারা পাকড়াও করা হয়। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও সহিষ্ণুতা যে, তিনি পাপ কাজ করতে দেখেন অথচ সাথে সাথে পাকড়াও করেননা। নতুবা ভূ-পৃষ্ঠে কেহকেও তিনি চলতে ফিরতে দিতেননা। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৫) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ *(বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল)* দিন-রাত তিনি পাপ করতে দেখছেন, তবুও তিনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর আযাবও বড় বিপজ্জনক, অত্যন্ত কঠিন এবং বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। তাই ভয় ও আশ্বাসের বাণীসহ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ

সুতরাং এ সব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের রাব্ব খুবই করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তির বিধান কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৪৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬৫) তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ১৬৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি! তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে যাতে একই সাথে আশা প্রদান ও ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? হে নাবী! কথা এই যে, তুমিতো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক।	٧. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

মূর্তি পূজকরা মু'জিযার দাবী করে

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তারা অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস করার পরেও একগুঁয়েমী ভাব নিয়ে বলে ঃ পূর্ববর্তী নাবীগণ যেভাবে মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন তেমনিভাবে এই নাবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কোন মু'জিযা অবতীর্ণ হয়না কেন? যেমন সাফা পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দেয়া, আরাবের পাহাড়গুলিকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা, আরাব ভূমি সবুজ শ্যামল করে তোলা, ওখানে নদ-নদী প্রবাহিত করা ইত্যাদি। তাদের এ কথার উত্তরে অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ তুমিতো শুধু একজন সতর্ককারী মাত্র! যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) হিদায়াত করার মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ কাজ তোমার ক্ষমতার বাইরে।

وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ প্রত্যেক কাওমের জন্যই পথ প্রদর্শক ও আহ্বানকারী রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৭) অথবা ভাবার্থ হবে ঃ 'হিদায়াতকারী আমি এবং ভয় প্রদর্শনকারী তুমি।' অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৪) কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/৩৫৬)

৮। প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা	٨. ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ

কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।	وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ
৯। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।	٩. عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

আল্লাহই একমাত্র গাইবের খবর জানেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, কোন জিনিসই তাঁর অগোচরে নেই। সমস্ত স্ত্রী লিঙ্গ তা মানুষই হোক অথবা জন্তুই হোক, ওদের গর্ভে যা রয়েছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান বা অবগতি আল্লাহ তা‘আলার রয়েছে। গর্ভে কি আছে তা তিনি ভালরূপেই জানেন। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ কি স্ত্রীলিঙ্গ, সুন্দর অথবা অসুন্দর, বেশি বয়স পাবে, নাকি কম বয়স পাবে এ সব খবর তিনি রাখেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩২) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَـٰتٍ ثَلَـٰثٍ

তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ১২-১৪)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা হতে থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা জমাট রক্তের আকারে থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওটা মাংস পিন্ড রূপে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা একজন মালাক প্রেরণ করেন, যাঁকে চারটি কথা লিখে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ওগুলি হচ্ছে ঃ তার রিয্ক, তার বয়স, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যশালী হবে নাকি দুর্ভাগা হবে। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৬)

অন্য হাদীসে আছে যে, তখন মালাক জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! সে নর হবে, নাকি নারী হবে? হতভাগা হবে, নাকি সৌভাগ্যশালী হবে? তার জীবিকা কি হবে? তার বয়স কত হবে?' আল্লাহ তা'আলা তখন বলে দেন এবং তিনি লিখে নেন। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬, মুসলিম ৪/২০৩৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'অদৃশ্যের পাঁচটি চাবী রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেহই জানেনা। (১) আগামীকালের খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ অবগত নয়। (২) জরায়ূতে যা কিছু কমে বা বাড়ে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। (৩) বৃষ্টি কখন হবে তার অবগতিও শুধুমাত্র আল্লাহরই আছে। (৪) কে কোথায় মারা যাবে এ খবরও আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা। এবং (৫) কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এ খবরও একমাত্র আল্লাহই রাখেন।' (ফাতহুল বারী ৮/২২৫)

'জরায়ূতে যা কিছু কমে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ভ পড়ে যাওয়া। আর 'জরায়ূতে যা কিছু বাড়ে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ কিভাবে তা পূর্ণ হয় এ খবরও আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। দেখা যায় যে, কোন কোন নারী গর্ভ ধারণ করে পূর্ণ দশ মাস। আবার কেহ ধারণ করেন নয় মাস। কারও গর্ভ বাড়ে এবং কারও কমে। নয় মাস থেকে কমে যাওয়া এবং নয় মাস থেকে বেড়ে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে রয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৫৯)

কাতাদাহ (রহঃ) وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহর বিধানে প্রত্যেক প্রাণীরই আয়ু, রিয্ক ইত্যাদি নির্ধারিত রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মেয়ে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দেন যে, তাঁর এক ছেলে মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত। সুতরাং তিনি তাঁর অবস্থান কামনা করেন। এ খবর শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ের কাছে সংবাদ পাঠান ঃ ‘আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই এবং যা দান করেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা রাখে।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫০২)

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব কিছুই জানেন যা তাঁর বান্দাদের থেকে গোপন রয়েছে এবং যা তাদের কাছে প্রকাশমান আছে। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি সবচেয়ে উচ্চ।

قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২) সমস্ত মাখলূক তাঁর কাছে বিনীত ও অবনত। এটা ইচ্ছায়ই হোক কিংবা বাধ্য হয়েই হোক।

১০। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর।	١٠. سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ
১১। মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে	١١. لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ	**তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই।**

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর জ্ঞান সমস্ত মাখলূককে ঘিরে রয়েছে। কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। তিনি নিম্ন ও উচ্চ শব্দ শুনতে পান। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই জানেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

তুমি যদি উচ্চ কন্ঠে বল, তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি তা জানেন। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ২৫)

আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ 'ঐ আল্লাহর প্রশংসা যাঁর শ্রবণ সমস্ত শব্দকে ঘিরে রয়েছে। আল্লাহর শপথ! নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে তাঁর সাথে এমন আস্তে আস্তে কথা বলে যে, আমি পাশেই, অথচ ভালরূপে তার কথা আমার কর্ণগোচর হয়নি। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

(হে রাসূল) আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১) (বুখারী ৭৩৮৫, নাসাঈ ১১৫৭০, ইব্ন মাজাহ ১৮৮, তাবারী ৫/২৮)

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ যে ব্যক্তি তার ঘরের কোণে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে সে এবং যে ব্যক্তি দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে জনবহুল পথে চলাচল করে, আল্লাহর অবগতিতে এরা দু'জন সমান। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে। আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

মালাইকা মানুষদেরকে পাহাড়া দেন

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه ... الخ মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অর্থাৎ তাঁরা মানুষকে কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। তাদের কার্যাবলী বিধিবদ্ধ করার জন্য মালাইকার অন্য দল রয়েছে যাঁরা পর্যায়ক্রমে আসা যাওয়া করেন। রাত্রিকালের জন্য পৃথক মালাক/ফেরেশতা আছেন এবং দিবা ভাগের জন্যও পৃথক মালাক রয়েছেন। যেমন মানুষের ডানে ও বামে দু'জন মালাক মানুষের আমল লিখার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। ডান দিকের মালাক সাওয়াব লিখেন এবং বাম দিকের মালাক পাপ লিখেন। অনুরূপভাবে তার সামনে ও পিছনে দু'জন মালাক রয়েছেন যাঁরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ চারজন মালাইকার মধ্যে অবস্থান করে। দু'জন আমল লেখক ডানে ও বামে এবং দু'জন রক্ষণাবেক্ষণকারী সামনে ও পিছনে। যেমন একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ 'তোমাদের কাছে মালাইকা পালাক্রমে আগমন করেন দিনে ও রাতে। ফাজর ও আসরের সালাতে উভয় দলের সাক্ষাত ঘটে। রাতে অবস্থানকারী মালাইকা রাত্রি শেষে আকাশে উঠে যান। বান্দাদের অবস্থা অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?' তাঁরা উত্তরে বলেন ঃ 'আমরা তাদের কাছে গমনের সময় সালাত আদায় করা অবস্থায় পেয়েছি এবং বিদায়ের সময়ও তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি।' (ফাতহুল বারী ১৩/৪২৬)

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ভারপ্রাপ্ত সঙ্গী হিসাবে রয়েছে একজন জিন ও একজন মালাক।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথেও কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমার সাথেও রয়েছে। তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সাহায্য করছেন। সে আমাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই হুকুম করেনা।' (আহমাদ ১/৪০১, মুসলিম ২৮১৪)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বানী ইসরাঈলের কোন এক নাবীর কাছে আল্লাহ তা'আলা অহী করেন ঃ 'তোমার কাওমকে বলে দাও ঃ যে গ্রামবাসী কিংবা যে গৃহবাসী আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে এবং এক সময় তাঁর অবাধ্য হতে শুরু করে, আল্লাহ তাদের পছন্দনীয় জিনিসগুলিকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঐ জিনিসগুলি তাদের কাছে আনয়ন করেন যেগুলি তারা অপছন্দ করে। অতঃপর এর সমর্থনে তিনি আল্লাহ তা'আলার

এ উক্তিটি পাঠ করেন ঃ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ (নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে) এই আয়াত দ্বারা এ কথার সত্যতা স্বীকৃত হয়।

১২। তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।	١٢. هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ
১৩। বজ্র ধ্বনি ও মালাইকা সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; যদিও তিনি মহাশক্তিশালী ।	١٣. وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ

‘মেঘমালা, বিজলী, বজ্রপাত’ আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মেঘ থেকে যে বিজলীর সৃষ্টি হয়, যার আলো অতি প্রখর তা তাঁরই আয়ত্তাধীন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আবূ জাল্দকে (রহঃ) একটি চিঠি লিখে *‘আল বার্ক’* সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন যে, তা হল পানি। (তাবারী ১৬/৩৮৭) কাতাদাহ (রহঃ) خَوْفًا وَطَمَعًا *(যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে)* এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহা হল ভ্রমনকারীদের জন্য ভয় যে, তা থেকে কোন বিপদে পতিত হয় কিনা এবং তাদের পথকষ্ট বেড়ে না যায়। আর বাড়ীতে

অবস্থানকারী ব্যক্তিরা তা থেকে বারাকাত ও উপকার লাভের আশায় বুক বাধে যে, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيُنْشِيءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ওটাই ঘন মেঘ সৃষ্টি করে এবং যা পানির ভারে যমীনের নিকটবর্তী হয়। ওটা পানিতে বোঝা স্বরূপ হয়ে যায়। (তাবারী ১৬/৩৮৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه বজ্রও তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ

এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৪) ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, তিনি হামিদ ইব্ন আবদুর রাহমানের (রহঃ) পাশে মাসজিদে বসা ছিলেন। তখন বানী গিফার গোত্রের এক লোক মাসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হামিদ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) এক লোককে এই বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন দয়া করে একটু সময়ের জন্য তাদের সাথে মাসজিদে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি এলে হামিদ (রহঃ) আমাকে বললেন ঃ হে ভাতুস্পুত্র! তোমার এবং আমার মাঝখানে তাকে বসার জন্য একটু জায়গা করে দাও, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে উঠা-বসা করতেন। ঐ লোকটি এসে আমার এবং হামিদের (রহঃ) মাঝখানে বসলেন। হামিদ (রহঃ) তাকে বললেন ঃ দয়া করে আপনি আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীস বর্ণনা করবেন কি? তিনি বললেন ঃ গিফার গোত্রের এক লোক বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা মেঘ সৃষ্টি করেন যা উত্তমরূপে কথা বলে ও হাস্য করে। (আহমাদ ৫/৪৩৫)

সম্ভবতঃ কথা বলা দ্বারা গর্জন করা এবং হাস্য করা দ্বারা বিদ্যুৎ চমকানো উদ্দেশ্য। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইবরাহীম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মেঘ প্রেরণ করেন এবং ওটা অপেক্ষা উত্তম কথক ও উত্তম হাস্যকারী আর কিছুই নেই। ওর হাসি হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং কথা হচ্ছে বজ্র।

বজ্রপাতের সময় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

সা’লিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বজ্র ধ্বনি শুনতেন তখন নিম্নের দু’আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعافِنَا قَبْلَ ذلِكَ

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার গযব দ্বারা নিপাত করবেননা এবং আপনার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করবেননা। এবং এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন।’ (আহমাদ ২/১০০, তিরমিযী ৯/৪১২, নাসাঈ ৬/২৩০, আদাব আল মুফরাদ ১৮৭, হাকিম ৪/২৮৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বজ্রধ্বনি শুনে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং পাঠ করতেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِه

‘আমি ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি; বজ্রনির্ঘোষ ও মালাইকা সভয়ে যাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে থাকে।’ তিনি আরও বলতেন যে, এই শব্দে দুনিয়াবাসীর জন্য বড় ত্রাসের ব্যাপার রয়েছে। (মুআত্তা মালিক ২/৯৯২, আদাব আল মুফরাদ ৭২৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের মহামহিমান্বিত রাব্ব বলেন ঃ ‘যদি আমার বান্দারা পূর্ণমাত্রায় আমার আনুগত্য করত তাহলে আমি অবশ্যই তাদের উপর রাত্রিকালে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং দিনের বেলায় তাদের উপর সূর্য প্রকাশমান রাখতাম, আর বজ্রের ধ্বনি পর্যন্ত তাদেরকে শোনাতাম না’। (আহমাদ ২/৩৫৯)

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন। এ জন্যই শেষ যুগে খুব বেশি বিজলী পতিত হবে।

এই আয়াতের শানে নুযূলে হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আরবাদ ইব্ন কাইয়িম ইব্ন যুজু ইব্ন যুলাইদ ইব্ন জাফর ইব্ন কুলাব এবং আমির ইব্ন তুফাইল ইব্ন মালিকের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ লোক দু’টি আরাবের নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয় এবং তিনি যেখানে বসতেন সেখানে এসে বসে পড়ে। আমির ইব্ন

তুফাইল বলল ঃ হে মুহাম্মাদ! আমি যদি ইসলাম কবূল করি তাহলে আমাকে কী দিবেন? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সমস্ত মুসলিমের উপর অধিকার ও দায়িত্ব পাবে। তখন আমির বলল ঃ 'আমরা এই শর্তে আপনাকে নাবী হিসাবে মেনে নিতে পারি যে, আপনি আমাকে পরবর্তী দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োগ করবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটা তোমার অধিকারে নেই এবং তোমার লোকদেরও নেই। খুব বেশি হলে তোমাকে অশ্ববাহিনীর নেতা করা যেতে পারে। আমির বলল ঃ আমিতো এখনই নাজ্দ এলাকার অশ্ববাহিনীর নেতা রয়েছি। আমাকে মরুভূমির উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন এবং আপনি শহরগুলির ব্যবস্থাপনায় থাকুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ 'না (তা হবেনা)। তখন অভিশপ্ত আমির বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি মাদীনার চতুর্দিক সেনাবাহিনী দ্বারা অবরোধ করব।' তার এ কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দিবেননা।' সুতরাং তারা নিরাশ হয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যায়।

এরপর তারা দু'জনে পরামর্শ করল। আরবাদকে আমির বলল ঃ আমি মুহাম্মাদের সাথে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকব এবং ঐ সময় তুমি তোমার অস্ত্র দ্বারা তাঁকে আঘাত করবে। যদি তিনি মারা যান তাহলে মুসলিমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস পাবেনা। খুব বেশি হলে এটাই হবে যে, তাদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। আরবাদ বলল ঃ আমি সেই রক্তপণের অর্থ প্রদান করব। এই পরামর্শের পর আবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে। আমির তাঁকে বলে ঃ 'আপনি এখানে একটু আসুন! আপনার সাথে আমি কিছু আলাপ করতে চাই।' তার এ কথা শুনে তিনি তার কাছে উঠে এলেন এবং তার সাথে চললেন। এক প্রাচীরের পাদদেশে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলতে শুরু করে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনতে থাকেন। সুযোগ পেয়ে আরবাদ তরবারীর উপর হাত রাখে। ওটাকে কোষ হতে বের করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার হাত অবশ করে দেন। কোন ক্রমেই সে কোষ হতে তরবারী বের করতে পারলনা। পিছন দিকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ অবস্থা দেখতে পেলেন তখন তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। অতঃপর তারা

দু'জন মাদীনা হতে প্রস্থান করে এবং *'হাররা ওয়া'কিম'* নামক স্থানে পৌঁছে থেমে যায়। কিন্তু সা'দ ইব্ন মুআ'য (রাঃ) এবং উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে যান। তারা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে *'রিকম'* নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই আরবাদের উপর আকাশ থেকে বিজলী পতিত হয় এবং সেখানেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। আমির সেখান থেকে পলায়ণ করে। *'খারিম'* নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই এক জাতীয় ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়। বানু সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে সে রাতের জন্য আশ্রয় নেয়। সে তার ঘাড়ের ফোঁড়া স্পর্শ করত এবং সবিস্ময়ে বলত ঃ 'এত বড় ফোঁড়া যা উটের হয়ে থাকে! হায় আফসোস! আমি সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে মারা যাব! আমি যদি নিজ বাড়ীতে থাকতাম তাহলে কতই না ভাল হত।' সে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিল। কিন্তু পথেই সে ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ. عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ. سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ. لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই

আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৮-১১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতে নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিফাযাত করার বর্ণনাও রয়েছে এবং আরবাদের উপর বিজলী পতিত হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে। (তাবারানী ১০/৩৭৯, বুখারী ৪০৯১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّه তারা আল্লাহর ব্যাপারে বাক বিতন্ডা করে। তারা তাঁর মর্যাদা ও একাত্মবাদকে স্বীকার করেনা। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের কঠিন ও অসহনীয় শাস্তি প্রদানকারী। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ঃ

وَمَكَرُوا۟ مَكۡرًا وَمَكَرۡنَا مَكۡرًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ. فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَـٰهُمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِينَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫০-৫১)

وَهُوَ شَدِيدُ الْمحَال আলীর (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল ঃ তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (তাবারী ১৬/৩৯৬)

১৪। সত্যের আহ্বান তাঁরই। যারা তাঁকে ছাড়া আহ্বান করে অপরকে তারা (অপরেরা) তাদেরকে কোনই সাড়া দেয়না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত	١٤. لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ

فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ	করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছার নয়, কাফিরদের আহ্বান নিষ্ফল।

মুশরিকদের মিথ্যা মা'বূদ সাব্যস্ত করার দৃষ্টান্ত

আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, 'আল্লাহর জন্য সত্য আহ্বান' এর দ্বারা একাত্মবাদকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৬/৩৯৮) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা لاَ اِلَهَ الاَّ اللَّهُ উদ্দেশ্য। এরপর মুশরিক ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ *তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌঁছার নয়।* যেমন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন ঃ কোন লোক পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করে থাকে এই উদ্দেশে যে, পানি তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তার হাতই পানি পর্যন্ত পৌঁছেনি। অতএব এরূপ কখনও হতে পারেনা। (তাবারী ১৬/৪০০) অনুরূপভাবে এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে এবং তাদের কাছে আশা রাখছে। কিন্তু তাদের আশা তারা কখনও পূর্ণ করতে পারবেনা, ইহকালেও না এবং পরকালেও না।

সুতরাং যেমন মুষ্ঠিতে পানি বন্ধকারী এবং যেমন পানির দিকে হস্ত প্রসারিতকারী পানি থেকে বঞ্চিত থাকে, তেমনই এই মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আহ্বান করছে বটে, কিন্তু তারা বঞ্চিতই থাকবে। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের কোনই উপকার লাভ করতে পারবেনা। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান করা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

١٥. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا	১৫। আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের

পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছু তাঁর সামনে বিনয়াবনত। তাঁর সামনে সবাই বিনয় ও নীচতা প্রকাশ করে। মু'মিনরা খুশি মনে এবং কাফিরেরা বাধ্য হয়ে তাঁর সামনে সাজদাহয় পতিত হয়। তাদের ছায়াগুলি সকাল সন্ধ্যায় তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُا۟ ظِلَـٰلُهُۥ

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে? (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮)

১৬। বল ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব? বল ঃ তিনি আল্লাহ! বল ঃ তাহলে কি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বল ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে	١٦. قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَـٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟ كَخَلْقِهِۦ

বিভ্রাট ঘটিয়েছে? বল ঃ আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী।	فَتَشَـٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ

তাওহীদের দা'ওয়াত

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া কেহ উপাস্য নেই। এই মুশরিকরাও এর স্বীকারোক্তিকারী যে, যমীন ও আসমানের রাব্ব ও পরিচালক আল্লাহ তা'আলাই বটে। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে ছেড়ে অন্যান্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছে এবং তাদের উপাসনায় রত রয়েছে। অথচ তারা সবাই মিলেও কারও জন্য কোন কিছু করার ব্যাপারে অক্ষম। তারা এত অক্ষম যে, নিজেদেরই লাভ-ক্ষতির মালিক তারা নয়। সুতরাং এই মুশরিক এবং আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দা সমান হতে পারেনা। এরাতো অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। আর আল্লাহর এই খাঁটি বান্দারা রয়েছে আলোর মধ্যে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِه فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ *বল ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রাট ঘটিয়েছে?* এই মুশরিকদের নির্ধারিত শরীকরা কি কোন জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, যার ফলে তাদের কাছে কঠিন হয়ে গেছে যে, কোনটার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, আর কোনটার সৃষ্টিকর্তা তাদের এই উপাস্যরা? অথচ এ রূপতো মোটেই নয়। আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, তাঁর সমকক্ষ এবং তাঁর মত কেহই নেই। তিনি উযীর, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এসব থেকে তাঁর সত্তা বহু উর্ধ্বে। এটাতো মুশরিকদের চরম নির্বুদ্ধিতা যে, তারা তাদের ছোট উপাস্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট দাস মনে করা সত্ত্বেও তাদের উপাসনা করছে। (হাজ্জের সময়) 'লাব্বাইক' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বলে ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, কিন্তু শুধুমাত্র ঐ অংশীদার যারা স্বয়ং আপনারই অধিকারে রয়েছে। আর যে জিনিসের তারা

মালিক সে জিনিসেরও প্রকৃত অধিকারী আপনিই।' কুরআনুল হাকীমের অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

আমরাতো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩) তাদের এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَا تُغْنِي شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৬) কুরআনুল হাকীমের এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩-৯৫) সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও গোলাম হওয়ার দিক দিয়ে সবাই যখন সমান, তখন একে অপরের ইবাদাত করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও স্পষ্ট অন্যায় হবেনা তো কি হবে? আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার শুরু থেকেই রাসূলদের ক্রম পরম্পরা জারী রেখেছেন। সবাই মানুষকে প্রথম শিক্ষা এই দিয়েছেন যে, আল্লাহ এক এবং ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেহই উপাসনার যোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ তাঁদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁদের বিরোধিতা করেছে। ফলে তাদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যুল্‌ম নয়।

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্‌ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

১৭। তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নদীসমূহ	١٧. أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً

فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ	ওদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে। এভাবে আবর্জনা উপরি ভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মানের উদ্দেশে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তার। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়, এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

সত্য স্থায়ী এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ

এখানে সত্য ও মিথ্যা, আসল ও নকল, আসলের স্থায়ীত্ব এবং নকলের অবলুপ্তির দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء আল্লাহ তা'আলা মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ঝর্ণা, নদী, নালা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয়। কোনটা ছোট এবং কোনটা বড়। কোনটা বেশি পানি ধরে রাখে এবং কোনটা কম। এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে অন্তরসমূহের ও ওগুলির তারতম্যের। কোনটা আসমানী জ্ঞান বেশি রাখে এবং কোনটা কম রাখে। পানির স্রোতের মুখে ফেনা উত্থিত হয়। এটা হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ সোনা, রূপা, লৌহ এবং তামার। এগুলিকে আগুনে তাপ দেয়া হয়। এগুলিতে

তাপ দিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা অলংকার তৈরী করা হয় এবং লোহা ও তামা দ্বারা বিভিন্ন পাত্র তৈরী করা হয়। আগুনে তাপ দেয়ার সময় এগুলিতেও ফেনা জাতীয় জিনিস উত্থিত হয়। যেমন এ দু'টি জিনিসের ফেনা দূর হয়ে যায়, তেমনিভাবে বাতিল, যা কখনও কখনও হকের উপর ছেয়ে যায়, অবশেষে তা ছাঁটাই হয়ে যায় এবং হক পৃথক হয়ে যায়। যেমন পানি থেকে ফেনা দূর হয়ে গেলে তা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যকে যেমন আগুনে তাপ দিয়ে তা থেকে ভেজালকে পৃথক করে দেয়া হয়। তখন সোনা, রূপা, পানি ইত্যাদি দ্বারা দুনিয়াবাসী উপকার লাভ করে এবং ওগুলির উপর যে ভেজাল ও ফেনা এসেছিল তার কোন নাম নিশানাও আর বাকী থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুঝানোর জন্য কতই না পরিষ্কার ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যেন মানুষ চিন্তা ও অনুধাবন করতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ

মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (সূরা 'আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৩)

সালাফগণের কেহ কেহ যখন কোন দৃষ্টান্ত বুঝতে অসমর্থ হতেন তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করতেন। কেননা তা বুঝতে না পারা শুধুমাত্র জ্ঞানশূন্য লোকদের জন্যই শোভা পায়।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যাদের অন্তর বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান বহনকারী। কতগুলি অন্তর এমনও আছে যেগুলিতে সন্দেহ বাকী থেকে যায়। সুতরাং সন্দেহের সাথে আমল নিরর্থক। পূর্ণ বিশ্বাসই পুরাপুরিভাবে উপকার পৌঁছিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ *(যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়)* زَبَد শব্দ দ্বারা সন্দেহকে বুঝানো হয়েছে, যা নিরর্থক ও বাজে জিনিস। বিশ্বাসই ফলদায়ক জিনিস। এটা চিরস্থায়ী হয়। যেমন অলংকারকে আগুনে তাপ দিলে ভেজাল বা নকল জিনিস পুড়ে যায় এবং খাঁটি জিনিস বাকী থেকে যায়, তেমনই আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশ্বাস গ্রহণীয় এবং সন্দেহ প্রত্যাখ্যাত। (তাবারী ১৬/৪১০)

কুরআন এবং সুন্নাহকে আগুন এবং পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে

সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। একটি পানির এবং অপরটি আগুনের। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭)

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

অথবা আকাশ হতে বারি বর্ষণের ন্যায় যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯) সূরা নূরে কাফিরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। একটি মরীচিকার এবং অপরটি সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারের।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ

যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩৯)

গ্রীষ্মকালে দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে তরঙ্গায়িত সমুদ্রের পানি বলে মনে হয়। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে ঃ 'কিয়ামাতের দিন ইয়াহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তোমরা কি চাও?' উত্তরে তারা বলবে ঃ 'আমরা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। সুতরাং আমরা পানি চাই।' তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ 'তোমরা পান করার জন্য ফিরে যাচ্ছনা কেন?' এ কথা শুনে তারা জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে এবং দুনিয়ায় যেমন দূর থেকে মরুভূমির বালুকারাশিকে পানি বলে মনে হয় তদ্রুপ তারা সেখানে দেখতে পাবে। ওর এক অংশ অপর অংশকে দগ্ধ করতে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৯৮, মুসলিম ৪/১৬৮) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে হিদায়াত ও জ্ঞানসহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ঐ বৃষ্টির ন্যায় যা যমীনের উপর বর্ষিত হয়েছে। যমীনের এক অংশ পানি গ্রহণ করে নিয়েছে, ফলে তাতে প্রচুর পরিমাণে সবজি ও তৃণলতা জন্মেছে। দ্বিতীয় প্রকারের যমীন হচ্ছে কঠিন যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জনগণের উপকার সাধন করেন। তারা ঐ পানি নিজেরা পান করে, জীবজন্তুকে পান করায় এবং জমিতে সেচ করে ফসল ফলায়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে কংকরময় ভূমি। না তাতে পানি জমে থাকে, না কোন ফসল উৎপন্ন হয়। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আমাকে পাঠানোর মাধ্যমে সে নিজে যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। আর শেষেরটির উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির যে এ জন্য মাথাও ঘামায়নি এবং যে হিদায়াতসহ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তা কবূলও করেনি।' (ফাতহুল বারী ১/২১১, মুসলিম ৪/১৭৮৮)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন ওর আশেপাশের জায়গাগুলিকে আলোকিত করল তখন প্রজাপতি ও পতঙ্গগুলি ঐ আগুনে পড়তে শুরু করল এবং এভাবে তাদের জীবন শেষ হতে লাগল। লোকটি বারবার ওগুলিকে আগুনে পড়া হতে বাধা দিতে থাকল, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বাধা না মেনে ওগুলি আগুনে পড়তেই থাকল। ঠিক এরূপই দৃষ্টান্ত আমার ও তোমাদের। আমি তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি এবং বলছি যে, আগুন থেকে দূরে সরে যাও। কিন্তু তোমরা আমার কথা মানছনা। বরং আমার নিকট থেকে ছুটে গিয়ে আগুনেই ঝাঁপ দিচ্ছ।' (আহমাদ ২/৩১২, ফাতহুল বারী ১১/৩২৩, মুসলিম ৪/১৭৯০)

১৮। মঙ্গল তাদের, যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়না তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকত এবং উহার সাথে সম পরিমাণ আরও	١٨. لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُۥ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ

جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ	**থাকত তাহলে অবশ্যই তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান করত; তাদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!**

মু’মিন এবং পাপীদের জন্য প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন ও পাপিষ্ঠদের পরিণামের খবর দিচ্ছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী, তাঁদের আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী আমলকারী, অতীত খবরগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা যুলকারনাইন সম্পর্কে খবর দেন যে, তিনি বলেন ঃ

أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا. وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

যে কেহ সীমা লংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তবে যে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৮৭-৮৮) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়না অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেনা, তারা কিয়ামাতের দিন এমন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, যদি তাদের কাছে পৃথিবীপূর্ণ সোনা থাকে তাহলে

তারা তাদের মুক্তিপণ হিসাবে তা দিতেও প্রস্তুত থাকবে, এমন কি যদি আরও ঐ পরিমাণ হয় তবুও। কিন্তু কিয়ামাতের দিন না মুক্তিপণের ব্যবস্থা থাকবে, আর না বিনিময় গ্রহণ করা হবে।

أُوْلَـــئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ সেদিন তাদের পুংখানুপুংখরূপে বিচার করা হবে। একটা ছাল বা বাকল এবং একটা শস্যেরও হিসাব নেয়া হবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ জাহান্নাম হবে তাদের আবাস এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল!

১৯। তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই।	١٩. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী কখনও সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সরাসরি সত্য বলে জানে বা বিশ্বাস করে, তাতে তার কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকেনা, সে একটিকে আর একটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী ও আনুকূল্যকারী মনে করে, সব খবরকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে, তোমার সত্যবাদিতার কথা অকপটে স্বীকার করে। আর দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি, যার অন্ত র্চক্ষু অন্ধ, মঙ্গল বুঝেইনা এবং বুঝলেও মানেনা ও বিশ্বাস করেনা, এ দু'জন কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০) এখানেও এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى *তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান?* এ দু’জন সমান নয়। কথা এই যে, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

২০। যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা -	٢٠. ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَـٰقَ
২১। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে -	٢١. وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ
২২। আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূর করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম -	٢٢. وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ
২৩। স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং	٢٣. جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ	তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ত-তিদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে তারাও এবং মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।
٢٤. سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ	২৪। (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম!

জান্নাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গুণাবলী

আল্লাহ তা'আলা ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদের ভাল পরিণামের খবর দিচ্ছেন যারা আখিরাতে জান্নাতের মালিক হবেন এবং দুনিয়ায়ও যাদের পরিণাম হবে অতি উত্তম। الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ *যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা।* তারা মুনাফিকদের মত নন যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে। এটা মুনাফিকদেরই স্বভাব যে, তারা কোন ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে, ঝগড়ায় কটু বাক্য প্রয়োগ করবে, মিথ্যা কথা বলবে এবং আমানাতের খিয়ানাত করবে।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ *আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে।* আর ঐ উত্তম গুণের অধিকারী মু'মিনদের স্বভাব এই যে, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখেন, তাদের সাথে সদাচরণ করেন, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র লোকদেরকে দান করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। তারা আল্লাহর নির্দেশ ক্রমেই এগুলি করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে অর্থাৎ তারা সৎ কাজ করেন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং অসৎ কাজ পরিত্যাগ করেন আল্লাহর নির্দেশ মনে করেই। তারা আখিরাতের কঠোর

হিসাবকে ভয় করেন। এ জন্যই তারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকেন, সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, মধ্যম পথকে তারা কখনই পরিত্যাগ করেননা।

وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ সর্বাবস্থায়ই হারাম কাজ এবং আল্লাহর নাফরমানীর দিকে প্রবৃত্তি তাদেরকে আকর্ষণ করলেও তারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আখিরাতের সাওয়াবের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকেন। وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ তারা সালাতের পূর্ণ হিফাযাত করেন। রুকু’ ও সাজদাহর সময় শারীয়াত অনুযায়ী বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেন। وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً আল্লাহ যাদেরকে দান করতে বলেছেন তাদেরকে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে দান করে থাকেন। দরিদ্র, অভাবী ও মিসকীন নিজেদের মধ্যকার হোক কিংবা দূর সম্পর্কীয় হোক, তাদের বারাকাত/দু‘আ থেকে তারা বঞ্চিত হননা। গোপনে ও প্রকাশ্যে, সময়ে-অসময়ে তারা আল্লাহর পথে খরচ করেন। وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা এবং শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা দূর করেন। কেহ তাদের সাথে অসদাচরণ করলে তারা তার সাথে সদাচরণ করেন। তাদের সামনে কেহ মস্তক উত্তোলন করলে তারা মস্তক অবনত করেন। তারা অন্যদের যুল্ম সহ্য করে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। কুরআনুল হাকীমের শিক্ষা হচ্ছে ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

এই রূপ লোকদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণাম। সেই উত্তম পরিণাম এবং উত্তম ঘর হচ্ছে জান্নাত, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জান্নাতের একটি প্রাসাদের নাম ‘আদন’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

এতে থাকবেন নাবীগণ, শহীদগণ এবং হিদায়াতের ইমামগণ। ওখানে তারা তাদের প্রিয়জনকেও তাদের সাথে দেখতে পাবেন। তাদের সাথে থাকবেন তাদের মু'মিন পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন। তারা সুখে শান্তিতে অবস্থান করবেন এবং তাদের চক্ষুগুলি ঠাণ্ডা হবে। এমন কি তাদের মধ্যে কারও কারও আমল যদি তাকে ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার যোগ্যতা নাও রাখে, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং ঐ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করাব তাদের সন্তান-সন্ততিকে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১)

وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ তাদেরকে মুবারকবাদ ও সালাম জ্ঞাপনের জন্য সদাসর্বদা প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে মালাইকা যাতায়াত করবেন। এটাও আল্লাহ তা'আলার একটি নি'আমাত। এর ফলে তারা সব সময় খুশি থাকবেন এবং সুসংবাদ শুনবেন। এটাও তাদের সৌভাগ্যের কারণ যে, তারা শান্তির ঘরে নাবী, সিদ্দীক ও শহীদদের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে পারবেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে যাবে তা তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ' আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে দরিদ্র মুহাজিরগণ, যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হতে দূরে ছিল, কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত। যাদের মনের বাসনা মনেই রয়ে গিয়েছিল এমতাবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। আল্লাহ তাঁর মালাইকার কেহকে বলবেন ঃ 'যাও, তাদেরকে মুবারাকবাদ জানাও।' মালাইকা বলবেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার আকাশের অধিবাসী উত্তম মাখলূক। আপনি কি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমরা গিয়ে তাদেরকে সালাম করব এবং মুবারাকবাদ জানাব?' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'এরা হচ্ছে আমার সেই

বান্দা যারা শুধু আমারই ইবাদাত করত, আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করেনি, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ হতে বঞ্চিত ছিল এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছিল। তাদের কেহ মনের আশা মনে পোষণ করেই মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের সেই আশা আর পূরণ হয়নি।' তখন মালাইকা প্রতিটি দরজা দিয়ে অতি আগ্রহের সাথে তাদের দিকে যাবেন এবং বলবেন سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ *তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই পরিণাম!* (আহমাদ ২/১৬৮)

২৫। যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস।	٢٥. وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

অভিশপ্ত লোকদের বর্ণনা
যাদের জন্য রয়েছে জঘন্যতম বাসস্থান

এ আয়াতের পূর্বে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর এবার ঐ হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা মু'মিনদের বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট ঃ

يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ

তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার প্রতি না কোন ভ্রুক্ষেপ করত, না তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখত, আর না আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের প্রতি কোন খেয়াল রাখত। এরা হচ্ছে অভিশপ্ত দল এবং এদের পরিণাম খুবই মন্দ।

সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন তারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন কোন ওয়াদা করে তখন খেলাফ করে এবং যখন তাদের কাছে কোন কিছু আমানাত রাখা হয় তখন তারা খিয়ানাত করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) আর একটি রিওয়ায়াতে আছে ঃ 'যখন কোন চুক্তি করে তখন তা ভঙ্গ করে, যখন ঝগড়া করে তখন কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ তা'আলার করুণা লাভ করবেনা এবং এদের পরিণাম হবে খুবই মন্দ। এরাই হচ্ছে জাহান্নামী দল।

وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৮)

২৬। আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন কিংবা সংকুচিত করেন; কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত, অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।	٢٦. ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ

রিয্কের বৃদ্ধি অথবা সংকুচিত করার ইখতিয়ার আল্লাহর

এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যদি কারও জীবিকা প্রশস্ত করার ইচ্ছা করেন তা তিনি করতে পারেন। আবার কারও জীবিকা সংকীর্ণ করার ইচ্ছা করলে তাও তিনি সক্ষম। এ সব কিছু হিকমাত ও ইনসাফের সাথেই হচ্ছে। কাফিরেরা দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাত লাভ করে উল্লসিত হয় এবং আখিরাত থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায়। তারা মনে করে নিয়েছে যে, এখানকার সুখ স্বাচ্ছন্দই আসল। অথচ প্রকৃত পক্ষে এখানে তাদেরকে অবকাশ

দেয়া হয়েছে মাত্র এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করারই সূচনা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬)

মু'মিনরা যে আখিরাত লাভ করবে তার তুলনায় এই দুনিয়া উল্লেখযোগ্যই নয়। وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ *অথচ ইহজীবনতো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।* এটা খুবই অস্থায়ী ও নগণ্য জিনিস। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৭৭) কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ আখিরাতের উপর দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক, অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১৬-১৭)

বানী ফিহর গোত্রের লোক মুসতাওরিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা ঠিক এই রূপ যেমন তোমাদের কেহ এই আঙ্গুলটি সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ আঙ্গুলে কতটুকু পানি উঠেছে তাতো সে দেখতেই পায়।' ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেছিলেন। (অর্থাৎ তার আঙ্গুলের পানিটুকু সমুদ্রের পানির তুলনায় যেমন, দুনিয়াও আখিরাতের তুলনায় তেমন)। (আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, একদা পথে একটি ছোট কান বিশিষ্ট মৃত ভেড়াকে পড়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেন ঃ 'এই ভেড়াটি যাদের ছিল তাদের কাছে এখন এর মূল্য যেমন, আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দুনিয়ার মূল্য এর চেয়েও বেশি নগণ্য।' (মুসলিম ২৯৫৭)

২৭। যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়না কেন? তুমি বল ঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী।	٢٧. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ
২৮। যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।	٢٨. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ
২৯। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।	٢٩. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍ

অবিশ্বাসী কাফিরদের মু‘জিযা দেখতে চাওয়ায় আল্লাহর সাড়া দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের উক্তি সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তারা বলে ঃ পূর্ববর্তী নাবীগণের মত এই নাবী আমাদের কথা মত কোন মু‘জিযা উপস্থাপন করেন না কেন? এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা ইতোপূর্বে কয়েকবার হয়ে গেছে যে, আল্লাহর এ ক্ষমতাতো অবশ্যই আছে, কিন্তু এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তাহলে তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাদীসে এসেছে ঃ মাক্কার লোকেরা যখন নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল যে, তিনি যদি সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করতে পারেন, মাক্কা ভূমিতে নদী প্রবাহিত করতে পারেন এবং পাহাড়ী যমীনকে চাষযোগ্য জমিতে পরিবর্তিত করতে পারেন তাহলে তারা ঈমান আনবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী পাঠালেন ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আমি তাদেরকে এগুলি প্রদান করব, কিন্তু এরপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করব যা ইতোপূর্বে কারও উপর প্রদান করিনি। তুমি যদি চাও তাহলে এটাই করি, নচেৎ তুমি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খোলা রাখতে পার।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় পন্থাটি পছন্দ করলেন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ *তুমি বল ঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী।* এটা সত্য কথাই যে, পথ প্রদর্শন করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহ তা‘আলারই কাজ। ওটা কোন মু‘জিযা দেখার উপর নির্ভরশীল নয়। বেঈমানদের জন্য মু‘জিযা দেখানো ও ভয় প্রদর্শন করা অর্থহীন।

وَمَا تُغۡنِي ٱلۡأٓيَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ

আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১)

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়েছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১১) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর অভিমুখী।

আল্লাহর স্মরণে মু’মিনদের অন্তরে প্রশান্তি আসে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ যাদের অন্তরে ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে, যাদের অন্তর আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারা তাঁর যিক্‌র দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। বাস্তবিকই আল্লাহর যিক্‌র মনের প্রশান্তির কারণই বটে। এটা ঈমানদার ও সৎ লোকদের জন্য খুশি ও চক্ষু ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ। তাদের পরিণাম ভাল। তারা মুবারাকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

‘তূবা’ শব্দের অর্থ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ *(যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই)* আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ‘তূবা’ শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ এবং চোখের প্রশান্তি। (তাবারী ১৬/৪৩৫) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, طُوْبَى (তূবা) শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘তারা যা অর্জন

করেছে তা কতইনা উত্তম!' যাহহাক (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে 'তাদের জন্য আনন্দ।' এ ছাড়া ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেছেন যে, তূবা শব্দের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য তুলনামূলক ভাল। (বাগাবী ৩/১৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এটি একটি আরাবী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে 'তোমরা ভাল জিনিস অর্জন করেছ'। (তাবারী ১৬/৪৩৫) অন্য বর্ণনায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, طُوْبَى এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য এটি অতি উত্তম। (তাবারী ১৬/৪৩৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে আপনাকে দেখেছে এবং আপনার উপর ঈমান এনেছে তাকে মুবারাকবাদ (তূবা)।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'হ্যাঁ, তাকে মুবারাকবাদতো বটেই, তবে দ্বিগুণ মুবারাকবাদ (তূবা) ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে দেখেনি, অথচ আমার উপর ঈমান এনেছে।

একটি লোক জিজ্ঞেস করল ঃ 'তূবা কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'তূবা হচ্ছে একটি জান্নাতী গাছ যা একশ' বছরের পথ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জান্নাতীদের পোশাক ওরই বাকল থেকে বের হয়ে থাকে।' (আহমাদ ৩/৭১)

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জান্নাতের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যে, সওয়ারী একশ' বছর পর্যন্ত ওর ছায়ায় চলতে থাকবে তবুও তা শেষ হবেনা।' অন্য রিওয়ায়াতে নূমান ইব্ন আবী আইয়াশ আল যুরাকী (রহঃ) যোগ করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ গাছের ছায়া যদি দ্রুত গতি সম্পন্ন অশ্বারোহী এক শত বছর ধরে চলতে থাকে তবুও ছায়া অতিক্রম করা সম্ভব হবেনা। (বুখারী ৬৫৫২, মুসলিম ২৮২৭)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ এবং জিন সবাই যদি একটি মাইদানে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি প্রত্যেকেরই সমস্ত চাহিদা পূরণ করে দিই, তাহলে আমার সাম্রাজ্যের ততটুকুই কমবে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমে যখন তাতে সুঁই ডুবিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

খা’লিদ ইব্ন মাদ্দান (রহঃ) বলেন ঃ জান্নাতের একটি গাছের নাম তূবা। তাতে স্তন রয়েছে, যা থেকে জান্নাতীদের শিশুরা দুধ পান করে থাকে। যে গর্ভবর্তী নারীর পেটের সন্তান অপূর্ণ অবস্থায় পড়ে গেছে সেই সন্তান কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জান্নাতের নাহরে সাঁতার কাটতে থাকবে। অতঃপর তাকে চল্লিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩০। এভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি করার জন্য, যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি; তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। তুমি বল ঃ তিনিই আমার রাব্ব! তিনি ছাড়া অন্য কোন মা‘বূদ নেই, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।	٣٠. كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَٰكَ فِىٓ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

আমাদের নাবীকে (সাঃ) অহীর পাঠ এবং আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে এই উম্মাতের নিকট পাঠিয়েছি যে, তুমি তাদেরকে আমার কালাম পাঠ করে শোনাবে, তেমনই তোমার পূর্বে অন্যান্য রাসূলদেরকেও আমি পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তারাও নিজ নিজ উম্মাতের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অনুরূপভাবে তোমাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। সুতরাং তোমার মন খারাপ করা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, এ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উচিত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণামের

প্রতি লক্ষ্য করা যে, কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন! আর তোমাকে অবিশ্বাস করাতো আমার কাছে তাদেরকে অবিশ্বাস করা অপেক্ষা বেশি অপছন্দনীয়। এখন তাদের উপর কিরূপ শাস্তি বর্ষিত হয় তা তারা দেখতে পাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

تَٱللَّهِ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٖ مِّن قَبۡلِكَ ... الخ

শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে’ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৩) এবং অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصۡرُنَاۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ وَلَقَدۡ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনীতো পৌঁছে গেছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩৪) ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তাদের এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, কিভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর অনুগত লোকদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে তাদেরকে জয়যুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَـــنِ হে নাবী! তোমার কাওমের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাহমানকে (দয়াময় আল্লাহকে) অস্বীকার করছে। তারা আল্লাহর এই বিশেষণ ও নামকে মানছেই না।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র লিখার সময় মুশরিকরা বাধা দিয়ে বলে ঃ ‘আমরা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيمِ লিখতে দিবনা। রাহমান এবং রাহীম কি তা আমরা জানিনা।’ পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯০) কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বল ঃ তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে আহ্বান কর অথবা ‘রাহমান’ নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামইতো তাঁর!’ (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১০)

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান।’ (মুসলিম ৩/১৬৮২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যে দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করছ তিনিই আমার রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি। عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ এর হকদার নয়।

৩১। যদি কোন কুরআন এমন হত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতনা; কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত; তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? যারা কুফরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আশেপাশে আপতিত	٣١. وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَاْيْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ

قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ	**হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম নন।**

কুরআনের মর্যাদা এবং অবিশ্বাসীদের তা বর্জন করা

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে, যদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের কোনটার সাথে যদি পাহাড় স্বীয় স্থান থেকে সরে যেত, যমীন বিদীর্ণ হত এবং কাবরে মৃত ব্যক্তি কথা বলত তাহলে এই কুরআনইতো এ কাজের বেশি যোগ্য ছিল। কেননা এটি পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এতেতো এই মু'জিযা রয়েছে যে, সমস্ত দানব ও মানব মিলিত হয়েও এর সূরার মত একটি সূরাও রচনা করতে পারেনি। অথচ মুশরিকরা এই কুরআনকেও অস্বীকার করছে। আল্লাহ বলেন ঃ

بَل لِّلّٰهِ الأَمْرُ جَمِيعًا *কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত।* তিনি সবকিছুরই মালিক। সবই তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা।

এটা স্মরণযোগ্য বিষয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলিকেও 'কুরআন' বলা যেতে পারে। কারণ বর্তমানের কুরআন পূর্ববর্তী সব ধর্মীয় গ্রন্থ থেকেই নেয়া নির্যাস। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দাঊদের (আঃ) উপর কুরআনকে এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর নির্দেশক্রমে সাওয়ারীর আয়োজন করা হত এবং ওটা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআন খতম করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেননা।' (আহমাদ ২/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/২৪৮) সুতরাং এখানে কুরআন দ্বারা যাবুরকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا তাহলে কি মু'মিনদের এখনও এ বিশ্বাস হয়নি যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনবেনা? তাদের কি এ বিশ্বাসও হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনত? তারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে কি? এই কুরআনের পরে আর কোন মু'জিযার প্রয়োজন আছে কি? এর চেয়ে উত্তম, এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পরিষ্কার এবং এর চেয়ে বেশি মনকে আকর্ষণকারী আর কোন কালাম হবে কি? উহা এমনই এক গ্রন্থ যে, যদি এটা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে সেগুলি আল্লাহর ভয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীকে এইরূপ জিনিস দেয়া হয়েছে যে, লোকেরা ওর উপর ঈমান এনেছে। আমার এই রূপ জিনিস হচ্ছে সেই অহী যা আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা রাখি যে, কিয়ামাত দিবসে সমস্ত নাবী অপেক্ষা আমার অনুসারী বেশি হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯) ভাবার্থ এই যে, সমস্ত নাবীর মু'জিযা তাঁদের বিদায়ের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মু'জিযা তত দিনে শেষ হবেনা যতদিন দুনিয়া থাকবে। আর না এর বিষ্ময়কর বিষয়গুলি শেষ হবে, না অধিক পঠনের কারণে এটি (কুরআনুল কারীম) পুরানো হবে, না এর থেকে আলেমদের চাহিদা মিটে যাবে। নিশ্চয়ই এটি মীমাংসাকারী বাণী এবং এটি নিরর্থক নয়। যে অবাধ্য একে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করবেন। যে এটি ছাড়া অন্য কিছুতে হিদায়াত অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا তাহলে কি ঈমানদারদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? আল্লাহ তা'আলার ইখতিয়ারের ব্যাপারে কারও কিছু বলার নেই। ইচ্ছা করলে তিনি সকলকেই সুপথ প্রদর্শন করতে পারেন। আবার ইচ্ছা না করলে তিনি তা করবেননা। (তাবারী ১৬/৪৪৭)

وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ কাফিরেরা এটা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে যে, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আল্লাহ তা'আলা বরাবরই তাদের উপর শাস্তি আপতিত করতে

রয়েছেন কিংবা তাদের আশে পাশেই বিপর্যয় আপতিত হতেই রয়েছে। তবুও তারা কেন উপদেশ গ্রহণ করছেনা? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْءَايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ

তারা কি দেখছেনা যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সংকুচিত করে আনছি; তবুও কি তারা বিজয়ী হবে?' (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৪)

تَحُلُّ এর **فَاعِل** বা কর্তা হচ্ছে **قَارِعَة** শব্দটি। এটাই প্রকাশমান এবং বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ কাফিরদের কর্মফলের কারণে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে ইসলামী সেনাবাহিনী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, **قَارِعَة** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আসমানী শাস্তি এবং আশে পাশে অবতরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনীসহ তাদের সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে যাওয়া এবং তাদের সাথে জিহাদ করা। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এ কথাই বলেছেন। তাদের সবারই উক্তি এটাই যে, এখানে আল্লাহর ওয়াদা দ্বারা মাক্কা বিজয়কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়ামাতের দিন।

إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করা। এর ব্যতিক্রম হবার নয়। তাঁর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীরা অবশ্যই ইহকালে এবং পরকালে সাহায্য প্রাপ্ত হবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ

তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৭)

৩২। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম; কেমন ছিল আমার পাকড়াও!	٣٢. وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ঃ وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ তোমার কাওম যে তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এতে তুমি মোটেই দুঃখ ও চিন্তা করনা। তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছিল। فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ আমি ঐ কাফিরদেরকেও কিছুকালের জন্য ঢিল দিয়েছিলাম। ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ অবশেষে তাদেরকে আমি মারাত্মকভাবে পাকড়াও করেছিলাম। আমার শাস্তির ধরণ কেমন ছিল তা তোমার জানা আছে কি? আর তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল সে সম্পর্কেও তুমি জ্ঞাত আছ কি? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, অতঃপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন সেই যালিমের রক্ষা পাবার কোন উপায় থাকবেনা।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

'এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭)

٣٣. أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ	**৩৩। তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলির মত? অথচ তারা আল্লাহর বহু শরীক করেছে। তুমি বল ঃ তোমরা তাদের পরিচয় দাও; তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেননা? না বরং ওদের ছলনা তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং তারা সৎ পথ হতে নিবৃত্ত হয়; আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।**

কোনভাবেই আল্লাহ এবং মিথ্যা মা'বূদদের সাথে কোন সাদৃশ্য নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের আমলের রক্ষক। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক নাফসের উপর তিনি প্রহরী। প্রত্যেক আমলকারীর ভাল ও মন্দ আমল তিনি সম্যক অবগত। কোন জিনিসই তাঁর থেকে গোপনীয় নয়। তাঁর অজান্তে কোন কাজই হয়না।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১)

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৯)

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১০)

يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى

তিনিতো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪)

এই সব গুণের অধিকারী আল্লাহ কি তোমাদের এইসব মিথ্যা উপাস্যের মত যারা শোনেওনা, দেখেওনা? না তারা কোন জিনিসের মালিক, আর না অন্য কারও লাভ ও ক্ষতির তাদের কোন ইখতিয়ার রয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবকে উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা কালামের ইঙ্গিত এখানে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা হচ্ছে وَجَعَلُوْا لِلَّهِ شُرَكَاءَ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি। অর্থাৎ 'তারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ইবাদাত করতে শুরু করেছে।

قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ তোমরা তাদের নাম বল এবং তাদের অবস্থাও বর্ণনা কর যাতে দুনিয়া জেনে নেয় যে, তাদের কোন অস্তিত্বই নেই। তোমরা কি যমীনের ঐ জিনিসগুলির খবর আল্লাহকে দিচ্ছ যা তিনি জানেননা? অর্থাৎ যাদের কোন অস্তিত্বই নেই? কেননা যদি ওগুলির কোন অস্তিত্ব থাকত তাহলে সেগুলি আল্লাহ তা'আলার অবগতির বাইরে থাকতনা। তোমরা নিজেরাই তাদের নামগুলি বানিয়ে নিয়েছ। তোমরাই তাদেরকে লাভ-ক্ষতির মালিক বলে ঘোষণা করছ এবং তাদের উপাসনা করছ। এগুলি সবই তোমাদের মনগড়া।

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

এগুলির কতক নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারাতো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২৩)

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ *না, বরং ওদের ছলনা ওদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয়।* কাফিরদের চক্রান্ত ও ছলনা তাদের কাছে শোভনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা তাদের কুফরী ও শির্কের উপর গর্ববোধ করছে। দিন-রাত তারা তাতেই মগ্ন রয়েছে। আর অন্যদেরকেও তারা ঐ দিকেই আহ্বান করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم

আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৫)

শাইতানরা তাদের সামনে তাদের দুষ্কার্যকে শোভনীয় করে তুলেছে। তাদেরকে আল্লাহর পথ ও হিদায়াতের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এক কিরা‘আতে صَدُّوْاও রয়েছে। অর্থাৎ তারা ওটাকে ভাল মনে করে অন্যদেরকে ওর ফাঁদে ফেলতে শুরু করেছে এবং রাসূলদের পথ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪১) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن تَحۡرِصۡ عَلَىٰ هُدَىٰهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৭)

৩৪। তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তিতো আরও কঠোর! এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই।	٣٤. لَّهُمۡ عَذَابٌ فِى ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأَخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ
৩৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া	٣٥. مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ

ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ	**হয়েছে তার উপমা এইরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী; যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন।**

অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি এবং মু'মিনদের উত্তম প্রতিদানের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শাস্তি এবং সৎলোকদের পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি কাফিরদের কুফরী ও শির্কের বর্ণনা দেয়ার পর তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তারা মু'মিনদের হাতে নিহত ও ধ্বংস হবে। وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ এর সাথে সাথেই তারা আখিরাতের কঠিন শাস্তিতে গ্রেফতার হবে, যা তাদের দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরস্পর লা'নতকারী স্বামী-স্ত্রীকে বলেছিলেন ঃ 'নিশ্চয়ই দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় খুবই সহজ।' (মুসলিম ২/১১৩১) ওটা ঐরূপ যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এখানকার অর্থাৎ দুনিয়ার শাস্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকালের শাস্তি চিরস্থায়ী এবং তথাকার আগুনের তেজ এখানকার আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি এবং সেখানকার পুরুত্ব এবং কাঠিন্য এত শক্ত যা কল্পনা করা যায়না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ

সেই দিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারবেনা এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করতে পারবেনা। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ২৫-২৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا. قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيرًا

বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই শ্রেয়, নাকি স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে! এটাইতো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১১-১৫) এরপর মু'মিন লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নহর; আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের রবের ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৫)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুসূফের (সূর্যগ্রহণের) সালাত আদায় করছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনাকে লক্ষ্য করলাম যে, আপনি যেন কোন জিনিস পাবার ইচ্ছায় আপনার হাত প্রসারিত করলেন। অতঃপর আমরা দেখলাম যে, আপনি তা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিলেন। এর কারণ কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি জান্নাত

দেখেছিলাম এবং একটা (ফলের) গুচ্ছ ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে যতদিন এ দুনিয়া থাকত ততদিন তা থাকত এবং তোমরা তা খেতে থাকতে।' (ফাতহুল বারী ২/২৭১, মুসলিম ২/৬২৬)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতবাসী খাবে এবং পান করবে, কিন্তু তাদের থুথু আসবেনা, নাকে শ্লেষ্মা আসবেনা এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন হবেনা। তারা যে ঢেকুর তুলবে তা হবে মিশ্ক আম্বরের মত সুগন্ধময় এবং তাতেই খাদ্য হজম হয়ে যাবে। আর যেমনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, তেমনিভাবে তাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা (তাসবীহ্) পাঠ হতে থাকবে। (মুসলিম ২৮৩৫)

হুমামাহ ইব্ন উকবাহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি যায়িদ ইব্ন আরকামকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ আহলে কিতাবের একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ঃ ‘হে আবুল কাসিম! আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতবাসী খাবে ও পান করবে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘হ্যাঁ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! এখানকার একশ' জন লোকের পানাহার ও সহবাসের শক্তি সেখানকার একজন লোককে দেয়া হবে।' সে তখন বলে ঃ ‘নিশ্চয়ই যে খাবে ও পান করবে তারতো পায়খানা ও প্রস্রাবের প্রয়োজন অবশ্যই হবে, অথচ জান্নাতেতো আবর্জনা ও মালিন্য থাকতে পারেনা?' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘না, বরং শরীর থেকে এক ধরণের ঘাম বের হবে যার মাধ্যমে সমস্ত কিছু হজম হয়ে পাকস্থলী খালি হয়ে যাবে এবং ঐ ঘামের সুগন্ধ মিশ্ক আম্বরের মত।' (আহমাদ ৪/৩৬৭, নাসাঈ ১১৭৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

এবং প্রচুর ফল-মূল যা শেষ হবেনা এবং যা নিষিদ্ধও হবেনা। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৩২-৩৩) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফল-মূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১৪) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; সেখানে তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে সুবিস্তৃত ছায়া শীতল স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৭)

কুরআনুল কারীমে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এক সাথে এসেছে যাতে মানুষের মধ্যে জান্নাতের আগ্রহ ও জাহান্নামের ভয় জন্মে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও সেখানের কতগুলি নি'আমাতের বর্ণনা দেয়ার পর বলছেন ঃ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ এই পরিণাম হচ্ছে আল্লাহভীরু লোকদের। পক্ষান্তরে কাফিরদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২০)

৩৬। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল ওর কতক অংশ অস্বীকার করে। তুমি বল ঃ আমিতো আল্লাহরই ইবাদাত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি; আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

٣٦. وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ

٣٧. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ	**৩৭। আর এভাবে আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বিধান, আরাবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবেনা।**

রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি যে অহী নাযিল হয়েছে তাতে সত্যবাদী আহলে কিতাবীরা উৎফুল্ল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ এর পূর্বে যাদেরকে (আসমানী) কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং যারা ওর উপর আমলকারী, তারা তোমার উপর কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ায় খুশি হচ্ছে। কেননা স্বয়ং তাদের কিতাবে এর সুসংবাদ ও সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ

আমি যাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২১) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের

রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখমন্ডল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৯)

وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ তবে হ্যাঁ, ঐ দলগুলির মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা এই কুরআনের কিছু আয়াতকে স্বীকার করেনা। মোট কথা, আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক মুসলিম এবং কিছু লোক মুসলিম নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯)

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ অতএব, হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও ঃ আমাকে শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেন তাঁর সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করি এবং একমাত্র তাঁরই একাত্মবাদ প্রকাশ করি। এই নির্দেশই আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নাবী ও রাসূলকে দেয়া হয়েছিল। আমি ঐ পথের দিকেই, ঐ আল্লাহরই ইবাদাতের দিকে সকলকে আহ্বান করছি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا হে নাবী! যেমন আমি তোমার পূর্বে নাবী/রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উপর আমার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম, অনুরূপভাবে এই কুরআন, যা সুরক্ষিত ও মযবূত, তোমার ও তোমার কাওমের মাতৃভাষা আরাবীতে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এটাও তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই প্রকাশ্য, বিশ্লেষিত এবং সুরক্ষিত কিতাবসহ তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও না, পশ্চাৎ হতেও না; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ হে নাবী! তোমার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আসমানী অহী এসে গেছে। সুতরাং এখনও যদি তুমি এই কাফিরদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা এবং তোমার সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবেনা। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং তাঁর পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পরেও যে সব আলেম পথভ্রষ্টদের পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা ভীষণভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩৮। তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।	٣٨. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِءَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ
৩৯। আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল।	٣٩. يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ

সমস্ত নাবী রাসূলগণই ছিলেন মানব সন্তান

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি যেমন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী সমস্ত রাসূলও মানুষই ছিল। তারা খাদ্য খেত এবং বাজারে চলাফিরা করত। তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিও ছিল। এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ

বল ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি (নফল) সিয়ামও পালন করি এবং (সময়ে) পরিত্যাগও করি, আমি (রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য) দাঁড়িয়েও থাকি আবার (সময়ে) নিদ্রাও যাই, আমি গোশ্ত আহার করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। (জেনে রেখ) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।' (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০)

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন নাবীই মু'জিযা দেখাতে পারতেননা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অধিকারভুক্ত বিষয়। তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা হুকুম করেন। لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহর নিকট সহজ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭০)

'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা নিশ্চিহ্ন করেন, অথবা অটুট রাখেন' এর ভাবার্থ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ *আল্লাহর যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন*। আসমান হতে অবতারিত প্রত্যেক কিতাবের একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ রয়েছে। ওগুলির মধ্যে যেটাকে চান আল্লাহ তা'আলা মানসূখ বা রহিত করেন এবং

যেটাকে চান ঠিক রাখেন। সুতরাং তিনি স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এর দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা উঠিয়ে নেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। তবে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য এবং জীবন ও মৃত্যুর উপর এটা প্রযোজ্য নয়, বরং এগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এগুলিতে কোন পরিবর্তন নেই। (তাবারী ১৬/৪৭৯) মানসূর (রহঃ) বলেন, ‘আমি মুজাহিদকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমাদের কারও নিম্নরূপ দু‘আ করা কি ধরনের হবে ঃ ‘হে আল্লাহ! যদি আমার নাম মু’মিনদের তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা তাদের সাথে লিপিবদ্ধ রাখুন। আর যদি পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত থাকে তাহলে তা উঠিয়ে নিন এবং মু’মিনদের অন্তর্ভুক্ত করুণ।’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘এটাতো খুব উত্তম দু‘আ!’ এক বছর বা তারও কিছু বেশি দিন পর তার সাথে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ হলে আবার আমি তাকে উপরোক্ত প্রশ্ন করি। এবার তিনি إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ এ আয়াত দু’টি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ ‘কাদরের রাতে এক বছরের জীবিকা, বিপদ-আপদ নির্ধারিত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা‘আলা যা চান আগ-পিছ করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হয়না।’ (তাবারী ১৬/৪৮০)

আল আমাশ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াইল (রহঃ) এবং শাকীক ইব্ন সালামাহ (রহঃ) প্রায়ই নিম্নের দু‘আটি পাঠ করতেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠদের তালিকাভুক্ত করে থাকেন তাহলে তা মুছে ফেলুন এবং মু’মিন ও সৌভাগ্যবানদের তালিকাভুক্ত করুন। আর আপনি যদি আমাদের নাম সৎ লোকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাহলে তা বাকী রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি যা ইচ্ছা মিটিয়ে থাকেন এবং যা ইচ্ছা বাকী রাখেন। প্রকৃত লিখন আপনার কাছেই রয়েছে। আপনার কাছেই রয়েছে উম্মুল কিতাব।’ (তাবারী ১৬/৪৮১) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাস‘উদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা বলেন যে, আল্লাহ যা চান তা মিটিয়ে দেন (বাতিল করেন), আর যা চান তা তাঁর কিতাবে রেখে দেন।

এসব উক্তির ভাবার্থ এই যে, তাকদীরের পরিবর্তন আল্লাহ তা‘আলার ইখতিয়ারের বিষয়। এ ব্যাপারে সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কোন কোন পাপের কারণে মানুষকে রুযী থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়, আর তাকদীরকে দু'আ ছাড়া অন্য কিছুতে পরিবর্তন করতে পারেনা এবং সাওয়াব ছাড়া অন্য কিছুতে আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেনা।' (আহমাদ ৫/২২৭, ইব্ন মাজাহ ৯০)

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রক্তের সম্পর্ক যুক্ত করণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে। (মুসলিম ২৫৫৭)

এ আয়াত (১৩ ঃ ৩৯) সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে থাকল। অতঃপর সে তাঁর অবাধ্যতার কাজে লেগে গেল এবং ওর উপরই মারা গেল। সুতরাং তার সাওয়াব মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যার জন্য ঠিক রাখা হয় সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে নাফরমানীর কাজে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য তাঁর বাধ্য ও অনুগত থাকা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব শেষ সময়ে সে ভাল কাজে লেগে যায় এবং এর উপরই মারা যায়। এটাই হচ্ছে ঠিক রাখা। (তাবারী ১৬/৪৮৩)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে অন্য একটি আয়াতের মত ঃ

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

অতঃপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৪) (কুরতুবী ৯/৩৩১)

৪০। আমি তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়েই দিই অথবা যদি এর পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েই দিই - তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।	٤٠. وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

٤١. أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ	৪১। তারা কি দেখেনা যে, আমি তাদের দেশকে চারদিক হতে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেহ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

শাস্তি দানের মালিক আল্লাহ, রাসূলের (সাঃ) কাজ হচ্ছে দা‘ওয়াত দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ হে রাসূল! তোমার শত্রুদের উপর আমার শাস্তি যে আসবে তা আমি তোমার জীবদ্দশায়ও আনতে পারি অথবা তোমার মৃত্যুর পরও আনতে পারে। فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ তোমার কাজতো শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর তাতো তুমি করেছ। وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ তাদের হিসাব গ্রহণ এবং তাদেরকে বিনিময় প্রদানের দায়িত্ব আমার। অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ. إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ. فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ. إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم.

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। তবে কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে আল্লাহ তাকে কঠোর দন্ডে দন্ডিত করবেন। নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর আমারই নিকট তাদের হিসাব-নিকাশ। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২৪)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা কি দেখেনি যে, আমি যমীনকে

তোমার দখলে আনয়ন করেছি? (তাবারী ১৬/৪৯৩) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, মুসলিমরা কাফিরদের উপর আধিপত্য লাভ করছে? (তাবারী ১৬/৪৯৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ

আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ। সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৭)

৪২। তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং কাফিরেরা শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কাদের জন্য।	٤٢. وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ

কাফিরেরা চক্রান্ত করে, কিন্তু সফল পরিণাম মু'মিনদের জন্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ পূর্ববর্তী কাফিরেরাও তাদের নাবীগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, তাদেরকে বের করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩০)

وَمَكَرُواْ مَكۡرًا وَمَكَرۡنَا مَكۡرًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ. فَٱنظُرۡ كَيۡفَ
كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنَـٰهُمۡ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِينَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে। আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫০-৫১) আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। গোপন আমল, মনের সংশয় প্রভৃতি সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন।

اَلْكُفَّارُ এর কিরা‘আত فِي الْكَافِرِ ও রয়েছে। এই কাফিরেরা এখনই জানতে পারবে যে, ভাল পরিণাম কাদের? তাদের, নাকি মুসলিমদের? নিশ্চয়ই রাসূলের দলের জন্যই রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফল পরিণতি।

অতএব সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই যে, তিনি সর্বদা হক পন্থীদেরকেই বিজয়ী রেখেছেন।

٤٣. وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسۡتَ مُرۡسَلًاۚ قُلۡ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَۢا بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡ وَمَنۡ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡكِتَـٰبِ	**৪৩। যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তুমি (আল্লাহর) প্রেরিত নও; তুমি বল ঃ আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।**

আল্লাহ এবং আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণই সাক্ষী হিসাবে রাসূলের (সাঃ) জন্য যথেষ্ট

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (হে নাবী!) কাফিরেরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অবিশ্বাস করছে এবং তোমার রিসালাতকে অস্বীকার করছে, এতে তুমি দুঃখ ও চিন্তা করনা। তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি স্বয়ং আমার নাবুওয়াতের সাক্ষী। আমার দা'ওয়াত এবং তোমাদের অবিশ্বাসের উপর তিনিই সাক্ষ্য দানকারী।

وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ *এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ 'যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে' এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা এ আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর আবদুল্লাহ ইব্ন সালামতো (রাঃ) হিজরাতের পর মাদীনায় মুসলিম হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশি প্রকাশমান উক্তি হচ্ছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তিটি। তা এই যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সত্যপন্থী আলেমদের বুঝানো হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালামও (রাঃ) রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ), সালমান ফারাসী (রাঃ), তামীম আদ দারী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণও রয়েছেন। (তাবারী ১৬/৫০৩) সঠিক কথা এটাই যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ আলেমকে বুঝানো হয়েছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবের আলেম। তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী এবং আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। তাদের নাবীগণ তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِنَا يُؤْمِنُونَ. ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। যারা

সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৬-১৫৭) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা এটা অবগত আছে, এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৯৭) এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা থেকে প্রমাণ মিলে যে, বানী ইসরাঈলের পন্ডিতরা তাদের অবিকৃত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে এ খবর জানতে পেরেছিল।

সূরা রা'দ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৪ ঃ ইবরাহীম, মাক্কী
١٤ – سورة إبراهيم، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ৫২, রুকু ৭

(اَيَاتها : ٥٢، رُكُوْعَاتُهَا : ٧)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. الٓرۚ كِتَـٰبٌ أَنزَلۡنَـٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٲطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ	১। আলিফ লাম রা। এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে; তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ।
٢. ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَمَا فِى ٱلۡأَرۡضِۗ وَوَيۡلٌ لِّلۡكَـٰفِرِينَ مِنۡ عَذَابٍ شَدِيدٍ	(২) আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই; কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য।
٣. ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ	(৩) যারা পার্থিব জীবনকে পরকালিন জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে এবং তা (আল্লাহর পথ) বক্র করতে চায়; তারাইতো ঘোর

বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ

পবিত্র কুরআন অমান্যকারীদের পরিণাম

'হুরুফে মুকাত্তাআ'হ' যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, এগুলির বর্ণনা পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি করা নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই ব্যাপক মর্যাদা সম্পন্ন কিতাবটি আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এই কিতাবটি অন্যান্য আসমানী কিতাব হতে বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং রাসূলও অন্যান্য সমস্ত রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তথা আরাব, অনারাব সবার জন্য এটি নাযিল করা হয়েছে।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ উদ্দেশ্য এই যে, তুমি এর মাধ্যমে জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসবে। তুমি পথভ্রষ্টতাকে হিদায়াত এবং মন্দকে ভালর দ্বারা পরিবর্তন ঘটাবে।

ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭)

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৯) রাসূলদের মাধ্যমে যাদের হিদায়াতের তিনি ইচ্ছা করেন তারাই সুপথ প্রাপ্ত হয় এবং তারাই অপরাজেয়, বিজয়ী এবং সব কিছুর বাদশাহ হয়ে যায় এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসিত আল্লাহর পথের দিকে পরিচালিত হয়, যাঁকে কেহ রুখতে পারেনা এবং যাঁর উপর

কেহ ক্ষমতাশালীও হতে পারেনা। বরং আল্লাহ সুবহানাহু সব কিছুর উপর বাধাহীন। **الْحَمِيد** তিনি তাঁর সব কাজে, সব আদেশ-নিষেধে প্রশংসিত এবং শারীয়তী বিধানে তিনিই একমাত্র প্রশংসার দাবীদার। যে কোন বাক্যে ও বর্ণনায় তিনিই সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

للّه الَّذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض *আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই।* এরই অনুরূপ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب شَدِيد কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারা রাসূল মুহাম্মাদকে অস্বীকার করছে এবং তার দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা দুনিয়া লাভের জন্য পূরা মাত্রায় চেষ্টা তাদবীর করে এবং আখিরাত হতে থাকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন।

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّه وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا তারা রাসূলদের আনুগত্য হতে অন্যদেরকেও বিরত রাখে। আল্লাহর পথ হচ্ছে সোজা ও পরিষ্কার, তারা সেই পথকে বক্র করতে চায়। তারাই অজ্ঞতা ও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর পথ বক্র হয়নি এবং হবেওনা। সুতরাং এ অবস্থায় তাদের সংশোধন সুদূর পরাহত।

৪। আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা	٤. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ

فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ	**বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।**

প্রত্যেক নাবী তাঁর কাওমের ভাষায় প্রেরিত হয়েছেন

ইহা আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের নাবীকে তাদের কাওমের ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন, যাতে বুঝতে ও বুঝাতে সহজ হয়।

হিদায়াত ও গুমরাহী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ হতে পারেনা। তিনি জয়যুক্ত। তাঁর প্রতিটি কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ। পথভ্রষ্ট সে'ই হয় যে ওর যোগ্য। আবার হিদায়াত লাভ সে'ই করে যে ওর উপযুক্ত। যেহেতু প্রত্যেক নাবী শুধুমাত্র নিজ নিজ কাওমের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু তিনি তাঁর কাওমের ভাষায়ই কিতাব লাভ করেছেন এবং তিনিও সেই ভাষারই লোক ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্ন আবদুল্লাহর রিসালাত ছিল সাধারণ (General)। তিনি ছিলেন সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য রাসূল। যেমন যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাকে এমন পাচঁটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নাবীদের কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) আমাকে মাসের পথের দূরত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে শত্রুরা আমার নামে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে)। (২) আমার জন্য (এবং আমার উম্মাতের জন্য সমস্ত) যমীনকে সাজদাহর স্থান ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) আমার জন্য গাণীমাতের মালকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমার জন্য শাফায়া'ত করার অনুমতি রয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধুমাত্র তাঁর কাওমের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, আর আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) আল্লাহ তা'আলা এখানে ঘোষণা করেন ঃ

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮)

৫। মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে আনয়ন কর, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলি দ্বারা উপদেশ দাও, এতেতো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।	٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

মূসা (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ইতিহাস

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আমি যেমন তোমাকে আমার রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং তোমার উপর আমার কিতাব নাযিল করেছি, উদ্দেশ্য এই যে, তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসবে। অনুরূপভাবে আমি মূসাকেও রাসূল করে বানী ইসরাঈলের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তাকে অনেক নির্দশনও দিয়েছিলাম। (এর বর্ণনা (১৭ ঃ ১০১) এই আয়াতে রয়েছে) তাকেও ঐ একই নির্দেশ দিয়েছিলাম ঃ লোকদেরকে ভাল কাজের দিকে আহ্বান কর। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে এবং অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে সরিয়ে হিদায়াতের দিকে নিয়ে এসো। তাদেরকে (বানী ইসরাঈলকে) আল্লাহর ইহ্সানসমূহের কথা স্মরণ করাও। ঐগুলি হচ্ছে ঃ তিনি তাদেরকে যালিম ফির'আউনের গোলামী থেকে মুক্ত করেছেন, তাদের জন্য নদীর পানিকে দুই ধারে খাড়া করে দিয়েছেন, মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া দান করেছেন, 'মান্না ও সালওয়া' নামক খাবারসহ বহু নি'আমাত তাদেরকে দান করেছেন। এটা মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৬/৫২১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ আমি আমার বান্দা বানী ইসরাঈলের উপর যে ইহ্সান করেছি, তাদেরকে ফির'আউন ও তার কঠিন

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছি এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে, যারা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে ও সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ উত্তম বান্দা হচ্ছে সে যে বিপদের (পরীক্ষার) সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (তাবারী ১৬/৫২৩)

সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনের প্রত্যেক কাজই বিস্ময়কর। আল্লাহ তার জন্য যে ফাইসালা করেন সেটাই তার জন্য কল্যাণকর হয়। যখন তার উপর কোন বিপদ আসে তখন সে ধৈর্য ধারণ করে। পক্ষান্তরে যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং ওর পরিনামও তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে।' (মুসলিম ৪/২২৯৫)

৬। যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কবল হতে যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবাহ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এবং এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা।	٦. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ
৭। যখন তোমাদের রাব্ব ঘোষণা করেন ঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর	٧. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن

كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ	**অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।**
٨. وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ	**৮। মূসা বলেছিল ঃ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ।**

মূসার (আঃ) নাসীহাত

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন ফির'আউন সম্প্রদায়ের কবল হতে তাদেরকে রক্ষা করা, যারা তাদেরকে শক্তিহীন করে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়ন চালাত, এমনকি তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত রাখত। মূসা (আঃ) তাই স্বীয় কাওমকে বলেছেন ঃ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ এটা তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার এত বড় নি'আমাত যে, এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন, এই বাক্যটির ভাবার্থ এরূপও হতে পারে ঃ ফির'আউনদের কষ্ট প্রদান প্রকৃতপক্ষে তোমাদের উপর একটা মহাপরীক্ষা ছিল। আবার সম্ভাবনা এও রয়েছে যে, অর্থ দু'টিই হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَلَوْنَـٰهُم بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৮) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ যখন তোমাদের রাব্ব তোমাদেরকে অবহিত করলেন। আবার এরূপ অর্থও হতে পারে ঃ যখন তোমাদের রাব্ব তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্বের শপথ করলেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ

তোমার রাব্ব ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামাত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৬৭)

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ *তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব।* সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অলংঘনীয় ওয়াদা এবং তাঁর ঘোষণাও বটে যে, তিনি কৃতজ্ঞ বান্দাদের নি'আমাত আরও বাড়িয়ে দিবেন এবং অকৃতজ্ঞ ও অস্বীকারকারীদের নি'আমাতসমূহ ছিনিয়ে নিবেন। আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। হাদীসে এসেছে ঃ বান্দা তার পাপের কারণে আল্লাহর রুযী থেকে বঞ্চিত হয়। মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বলেন ঃ

إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোকও যদি আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও তাহলে তাঁর কি ক্ষতি হবে? তিনিতো তাঁর বান্দাদের হতে এবং তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে মোটেও মুখাপেক্ষী নন। একমাত্র তিনিই প্রশংসার যোগ্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ

তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ ۚ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহর কিছু আসে যায়না। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন ঃ 'হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানব ও দানব সবাই মিলিতভাবে পরহেযগার হয়ে যায় তবুও আমার রাজ্যের সম্মান একটুও বৃদ্ধি পাবেনা। পক্ষান্তরে হে আমার বান্দারা! তোমাদের

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানব ও দানব সবাই যদি পাপিষ্ঠ হয়ে যায় তবুও এ কারণে আমার রাজ্য অণু পরিমান হ্রাস পাবেনা। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রথম ও শেষ মানব ও দানব সবাই যদি একত্রিত হয়ে একটা মাইদানে দাঁড়িয়ে যায়, অতঃপর আমার কাছে চাইতে থাকে, আর আমি প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে দিই তবুও আমার ভান্ডার হতে ঐ পরিমান কমবে যে পরিমান পানি সমুদ্র হতে কমে যায় যখন সুই ডুবিয়ে তা থেকে পানি উঠিয়ে নেয়া হয়। (মুসলিম ৪/১৯৯৪) সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র, অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ।

٩. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فِىٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَقَالُوٓا۟ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ

৯। তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের; নূহের সম্প্রদায়ের, ‘আদ ও ছামূদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানেনা; তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল এসেছিল; তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত ঃ যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছ।

পূর্বের নাবীগণকেও তাঁদের কাওমের লোকেরা বিশ্বাস করেনি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে নূহের (আঃ) কাওম, আ‘দ, ছামূদ এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের ব্যাপারে বর্ণনা করছেন যে, তারাও তাদের নাবী/রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাদের সংখ্যা কত

ছিল তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন। (بِالْبَيِّنَاتِ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم) তাঁরা তাদের নিকট সত্য বাণী এবং পূর্ণ নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন মাইমূন (রহঃ) বলেন, (لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ বংশক্রম বর্ণনাকারীরা ভুল কথক। (তাবারী ১৬/৫২৮) এমনও বহু উম্মাত গত হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জ্ঞান নেই। উরওয়া ইব্ন যুহাইর (রাঃ) বলেন ঃ মাদ ইব্ন আদনানের পরবর্তী নসবনামা সঠিকভাবে কেহ জানেনা। (কুরতুবী ৯/৩৪৪)

‘তারা তাদের মুখের উপর হাত রাখল’ এর অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ (*তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত*) বর্ণিত আছে যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল যে, তিনি যেন মহান আল্লাহর বাণী তাদের কাছে প্রচার করা বন্ধ করেন। আর এক অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের নিজেদের হাত নিজেদের মুখের উপর রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা‘ওয়াতকে অস্বীকার করে। এও অর্থ হতে পারে যে, তারা রাসূলদের কথার জবাব না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করে এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় অঙ্গুলীগুলি মুখে দিয়ে কামড়াতে থাকে।

মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের মুখের দ্বারাও তাঁদের প্রচারের প্রতিবাদ করত। (তাবারী ১৬/৫৩৪) আমি (ইব্ন কাসীর) বলি যে, মুজাহিদের (রহঃ) এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী আয়াত থেকে ঃ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ *এবং বলত ঃ যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সেই বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছ।* আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মুখে হাত দিয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। এক আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا خَلَوۡاْ عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِ

এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ দংশন করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৯) এই অর্থও হবে যে, আল্লাহর কালাম শুনে বিস্মিত হয়ে তারা তাদের হাতগুলি তাদের মুখে পুরে দেয় এবং বলে ঃ

وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرۡنَا بِمَا أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ আমরাতো তোমার রিসালাত অস্বীকারকারী, আমরা তোমাকে সত্যবাদী মনে করিনা, বরং আমরা ভীষন সন্দেহের মধ্যে রয়েছি।

১০। তাদের রাসূলগণ বলেছিল ঃ আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য। তারা বলত ঃ তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।	١٠. قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرَكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ قَالُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأۡتُونَا بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ
১১। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত ঃ সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষ,	١١. قَالَتۡ لَهُمۡ رُسُلُهُمۡ إِن نَّحۡنُ

কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়; মু'মিনদের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।	إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ
১২। আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করবনা কেন? তিনিইতো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ, আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।	١٢. وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

নাবীগণের সাথে কাফিরদের বিতর্কের ধরণ

আল্লাহ তা'আলা এখানে রাসূলগণের এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের কাফিরদের কথাবার্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। তাদের কাওম আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে। তাদের প্রতিবাদে রাসূলগণ তাদেরকে বলেন ঃ أَفِي اللّٰه شَكٌّ আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে কি সন্দেহ পোষন করছ? অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে কি কারণে সন্দেহ থাকতে পারে? স্বভাব ও প্রকৃতিতো তাঁর অস্তিত্বের মতই স্বাক্ষী! মানুষের বুনিয়াদের মধ্যে তার অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি বিদ্যমান। সুস্থির বিবেক তার অস্তিত্ব মানতে বাধ্য। কোন কিছুর অস্তিত্বের জন্য ওকে অস্তিত্বে আনয়নকারীর উপস্থিতি থাকা যরুরী। তাহলে যিনি এই আসমান ও

যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ। তাঁর উলুহিয়্যাত ও একাত্মবাদে তোমাদের সন্দেহ রয়েছে কি? যখন সমস্ত প্রাণী, জীব-জন্তু এবং বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও আবিষ্কারক তিনিই, তখন একমাত্র তিনিই ইবাদাতের যোগ্য হবেন না কেন?

অধিকাংশ উম্মাতই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বীকারকারী ছিল। তারা অন্যদের যে ইবাদাত করত তা শুধু এই মনে করে যে, তাদের মাধ্যমেই তারা সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করবে। এ জন্য আল্লাহর রাসূলগণ তাদেরকে ঐ সব দেবতার ইবাদাত করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান করছেন যে, তিনি পরকালে তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তিনি মর্যাদা দান করবেন। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ

আর (এ উদ্দেশে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক 'আমলকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩)

মানুষ হওয়ার অজুহাতে কাফিরেরা নাবীদের প্রতি ঈমান আনেনি

তাদের উম্মাতগণ প্রথম পর্যায়টিকে মেনে নেয়ার পর জবাব দেয় ঃ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا আমরা তোমাদের রিসালাতকে কি করে মেনে নিতে পারি? তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। আচ্ছা যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদীই হও তাহলে বড় রকমের মু'জিযা আমাদের সামনে পেশ কর যা মানবীয় শক্তির বাইরে। তাদের এ কথার জবাবে রাসূলগণ বলতেন ঃ

لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ এ কথাতো সত্যই যে, আমরা তোমাদের মতই মানুষ। তবে রিসালাত

ও নাবূওয়াত আল্লাহর একটি দান। তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ মানুষ হওয়াটা রিসালাতের প্রতিকূল নয়। আর যে জিনিস তোমরা আমাদের কাছ থেকে দেখতে চাচ্ছ সে সম্পর্কেও জেনে রেখ যে, ওটা আমাদের অধিকার ও ক্ষমতার জিনিস নয়। তবে আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। তিনি যদি আমাদের প্রার্থনা কবূল করেন তাহলে আমরা অবশ্যই তা তোমাদের দেখাব। وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ মু'মিনরাতো প্রতিটি কাজে আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করে। وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ আর বিশেষ করে আমরা তাঁর উপর খুব বেশী ভরসা করি। কেননা তিনি আমাদেরকে সমস্ত পথের মধ্যে সর্বোত্তম পথের সন্ধান দিয়েছেন। তোমরা যত পার আমাদেরকে কষ্ট দিতে থাক, কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমাদের হাত থেকে ভরসার অঞ্চল ছুটে যাবেনা। وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ভরসাকারী দলের জন্য আল্লাহ তা'আলার ভরসাই যথেষ্ট।

১৩। কাফিরেরা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ হতে বহিস্কার করব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে। অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব।	١٣. وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ
১৪। তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই; এটা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে	١٤. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ

উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।	مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ
১৫। তারা বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল।	١٥. وَٱسْتَفْتَحُوا۟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
১৬। তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ -	١٦. مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ
১৭। যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্ব দিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবেনা এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।	١٧. يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ

সব কাফির জাতিই তাদের নাবীদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করার হুমকি দিয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কাফিরেরা যখন যুক্তি-তর্কে হেরে গেল তখন নাবীদেরকে ধমক দিতে ও ভয় দেখাতে লাগল যে, তাদেরকে তারা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। শু'আইবের (আঃ) কাওমও তাদের নাবী ও মু'মিনদের এ কথাই বলেছিল ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَـٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ

আর তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল ঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ

হতে *বহিস্কার করব।* (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৮৮) লূতের (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল ঃ

أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ

লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিস্কার কর। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৫৬) কুরাইশ মুশরিকরাও এই রূপই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ও বলেছিল ঃ 'তাকে বন্দী কর, হত্যা কর অথবা দেশ থেকে বের করে দাও।' তাদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَـٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩০)

তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপদে মাক্কা হতে মাদীনায় পৌঁছে দিলেন। মাদীনাবাসীকে তাঁর আনসার বা সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন। তারা তাঁর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার পতাকা তলে এসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং ধীরে ধীরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উন্নতি দান করেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি মাক্কাও জয় করেন। ফলে দীনের দুশমনদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায় এবং তাদের আশার গুড়ে বালি পড়ে যায়। লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং আল্লাহর কালেমা এবং তার দীন অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমে সমস্ত বেদীনের উপর বিজয় লাভ করে। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা অহী করলেন ঃ

فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ. وَلَنُسۡكِنَنَّكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ

অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রাব্ব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১৩-১৪) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ

মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহভীরুদের জন্য। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৮) অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَأَوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَاۖ وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلۡحُسۡنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُواْۖ وَدَمَّرۡنَا مَا كَانَ يَصۡنَعُ فِرۡعَوۡنُ وَقَوۡمُهُۥ وَمَا كَانُواْ يَعۡرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭)

وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ. إِنَّهُمۡ لَهُمُ ٱلۡمَنصُورُونَ. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা জয়ী হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১-১৭৩) মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫) মূসা (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ ঘোষিত হয়েছে ঃ

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ যমীন তোমাদের অধিকারে চলে আসবে' এই ওয়াদা ঐ লোকদের জন্য যারা কিয়ামাতের দিন আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا. فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

অনন্তর যে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহান্নামই হবে তার অবস্থান স্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩৭-৪১) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৬)

وَاسْتَفْتَحُواْ রাসূলগণ তাদের রবের কাছে সাহায্য, বিজয় ও ফাইসালা প্রার্থনা করলেন অথবা তাদের কাওম এই রূপ প্রার্থনা করল। রাসূলগণের এইরূপ প্রার্থনা করা তাদের রীতি বলে জানিয়েছেন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ)। (তাবারী ১৬/৫৪৪, ৫৪৫) আর তাঁর কাওমের এরূপ প্রার্থনা

করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবদুর রাহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (রহঃ)। (তাবারী ১৬/৫৪৫) যেমন মাক্কার মুশরিক কুরাইশরা বলেছিল ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

আবার এও হতে পারে যে, এদিকে কাফিরেরা এটা প্রার্থনা করল, আর ওদিকে রাসূলগণও দু‘আ করলেন। যেমন বদরের যুদ্ধের দিন ঘটেছিল যে, একদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট কাতর কণ্ঠে দু‘আ করেছিলেন, আর অপর দিকে কাফির নেতৃবর্গ প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আল্লাহ আজ তুমি হক বা সত্যকে জয়যুক্ত কর। হয়েছিলও তাই। মু’মিনরা হক পথে ছিলেন, অতএব তারাই বিজয়ী হয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের বলেছিলেন ঃ

إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا۟ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

(হে কাফিরেরা!) তোমরাতো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয়তো তোমাদের সামনেই এসেছে। তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১৯) এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ *(এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল)* যেমন তিনি এক আয়াতে বলেন ঃ

أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ

আদেশ করা হবে ঃ তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, প্রত্যেক ঔদ্ধত কাফিরকে, কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধা দানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য মা‘বূদ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ২৪-২৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম আনয়ন করা হবে। তখন সে সমস্ত মাখলূককে ডাক দিয়ে বলবে ঃ আমি প্রত্যেক অহংকারী ও হঠকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছি। (তিরমিযী ২৫৭৩, ২৫৭৪) সেই দিন ঐ মন্দ লোকদের কতইনা দুরাবস্থা হবে, যেদিন নাবীগণ পর্যন্ত মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তা‘আলার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مِّن وَرَآئِه جَهَنَّمُ সামনে জাহান্নাম তার অপেক্ষায় থাকবে, সেখানে প্রবেশ করার পর আর বের হয়ে আসতে পারবেনা। কিয়ামাতের দিন পর্যন্ততো জাহান্নাম সকাল সন্ধ্যায় সামনে আসতেই থাকবে। তারপর ওটাই স্থায়ী ঠিকানা বা বাসস্থান হয়ে যাবে। وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيد অতঃপর সেখানে তার জন্য পানির পরিবর্তে আগুনের মত পুঁজ রয়েছে এবং সীমাহীন ঠান্ডা ও দুর্গন্ধময় পানি রয়েছে, যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত হয়ে আসবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ

এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫৭-৫৮)

মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন ঃ صَدِيْدٌ বলা হয় পুঁজ ও রক্তকে যা জাহান্নামীদের গোশত ও চামড়া থেকে বয়ে আসবে। (তাবারী ১৬/৫৪৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ

এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ

তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৯)

وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ

আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২১)

وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, গরমের তীব্রতা বা ঠান্ডার তীব্রতার কারণে গলা থেকে নামা অসম্ভব হয়ে যাবে। وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ *(সর্ব দিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা)* আমর ইব্ন মাইমূন ইব্ন মাহরান (রহঃ) বলেন ঃ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ও কষ্ট হবে। মনে হবে যেন মৃত্যু চলে আসছে। কিন্তু মৃত্যু হবেনা। (দুররুল মানসুর ৫/১৬)

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সামনে, পিছনে, ডান ও বাম হতে যেন মৃত্যু চলে আসছে, কিন্তু এসে পড়ছেনা। বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি জাহান্নামের আগুন পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুকে ডাকলেও আসেনা। মৃত্যুও আসেনা, শাস্তিও সরে যায়না। যেন সার্বক্ষণিক শাস্তি হতে থাকে। প্রত্যেক শাস্তি এমন যে, তা মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হওয়ার চেয়েও বেশী। কিন্তু সেখানেতো মৃত্যুরও মৃত্যু হয়ে যাবে। এসব শাস্তির সাথে আরও কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা যাককুম বৃক্ষ সম্বন্ধে বলছেন ঃ

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَـٰطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَءَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ

এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। ওটার মোচা যেন শাইতানের মাথা। ওটা হতে তারা আহার করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত আগুনের দিকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬৪-৬৮) মোট কথা, কখনও যাককুম খাওয়া, কখনও গরম ফুটন্ত পানি পান করা, কখনও আগুনে পোড়ানো, কখনও পুঁজ পান করানো ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৪৩-৪৪) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ. طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ. كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ. كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ. خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ. إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ

নিশ্চয়ই যাককুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং বলা হবে ঃ আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৩-৫০) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ. فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণ বর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪১-৪৪)

هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ. هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ

এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫৫-৫৮) এমন আরও বহু

শাস্তি রয়েছে যা মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

তোমার রাব্ব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৬)

১৮। যারা তাদের রাব্বকে অস্বীকার করে তাদের উপমা - তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারেনা; এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি।	١٨. مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ

অবিশ্বাসী কাফিরদের আমলের তুলনা

এটা একটা দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কাফিরদের আমলের ব্যাপারে উপস্থাপন করেছেন যারা তাঁর সাথে অন্যের উপাসনা করে, রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যাদের আমলগুলি পায়াহীন বা ভিত্তিহীন অট্টালিকার মত। এর পরিনাম দাঁড়ালো এই যে, প্রয়োজনের সময় শূন্যহস্ত হয়ে গেল। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ

কাফিরদের আমলগুলির দৃষ্টান্ত কিয়ামাতের দিন, যখন তারা সম্পূর্ণরূপে সাওয়াবের মুখাপেক্ষী থাকবে এবং মনে করতে থাকবে যে, হয়ত তারা তাদের সৎ কার্যাবলীর বিনিময় লাভ করবে। আসলে কিন্তু কিছুই পাবেনা, বরং নিরাশ হয়ে শুধু হায় হায় করতে থাকবে। যেমন ঝড়ের দিন বায়ু প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে ছাই উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই ছাই এর যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি কাফিরদের দুনিয়ার উত্তম কার্যাবলীও

মূল্যহীন ও নিষ্ফল হবে। এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছাইগুলি একত্রিত করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তাদের কার্যাবলীর বিনিময় লাভও অসম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৩) অন্য এক স্থানে রয়েছে ঃ

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ ঝঞ্ঝা-বায়ুর অনুরূপ যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে, ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেতে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি ব্যর্থ করে ফেলনা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করেনা; ফলতঃ তার উপমা, যেমন এক বৃহৎ মসৃন প্রস্তর খন্ড যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হল প্রবল বর্ষা, অতঃপর তা পরিষ্কার হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবেনা এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعيدُ এটাতো ঘোর বিভ্রান্তি। তাদের চেষ্টা ও কাজ পায়াহীন ও অস্থির। কঠিন প্রয়োজনের সময় তারা তাদের এসব কাজের কোনই বিনিময় পাবেনা। এটাই হচ্ছে বড়ই দুর্ভোগ

১৯। তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।	١٩. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
২০। আর এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়।	٢٠. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে আমি সক্ষম। আমি যখন আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছি তখন মানুষকে সৃষ্টি করা আমার কাছে মোটেই কঠিন নয়। আকাশের উচ্চতা, প্রশস্ততা, বিরাটত্ব, অতঃপর তাতে স্থির ও চলমান নক্ষত্ররাজি আর এই যমীন, পর্বতরাজি, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা এবং জীব-জন্তু সবই তাঁর সৃষ্ট। যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে অপারগ হননি, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেননা? অবশ্যই তিনি এতে ক্ষমতাবান। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতকে জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ. فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৮৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। তোমরা যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর তাহলে এরূপই হবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারণ করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৫-১৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) তিনি আরও বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্ত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩)

২১। সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবেই। যারা অহংকার করত, দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের	٢١. وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا

অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে কি আমাদেরকে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে ঃ আল্লাহ আমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিস্কৃতি নেই।	كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَـٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ

কাফির নেতা এবং তাদের আনুগত্যকারীদের সাথে জাহান্নামে তর্ক হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَبَرَزُواْ পরিষ্কার সমতল ভূমিতে ভাল ও মন্দ এবং সৎ আমলকারী ও পাপী সমস্ত মাখলূককে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। فَقَالَ الضُّعَفَاء ঐ সময় দুর্বল লোকেরা নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে, যারা তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাত ও রাসূলের আনুগত্য হতে বিরত রাখত, বলবে ঃ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম। আমাদেরকে তোমরা যা হুকুম করতে তা আমরা মেনে চলতাম। আমাদেরকে তোমরাতো বহু কিছুর আশা দিয়েছিলে। فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ আজ কি তাহলে আল্লাহর আযাব আমাদের থেকে সরাতে পারবে? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নেতা ও সর্দারেরা বলবে ঃ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ আমরা নিজেরাইতো সুপথ প্রাপ্ত ছিলামনা। কাজেই তোমাদেরকে আমরা পথ দেখাতাম কিরূপে? سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তির কথা আমাদের

সবারই উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা সবাই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছি। অতএব এখন আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি অথবা ধৈর্য ধারণ করি একই কথা। শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার সমস্ত উপায় এখন হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আমি (ইব্ন কাসীর) বলি ঃ প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, নেতা ও অনুগতদের এই কথাবার্তা হবে জাহান্নামে যাওয়ার পর। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে ঃ আমরাতো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? দাম্ভিকেরা বলবে ঃ আমরা সবাইতো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৭-৪৮)

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِيٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে মানব ও জিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে ঃ

আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩৮-৩৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠. رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗا كَبِيرٗا

তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৭-৬৮) হাশরের মাইদানে তাদের ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوۡقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمۡ يَرۡجِعُ بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٍ ٱلۡقَوۡلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَٰكُمۡ عَنِ ٱلۡهُدَىٰ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَكُمۖ بَلۡ كُنتُم مُّجۡرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأۡمُرُونَنَآ أَن نَّكۡفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجۡعَلَ لَهُۥٓ أَندَادٗاۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَغۡلَٰلَ فِيٓ أَعۡنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে

তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩)

٢٢. وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ	**২২। যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের**

أَلِيمٌ	জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই।
٢٣. وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌ	২৩। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী হবে তাদের রবের অনুমতিক্রমে; সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'।

কিয়ামাত দিবসে শাইতান তার অনুসরণকারীদের ত্যাগ করে চলে যাবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন তিনি বান্দাদের ফাইসালার কাজ শেষ করবেন এবং মু'মিনরা জান্নাতে ও কাফিরেরা জাহান্নামে চলে যাবে, ঐ সময় অভিশপ্ত ইবলীস জাহান্নামের উপর দাঁড়িয়ে জাহান্নামীদেরকে তাদের দুঃখ-যন্ত্রনা ও মনের কষ্টের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বলবে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে সত্য। রাসূলদের অনুসরণ ও আনুগত্যই ছিল মুক্তি ও শান্তির পথ। আর আমার ওয়াদাতো ছিল প্রতারণা মাত্র। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২০) শাইতান আরও বলে ঃ আমার কথা ছিল দলীল প্রমাণহীন। তোমাদের উপর আমার কোন জোর যবরদস্তি ও আধিপত্য ছিলনা। তোমরা অযথা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। আমি তোমাদেরকে যে হুকুম করেছিলাম তা তোমরা মেনে

নিয়েছিলে। এর পরিনাম তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখতে পেলে। এটা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। সুতরাং আজ তোমরা আমাকে তিরষ্কার করনা, বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। পাপ তোমরা নিজেরাই করেছিলে। তোমরাই দলীল প্রমাণ ত্যাগ করেছিলে। আমার কথা তোমরা মেনে চলেছিলে। আজ আমি তোমাদের কোনই কাজে আসবনা। আজ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবনা। তোমাদের কোন উপকার করতে পারবনা। আমি তোমাদেরকে শির্কের কারণে প্রত্যাখ্যান করছি। (তাবারী ১৬/৫৬৪) ইব্ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ আমি আজ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, আমি আল্লাহর শরীক নই। (তাবারী ১৬/৫৬১) যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮২)

অতএব এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জাহান্নামীদের সাথে ইবলীসের এই কথাবার্তা হবে জাহান্নামে প্রবেশের পর যাতে তাদের আফসোস ও দুঃখ খুব বেশী হয়।

আমির আশ শা'বী (রহঃ) বলেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে দু'জন বক্তা বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়াবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ) বলবেন ঃ

ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ۚ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا

مَآ أَمَرۡتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّا دُمۡتُ فِيهِمۡۖ فَلَمَّا تَوَفَّيۡتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيۡهِمۡۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ. قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡ

আর যখন আল্লাহ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা নিবেদন করবে ঃ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে তাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ বলবেন ঃ এটি সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদীতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই হচ্ছে মহাসফলতা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৬-১১৯)

এই আয়াত পর্যন্ত এই বর্ণনাই রয়েছে। আর অভিশপ্ত ইবলীস দাঁড়িয়ে বলবে ঃ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي আমারতো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে (শেষ পর্যন্ত)।

দুষ্ট ও পাপী লোকদের পরিনাম ও তাদের দুঃখ বেদনা এবং ইবলীসের উত্তরের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সৎ ও মু'মিন লোকদের সফল

পরিনামের বর্ণনা দিচ্ছেন। وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা যথা ইচ্ছা গমনাগমন করবে, চলবে-ফিরবে এবং পানাহার করবে। চিরদিনের জন্য তারা সেখানে অবস্থান করবে। সেখানে না তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে, না তাদের মন খারাপ হবে, না অস্বস্তি বোধ করবে, না মারা যাবে, না বহিস্কৃত হবে, আর না নি'আমাত কমে যাবে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম আর সালাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ

যারা তাদের রাব্বকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ

এবং মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি সালাম! (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا

তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭৫) আল্লাহ তা'আলা আর এক স্থানে বলেন ঃ

دَعۡوَىٰهُمۡ فِيهَا سُبۡحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٌۚ وَءَاخِرُ دَعۡوَىٰهُمۡ أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম (আসসালামু 'আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০)

২৪। তুমি কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত -	٢٤. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ
২৫। যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে, এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।	٢٥. تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
২৬। কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।	٢٦. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ

ইসলামী ও কুফরী বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা

আলী ইবন আবী তালহা (রহঃ) বলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু* (আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই) এর সাক্ষ্য দেয়াই বুঝানো হয়েছে কালেমা তাইয়্যেবা দ্বারা। আর كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ উত্তম ও পবিত্র বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। এর মূল দৃঢ় অর্থাৎ মু'মিনের অন্তরে *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* রয়েছে। এর শাখা রয়েছে উর্ধ্বে অর্থাৎ মু'মিনের তাওহীদ বা একাত্মবাদের কালেমার কারণে তার আমলগুলি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়।

(তাবারী ১৬/৫৬৭) যাহহাক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'মিনের আমল, কথা ও সৎ কার্যাবলী। মু'মিন খেজুর গাছের ন্যায়। প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার আমলগুলি আকাশে উঠে যায়। (তাবারী ১৬/৫৭২-৫৭৩)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ ওটা কোন গাছ যা মুসলিমের মত, যার পাতা ঝরে পড়েনা, গ্রীষ্মকালেও না শীতকালেও না; যা তার রবের অনুমোদনক্রমে সব মওসুমেই ফল ধারণ করে? আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ আমি মনে মনে বললাম যে, বলে দিই ঃ ওটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি দেখলাম যে, মাজলিসে আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) প্রমুখ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন এবং তারা নীরব আছেন, অতএব আমিও নীরব থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ওটা হচ্ছে খেজুর গাছ। ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আমি আমার পিতা উমারকে (রাঃ) এটা বললে তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি যদি এই উত্তর বলে দিতে তাহলে এটা আমার কাছে সমস্ত কিছু পেয়ে যাওয়া অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় হত। (ফাতহুল বারী ৮/২২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ওটা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায়। প্রতি মাসে বা প্রতি দু'মাসে অথবা প্রতি ছ'মাসে কিংবা প্রতি সাত মাসে। শব্দগুলির বাহ্যিক ভাবার্থ হচ্ছে ঃ মু'মিনের দৃষ্টান্ত ঐ গাছের মত যার ফল সব সময় শীতে, গ্রীষ্মে, দিনে-রাতে ফলতে থাকে। অনুরূপভাবে মু'মিনের সৎ আমল দিন-রাত সব সময় আকাশে উঠে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের শিক্ষা, উপদেশ ও অনুধাবনের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ মন্দ কালেমা অর্থাৎ কাফিরের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যার কোন মূল্য নেই এবং যা দৃঢ় নয়। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে 'হানযাল' গাছের সাথে, যাকে 'শারইয়ান' বলা হয়। শুবাহ (রহঃ) বলেন, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবী কুররাহ (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ওটা হানযাল গাছ। (তাবারী ১৬/৫৬৯) এই রিওয়ায়াতটি মারফূ রূপেও এসেছে। এর মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। অনুরূপভাবে

কুফরী মূলহীন ও শাখাহীন। কাফিরের কোন ভাল কাজ উপরে উঠেনা এবং তার থেকে কিছু কবূলও হয়না।

২৭। যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।	٢٧. يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

‘একটি শব্দ’ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে ইহকাল ও পরকালে দৃঢ় রাখবেন

সহীহ বুখারীতে বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিমকে যখন তার কাবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২২৯, মুসলিম ৪/২২০১, আবূ দাঊদ ৫/১১২, তিরমিযী ৮/৫৪৭, নাসাঈ ৬/৩৭২)

মুসনাদ আহমাদে বারা ইব্ন আ’যিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন আনসারীর জানাযায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই এবং কাবরস্থানে পৌঁছি। তখন পর্যন্ত কাবর তৈরীর কাজ শেষ হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পড়েন এবং আমরাও তাঁর পাশে এভাবে বসে পড়লাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী রয়েছে। তাঁর হাতে যে কাঠের খন্ডটি ছিল তা দিয়ে তিনি মাটিতে রেখা টানছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে দু’তিন বার বললেন ঃ কাবরের শাস্তি হতে তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা কর; বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ এবং আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে অবস্থান করে তখন তার কাছে আকাশ হতে সূর্যের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট মালাইকা

আগমন করেন, যেন তাদের চেহারাগুলি সূর্য। তাদের সাথে থাকে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধি। তার পাশে তারা এত দূর পর্যন্ত বসেন যত দূর দৃষ্টি যায়। এরপর মালাকুল মাউত (মৃত্যুর মালাক/ফিরেশতা) এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন ঃ হে পবিত্র রূহ! আল্লাহর ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টির দিকে চল। তখন রূহ এমন সহজে বেরিয়ে আসে যেমন কোন কলসী থেকে পানির ফোটা ঝড়ে পরে। চোখের পলক ফেলার সময়টুকুও ঐ রূহকে মালাইকা তার হাতে থাকতে দেননা, বরং তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে নিয়ে নেন এবং জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধির মধ্যে রেখে দেন। স্বয়ং ঐ রূহ থেকেও মিশ্ক আম্বরের চেয়েও বেশী সুগন্ধ বের হয়, যার চেয়ে উত্তম সুগন্ধির ঘ্রাণ দুনিয়ায় কেহ কখনও নেয়নি। তারা ঐ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠে যান। মালাইকা/ ফিরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই পবিত্র রূহ কোন ব্যক্তির? তারা তখন সে যে উত্তম নামে পরিচিত ছিল সেই নাম বলে দেন এবং তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তারা আকাশের দরজা খুলে দিতে বলেন। তখন আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং সেখান থেকে মালাইকা/ফিরেশতাগণ ঐ রূহকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে, দ্বিতীয় আকাশ হতে তৃতীয় আকাশে এবং এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন বলেন ঃ আমার বান্দার আমলনামা ইল্লীনে লিখে নাও এবং তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি তাকে ওটা থেকেই সৃষ্টি করেছি ওকে ওখানেই ফিরিয়ে দিব এবং ওখান থেকেই দ্বিতীয় বার বের করব। অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার রাব্ব কে? সে উত্তরে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ তোমার দীন কি? সে জবাবে বলে ঃ আমার দীন হল ইসলাম। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ যে ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? সে উত্তর দেয় ঃ তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কিরূপে জেনেছ? সে জবাব দেয় ঃ আমি আল্লাহর কিতাব পড়ে এবং ওর উপর ঈমান এনেছি এবং ওটিকে সত্য বলে জেনেছি। ঐ সময় আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলেন ঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও। তখন জান্নাত থেকে সুগন্ধী বাতাস তার কাবরে আসতে থাকে। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তার কাবরটি প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

অতঃপর তার কাছে একজন আলোকজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুন্দর লোক আগমন করে এবং তাকে বলে ঃ তুমি খুশী হয়ে যাও। এই দিনেরই ওয়াদা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কে? তোমার চেহারাতো শুধু ভালই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উত্তরে বলে ঃ আমি তোমার সৎ আমল। ঐ সময় ঐ মুসলিম ব্যক্তি বলে ঃ হে আমার রাব্ব! সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত করে দিন, সত্বরই কিয়ামাত সংঘটিত করে দিন যাতে আমি আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি।

পক্ষান্তরে কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ সময় ও আখিরাতের প্রথম সময়ে অবস্থান করে তখন তার কাছে কালো ও কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট আসমানী মালাইকা/ফিরেশতাগণ আগমন করেন এবং তাদের সাথে থাকে জাহান্নামী চট। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তত দূরে তারা তার থেকে বসে পড়েন। তারপর মালাকুল মাউত এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন ঃ হে কলুষিত রূহ! আল্লাহর গযব ও ক্রোধের দিকে চল। তার রূহ দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যাকে অতি কষ্টে বের করে আনা হয়, যেমন করে ভিজা কম্বল থেকে কাঁটাযুক্ত কোন কিছু ছাড়িয়ে নেয়া হয়। তৎক্ষণাৎ চোখের পলকে মালাইকা ঐ রূহকে তার হাত হতে নিয়ে যান এবং জাহান্নামী চটে জড়িয়ে নেন। তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হয় যে, ভূ-পৃষ্ঠে ওর চেয়ে বেশী দুর্গন্ধময় জিনিস কখনও পাওয়া যায়না। তারা ওটা নিয়ে আকাশে উঠে যান। মালাইকা/ফিরেশতাগণের যে দলের পাশ দিয়ে তারা গমন করেন তারা জিজ্ঞেস করেন ঃ এই কলুষিত রূহ কোন ব্যক্তির? দুনিয়ায় তার যে খারাপ নামটি ছিল তারা তার সেই নাম বলে দেন। তার পিতার নামও বলেন। দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে তারা দরজা খুলে দিতে বলেন। কিন্তু দরজা খোলা হয়না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ

তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবেনা, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৪০)

আল্লাহ তা‘আলা তখন বলেন ঃ ‘তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে নাও, যা যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে।’ তার খারাপ রূহকে তখন আকাশ হতে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ

আর যে আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩১)

অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তার কাছে দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার রাব্ব কে? সে উত্তরে বলে ঃ হায় হায় আমিতো জানিনা! আবার তারা জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার দীন কি? এবারও সে জবাব দেয় ঃ হায় হায় আমিতো এটাও অবগত নই। পুনরায় তারা প্রশ্ন করেন ঃ তোমাদের কাছে যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে? সে জবাবে বলে ঃ হায় হায় এ খবরও আমার জানা নেই। ঐ সময় আকাশ থেকে ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যায় ঃ আমার বান্দা মিথ্যাবাদী। তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দিকের দরজা খুলে দাও। সেখানে তার কাছে জাহান্নামের বাতাস ও বাষ্প আসতে থাকে। তার কাবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার দেহের এক পাজর অপর পাজরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন খুবই জঘন্য ও ভয়ানক আকৃতির এবং ময়লাযুক্ত খারাপ পোশাক পরিধানকারী অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট একটি লোক তার কাছে আসে এবং বলে ঃ এখন তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে যাও। এই দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি কে? তোমার চেহারায় শুধু মন্দই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উত্তর দেয় ঃ আমি তোমার খারাপ আমল। সে তখন প্রার্থনা করে ঃ হে আমার রাব্ব! দয়া করে কিয়ামাত সংঘটিত করবেননা। (আহমাদ ৪/২৮৭, আবূ দাউদ ৩/৫৪৬, নাসাঈ ৪/৭৮, ইব্ন মাজাহও ১/৪৯৪)

আব্দ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দাকে যখন তার কাবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা তাকে সমাধিস্থ করে চলে যায়, আর তাদের চলে যাবার সময় তাদের জুতার শব্দ তার কানে আসতে থাকে এমতাবস্থায়ই দু'জন মালাক/ফিরেশতা তার কাছে পৌঁছে যান এবং তাকে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই লোকটি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? সে মু'মিন হলে বলে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হয় ঃ দেখ, জাহান্নামে

এটা তোমার বাসস্থান ছিল। কিন্তু আল্লাহ এটাকে পরিবর্তন করে জান্নাতের এই বাসস্থানটি তোমাকে দান করেছেন। সে তখন দু'টি জায়গাই দেখতে পায়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আমাদেরকে আরও বলা হয়েছে যে, তার কাবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা সবুজ-শ্যামলে ভরপুর থাকে। (আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ ১১৭৮, মুসলিম ২৮৭০, নাসাঈ ৪/৯৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে যখন কাবরে রাখা হয় তখন তার কাছে কালো ও নীল রং বিশিষ্ট দু'জন মালাক/ফিরেশতা আগমন করেন। একজনের নাম মুনকির এবং অপরজনের নাম নাকীর। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এই লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? জবাবে সে বলবে যা সে আগেও বলত ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। এ জবাব শুনে তারা বলেন ঃ তুমি যে এটাই বলবে তা আমরা জানতাম। অতঃপর তার কাবর সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকজ্জ্বল হয়ে যায়। আর তাকে বলা হয় ঃ তুমি ঘুমিয়ে যাও। সে তখন বলে ঃ আমি আমার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এ খবর দিতে চাই। তারা বলেন ঃ তুমি সেই নব-বধুর ন্যায় ঘুমিয়ে থাক যাকে তার পরিবারের সেই জায়গায় রাখা হয় যে জায়গা তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। এভাবেই সে ঘুমিয়ে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ কিয়ামাত দিবসে তাকে ঐ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। আর মুনাফিক ব্যক্তি মালাইকা/ফিরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে বলে ঃ আমি কিছুই জানিনা, মানুষেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। মালাইকা তখন বলবেন ঃ তুমি যে এই উত্তর দিবে তা আমরা জানতাম। যমীনকে হুকুম দেয়া হয় ঃ সংকীর্ণ হয়ে যাও। তখন যমীন এমনভাবে সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার এক পাঁজর অপর পাঁজরের সাথে মিশে যায়। অতঃপর তার উপর শাস্তি হতে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত সংঘটিত করেন এবং তাকে তার কাবর থেকে উত্থিত করেন। (তিরমিযী ১০৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাবরে মু'মিনকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তোমার রাব্ব কে? তোমার দীন কি? তোমার নাবী কে? সে তখন উত্তরে বলে ঃ আমার রাব্ব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা থেকে দলীল

প্রমাণ নিয়ে এসেছেন। আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তার সত্যতা স্বীকার করেছি। তাকে তখন বলা হয় ঃ তুমি সত্য বলেছ। তুমি এরই উপর জীবিত থেকেছ। এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছ এবং এরই উপর তোমাকে উঠানো হবে। (তাবারী ১৬/৫৯৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যখন তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফিরে আসো তখন সে তোমাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। যদি সে মু'মিন হয়ে মারা যায় তাহলে সালাত তার শিয়রে থাকে, যাকাত থাকে ডান পাশে, সিয়াম থাকে বাম পাশে, আর অন্যান্য সাওয়াবের কাজ যেমন দান খাইরাত, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্তকরণ, লোকদের সাথে সদাচরণ ইত্যাদি থাকে তার পায়ের দিকে। যখন তার মাথার দিক থেকে কেহ আসে তখন সালাত বলে ঃ এখান দিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই। ডান দিক থেকে বাধা দেয় যাকাত, বাম দিক থেকে বাধা দেয় সিয়াম এবং পায়ের দিক থেকে বাধা দেয় অন্যান্য সাওয়াবের কাজ। অতঃপর তাকে বলা হয় ঃ বসে যাও। সে তখন বসে পড়ে এবং তার মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। মালাইকা/ ফিরেশতাগণ বলেন ঃ আমরা তোমাকে যে সব প্রশ্ন করব তোমাকে তার উত্তর দিতে হবে। সে বলে ঃ থাম, আমি আগে সালাত আদায় করে নিই। তারা বলেন ঃ সালাততো আদায় করবেই, তবে আগে আমাদের প্রশ্নগুলির জবাব দাও। সে তখন বলে ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা যে প্রশ্ন করতে চাও সেই প্রশ্ন কর।

তারা প্রশ্ন করে ঃ এই ব্যক্তি যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলছ এবং কি সাক্ষ্য দিচ্ছ? সে জিজ্ঞেস করে ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলছ কি? তারা উত্তরে বলেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর সম্পর্কেই বটে। সে তখন বলে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল; তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে দলীল নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন তাকে বলা হয় ঃ তুমি এর উপরই জীবিত থেকেছ এবং এর উপরই মৃত্যু বরণ করেছ। আর এর উপরই ইনশাআল্লাহ পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তার কাবরটি সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং তা আলোকজ্জ্বল হয়ে যায়। আর জান্নাতের দিকের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং বলা হয় ঃ দেখ, এটাই তোমার প্রকৃত বাসস্থান। সেখানে শুধু সুখ আর সুখ। অতঃপর তার রূহ অন্যান্য পবিত্র রূহগুলির সাথে সবুজ রংয়ের পাখীর দেহে রেখে দেয়া হয় যা জান্নাতের গাছ থেকে আহার করতে

রয়েছে। আর তার দেহ সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হয় যেখান থেকে তার সূচনা হয়েছে অর্থাৎ মাটিতে।

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই। (তাবারী ১৬/৫৯৬) ইব্ন হিব্বানও (রহঃ) এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। তাতে তিনি কাফিরদের সাথে মালাইকার কথোপকথন এবং জাহান্নামের আযাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। (ইব্ন হিব্বান ৫/৪৫)

তাউস (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকা দ্বারা কালেমা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বুঝানো হয়েছে। আর আখিরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে কাবরে মুনকির ও নাকীরের প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। (আবদুর রায্যাক ২/৩৪২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ও উত্তম কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা; আর পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হচ্ছে কাবরে প্রতিষ্ঠিত রাখা। (তাবারী ১৬/৬০২)

২৮। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনা যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে -	٢٨. أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ
২৯। জাহান্নাম, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল!	٢٩. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ
৩০। আর তারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য; তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।	٣٠. وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا۟ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

মুসলিম থেকে যারা মুরতাদ হয়েছে (ধর্ম ত্যাগ করেছে) তাদের পরিণতি

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, اَلَمْ تَرَ ব্যবহৃত হয়েছে اَلَمْ تَعْلَمْ এর অর্থে। অর্থাৎ তুমি কি জাননা? بَوَار শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। بَارَ يَبُوْرُ بَوْرًا হতেই قَوْمًا بُوْرًا এর অর্থ হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, আমর (রহঃ) বলেন, 'আতা (রহঃ) বলেছেন যে, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا 'যারা অনুগ্রহের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' এর দ্বারা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, মাক্কাবাসী কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২২৯)

আলী (রাঃ) হতেও ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) প্রথম উক্তির সাথে সাদৃশ্য একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন কাওয়া (রাঃ) বলেন যে, الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ এর ব্যাপারে আলী (রাঃ) এ কথাই বলেছিলেন যে, এর দ্বারা বদরের দিনের কুরাইশ কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৬)

আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার ঈমানরূপ নি'আমাত পৌঁছেছিল, কিন্তু তারা ঐ নি'আমাতকে কুফরী দ্বারা বদলে দিয়েছিল এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেছে।' (ইব্ন আবী হাতিম ১২২৭৩) এতে সব কাফির সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেন তাঁর দয়া ও রাহমাত হিসাবে। যারা তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করে সৌভাগ্যশালী ও প্রশংসার পাত্র হয়েছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যারা তাঁকে অস্বীকার করে কুফরীর মধ্যেই নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছে তারা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ তারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়েছে এবং মিথ্যা মা'বূদদের ইবাদাত করছে এবং অন্যদেরকেও ঐ ভ্রান্ত পথে আহ্বান করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ঐ ঘৃণ্য কাজসমূহ

সম্পর্কে সাবধান করার জন্য তাঁর নাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ *তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।* মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ হে নাবী! তুমি এদেরকে বলে দাও ঃ দুনিয়ায় কিছু দিন ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে নাও, তোমাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) তিনি আরও বলেন ঃ

مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ

এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭০)

৩১। আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বল সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবেনা।	٣١. قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَـٰلٌ

সালাত আদায় ও যাকাত প্রদানের আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা, তাঁর হক মেনে নেয়া এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি ইহসান ও সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি হুকুম করছেন যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে, যা হচ্ছে এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত এবং তারা যেন অবশ্যই আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলকেই যাকাত (এর মাল) দিতে থাকে। সালাত কায়েম করা দ্বারা ওর সঠিক সময়, বিনয় এবং রুকূ ও সাজদাহর হিফাযাত করা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে তাঁর পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে, যাতে এমন এক দিন মুক্তি লাভ করা যায় যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব-ভালবাসা কিছুই থাকবেনা। সেদিন কেহ মুক্তিপণ দিয়ে অথবা দেন-দরবার করে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে চাইলে তা মোটেই সম্ভব হবেনা। ওটা হচ্ছে কিয়ামাতের দিন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৫) 'সেই দিন থাকবেনা বন্ধুত্ব' এই উক্তি সম্পর্কে ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, সেখানে কোন বন্ধুর বন্ধুত্বের কারণে কেহ মুক্তি পাবেনা, বরং সেদিন ন্যায় বিচারই করা হবে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, দুনিয়ায় ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব-ভালবাসা চলে। সুতরাং মানুষের দেখা উচিত যে, সে কোন্ লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে করছে। যদি এটা আল্লাহর জন্য হয় তাহলে যেন এটা স্থায়ী রাখে। আর যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয় তাহলে যেন তা ছিন্ন করে। আমি বলি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তিপণ কারও কোন উপকারে আসবেনা। সেদিন যদি কেহ পৃথিবীপূর্ণ সোনাও মুক্তিপণ হিসাবে দিতে চায় তবুও তা গৃহীত হবেনা। সেদিন কারও বন্ধুত্ব কোন উপকারে আসবেনা এবং কারও সুপারিশও কোন কাজে লাগবেনা যদি কাফির অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর তোমরা ঐ দিনের ভয় কর যেদিন একজন অন্যজন হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবেনা এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৩) আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৪)

৩২। তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে ওটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।	٣٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَـٰرَ
৩৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিনকে,	٣٣. وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ

٣٤. وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ	**৩৪। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তা হতে; তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।**

আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাতের কয়েকটির বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা তার অসংখ্য নি'আমাতের কথা বলছেন যা তার মাখলুকাতকে প্রদান করেছেন। আকাশকে তিনি একটি সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে রেখেছেন। যমীনকে উত্তম বিছানারূপে বিছিয়ে রেখেছেন। আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীন থেকে বিভিন্ন সুস্বাদু ফল-মূল, ফসলের ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচায় বিভিন্ন আকৃতির গাছপালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে নৌযানসমূহ পানির উপর ভাসমান অবস্থায় চলাফিরা করছে এবং মানুষকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে মানুষ এক দেশ হতে অন্য দেশে ভ্রমণ করছে। তারা এক জায়গার মালামাল অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে লাভবান হচ্ছে। আর এভাবে তাদের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। নদীগুলিকেও তিনি তাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। তারা এর পানি নিজেরা পান করছে, অপরকে পান করাচ্ছে, জমিতে সেচকাজ করছে, গোসল করছে, পোশাক-পরিচ্ছদ ধৌত করছে এবং এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভ করছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَى وَالْقَمَرَ دَاۤئِبَيْنِ তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম গতিতে চলতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪),

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ

তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৩),

وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ

সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা হতে। অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে যে সব জিনিসের মুখাপেক্ষী ছিলে তিনি তোমাদেরকে তা সব কিছুই দিয়েছেন। তিনি চাইলেও দেন, না চাইলেও দেন। তাঁর দানের হাত কখনও বন্ধ থাকেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا *(তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা)* সুতরাং তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারবে কি? তোমরা যদি তাঁর নি'আমাতগুলি এক এক করে গণনা করতে শুরু কর তাহলে গুণে শেষ করতে পারবেনা।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান আপনারই জন্য। আমাদের প্রশংসা মোটেই

যথেষ্ট নয় এবং তা পূর্ণ ও বেপরোয়াকারীও নয়। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! আমাদের অপারগতার জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করুন।' (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৩)

বর্ণিত আছে যে, দাঊদ (আঃ) তাঁর দু'আয় বলতেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমি কি করে আপনার নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করব? শোক্র করাওতো আপনার একটা নি'আমাত!' উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে দাঊদ! এখনতো তুমি আমার শুকরিয়া করেই ফেললে। কেননা তুমি জানতে পারলে এবং স্বীকার করলে যে, তুমি আমার নি'আমাতসমূহের শুকরিয়া আদায় করতে অপারগ।'

৩৫। স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।	٣٥. وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ
৩৬। হে আমার রাব্ব! এই সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে'ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হলে আপনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٣٦. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ইসমাঈলকে (আঃ) মাক্কায় রেখে যাওয়ার সময় ইবরাহীম (আঃ) যে দু'আ করেছিলেন

এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা আরাবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে বর্ণনা করছেন যে, পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন ঘর প্রথম সূচনায়ই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একাত্মবাদের উপরেই নির্মাণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইহা নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখানে শুধুমাত্র একক ও শরীকহীন আল্লাহরই ইবাদাত করা হবে। এর প্রথম নির্মাতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনাকারীদের থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পৃথক। ইহা যেন নিরাপদ শহর হয় এজন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি

(আল্লাহ) তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। رَبِّ اجْعَلْ هَـــذَا الْبَلَدَ آمِنًا হে *আমার রাব্ব! এই শহরকে নিরাপদ করুন।* আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا

তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি? (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৭)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ. فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায় (মাক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। ওর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকামে ইবরাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৬-৯৭) অতঃপর ইবরাহীম খলীল (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ! এই শহরকে আপনি নিরাপত্তাপূর্ণ শহর বানিয়ে দিন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন।' (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৯) ইসমাঈল (আঃ) বয়সে ইসহাক (আঃ) অপেক্ষা তের বছরের বড় ছিলেন। ইবরাহীম (আঃ) যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু অবস্থায় ইসমাঈলকে (আঃ) তার মাতাসহ এখানে এনেছিলেন তখন তিনি এটা নিরাপত্তাপূর্ণ শহর হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا

হে আল্লাহ! আপনি একে নিরাপদ শহর করে দিন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৬) সূরা বাকারায় আমরা এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় দু'আয় তিনি তাঁর সন্তানদেরকেও যোগ করে নেন। দু'আ করার সময় আল্লাহর কাছে নিজের ব্যাপারে, মাতা-পিতা এবং সন্তানদের ব্যাপারে ঐ দু'আয় অংশ করে নেয়া এটি একটি শিক্ষা।

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ *এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।* অতঃপর তিনি মূর্তি/প্রতিমাগুলির পথভ্রষ্টতা ও ওগুলির ফিতনা এবং অধিকাংশ লোককে বিভ্রান্ত করার কথা বর্ণনা করে তাদের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা/মূর্তিপূজকদের প্রতি) নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন। ঈসাও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১৮) এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করা মাত্র। এটা নয় যে, ওটা সংঘটিত হওয়াকে বৈধ মনে করা। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ ... الخ এই উক্তিটি এবং ঈসার (আঃ) اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ... الخ এই উক্তিটি (৫ ঃ ১১৮) পাঠ করেন। অতঃপর হাত উঠিয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে রক্ষা করুন!' এটা তিনি তিনবার বললেন এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) বলেন ঃ হে জিবরাঈল! মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যদিও তিনি সবকিছুই জানেন, সে কোন কারণে কাঁদছে। তিনি তখন জিবরাঈলকে (আঃ) তাঁর কান্নার কারণ বললেন। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) হুকুম করলেন ঃ 'তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বল ঃ আমি (আল্লাহ) তাকে তার উম্মাতের ব্যাপারে খুশী করব, অসন্তুষ্ট করবনা। (মুসলিম ১/১৯১)

৩৭। হে আমাদের রাব্ব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে	٣٧. رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ

بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ	আমাদের রাব্ব! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দু'আ। তাঁর প্রথম দু'আ হচ্ছে তখনকার দু'আটি যখন তিনি এই মাসজিদটি তৈরী হওয়ার পূর্বে ইসমাঈলকে (আঃ) তার মা হাযারসহ মাক্কা শহরে রেখে গিয়েছিলেন। (বুখারী ৩৩৬৪) আর এটা হচ্ছে কা'বা ঘর তৈরী হওয়ার পরের দু'আ। এ জন্যই তিনি عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (আপনার পবিত্র গৃহের নিকট) বলেছেন। আর তিনি সালাত কায়েম করার কথাও উল্লেখ করেছেন। رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ *তারা যেন সালাত কায়েম করে।*

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এটা اَلْمُحَرَّمْ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এটাকে মর্যাদা সম্পন্ন রূপে এ জন্যই বানানো হয়েছে, যেন এখানকার লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সালাত আদায় করতে পারে। এখানে এ কথাটিও স্মরণযোগ্য যে, ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ 'কিছু লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দিন।' ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) প্রমুখ বলেন, ইবরাহীম (আঃ) যদি সমস্ত লোকের অন্তর এর প্রতি অনুরাগী করে দেয়ার প্রার্থনা করতেন তাহলে পারসিক, রোমক, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মোট কথা দুনিয়ার সমস্ত লোক এখানে এসে ভীড় জমাতো। (তাবারী ১৭/২৫-২৬) তিনি শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য এই প্রার্থনা করেছিলেন। আর প্রার্থনায় তিনি বললেন ঃ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করুন। অথচ এই যমীন ফল

উৎপাদনের যোগ্যই নয়। এটাতো অনুর্বর ভূমি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার এই দু'আও কবূল করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا

আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ "হারাম" প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক স্বরূপ? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৭) সুতরাং এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বিশেষ দান ও রাহমাত যে, এই শহরে কোন কিছুই জন্মেনা, অথচ চতুর্দিক থেকে নানা প্রকার ফল এখানে পূর্ণ মাত্রায় আমদানী হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইবরাহীম খালীলুল্লাহরই (আঃ) দু'আর বারাকাত।

৩৮। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকেনা।	٣٨. رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ
৩৯। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন; আমার রাব্ব অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।	٣٩. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ
৪০। হে আমার রাব্ব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের রাব্ব! আমার প্রার্থনা কবূল করুন।	٤٠. رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

৪১। হে আমার রাব্ব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন।	٤١. رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ

আল্লাহর কাছে ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম খালীল (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বললেন ঃ হে আমার রাব্ব। আমার ইচ্ছা ও মনের বাসনা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। আমি চাই যে, এখানকার অধিবাসীরা যেন আপনার সন্তুষ্টি কামনাকারী হয় এবং শুধুমাত্র আপনারই প্রতি অনুরাগী হয়। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই আপনার কাছে পূর্ণরূপে জাজ্জ্বল্যমান। যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের অবস্থা সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল।

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء এটা আমার প্রতি আপনার বড়ই অনুগ্রহ যে, এই বৃদ্ধ বয়সেও আপনি আমাকে ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাকের (আঃ) ন্যায় দু'টি সুসন্তান দান করেছেন। আপনি প্রার্থনা কবূলকারী বটে। আমি চেয়েছি আর আপনি দিয়েছেন। সুতরাং হে আমার রাব্ব! এ জন্য আমি আপনার নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও এই ক্রমধারা কায়েম রাখুন। আমার সমস্ত প্রার্থনা কবূল করুন। এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, তার পিতা যে আল্লাহর শত্রুতার উপর মারা গিয়েছিল এটা জানার পূর্বে তিনি رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ *(আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা করুন)* এই দু'আ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এটা জানতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত থাকেন। وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ এখানে তিনি সমস্ত মু'মিনের পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, আমলের হিসাব গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানের দিন যেন তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৪২। তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।	٤٢. وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ
৪৩। ভীতি বিহ্বল চিত্তে (আকাশের দিকে চেয়ে) ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য।	٤٣. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ

অবিশ্বাসীদের প্রতি কিছু দিনের জন্য আল্লাহর অবকাশ দেয়া এই নয় যে, তিনি তাদের ব্যাপারে অনবহিত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কেহ যেন এটা মনে না করে যে, যারা অসৎ কাজ করে তাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উদাসীন, তিনি কোন খবর রাখেননা বলেই তারা দুনিয়ায় সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি মুহুর্তের ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ইচ্ছা করেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, হয় তারা দুষ্কর্ম হতে বিরত থাকবে, না হয় তাদের পাপের বোঝা আরও ভারী হবে।

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ শেষ পর্যন্ত কিয়ামাতের দিন এসে যাবে, সেই দিনের ভয়াবহতায় তাদের চক্ষুগুলি হয়ে যাবে স্থির ও বিস্ফোরিত। ভীত বিহ্বল চিত্তে দৃষ্টি উপরের দিকে উঠিয়ে তারা আহ্বানকারীর শব্দের দিকে ছুটাছুটি করবে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাবর হতে পুনরুত্থিত হওয়া ও হাশরের মাঠে দাঁড়ানোর জন্য তাড়াহুড়া করার অবস্থা বর্ণনা

করছেন। ঐ দিন তারা সরাসরি ঐ দিকেই দৌড় দিবে এবং সবাই সেদিন সম্পূর্ণরূপে অনুগত হয়ে যাবে।

مُّهۡطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِۖ يَقُولُ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٞ

তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৮)

يَوۡمَئِذٖ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۥ

সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৮)

وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَيِّ ٱلۡقَيُّومِ

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ-পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১১)

يَوۡمَ يَخۡرُجُونَ مِنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ سِرَاعٗا

সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৪৩) সেখানে হাযির হওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে ফিরবে। চক্ষু তাদের নীচের দিকে ঝুকবেনা। ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের চোখে পলক পড়বেনা। অন্তরের অবস্থা এমন হবে, যেন তা উড়ে যাচ্ছে এবং শূন্যে পড়ে আছে। ভয় ও আতংক ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা। প্রাণ হয়ে পড়বে কন্ঠাগত। ভীষণ ভয়ের কারণে তা নিজ স্থান থেকে সরে পড়বে এবং অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে।

৪৪। যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে,	٤٤. وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوۡمَ يَأۡتِيهِمُ ٱلۡعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرۡنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ نُّجِبۡ دَعۡوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَۗ أَوَلَمۡ تَكُونُوٓاْ أَقۡسَمۡتُم مِّن

قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ	তোমাদের পতন নেই?
٤٥. وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ	৪৫। অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম।
٤٦. وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ	৪৬। তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত রয়েছে। তাদের চক্রান্ত এমন ছিলনা যাতে পর্বত টলে যেত।

কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পর কেহকেই আর অবকাশ দেয়া হবেনা

যারা নিজেদের নাফসের উপর যুল্ম করেছে তারা শাস্তি অবলোকন করার পর যা বলবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন। তারা ঐ সময় বলবে ঃ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, এবার আমরা আপনার ডাকে সাড়া দিব এবং রাসূলদেরও অনুগত থাকব। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ...

শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কারও মৃত্যু এসে পড়ে তখন বলে ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আবার ফিরিয়ে দিন...। (সূরা মু'মিনূন. ২৩ ঃ ৯৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) তাদের হাশরের মাইদানের অবস্থার খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا

হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে ঃ 'হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতামনা। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا

সেখানে তারা আর্তনাদ করবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭)

এই আয়াতেও এ ধরনেরই কথা রয়েছে। এখানে তাদের এই কথার জবাবে বলা হয়েছে ঃ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতেনা যে, তোমাদের পতন নেই, কিয়ামাত বলতে কিছুই নেই, মৃত্যুর পরে আর পুনরুত্থান হবেনা? এখন ওর স্বাদ গ্রহণ কর। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَـٰنِهِمۡ ۙ لَا يَبۡعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে ঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৮) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـــاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ তোমরা বসবাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট অজানা ছিলনা, আর তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম। তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তি অবলোকন করেও তোমরা তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা এবং সতর্ক হচ্ছনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حِكۡمَةُۢ بَـٰلِغَةٌ ۖ فَمَا تُغۡنِ ٱلنُّذُرُ

এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্ক বাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫)

وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ এ আয়াত সম্পর্কে শুবাহ (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন দাবিল (রহঃ) বলেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি ইবরাহীমের (আঃ) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে ঈগলের দু'টি বাচ্চা নিয়ে পুষতে থাকে। যখন ও দু'টি বড় হয়ে শক্তিশালী হয় তখন ঐ ব্যক্তি ওদের একটিকে একটি ছোট বাক্সের একটি পায়ার সাথে বেঁধে দেয় এবং অপরটিকে বাধে বাক্সের আর একটি পায়ার সাথে। ওদেরকে কিছুই খেতে দেয়া হয়নি। অতঃপর সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে ঐ কাঠের বাক্সের ভিতর বসে যায় এবং একটি লাঠির মাথায় এক খন্ড গোশত বেধে দিয়ে উপরের দিকে উঠিয়ে রাখে। ক্ষুধার্ত ঈগল দু'টি ঐ গোশত খন্ড খাওয়ার লোভে উপরের দিকে উড়তে শুরু করে এবং এর ফলে কাঠের বাক্সটিও ওদের সাথে সাথে উপরে উঠে যায়। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কি দেখতে পাচ্ছিল। তারাও তা বর্ণনা করছিল। যখন তারা এত উপরে উঠে যে, সেখান থেকে ঐ লোক দুটি নীচের পাহাড়গুলিকে মাছির মত দেখে তখন তারা ঐ লাঠি নীচের দিকে ঝুকিয়ে দেয়। ফলে ঈগলদ্বয় গোশত খন্ড নীচের দিকে দেখতে পায়। সুতরাং তারা গোশত খন্ড ধরার লোভে নীচের দিকে নামতে থাকে। কাজেই বাক্সও নামতে থাকে এবং শেষ

পর্যন্ত যমীনে নেমে পড়ে। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই চক্রান্ত যার ফলে পাহাড়ও টলে যাওয়া সম্ভব। (তাবারী ১৭/৩৯)

মুজাহিদও (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনাটি বাদশাহ বাখতে নাসরের ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে। বাদশাহ যখন পৃথিবী এবং ওর জনগণ হতে বহু দূরে পৌঁছে যায় তখন তার প্রতি আওয়াজ হল ঃ ওহে যালিম শাসক! তুমি কোথায় চলছ? এ আওয়াজ পেয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং ঈগলের কাছাকাছি মাংস খন্ডকে নিয়ে এলো। ঐ খাদ্য পাবার জন্য ঈগল পাখি এত দ্রুত ধাবিত হল যে, বাতাসের গতির প্রচন্ডতার কারণে মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়সমূহ নড়ে উঠছে, পাহাড়গুলি যেন তাদের অবস্থান স্থল থেকে সরে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ *(তাদের চক্রান্ত এমন ছিলনা যাতে পর্বত টলে যেত)*

ইবন যুরাইজ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের (রহঃ) কিরাআতে لِتَزُوْلَ এর স্থলে لَتَزُوْلُ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) اِن কে نَافِيَةٌ নেতিবাচক ধরতেন। অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত পর্বতসমূহকে টলাতে পারেনা। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ এ আয়াতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যে, এর ফলে পাহাড়সমূহ যেন তাদের স্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হাসান বাসরীও (রহঃ) এটাই বলেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) এর ব্যাখ্যা এই দিয়েছেন যে, তাদের শির্ক ও কুফরী পর্বতরাজি ইত্যাদি সরাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতি করতে পারেনা। এই অপকর্মের বোঝা তাদের নিজেদেরকে বহন করতে হবে। আমি (ইব্ন কাসীর (রহঃ)) বলি যে, এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি ঃ

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا

ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩৭) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের শির্ক্ পর্বতসমূহকে টলিয়ে দেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

তাতে আকাশসমূহে বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯০) যাহ্হাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তিও এটাই। (তাবারী ১৭/৪১)

৪৭। তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক।	٤٧. فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ
৪৮। যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।	٤٨. يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

আল্লাহ তা'আলা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা

فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلَهُ আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় করছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় রাসূলদেরকে সাহায্য করার তিনি যে ওয়াদা করেছেন তার তিনি কখনও ব্যতিক্রম করবেননা। তাঁর উপর কেহ জয়যুক্ত নয়, তিনি সবারই উপর জয়যুক্ত। তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়, তিনি কাফিরদের উপর তাদের কুফরীর প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৫) কিয়ামাতের দিন তাদেরকে দুঃখ ও আফসোস করতে হবে। يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ

غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ সেই দিন যমীন হবে বটে, কিন্তু এটা নয়, বরং অন্যটা। অনুরূপভাবে আসমানও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন সাদা পরিষ্কার যমীনের উপর হাশর করা হবে যেমন ময়দার সাদা রুটী, যার উপর কোন দাগ বা চিহ্ন থাকবেনা। (ফাতহুল বারী ১১/৩৭৯, মুসলিম ৪/২১৫০)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ (তারা সেদিন) পুলসিরাতের উপর থাকবে। (আহমাদ ৬/৩৫, মুসলিম ৪/২১৫০, তিরমিযী ৮/৫৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৩০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত ক্রীতদাস সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় একজন ইয়াহুদী আলেম আগমন করে এবং বলে ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আসসালামু আলাইকা (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।' আমি তখন তাকে এত জোরে ধাক্কা মারি যে, সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তখন সে আমাকে বলল ঃ 'আমাকে ধাক্কা মারলে কেন?' আমি উত্তরে বললাম ঃ বে- আদব! 'হে আল্লাহর রাসূল' না বলে তাঁর নাম নিলে কেন? সে বলল ঃ 'তাঁর পরিবারের লোক তাঁর যে নাম রেখেছে আমরাতো তাঁকে সেই নামেই ডাকব।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমার পরিবারের লোক আমার নাম মুহাম্মাদ রেখেছে বটে।' ইয়াহুদী বলল ঃ 'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'আমার জবাবে তোমার কোন উপকার হবে কি?' সে উত্তরে বলল ঃ 'শুনেতো নিই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে যে একটি কুটা (খড়কুটা) ছিল তা মাটিতে ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন ঃ 'আচ্ছা, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস কর।' সে জিজ্ঞেস করল ঃ যখন আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন লোকেরা কোথায় থাকবে?' তিনি জবাবে বললেন ঃ 'পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে।' সে আবার জিজ্ঞেস করল ঃ 'সর্বপ্রথম পুলসিরাত কে পার হবে?' তিনি উত্তর দেন ঃ 'দরিদ্র

মুহাজিরগণ।' সে পুনরায় প্রশ্ন করে ঃ 'তাদেরকে সর্বপ্রথম কি উপঢৌকন দেয়া হবে?' তিনি জবাবে বলেন ঃ 'অধিক পরিমাণে মাছের কলিজা।' সে আবার জিজ্ঞেস করে ঃ 'এরপর তারা কি খাদ্য পাবে?' তিনি উত্তর দেন ঃ 'জান্নাতী বলদ যবাহ করা হবে, যেগুলি জান্নাতের আশে পাশে চরে বেড়াত।' সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে ঃ 'তারা পান করার জন্য কি পাবে?' জবাবে তিনি বলেন ঃ 'সালসাবীল নামক জান্নাতী ঝর্ণার পানি।' ইয়াহুদী তখন বলল ঃ 'আপনার সমস্ত জবাবই সঠিক। আচ্ছা, আপনাকে আমি আর একটি কথা জিজ্ঞেস করব যা শুধুমাত্র নাবী জানেন এবং দুনিয়ার আর দু'একজন লোকে জানে।' তিনি বললেন ঃ 'আমার জবাব তোমার কোন উপকারে আসবে কি?' সে জবাবে বলল ঃ 'কানে শুনেতো নিব।' অতঃপর সে বলল ঃ 'সন্তান সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'পুরুষের বিশেষ পানি (বীর্য) সাদা বর্ণের হয় এবং নারীর বিশেষ পানি (বীর্য) হলদে রংয়ের হয়। যখন এই দুই পানি একত্রিত হয় তখন যদি পুরুষের পানির (বীর্য) আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহর হুকুমে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আর যদি নারীর পানির আধিক্য হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কন্যা সন্তান জন্মে।' এই উত্তর শুনে ইয়াহুদী বলে উঠল ঃ 'নিশ্চয়ই আপনি সত্য কথা বলেছেন এবং অবশ্যই আপনি নাবী।' অতঃপর ইয়াহুদী চলে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'যখন এই ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করে তখন আমার উত্তর জানা ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে আমাকে উত্তর জানিয়ে দিয়েছেন।' (মুসলিম ৩১৫)

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ সমস্ত মাখলূক (কাবর থেকে বেরিয়ে) আল্লাহর সামনে হাযির হবে, যিনি এক ও পরাক্রমশালী। সবারই কাধ তাঁর সামনে অবনত থাকবে এবং সবাই হয়ে যাবে তাঁর অনুগত ও বাধ্য।

৪৯। সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়।	٤٩. وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ
৫০। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল।	٥٠. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ

৫১। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।	٥١. لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

কিয়ামাত দিবসে দুস্কৃতকারীদের অবস্থা!

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ কিয়ামাতের দিন যমীন ও আসমান পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। হে নাবী! ঐ দিন তুমি কাফির ও অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে। সর্বপ্রকারের পাপী পরস্পরের সাথে মিলিতভাবে থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ

একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ

দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে। (সূরা তাক্ভীর, ৮১ ঃ ৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا

আর যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ۝ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ

এবং শাইতানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। আর শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৩৭-৩৮)

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ *(তাদের পোশাক হবে আলকাতরার)* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, *'কাতিরান'* শব্দের অর্থ হল আলকাতরা যা খুব দ্রুত আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ এ আয়াতে *'কাতিরান'* (قَطِرَانٍ) শব্দের অর্থ হচ্ছে গলিত তামা। (তাবারী ১৭/৫৬) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ হতে পারে যে, এ আয়াতটি পাঠ করতে হবে سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرآنٍ এভাবে, যার অর্থ হচ্ছে ঐ তামা যা উত্তপ্ত করার কারণে প্রচন্ড তাপসমৃদ্ধ হয়। (তাবারী ১৭/৫৫-৫৬)

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ

আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। (সূরা মু'মিনূন, ২৩, ১০৪)

ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী ইসহাক (রহঃ) বলেন, আবান ইব্‌ন ইয়াযীদ (রহঃ) যে, ইয়াহইয়া ইবন্ আবী কাসীর (রহঃ) বলেছেন, যায়িদ ইব্‌ন আবী সালাম (রহঃ) আবূ মালিক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাতের মধ্যে এমন চারটি কাজ রয়েছে যা তারা পরিত্যাগ করবেনা (১) আভিজাত্যের গৌরব করা, (২) অন্যের বংশকে বিদ্রুপ করা, (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে পানি চাওয়া, (৪) মৃতের জন্য বিলাপ করা। জেনে রেখ যে, মৃতের জন্য বিলাপকারিনী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না করে তাহলে কিয়ামাতের দিন তাকে আলকাতরার জামা ও খোস পাঁচড়ার দোপাট্টা (উত্তরীয়) পরানো হবে।' (আহমাদ ৫/৩৪২, মুসলিম ২/৬৪৪) মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ (কিয়ামাতের দিন) প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। মন্দ লোকদের মন্দ কর্ম তাদের সামনে এসে যাবে। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১) এরপর তিনি বলেন, **إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ** আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের হিসাব গ্রহণে খুবই তৎপর, সত্বরই তিনি তাদের হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ করবেন। খুবই তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণ পর্ব শেষ হয়ে যাবে। কেননা তিনি সব কিছুই জানেন এবং তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। সমস্ত মাখলূখ সৃষ্টি করা ও তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে পুনরুত্থান করা তাঁর কাছে একজনের মতই। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَّا خَلۡقُكُمۡ وَلَا بَعۡثُكُمۡ إِلَّا كَنَفۡسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) মুজাহিদের (রহঃ) উক্তির অর্থ এটাই যে, হিসাব গ্রহণে আল্লাহ তা‘আলা খুবই তৎপর।

৫২। এটা মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।	٥٢. هَـٰذَا بَلَـٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَـٰبِ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ এই কুরআনুল কারীম দুনিয়ায় মহান আল্লাহর স্পষ্ট পয়গাম। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

আমি যেন এই কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তাদেরকেও যাদের কাছে এটা পৌঁছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯) অর্থাৎ এই কুরআন সমস্ত মানব ও দানবের জন্য। যেমন এই সূরারই প্রারম্ভে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أَنزَلۡنَـٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ

আলিফ লাম রা, এই কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার (অজ্ঞতার) অন্ধকার হতে (হিদায়াতের) আলোর দিকে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১) এই কুরআনুল কারীম

নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, وَلِيُنذَرُواْ بِهِ এর দ্বারা মানব জাতিকে সতর্ক করা ও ভয় প্রদর্শন করা এবং তারা যেন এর দলীল প্রমাণাদি দেখে, পড়ে এবং পড়িয়ে যথার্থভাবে অবহিত হতে পারে যে, أَنَّمَا هُوَ إِلَـــهٌ وَاحِدٌ আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এটা অনুধাবন করে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

ত্রয়োদশ পারা এবং সূরা ইবরাহীমের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৫ হিজ্‌র ঃ মাক্কী — ١٥ – سورة الحجر، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ৯৯, রুকু ৬ — (اَيَاتها : ٩٩، رُكُوْعَاتُهَا : ٦)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা। এগুলি আয়াত, মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের।	١. الٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ وَقُرۡءَانٖ مُّبِينٖ
২। কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!	٢. رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ كَانُواْ مُسۡلِمِينَ
৩। তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে।	٣. ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡأَمَلُۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ

অবিশ্বাসীরা এক সময় আশা করবে, আহা! তারা যদি মুসলিম হত!

সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তা‘আত এসেছে সেগুলির বর্ণনা ইতোপূর্বেই গত হয়েছে। এ আয়াতে কুরআনুল কারীম একটি সুস্পষ্ট আসমানী গ্রন্থ হওয়া এবং প্রত্যেকের অনুধাবন যোগ্য হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ কাফিরেরা তাদের কুফরীর কারণে সত্বরই লজ্জিত হবে। তারা মুসলিম রূপে জীবন যাপন করার আকাংখা করবে। তারা কামনা করবে যে, দুনিয়ায় যদি তারা মুসলিম রূপে থাকত তাহলে

কতই না ভাল হত! সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন খুআইল (রহঃ) থেকে, তিনি আবী আয যারাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা *'জাহান্নামিউন'*দের (যে মুসলিম সৎ কাজের সাথে কিছু পাপও করে, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে এবং তা দেখে অবিশ্বাসী কাফিরেরা এ মনোভাব ব্যক্ত করবে ঃ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ *কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!*

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, পাপী মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে আটক করবেন। তখন মুশরিকরা ঐ মুসলিমদেরকে বলবে ঃ 'দুনিয়ায় যে তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে তিনি তোমাদের আজ কি উপকার করলেন?' তাদের এ কথা শুনে আল্লাহর রাহমাত উথলে উঠবে এবং তিনি মুসলিমদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিবেন। তখন কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারাও যদি মুসলিম হত (তাহলে কত ভাল হত)! (তাবারী ১৭/৬২) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ হে নাবী! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে (পড়তে) থাকুক, ভোগ বিলাস করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক।

قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ

ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩০)

كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ

তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ *এবং মিথ্যা আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক।* অর্থাৎ তাদেরকে তাওবাহ করা থেকে এবং আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ অচিরেই তারা তাদের শাস্তির কথা জানতে পারবে।

৪। আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি।	٤. وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُومٌ
৫। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারেনা এবং বিলম্বিতও করতে পারেনা।	٥. مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ

প্রত্যেক জনপদবাসীর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সময়

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কোন জনপদকে ধ্বংস করেননি যে পর্যন্ত না সেখানে দলীল কায়েম করেছেন এবং নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন এক মুহূর্তকালও ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত করা হয়না। এতে মাক্কাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা শির্‌ক, ধর্মদ্রোহীতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে এবং ধ্বংস হওয়ার যোগ্য না হয়।

৬। তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ।	٦. وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٌ
৭। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকা/ ফিরেশতাদেরকে হাযির করছনা কেন?	٧. لَّوۡ مَا تَأۡتِينَا بِٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ
৮। আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা।	٨. مَا نُنَزِّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذٗا مُّنظَرِينَ

৯। আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।	٩. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

কাফিরদের রাসূলকে (সাঃ) পাগল বলা এবং আকাশ থেকে মালাইকা প্রেরণের দাবী

আল্লাহ তা‘আলা এখানে কাফিরদের কুফরী, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা, অহংকার এবং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বিদ্রুপ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত ঃ أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ‘ওহে সেই ব্যক্তি যে তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করছে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আমরাতো দেখছি, তুমি একটা আস্ত পাগল, তাই তুমি আমাদেরকে তোমার অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করছ এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করি।

لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلاَئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের কাছে মালাইকাকে আনছ না কেন? তাহলে তারা এসে আমাদের কাছে তোমার সত্যবাদিতার বর্ণনা দিবে। ফির‘আউনও যেমন বলেছিল ঃ

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

তাকে কেন দেয়া হলনা স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাক/ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৩) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا. يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন?

তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১-২২) অনুরূপ এই আয়াতে বলেন ঃ

مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। এ আয়াতের বিষয়ে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা যে কারণে পৃথিবীতে আগমন করেন তা হল কোন বার্তা বহন করে নিয়ে আসা অথবা আযাব নিয়ে আসা। (তাবারী ১৭/৬৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ এই যিক্‌র অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আমি অবতীর্ণ করেছি, আর এর সংরক্ষণের দায়িত্বে রয়েছি আমিই। আমিই একে সর্বক্ষণের জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষা করব।

১০। তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি।	١٠. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ
১১। তাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতনা।	١١. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
১২। এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি।	١٢. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ
১৩। তারা কুরআনে বিশ্বাস করবেনা এবং অতীতে পূর্ববর্তীদেরও এই আচরণ ছিল।	١٣. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ

প্রত্যেক জাতির মূর্তি পূজকরা তাদের নাবীকে উপহাস করত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ হে নাবী! মানুষ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও অনুরূপভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর উম্মাতের লোক মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং সে তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ হঠকারিতা ও অহংকারের কারণে আমি অপরাধী ও পাপীদের অন্তরে রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খেয়াল জাগিয়ে তুলি। তাতেই তখন তারা আনন্দ উপভোগ করে। এখানে মুযরিম বা অপরাধীদের দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা সত্যকে বিশ্বাস করতেই চায়না। সুতরাং তাদের পরিণাম তাদের পূর্ববর্তীদের মতই হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আর তাঁর বিরুদ্ধাচরণেই রয়েছে উভয় জগতে লাঞ্ছণা ও অপমান

১৪। যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন	١٤. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ
১৫। তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।	١٥. لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

যত মু'জিযা/নিদর্শন দেখানো হোকনা কেন, উদ্ধত অবিশ্বাসীরা ঈমান আনবেনা

আল্লাহ তা'আলা তাদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং আত্মগর্বের খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়াও হয় এবং সেখানে তাদেরকে চড়িয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার

করবেনা। বরং তখনও তারা চীৎকার করে বলবে ঃ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا *(আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে)* মুজাহিদ (রহঃ), ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, তাদের নযরবন্দী করা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ আমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা দ্বিধান্বিত এবং আমাদের সম্মোহিত করা হয়েছে। (তাবারী ১৭/৭৫)

سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ আমাদের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করা হয়েছে।

١٦. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ	**১৬। আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য।**
١٧. وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ	**১৭। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করি।**
١٨. إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ	**১৮। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।**
١٩. وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ	**১৯। পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; আমি ওতে প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি সুপরিমিতভাবে।**

২০। আর আমি ওতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও।	٢٠. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই উঁচু আকাশকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন যা স্থিতিশীল রয়েছে এবং আবর্তনকারী নক্ষত্ররাজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত রয়েছে। যে কেহই এটাকে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখবে সে.ই মহাশক্তিশালী আল্লাহর বহু বিস্ময়কর কাজ এবং শিক্ষণীয় বহু নিদর্শন দেখতে পাবে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, *'বুরূজ'* দ্বারা এখানে নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৭৭) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا

কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১)

আতিয়া (রহঃ) বলেন ঃ *বুরূজ* হচ্ছে ঐ স্থানসমূহ যেখানে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, যেখান থেকে দুষ্ট ও অবাধ্য শাইতানদেরকে প্রহার করা হয়, যাতে তারা উর্ধ্ব-জগতের কোন কথা শুনতে না পারে। (বাগাবী ৩/৪৫) যে সামনে এগিয়ে যায় তার দিকে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। কখনও নিম্নবর্তীর কানে ঐ কথা পৌঁছে দেয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোন কোন সময় এর বিপরীতও হয়ে থাকে। যেমন এই আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন বিষয় সম্পর্কে ফাইসালা করেন তখন মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজেদের ডানা ঝাঁকাতে থাকেন (এবং এমন শব্দ হতে থাকে) যেন তা পাথরের উপর যিঞ্জির (শিকল) পতিত হচ্ছে। অতঃপর যখন তাঁদের অন্তর প্রশান্ত হয় তখন তারা (পরস্পর) বলাবলি করেন ঃ 'তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন?' উত্তরে বলা হয় ঃ 'তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ও মহান।' মালাইকা/ফেরেশতাগণের কথাগুলি গুপ্তভাবে শোনার উদ্দেশে জিনরা উপরে উঠে যায় এবং এভাবে তারা একের উপর এক

উঠতে থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী সাফওয়ান (রাঃ) তাঁর হাতের ইশারায় এভাবে বলেন যে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করে একটিকে অপরটির উপর রেখে দেন। ঐ শ্রবণকারী জিনটিকে তার নীচের সঙ্গীর কানে সেই কথা পৌঁছানোর পূর্বেই ঐ জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড আঘাত করার মাধ্যমে কখনও কখনও খতম করে দেয়। তৎক্ষণাৎ সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সে তার পরবর্তীকে এবং তার পরবর্তী তার পরবর্তীকে ক্রমান্বয়ে পৌঁছাতে থাকে এবং এভাবে ঐ কথা যমীন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর তা গণক ও যাদুকরদের কানে এসে পৌঁছে। তারপর তারা এর সাথে শত মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে। যখন তাদের কারও দু' একটি কথা যা ঘটনাক্রমে আকাশ থেকে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বলে সঠিক রূপে প্রকাশিত হয় তখন লোকদের মধ্যে তার বুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমার আলোচনা হতে থাকে। তারা বলাবলি করে ঃ 'দেখ, অমুক লোক অমুক দিন এই কথা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৩১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা যমীনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনিই ওকে সৃষ্টি করেছেন, সম্প্রসারিত করেছেন, ওতে পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন, বন-জঙ্গল ও মাঠ-মাইদান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তৈরী করেছেন এবং مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ সমস্ত বস্তুকে সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারিত বণ্টন অনুযায়ী তা উৎপন্ন করা হয়। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাকিম ইব্‌ন উতাইবাহ (রহঃ), হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৭৯-৮১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ যমীনে আমি নানা প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। আর আমি ঐ সবগুলিও সৃষ্টি করেছি যাদের জীবিকার ব্যবস্থা তোমরা করনা, বরং আমিই করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ সুতরাং আমি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস, নানা প্রকারের উপকরণ এবং হরেক রকমের শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা তোমাদের জন্য করেছি। আমি তোমাদেরকে আয় উপার্জনের পন্থা শিখিয়েছি। জন্তুগুলিকে আমি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছি। তোমরা ওগুলির গোশত আহার করছ

এবং পিঠে সওয়ারও হচ্ছ। তোমাদের সুখ শান্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি তোমাদের জন্য দাস দাসীরও ব্যবস্থা করেছি। এদের জীবিকার ভার কিন্তু তোমাদের উপর ন্যস্ত নয়। বরং তাদের রিয্‌কদাতাও আমি। আমি বিশ্বজগতের সবারই আহারদাতা।

২১। আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা সুসম পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।	٢١. وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ
২২। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই; ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই।	٢٢. وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَـٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَـٰزِنِينَ
২৩। আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।	٢٣. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْىِۦ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَٰرِثُونَ
২৪। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি।	٢٤. وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَـْٔخِرِينَ
২৫। তোমার রাব্বই তাদেরকে সমবেত করবেন;	٢٥. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ

তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

আল্লাহর কাছেই রয়েছে সমস্ত কিছুর ভান্ডার

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছুর তিনি একাই মালিক। প্রত্যেক কাজই তাঁর কাছে সহজ। সমস্ত কিছুর ভান্ডার তাঁর কাছে বিদ্যমান রয়েছে। وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ যেখানে যখন যতটা ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করেন। তাঁর হিকমাত ও নিপুণতা তিনিই জানেন। বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। এটা একমাত্র তাঁর মেহেরবানী, নচেৎ এমন কে আছে যে তাঁকে বাধ্য করতে কিংবা তাঁর উপর জোর করতে পারে? ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী যিয়াদ (রহঃ) আবূ যুহাইফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর নিয়মিত বৃষ্টি বর্ষণ হতেই আছে। তবে হ্যাঁ, বন্টন আল্লাহ তা'আলার হাতে রয়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৭/৮৪) হাকীম ইব্‌ন উইয়াইনা (রাঃ) হতেও এই উক্তিটিই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ বৃষ্টির সাথে এত মালাক/ফিরেশতা অবতীর্ণ হন যাদের সংখ্যা মানব ও দানব অপেক্ষা বেশী। তারা বৃষ্টির এক একটি ফোটার খেয়াল রাখেন যে, ওটা কোথায় বর্ষিত হচ্ছে এবং তা থেকে কি উৎপন্ন হচ্ছে।

বাতাসের উপকারিতা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ আমি মেঘমালাকে বৃষ্টি দ্বারা ভারী করে দিই। তখন তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। বাতাস প্রবাহিত হয়ে গাছপালাকে সিক্ত করে দেয়। ফলে ওগুলিতে পাতা ও কলি ফুটে ওঠে। এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এখানে رِيَحَ لَوَاقِحَ বলা হয়েছে অর্থাৎ এর বিশেষণকে বহু বচনে ব্যবহার করা হয়েছে। আর বৃষ্টিশূন্য বায়ুকে বলা হয়েছে رِيْح عَقِيْم অর্থাৎ এর বিশেষণকে এক বচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টিপূর্ণ বায়ুর বিশেষণকে বহু বচনরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশী ফলদায়ক হওয়া। বৃষ্টি বর্ষণ কম পক্ষে দু'টি জিনিস ছাড়া সম্ভব নয়। বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে আকাশে পানি উঠিয়ে নেয়।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আকাশ হতে পানি বহনকারী বাতাস প্রেরণ করা হয়। অতঃপর উহা ঘন মেঘে পরিণত হয় এবং সবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যেমনভাবে গর্ভবতী উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করার পর দুধ দিতে থাকে। (তাবারী ১৭/৮৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৮৭) যাহ্হাক (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মেঘের সৃষ্টি করে বাতাস দ্বারা ত্বারিত করেন। অতঃপর উহা ঘনীভূত হয় এবং ভারী হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। (তাবারী ১৭/৮৮) উবাইদ ইব্‌ন উমাইর আল লাইসী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বাতাস প্রেরণ করেন যা সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। ঐ বাতাস মেঘকে (পানীয় বাস্পকে) উপরে তুলে নিয়ে যায়। অতঃপর মেঘের পর মেঘ জমা হয়ে (উপরের) ঠান্ডা বাতাসের কারণে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও গাছ-পালা জন্ম লাভ করে।

এরপর তিনি وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৭/৮৮)

নির্মল পানি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ আমি তোমাদেরকে তা পান করতে দিই। অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর মিষ্টি পানি বর্ষণ করি যাতে তোমরা তা পান করতে পার এবং অন্য কাজে লাগাতে পার। আমি ইচ্ছা করলে ওকে তিক্ত ও লবণাক্ত করে দিতে পারি। যেমন সূরা ওয়াকি'আহর আয়াতে রয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ. ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ. لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না কি আমি ওটা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৬৮-৭০) অন্যত্র রয়েছে ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১০) আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ *(ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই)* অর্থাৎ তোমরা এ জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছনা, বরং আমিই ওকে পৃথিবীতে প্রেরণ করি, তোমাদের জন্য ওকে রক্ষণাবেক্ষণ করি। ফলে ওর পানি দ্বারা তোমাদের নদ-নদী, পুকুর এবং অন্যান্য পানির আঁধারসমূহ পূর্ণ করে দিই এবং তোমরা তা থেকে উপকার লাভ কর। আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের থেকে তা তুলে নিতে পারেন। এটা শুধু মাত্র আমার করুণা যে, আমি ওকে বর্ষণ করি, রক্ষা করি, মিষ্টি করি এবং স্বচ্ছ ও নির্মল করি এবং ওর দ্বারা ঝর্ণা, কূপ, নদী এবং অন্যান্য আঁধার পূর্ণ করি। যেমন তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জন্তুগুলিকে পান করাও। আর তা জমিতে সেচ কর, বাগান তৈরী কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার কর।

সৃষ্টি করা এবং পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা আমিই করেছি এবং পুনরায় সৃষ্টি করতে আমিই সক্ষম। আমিই সব কিছু অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছি। আবার সবকিছুকে আমি অস্তিত্বহীন করে দিব। এরপর কিয়ামাতের দিন সবাইকে উঠাবো। যমীন ও যমীনবাসীদের ওয়ারিস আমিই। সবাইকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ আমার জ্ঞানের কোন শেষ নেই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই খবর আমি রাখি।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তীদের দ্বারা এই যামানার পূর্ববর্তী সকল লোককেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আদম (আঃ) পর্যন্ত সবাই। আর পরবর্তীদের দ্বারা এই যুগ এবং এই যুগের পরবর্তী সমস্ত যুগের লোককে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক আসবে সবাই। (তাবারী ১৭/৯১) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব

(রহঃ), শাবী (রহঃ) প্রভৃতি বিজ্ঞজন হতেও একই কথা বর্ণিত আছে। (তাবারী ১৭/৯০-৯২)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘বের (রহঃ) সামনে আউন ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রহঃ) এই ভাবার্থ বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ ভাবার্থ এটা নয়। বরং وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে ঐ লোকদেরকে যারা মৃত্যুবরণ করেছে অথবা হত্যা করা হয়েছে। আর الْمُسْتَأْخِرِينَ দ্বারা বুঝানো হয়েছে তাদেরকে যারা এখন সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে সৃষ্টি হবে।

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ আর তোমার রাব্বই তাদেরকে সমবেত করবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ। এ কথা শুনে আউন (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘বকে (রহঃ) লক্ষ্য করে বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে তাওফীক ও জাযায়ে খাইর দান করুন।

২৬। আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে।	٢٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
২৭। এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে।	٢٧. وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ

কি উপাদান দিয়ে মানুষ ও জিন সৃষ্টি হয়েছে?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এখানে صَلْصَال দ্বারা শুষ্ক মাটিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৯৬) যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ. وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মাটি হতে। আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ১৪-১৫)

মুজাহিদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে, গন্ধযুক্ত মাটিকে حَمَاٍ বলা হয়। مَسْنُوْن বলা হয় মসৃণ মাটিকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ মানুষের পূর্বে আমি জিনকে প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি থেকে সৃষ্টি করেছি। سَمُوْم বলা হয় আগুনের গরম তাপকে এবং حَرُوْر বলা হয় দিনের গরমকে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইহা হল ধূম্রহীন আগুনের শিখা যা মানুষকে মেরে ফেলে। (তাবারী ১৭/৯৯) আবূ দাঊদ তায়ালিসী (রহঃ) বলেন যে, আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে শু'বাহ (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন ঃ উমার আল আসাম (রহঃ) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমরা তাকে দেখতে যাই। তিনি তখন বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি যা আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ বর্ণিত এই ধূম্রহীন আগুন হল সেই ধূম্রহীন আগুনের তেজের সত্তর ভাগের এক ভাগ যে ধূম্রহীন আগুন থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُوم *এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে।* (তাবারী ১৬/২১)

সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ মালাইকাকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে শিখাযুক্ত আগুন হতে, আর আদমকে (আঃ) তা থেকে সৃষ্টি করে হয়েছে যা তোমাদের সামনে বর্ণিত আছে। (মুসলিম ৪/২২৯৪) এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আদমের (আঃ) ফাযীলাত ও শারাফাত এবং তার সৃষ্টির উপাদানের পবিত্রতার বর্ণনা দেয়া।

২৮। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।	٢٨. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
২৯। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে	٢٩. فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ

আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাহবনত হও।	مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ
৩০। মালাইকা/ফিরেশতাগণ সবাই একত্রে সাজদাহ করল।	٣٠. فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
৩১। কিন্তু ইবলীস করলনা, সে সাজদাহকারীদের অন্ত র্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।	٣١. إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ
৩২। (আল্লাহ) বললেন ঃ হে ইবলীস! তোর কি হল, তুই কেন সাজদাকারীদের অন্ত র্ভুক্ত হলিনা?	٣٢. قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ
৩৩। সে উত্তরে বলল ঃ ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে যে মানুষ আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সাজদাহ করার নই।	٣٣. قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

আদমের (আঃ) সৃষ্টি, মালাইকার সাজদাহ করতে আদেশ এবং ইবলীসের বিরুদ্ধাচরণ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে মালাইকা/ ফিরেশতাদের সামনে তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর তাঁকে সৃষ্টি করে তাদের সামনে তার মর্যাদা প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে তাঁকে সাজদাহ করার নির্দেশ দেন। ইবলীস ছাড়া সবাই তাঁর এ নির্দেশ মেনে নেন।

অভিশপ্ত ইবলীস তাঁকে সাজদাহ করতে অস্বীকার করে। সে কুফরী, হিংসা এবং অহংকার করে। সে স্পষ্টভাবে বলে দেয় ঃ

أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ

আমি হলাম আগুনের তৈরী এবং আদম হল মাটির তৈরী। অতএব আমি তাঁকে সাজদাহ করতে পারিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২)

أَرَءَيۡتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمۡتَ عَلَيَّ

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২)

৩৪। (আল্লাহ) বললেন ঃ তাহলে তুই এখান হতে বের হয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত।	٣٤. قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٞ
৩৫। কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি রইলো লা'নত।	٣٥. وَإِنَّ عَلَيۡكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ
৩৬। ইবলীস বলল ঃ হে আমার রাব্ব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।	٣٦. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ
৩৭। আল্লাহ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল -	٣٧. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ
৩৮। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।	٣٨. إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡوَقۡتِ ٱلۡمَعۡلُومِ

জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিস্কার এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তার জীবন (হায়াত) লাভ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের শাসনের নির্দেশ জারী করলেন যা কেহ কখনও টলাতে পারেনা। তিনি ইবলীসকে নির্দেশ দিলেন ঃ তুই এই উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন দল থেকে দূর হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত হয়ে গেলি। কিয়ামাত পর্যন্ত তোর উপর সব সময় লা'নত হতে থাকবে। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তৎক্ষণাৎ ইবলীসের আকৃতি মালাকের পরিবর্তে অন্য কিছু হয়ে যায় এবং সে বিলাপ করতে শুরু করে যা ঘন্টাধ্বনির মত শোনায়। কিয়ামাত পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত ঘন্টধ্বনির সুরই ইবলীসের ঐ বিলাপেরই অংশ। ইব্‌ন আবী হাতিম এ কথা বর্ণনা করেছেন।

৩৯। সে বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কাজকে শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব।	٣٩. قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
৪০। তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত।	٤٠. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ
৪১। তিনি বললেন ঃ এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ।	٤١. قَالَ هَـٰذَا صِرَٰطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ
৪২। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা	٤٢. إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ

عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَـٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ	ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবেনা।
٤٣. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوۡعِدُهُمۡ أَجۡمَعِينَ	৪৩। অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।
٤٤. لَهَا سَبۡعَةُ أَبۡوَٰبٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُومٌ	৪৪। ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

মানব জাতিকে বিপদগামী করার ইবলীসের প্রতিজ্ঞা এবং আল্লাহর ওয়াদা হল ইবলীসকে জাহান্নামে পাঠানো

আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার খবর দিয়ে বলেন, সে শপথ করে বলে ঃ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করলেন সেহেতু আমি পৃথিবীতে বানী আদমের নিকট আপনার বিরোধিতা ও অবাধ্যতামূলক কাজকে শোভনীয় করে তুলব এবং তাদেরকে উৎসাহিত করে আপনার বিরুদ্ধাচরণে জড়িয়ে ফেলব। সকলকেই পথভ্রষ্ট করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ তবে হ্যাঁ, যারা আপনার খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দা তাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা। যেমন অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

أَرَءَيۡتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمۡتَ عَلَىَّ لَئِنۡ أَخَّرۡتَنِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ لَأَحۡتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۥۤ إِلَّا قَلِيلاً

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬২) উত্তরে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধমকের সুরে বলেন ঃ

هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ। অর্থাৎ তোমাদের সকলকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করব। ভাল হলে ভাল বিনিময় পাবে এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময় পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি রয়েছে ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

তোমার রাব্ব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ফাজ্‌র, ৮৯ ঃ ১৪)

وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ

সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবেনা। ইয়াযীদ ইব্‌ন কুসাইত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবীদের (আঃ) মাসজিদ তাঁদের গ্রামের বাইরে থাকত। যখন তাঁরা তাঁদের রবের নিকট থেকে কোন বিশেষ বিষয় জানতে চাইতেন তখন সেখানে গিয়ে তাঁরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর প্রার্থনা জানাতেন। একদিন একজন নাবী তার মাসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ ইবলীস তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝে বসে পড়ে। তখন ঐ নাবী তিন বার বলেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰه مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ.

'আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' তখন আল্লাহর শত্রু নাবীকে বলে ঃ আপনি কি জানেন যে, আপনি যার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন সে আমিই? তখন ঐ নাবী (আঃ) আবার বললেন ঃ আমি অভিশপ্ত শাইতান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এভাবে তিনি তিনবার বললেন। তখন আল্লাহর শত্রু (ইবলীস) বলল ঃ আপনি আমাকে বলুন যে, কোন্ বিষয় হতে আমার ব্যাপারে আশ্রয় চাচ্ছেন। নাবী (আঃ) তখন তাকে বললেন ঃ 'তুমি বরং আমাকে খবর দাও, কিভাবে তুমি বানী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাক।'

এভাবে তারা একে অপরকে আগে জবাব দেয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নাবী (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ নিশ্চয়ই বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা। তখন আল্লাহর দুশমন ইবলীস বলল ঃ এটাতো আমি আপনার জন্মেরও পূর্ব হতে জানি। তার এ কথা শুনে নাবী (আঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর শরণাপন্ন হবে, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০০) আল্লাহর শপথ! আমার কাছে তোর আগমনের খবর জানা থাকেনা, কিন্তু তার আগেই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। আল্লাহর শত্রু তখন বলল ঃ আপনি সত্য বলেছেন, এর দ্বারাই আপনি আমার (কুমন্ত্রণা) হতে মুক্তি পাবেন। অতঃপর নাবী (আঃ) তাকে বললেন ঃ 'এবার বল, কিভাবে তুই বানী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাকিস। সে বলল ঃ আমি ক্রোধ ও কু-প্রবৃত্তির সময় তাকে পাকড়াও করি। (তাবারী ১৭/১০৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। যেমন কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে রয়েছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭)

জাহান্নামের দরজা সাতটি

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ওর (জাহান্নামের) সাতটি দরজা রয়েছে। لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে গমনকারী ইবলীসী দল নির্ধারিত রয়েছে, নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তাদের দরজা বন্টন করা আছে। তাদের কেহকে এ ব্যাপারে পছন্দ করার কোন সুযোগ দেয়া হবেনা।

সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন ঃ আগুন জাহান্নামবাসীদের কারও কারও হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কারও পৌঁছবে কোমর পর্যন্ত এবং কারও পৌঁছবে কাঁধ পর্যন্ত। মোট কথা, এ সব তাদের আমল অনুপাতে হবে।

৪৫। নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবন বহুল জান্নাতে।	٤٥. إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ
৪৬। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ কর।	٤٦. ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ
৪৭। আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।	٤٧. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ
৪৮। সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবেনা এবং তারা সেখান হতে বহিস্কৃতও হবেনা।	٤٨. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ
৪৯। আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٤٩. نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
৫০। আর নিশ্চয়ই আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি।	٥٠. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

জান্নাতীদের বর্ণনা

জাহান্নামবাসীদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা এখানে জান্নাতবাসীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, জান্নাতীরা এমন এক জায়গায় অবস্থান করবে যেখানে বাগান ও প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে বলা হবে ঃ

ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ *তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ কর।* এখন তোমরা সমস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেছ। তোমরা সর্বপ্রকারের ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এখানে না আছে নি‘আমাত নষ্ট হওয়ার ভয়, আর না আছে এখান থেকে বহিস্কৃত হওয়ার আশংকা এবং না আছে কিছু কমে যাওয়ার ও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা।

আল কাসিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ পৃথিবীতে বসবাস করার সময় মানুষের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল তা নিয়ে জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং তাদের মনে যে ঘৃণার ভাব থাকবে আল্লাহ সুবহানাহু তা দূর করে দিবেন। (তাবারী ১৭/১০৭) অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ *আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।* কিন্তু আল কাসিম ইব্‌ন আবদুর রাহমানকে (রহঃ) আবূ উমামাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল মনে করা হয়। অবশ্য সহীহ হাদীসের শর্তে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আবূ আল মুতাওয়াক্কিল আন নাযী (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাদেরকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু’মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানের পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুলের উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় যে তারা একে অপরের উপর যুল্‌ম করেছিল তার প্রতিশোধ তারা একে অপর হতে গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা যখন হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের অধিকারী হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। (বুখারী ৬৫৩৫)

لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ তাদেরকে আচ্ছন্ন করবেনা। তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হবেনা। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন খাদীজাকে (রাঃ) জান্নাতে সোনার একটি ঘরের সুসংবাদ দেই যেখানে কোন শোরগোল থাকবেনা এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবেনা।’ (ফাতহুল বারী ৭/১৬৬, মুসলিম ৪/১৮৮৭) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে, তাদেরকে স্থান পরিবর্তনের জন্য বলা হবেনা।

এই জান্নাতীদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা। যেমন হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতীদেরকে বলা হবে ঃ ওহে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা; সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা, সর্বদা যুবকই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা, চিরকাল এখানেই অবস্থান করবে, কখনও এখানে হতে বের হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً

সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৮) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

نَبِّىءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ

(হে নাবী)! আমার বান্দাদেরকে খবর দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আবার আমার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও বটে। এ ধরনের আরও আয়াত ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মু’মিনদেরকে (জান্নাতের শান্তির) আশার সাথে সাথে (জাহান্নামের শাস্তির) ভয়ও রাখতে হবে।

৫১। আর তাদেরকে বল ঃ ইবরাহীমের অতিথিদের কথা।	٥١. وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ
৫২। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ‘সালাম’ তখন সে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।	٥٢. إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَـٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ
৫৩। তারা বলল ঃ ভয় করনা, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী	٥٣. قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ

পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।	بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ
৫৪। সে বলল ঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছ?	٥٤. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
৫৫। তারা বলল ঃ আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়োনা।	٥٥. قَالُوا۟ بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَٰنِطِينَ
৫৬। সে বলল ঃ যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার রবের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?	٥٦. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ

ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির আগমন এবং তাঁর পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কে খবর দাও।

دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ *তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'সালাম' তখন সে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।* এই অতিথিগণ ছিলেন মালাক/ফিরেশতা, যাঁরা মানুষের রূপ ধরে সালাম করে ইবরাহীমের (আঃ) কাছে হাযির হন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের জন্য গো-বৎস যবাহ করেন এবং গোশত ভাজি করে তাঁদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, তাঁরা হাত বাড়াচ্ছেন না তখন তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং তিনি বলেন ঃ 'আমিতো আপনাদেরকে ভয় করছি। মালাইকা তখন তাঁকে নিরাপত্তা দান করে বললেন ঃ قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ আপনার ভয়ের কোন

কারণ নেই। অতঃপর তাঁরা তাঁকে ইসহাকের (আঃ) জন্ম লাভের শুভ সংবাদ দান করেন। যেমন সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। তখন তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর স্ত্রীর বার্ধক্যকে সামনে রেখে স্বীয় বিস্ময় দূরীকরণার্থে এবং ওয়াদাকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ

أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ এই (বার্ধক্য) অবস্থায়ও কি আমার সন্তান লাভ করা সম্ভব? মালাইকা উত্তরে দৃঢ়তার সাথে ওয়াদার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাকে নিরাশ না হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ *তারা বলল ঃ আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়োনা*। তখন তিনি নিজের মনের বিশ্বাসকে প্রকাশ করে বলেন ঃ আমি নিরাশ হইনি। বরং আমি বিশ্বাস রাখি যে, আমার রাব্ব আল্লাহ এর চেয়েও বড় কাজের ক্ষমতা রাখেন।

৫৭। সে বলল ঃ হে প্রেরিতগণ! অতঃপর তোমরা কি বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছ?	٥٧. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ
৫৮। তারা বলল ঃ আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে।	٥٨. قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ
৫৯। তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব।	٥٩. إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
৬০। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	٦٠. إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ

মালাইকার আগমনের কারণ

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল এবং সুসংবাদও প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি মালাইকাকে তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বললেন ঃ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ আমরা লূতের (আঃ) অপরাধী কাওমের বস্তি উল্টে দেয়ার জন্য এসেছি। কিন্তু লূতের (আঃ) পরিবারবর্গ রক্ষা পাবে। তবে তাঁর স্ত্রী রক্ষা পাবেনা, সে কাওমের সঙ্গেই রয়ে যাবে এবং তাদের সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬১। মালাইকা যখন লূত পরিবারের নিকট এলো	٦١. فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ
৬২। তখন লূত বলল ঃ তোমরাতো অপরিচিত লোক।	٦٢. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ
৬৩। তারা বলল ঃ না, তারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তা নিয়ে এসেছি।	٦٣. قَالُواْ بَلْ جِئْنَٰكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ
৬৪। আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।	٦٤. وَأَتَيْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

লূতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন

আল্লাহ তা‘আলা লূত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তাঁর কাছে তরুণ সুদর্শন যুবকের রূপ ধরে আগমন করেন তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ. قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ আপনারাতো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। তখন মালাইকা গোপন রহস্য প্রকাশ করে

বলেলেন ঃ وَأَتَيْنَاكَ بَالْحَقِّ যা আপনার কাওম অস্বীকার করেছিল এবং যার আগমন সম্পর্কে তারা সন্দিগ্ধ ছিল, আমরা সেই সত্য বিষয় এবং অকাট্য হুকুম নিয়ে আগমন করেছি। আর মালাইকা সত্য বিষয়সহই আগমন করে থাকে এবং আমরাও সত্যবাদী। যে খবর আমরা আপনাকে দিচ্ছি তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আপনি (স্বপরিবারে) রক্ষা পেয়ে যাবেন, আর আপনার এই কাফির কাওম ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬৫। সুতরাং তুমি রাতের শেষ প্রহরে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছন ফিরে না তাকায়, তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে সেখানে চলে যাও।	٦٥. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَـٰرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
৬৬। আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।	٦٦. وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَـٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ

লূতকে (আঃ) তাঁর পরিবারসহ রাতে স্থান ত্যাগ করতে বলা হল

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, মালাইকা লূতকে (আঃ) বলেন ঃ রাতের কিছু অংশ কেটে গেলেই আপনি আপনার নিজের লোকজনকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন। আপনি স্বয়ং তাদের পিছনে থাকবেন যাতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ভালভাবে করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও এই নিয়মই

ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পিছনে পিছনে চলতেন যাতে দুর্বল লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। এরপর লূতকে (আঃ) বলা হচ্ছে ঃ

وَلاَ يَلْتَفِتْ منكُمْ أَحَدٌ যখন তোমার কাওমের উপর শাস্তি নেমে আসবে এবং তাদের চিৎকার ধ্বনি শোনা যাবে তখন কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে তাকাবেনা। তাদেরকে ঐ শাস্তির অবস্থায় ফেলে দিয়েই তোমাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ সুতরাং তোমরা কোন দ্বিধা সংকোচ না করেই চলে যাবে। সম্ভবতঃ তাঁদের সাথে কেহ ছিলেন, যিনি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبحِينَ লূতকে আমি পূর্বেই বলে দিয়েছিলাম যে, ঐ লোকগুলিকে সকালের পূর্বক্ষণেই ধ্বংস করা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

তাদের (শাস্তি দানের) প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে সকাল বেলা, সকাল কি নিকটবর্তী নয়? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮১)

৬৭। নগরবাসীরা আনন্দোম্মাদ হয়ে উপস্থিত হল।	٦٧. وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
৬৮। সে বলল ঃ নিশ্চয়ই এরা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইয্যত করনা।	٦٨. قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيۡفِى فَلَا تَفۡضَحُونِ
৬৯। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে লজ্জিত করনা।	٦٩. وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخۡزُونِ
৭০। তারা বলল ঃ আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয়	٧٠. قَالُوٓاْ أَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ

ٱلْعَـٰلَمِينَ	দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি?
٧١. قَالَ هَـٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ	৭১। লূত বলল ঃ একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।
٧٢. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ	৭২। তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল।

শহরের অসৎ লোকেরা মালাইকাকে মানুষ মনে করে তাদের কাছে ধাবিত হল

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদর্শন তরুণ যুবকগণ অতিথি হিসাবে আগমন করেছেন, এ খবর যখন তাঁর কাওমের লোকেরা জানতে পারল তখন তারা খারাপ লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাঁর বাড়ীতে দৌঁড়ে এলো। আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করনা। স্বয়ং লূতও (আঃ) জানতেননা যে, তার অতিথিগণ আল্লাহর মালাক/ফেরেশতা, যেমন সূরা হুদে রয়েছে। যদিও এরও বর্ণনা এখানে পরে হয়েছে এবং মালাইকার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা ক্রমপর্যায় উদ্দেশ্য নয়। আর وَاو অক্ষরটি তরতীব বা ক্রম বিন্যাসের জন্য আসেওনা, বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রে যেখানে ওর বিপরীত দলীল বিদ্যমান থাকে। লূত (আঃ) তার কাওমকে বললেন ঃ فَلاَ تَفْضَحُونِ আমাকে তোমরা অপদস্থ করনা। তারা উত্তরে বলে ঃ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ আপনার যখন এটা খেয়াল ছিল তখন আপনি এদেরকে অতিথি হিসাবে আপনার বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন কেন? আমরাতো আপনাকে পূর্বেই নিষেধ

করেছিলাম। তখন তিনি তাদেরকে আরও বুঝিয়ে বললেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ, যারা আমার কন্যা সমতুল্য, তারাই তোমাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পাত্র, এরা নয়। এর পূর্ণ বিবরণ আমরা বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

যেহেতু ঐ লোকগুলি কাম-বাসনায় উম্মত্ত ছিল এবং আল্লাহর শাস্তির যে ফাইসালা তাদের মস্তকোপরি ঝুলছিল, তা থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, সেই হেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শপথ করে তাদের এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ *তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল।* এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যধিক মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে।

আমর ইব্‌ন মালিক আন নাকারী (রহঃ) আবুল যাওজা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার যতগুলি মাখলূক সৃষ্টি করেছেন তম্মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান আর কেহই নেই। মহান আল্লাহ একমাত্র তাঁরই জীবনের শপথ ছাড়া আর কারও জীবনের শপথ করেননি। سَكْرَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা। তাতেই তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।	٧٣. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
৭৪। সুতরাং আমি জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করলাম।	٧٤. فَجَعَلْنَا عَـٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
৭৫। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।	٧٥. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ

لِّلۡمُتَوَسِّمِينَ	
٧٦. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ	৭৬। ওটা লোক চলাচলের পথপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।
٧٧. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً لِّلۡمُؤۡمِنِينَ	৭৭। অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

লূতের (আঃ) কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ সূর্যোদয়ের সময় এক ভীষণ শব্দ এলো এবং সাথে সাথে তাদের বস্তিগুলি উর্ধ্বে উত্থিত হল। আকাশের নিকট পৌঁছে সেখান থেকে ওগুলিকে উল্টে দেয়া হল, উপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ উপরে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ শুরু করল। সূরা হুদে এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাদের জন্য এই বস্তিগুলির ধ্বংসের মধ্যে বড় বড় নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের লোকেরাই এ সব বিষয় থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এগুলির প্রতি লক্ষ্য করে এবং চিন্তা গবেষণা করে নিজেদের অবস্থা সুন্দর করে নেয়। (তাবারী ১৭/১২০)

সমকামীদের অভিশপ্ত শহরটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ওটা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অর্থাৎ লূতের (আঃ) কাওমের যে বস্তির উপর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শাস্তি নেমে এসেছিল এবং ওটাকে উল্টে দেয়া হয়েছিল তা আজও একটা নিদর্শন (মৃত সাগর বা Dead Sea) রূপে বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা রাতদিন সেখান দিয়ে চলাচল করে থাক। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এখনও তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা!

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ. وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরাতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৩৭-১৩৮) মোট কথা, প্রকাশ্যভাবে লোক চলাচলের পথে ঐ বস্তির ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজের লোকদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং স্বীয় শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন, এটা একটা স্পষ্ট নিদর্শন।

৭৮। আর 'আইকা'বাসীরাও তো ছিল সীমা লংঘনকারী।	٧٨. وَإِن كَانَ أَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَٰلِمِينَ
৭৯। সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। ওদের উভয়ইতো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।	٧٩. فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

শু'আইবের (আঃ) সময় 'আইকা'বাসীরা ধ্বংস হয়েছিল

'আসহাবে 'আইকা' দ্বারা শু'আইবের (আঃ) কাওমকে বুঝানো হয়েছে। যাহ্‌হাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন, 'আইকা' বলা হয় গাছের ঝাড়কে। শির্‌ক, ও কুফরী ছাড়াও তাদের অত্যাচারমূলক কাজ ছিল এই যে, তারা লুণ্ঠন করত এবং মাপে ও ওযনে কম করত। তাদের বস্তিটি লূতের (আঃ) কাওমের বস্তির নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। তাদের যুগটিও ছিল লূতের (আঃ) যুগের নিকটতম যুগ। তাদের দুষ্কর্ম এবং অবাধ্যতার কারণে তাদের উপরও প্রচন্ড চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছিল। এ ছাড়া ভূমিকম্প এবং বজ্রপাতের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়। এই উভয় বস্তিই লোক চলাচলের পথে অবস্থিত ছিল। শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে

বলেছিলেন ঃ **وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ** লূতের (আঃ) কাওমের যুগতো তোমাদের যুগ হতে বেশী দূরের যুগ নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ *(ওদের উভয়ই প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত)* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ চলাচলের পথ থেকেই ঐ সমস্ত স্থান দেখতে পাওয়া যায়। (তাবারী ১৭/১২৫) শু'আইব (আঃ) যখন তাঁর কাওমকে সাবধান করেছিলেন তখন বলেছিলেন ঃ

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ

আর লূতের কাওমতো তোমাদের হতে দূরে (যুগে) নয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৯)

৮০। হিজ্‌রবাসীরা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।	٨٠. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَٰبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ
৮১। আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।	٨١. وَءَاتَيْنَٰهُمْ ءَايَٰتِنَا فَكَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
৮২। তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত নিরাপদ বসবাসের জন্য।	٨٢. وَكَانُوا۟ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ
৮৩। অতঃপর প্রভাতকালে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।	٨٣. فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
৮৪। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি।	٨٤. فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

হিজরবাসী ছামূদ জাতির ধ্বংসের বর্ণনা

আসহাবুল হিজ্‌র' দ্বারা ছামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের নাবী সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এটা স্পষ্ট কথা যে, একজন নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যেন সমস্ত নাবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। এ জন্যই বলা হয়েছে, তারা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে এমন মু'জিযা' এসে পড়ে যার দ্বারা সালিহর (আঃ) সত্যবাদিতা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন একটি কঠিন পাথরের পাহাড়ের মধ্য থেকে একটি উষ্ট্রী বের হওয়া, যা তাদের শহরে বিচরণ করত। একদিন ওটা পানি পান করত, আর পরের দিন ঐ শহরবাসীরা পানি পান করত। তথাপি ঐ লোকগুলি বাঁকা পথেই চলতে থাকে, এমনকি তারা ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেলে। ঐ সময় সালিহ (আঃ) তাদেরকে বলেন ঃ

تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৫)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৭)

وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ তারা শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি ও বাহাদুরি প্রদর্শন এবং গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই পাহাড় কেটে কেটে তাদের গৃহ নির্মাণ করেছিল, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকে যাওয়ার পথে যখন ঐ লোকদের বাসভূমি অতিক্রম করেন তখন তিনি মাথা ঢেকে নেন এবং স্বীয় সওয়ারীকে দ্রুত বেগে চালিত করেন। আর স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন ঃ 'যাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের বস্তিগুলি ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম কর। কান্না না এলেও কান্নার ভান কর। না জানি হয়ত তোমরাও ঐ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়ে যাও।' (আহমাদ ২/৯১)

فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ.فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ যা হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক চতুর্থ দিন সকালে আল্লাহর শাস্তি ভীষণ শব্দের রূপ নিয়ে

তাদের উপর এসে পড়ল। ঐ সময় তাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ তাদের কোনই কাজে আসেনি। যে সব শস্যক্ষেত ও ফল-মূলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং ওগুলিকে বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশে ঐ উষ্ট্রীটির পানি পান অপছন্দ করে ওকে তারা হত্যা করেছিল তা সেই দিন নিষ্ফল প্রমাণিত হয় এবং মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৮৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।	٨٥. وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَاتِيَةٌ ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ
৮৬। নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।	٨٦. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ

কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি, এরপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ *(আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী)* আমি সমস্ত মাখলূককে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি। কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَـٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন পরম সৌজন্যের সাথে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর তিনি যেন তাদের দেয়া কষ্ট এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ সহ্য করেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ঃ সালাম! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ৮৯) এই নির্দেশ জিহাদ ফার্‌য হওয়ার পূর্বে ছিল। এর কারণ হিসাবে তারা বলেন যে, এটা হচ্ছে মাক্কী আয়াত, আর জিহাদ ফার্‌য হয়েছে মাদীনায় হিজরাতের পর। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

এ আয়াত থেকে এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন তখনই এই পৃথিবী ধ্বংস করে নতুন এক পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম। কারণ সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টি-রহস্য তাঁর জানা। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়া অণু পরমাণুকেও তিনি একত্রিত করে তাতে জীবন দানে সক্ষম। তাই নতুন করে সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন কোন কাজ নয়। কোন কিছুই তাঁর অসাধ্য নয়। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ
بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ.
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১-৮৩)

৮৭। আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহা-কুরআন।	٨٧. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ
৮৮। আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা; তাদের জন্য তুমি ক্ষোভ করনা; তুমি মু’মিনদের জন্য তোমার বাহু অবনমিত কর।	٨٨. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

কুরআন একটি নি‘আমাত তা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে নাবী! আমি যখন তোমাকে কুরআনুল হাকীমের ন্যায় অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী সম্পদ দান করেছি তখন তোমার জন্য মোটেই শোভনীয় নয় যে, তুমি কাফিরদের পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে। এ সব কিছু ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শুধু পরীক্ষা স্বরূপ কয়েকদিনের জন্য মাত্র তাদেরকে এগুলি দেয়া

হয়েছে। সাথে সাথে তোমার পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তুমি তাদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত হবে। তবে হ্যাঁ, তোমার উচিত যে, তুমি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও কোমল হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৫)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮)

سَبْع مَثَانِي সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে একটি উক্তি এই যে, এর দ্বারা কুরআনুল হাকীমের প্রথম দিকের দীর্ঘ ৭ (সাত)টি সূরাকে বুঝানো হয়েছে। সূরাগুলি হচ্ছে ঃ বাকারাহ, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদাহ, আন'আম, আ'রাফ এবং ইউনুস। সাঈদ (রহঃ) বলেন, এই সূরাগুলিতে ফারায়িয, হুদূদ, ঘটনাবলী এবং নির্দেশনাবলীর বিশেষ পন্থায় বর্ণনা রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতে দৃষ্টান্তসমূহ, খবরসমূহ এবং উপদেশাবলীও বহুল পরিমাণে রয়েছে। (তাবারী ১৭/১৩০-১৩২)

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, سَبْع مَثَانِي দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে, যার সাতটি আয়াত রয়েছে। আলী (রাঃ), উমার (রাঃ), ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিসমিল্লাহ এর সপ্তম আয়াত। এ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিশিষ্ট করেছেন। (তাবারী ১৭/১৩৩) ইবরাহীম নাখই (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ), ইব্‌ন আবী মুলাইকাহ (রহঃ), শাহর ইব্‌ন হাওশাব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) এ মতামতের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছেন। (তাবারী

১৭/১৩৫) এটা দ্বারা কিতাবকে শুরু করা হয়েছে এবং সালাতের প্রত্যেক রাক‘আতে এটা পঠিত হয়, তা ফার্‌য, নাফল ইত্যাদি যে সালাতই হোক না কেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং এ ব্যাপারে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা ঐ সমুদয় হাদীস সূরা ফাতিহার ফাযীলাতের বর্ণনায় এই তাফসীরের শুরুতে লিখে দিয়েছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলারই জন্য।

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) দু’টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রাঃ) বলেন ঃ ‘একদা আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাকে ডাক দেন। কিন্তু আমি সালাত আদায় শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর কাছে গেলামনা। সালাত শেষে যখন আমি তাঁর কাছে হাযির হই তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘ঐ সময়েই তুমি আমার কাছে আসনি কেন?’ আমি উত্তরে বললাম ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম।’ তিনি বললেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা কি বলেননি ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তোমাদের ডাকেন তখন তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দাও। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) মাসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই আমি কি তোমাকে কুরআনুল হাকীমের একটি খুব বড় সূরার কথা বলব? কিছুক্ষণ পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হলেন তখন আমি তাকে ঐ ওয়াদাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি তখন বললেন ঃ ওটা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এই সূরাটি। এটাই হচ্ছে سَبْع مَثَانِى এবং এটাই কুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘উম্মুল কুরআন سَبْع مَثَانِى এবং কুরআনুল আযীম। (ফাতহুল বারী ৮/২৩২) সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, سَبْع مَثَانِى এবং قُرْاٰن عَظِيْم দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। তবে যেখানে বলা হয়েছে যে, কুরআনের বড় সাতটি সূরা যা প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা’ই *‘সাবা আল মাছানী’* তাহলে তাতেও কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ

সমগ্র কুরআনে যে গুণাবলী রয়েছে তা এ সূরাগুলিতেও বর্তমান রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًا مُّتَشَـٰبِهًا مَّثَانِيَ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২৩) সুতরাং এই আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনকে **مَثَانِ** বলা হয়েছে এবং **مُتَشَابِه** ও বলা হয়েছে। অতএব এটা এক দিক দিয়ে **مَثَانِي** এবং অন্য দিক দিয়ে **مُتَشَابِه** হল। আর কুরআনুল আযীমও এটাই। যেমন

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩১) অর্থাৎ তোমাকে যে কুরআন দেয়া হয়েছে উহার প্রতি তুমি মনোনিবেশ কর। তাদের চাকচিক্যময় জীবন ও বসন-ভূষণ তোমাকে যেন চমৎকৃত না করে।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ *তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা।* আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সাথীদের যা আছে তা পাবার আশায় হা-হুতাশ না করে। (তাবারী ১৭/১৪১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ *তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে সেই জন্য তুমি ক্ষোভ করনা।* মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, সম্পদশালী লোকদেরকে যা দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৭/১৪১)

৮৯। আর বল ঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।	٨٩. وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ

৯০। যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর,	٩٠. كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ
৯১। যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।	٩١. ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ
৯২। সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই,	٩٢. فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
৯৩। সেই বিষয়ে, যা তারা করে।	٩٣. عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

রাসূল (সাঃ) হলেন একজন সতর্ককারী

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও ঃ আমি সমস্ত মানুষকে আল্লাহর শাস্তি হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। জেনে রেখ যে, আমার উপর মিথ্যারোপকারীরা পূর্ববর্তী নাবীদের উপর মিথ্যারোপকারীদের মতই আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার এবং যে হিদায়াতসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে তার কাওমের নিকট এসে বলল ঃ 'হে লোকসকল! আমি শত্রু সেনাবাহিনী স্বচক্ষে দেখে এলাম। সুতরাং তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং মুক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হও।' এখন কিছু লোক তার কথা বিশ্বাস করল এবং রাতের আঁধারে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। ফলে তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে বেঁচে গেল। পক্ষান্তরে কিছু লোক তার কথা অবিশ্বাস করল এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানেই নিশ্চিন্তভাবে রয়ে গেল। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ শত্রু সেনাবাহিনী এসে পড়ল এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ধ্বংস করে ফেলল। সুতরাং এটা হল ঐ দুই দলের দৃষ্টান্ত যারা আমাকে মান্যকারী ও অমান্যকারী। (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪, মুসলিম ৪/১৭৮৮)

'আল মুকতাসিমীন' এর অর্থ

مُقْتَسِمِينَ *'মুকতাসিমীন'* হচ্ছে ঐ লোক যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে শত্রুতা করে, তাঁকে অস্বীকার করে এবং গাল-মন্দ করে। সালিহর (আঃ) প্রতি তাঁর কাওমের লোকেরাও অনুরূপ করত বলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন ঃ

قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ

তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব। (সূরা নামল ২৭ ঃ ৪৯) তারা তাঁকে রাতে হত্যা করতে চেয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন *'তাকাসামূ'* **(تَقَاسَمُواْ)** শব্দের অর্থ হচ্ছে তারা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল ঃ

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে ঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৮)

أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪)

أَهَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ

এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ *করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা?* (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৯)

ইহা এমন যে, তারা যেন পৃথিবীতে যে কোন কিছু অস্বীকার করার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করেছে। তাদেরকেই বলা হয়েছে *'মুকতাসিমীন'* (**مُقْتَسِمِيْنَ**)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ *যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।* তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে। কুরআনের কোন অংশ তারা বিশ্বাস করছে এবং কোন অংশ অস্বীকার করছে। ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ তারা তাদের উপর অবতারিত আল্লাহর কিতাবগুলিকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। যে মাস্‌আলাকে ইচ্ছা করত মানত এবং যেটা মন মত হতনা তা পরিত্যাগ করত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। তারা কিতাবের কিছু অংশ মানতো এবং কিছু অংশ মানতোনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৩)

কেহ কেহ বলেন যে, *'মুকতাসিমীন'* বলা হয় কুরাইশ কাফিরদেরকে। আর 'কুরআন' হল বর্তমান কুরআন (যে কিতাব আহলে কিতাবীদের দাবীকে অস্বীকার করে)। 'বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা' এর অর্থ হচ্ছে, 'আতার (রহঃ) মতে ঃ তাদের কেহ বলত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন যাদুকর, কেহ বলত পাগল, আবার কেহ বলত গণক। এসব মিথ্যা প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল বিভিন্ন অংশ। যাহহাক (রহঃ) হতেও এরূপ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

সীরাত ইব্‌ন ইসহাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরাইশ নেতৃবর্গ ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার নিকট একত্রিত হয়। হাজ্জের মওসুম নিকটবর্তী ছিল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাকে খুবই সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান লোক হিসাবে বিবেচনা করা হত। সে সকলকে সম্বোধন করে বলল ঃ 'দেখ, হাজ্জ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আরাবের বহু লোক এখানে সমবেত হবে। তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ যে, এই লোকটি (নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বড়ই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছে। এর সম্পর্কে ঐ বহিরাগত লোকদেরকে কি বলা যায়? কেহ এক কথা বলবে এবং অন্য জন অন্য কথা বলবে, এরূপ যেন না হয়। বরং সবাই এক কথাই বলবে। এক একজন এক এক কথা বললে তোমাদের উপর থেকে মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে।' তখন এক লোক বলল ঃ 'হে আবূ আবদ শাম্‌স! আপনি কোন একটি প্রস্তাব পেশ করুন।' সে বলল ঃ 'তোমরাই আগে বল, তাহলে আমি চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাব।' তারা তখন বলল ঃ 'আমাদের মতে সবাই তাকে ভবিষ্যদ্বক্তা (গনক) বলবে।' সে বলল ঃ 'না, সে ভবিষ্যদ্বক্তা নয়।' তারা বলল ঃ তা হলে সে একজন পাগল। তখন সে বলল ঃ 'এটাও ভুল।' তারা বলল ঃ 'তা হলে কবি?' সে উত্তরে বলল ঃ 'সেতো কবিতা জানেইনা।' তারা বলল ঃ 'তাকে আমরা যাদুকর বলব কি?' সে উত্তর দিল ঃ না, সে যাদুকরও নয়।' তারা বলল ঃ 'তাহলে আমরা তাকে কি বলব?' সে বলল ঃ 'জেনে রেখ যে, তোমরা তাকে যা'ই বলনা কেন, দুনিয়াবাসী জেনে যাবে যে, সবই ভুল। তার কথাগুলি মিষ্টি মাখানো। কাজেই আমাদের কোন কথাই টিকবেনা। তবুও কিছু বলতেই হবে। তোমরা তাকে যাদুকরই বলবে।' সবাই এতে একমত হয়ে গেল। নিম্নের এই আয়াতগুলিতে এরই আলোচনা করা হয়েছে ঃ মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই সেই বিষয়ে যা তারা করে। (সিরাত ইব্‌ন হিশাম ১/২৮৮) আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেককে দু'টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রথম প্রশ্ন হবে ঃ 'তুমি কাকে মা'বূদ বানিয়েছিলে'? দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে ঃ 'তুমি রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলে কি?' (তাবারী ১৭/১৫০)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ এ আয়াতটি পাঠ করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ

সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩৯) অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'তুমি কি এই আমল করছিলে' এ কথা জিজ্ঞেস করা হবেনা, বরং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ 'তুমি এই কাজ কেন করেছিলে?' (তাবারী ১৭/১৫০)

৯৪। অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।	٩٤. فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ
৯৫। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে -	٩٥. إِنَّا كَفَيۡنَـٰكَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِءِينَ
৯৬। যারা আল্লাহর সাথে অপর মা'বূদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে!	٩٦. ٱلَّذِينَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ
৯৭। আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার	٩٧. وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ

صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ	অন্তর সংকুচিত হয়।
৯৮. فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ	৯৮। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাহ্‌কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।
৯৯. وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ.	৯৯। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।

জনসমক্ষে আল্লাহর বাণী প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ হে রাসূল! তুমি জনগণের কাছে আমার বাণী স্পষ্টভাবে পৌঁছে দাও। এ ব্যাপারে কোনই ভয় করবেনা। মুশরিকদের কাছে তুমি খোলাখুলিভাবে একাত্মবাদ প্রচার কর। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সালাতে কুরআনুল কারীম উচ্চ স্বরে পাঠ কর। (তাবারী ১৭/১৫১)

আবূ উবাইদাহ (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ প্রকাশ্যভাবে দা'ওয়াতের কাজ শুরু করেন। (তাবারী ১৭/১৫২)

মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ হে নাবী! এ কাজে মুশরিকদের ঠাট্টা বিদ্রূপকে তুমি উপেক্ষা কর। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। প্রচার কাজে তুমি মোটেই অবহেলা প্রদর্শন করনা।

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (সূরা কলম, ৬৮ ঃ ৯) সুতরাং তোমার কর্তব্য হচ্ছে দ্বিধাসংকোচহীনভাবে পূরা মাত্রায় প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে মোটেই ভয় না করা। আমি আল্লাহ স্বয়ং তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। আমিই তোমাকে তাদের ক্ষতি ও দুষ্টামি থেকে রক্ষা করব। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৭)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কাফিরদের মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। তারা ছিল মুশরিকদের বড় বড় নেতা। তারা ছিল বেশ বয়স্ক এবং তাদেরকে খুবই সম্ভ্রান্ত মনে করা হত। আসওয়াদ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব আবূ যাম‘আহ ছিল বানু আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই গোত্রভুক্ত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমতম শত্রু। সে তাঁকে খুবই দুঃখ-কষ্ট দিত এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। তিনি অসহ্য হয়ে তার জন্য বদ দু‘আও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

اللَّهُمَّ أَعِمْ بَصَرَهُ وَاثْكِلْهُ وَلَدَهُ

‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে অন্ধ ও সন্তানহীন করুন।’ আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ ইয়াগুছ ইব্‌ন অহাব ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন যাহরা ছিল বানু যাহরার অন্তর্ভুক্ত। বানু মাখযুম গোত্রভুক্ত ছিল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মাখযুম। আ’স ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা’দ ছিল সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসাইস ইব্‌ন কা‘ব ইব্‌ন লু‘আই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। হারিস ইব্‌ন তালাতিলাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল হারিশ ইব্‌ন আবদ আমর আল মালকান ছিল খুযা‘আহ্ গোত্রভুক্ত। এই লোকগুলি সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করতেই থাকত। তাদের উৎপীড়ন যখন চরম

পর্যায়ে পৌঁছে এবং কথায় কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রুপ করতে থাকল তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلـــهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ *অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সাথে অপর মা‘বূদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে!*

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান (রহঃ) আমাকে বলেন যে, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) অথবা অন্য কোন এক বিজ্ঞজন বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যান। ঐ সময় আসাদ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব তার পাশ দিয়ে গমন করে। তখন জিবরাঈল (আঃ) তার মুখমন্ডলে একটি সবুজ পাতা নিক্ষেপ করেন, ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসওয়াদ ইব্‌ন আবদ ইয়াগুছ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন জিবরাঈল (আঃ) তার পেটের দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার পেট ফুলে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। এরপর ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা গমন করে। দুই বছর আগে সে তার কাপড় হেচড়ে হেটে যাচ্ছিল। তার যাওয়ার পথে এক লোক তার তীরের ফলক ঠিক করছিল, এমন সময় একটি ফলক ছুটে গিয়ে তার কাপড় ভেদ করে তার পায়ে একটু আঁচড় লাগে। ওটা ছিল সামান্য ক্ষত। জিবরাঈল (আঃ) ঐ দিকেই ইশারা করেন। এর ফলে ঐ ক্ষতস্থানটি ফুলে যায় ও পেকে ওঠে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। এরপর আগমন করে আ’স ইব্‌ন ওয়াইল। কিছু দিন আগে তায়েফ গমনের উদ্দেশে সে তার গাধার উপর আরোহণ করেছিল। পথে সে গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একটি কাঁটাযুক্ত গাছে পতিত হয় এবং তার পায়ের পাতায় কাটা ঢুকে যায়। জিবরাঈল (আঃ) তার পায়ের পাতার দিকে ইশারা করেন। তাতেই তার জীবন লীলা শেষ হয়। জিবরাঈল (আঃ) হারিছের মাথার দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার মাথা দিয়ে পুঁজ ঝরতে শুরু করে। তাতেই তার মৃত্যু হয়। (সিরাত ইব্‌ন হিশাম ১/৪০৯, ৪১০)

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلـــهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ এই লোকগুলি এ সব বাজে ও জঘন্য ব্যবহারের সাথে সাথে এ কাজও করত যে, তারা আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্যদেরকে শরীক করত। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এখনই ভোগ করতে হবে। এছাড়া যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করবে তাদের অবস্থাও অনুরূপই হবে।

মৃত্যু পর্যন্ত সব বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর গুণগান এবং ইবাদাতে লিপ্ত থাকার আদেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ হে নাবী! আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। কিন্তু তুমি তাদের কথার প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করনা। আমিই তোমার সাহায্যকারী। তুমি তোমার রবের যিক্‌র, পবিত্রতা ঘোষণা এবং গুণগানে লেগে থাক। মন ভরে তার ইবাদাত কর, সালাতে খেয়াল রেখ এবং সাজদাহকারীদের সঙ্গ লাভ কর।

নাঈম ইব্‌ন হাম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে চার রাক‘আত সালাত আদায় করা খুব কঠিন কাজ নয়, (যদি তুমি তা কর) তাহলে আমি তোমার জন্য ওর শেষ ভাগের যত্ন নিব। (আহমাদ ৫/২৮৬) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ *আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।*

সালিম (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে يَقِيْن শব্দ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৫) এই সালিম হচ্ছেন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রহঃ)।

একটি সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, উসমান ইব্‌ন মায্‌উনের (রাঃ) মৃত্যুর পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করেন তখন উম্মুল আ’লা (রাঃ) নামীয় এক আনসারী মহিলা বলেন ঃ ‘হে আবুস সায়িব

(রাঃ)! আপনার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সম্মান দান করেছেন।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেছেন?' উত্তরে মহিলাটি বলেন ঃ 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোক! তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া না করলে আর কার উপর করবেন?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'জেনে রেখ যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং আমি তার মঙ্গলেরই আশা রাখি।' (ফাতহুল বারী ৩/১৩৭) এই হাদীসেও مَوْت এর স্থলে يَقِيْن শব্দ রয়েছে।

তাই وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত ইত্যাদি ইবাদাত তার উপর ফার্‌য। তার অবস্থা যেমন থাকবে সেই অনুযায়ী সে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে বসে আদায় করতে হবে এবং বসে আদায় করতে না পারলে শুইয়ে শুইয়েই আদায় করবে।' (ফাতহুল বারী ২/৬৮৪)

এর দ্বারা বদ-মাযহাবী সূফীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে। তা এই যে, তাদের মতে মানুষ যে পর্যন্ত দীনের পূর্ণতার পর্যায়ে না পৌঁছে সেই পর্যন্ত তার উপর ইবাদাত ফার্‌য থাকে। কিন্তু যখনই সে মা'আরিফাতে মানযিলগুলো অতিক্রম করে তখন তার উপর থেকে ইবাদাতের কষ্ট লোপ পেয়ে যায়। এটা সরাসরি কুফরী, বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতামূলক কথা। এই লোকগুলি কি এটুকুও বুঝেনা যে, নাবীগণ, বিশেষ করে নাবীকূল শিরমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মা'আরিফাতের সমস্ত মানযিল অতিক্রম করেছিলেন এবং তারা দীনী ইল্‌ম এবং পরিচিতির ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা পূর্ণতম ছিলেন। মহান আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন। এতদসত্ত্বেও তারা সকলের চেয়ে বেশী ইবাদাত করতেন এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকা শেষ দিন পর্যন্ত তাতেই অবিচল ছিলেন। তারা মহান রবের আনুগত্যের কাজে সমস্ত দুনিয়াবাসী হতে বেশী নিমগ্ন ছিলেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এখানে يَقِيْن দ্বারা مَوْت উদ্দেশ্য। সমস্ত মুফাস্‌সির সাহাবী, তাবিঈ প্রমুখের এটাই মাযহাব।

অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, তিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। আমরা তাঁর কাছে ভাল কাজে সাহায্য চাচ্ছি। তাঁর পবিত্র সত্তার উপরই আমাদের ভরসা। আমরা সেই মালিক ও হাকিমের কাছে এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন পূর্ণ ইসলাম ও ঈমান এবং সৎ আমলের উপর আমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনি বড় দাতা এবং পরম দয়ালু।

সূরা হিজরের তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৬ নাহল, মাক্কী — ١٦ – سورة النحل، مَكِّيَّةٌ

আয়াত ১২৮, রুকু ১৬ — (اَيَاتُهَا : ١٢٨، رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ	পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।
١. أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ	১। আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেওনা; তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ঘোষণা

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার খবর দিচ্ছেন। কিয়ামাত সংঘটিত হবেই এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্যই তিনি অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা এই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُ তোমরা এই নিকটবর্তী বিষয়ের জন্য তাড়াহুড়া করনা। 'ه' সর্বনামটি হয়ত বা 'আল্লাহ' শব্দের দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ হবে ঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ওটা তাড়াতাড়ি চেওনা। কিংবা ওটা প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে 'আযাব' শব্দের দিকে। অর্থাৎ আযাবের জন্য ত্বরা করনা। দু'টি অর্থই পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ ۚ وَلَوۡلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلَيَأۡتِيَنَّهُم بَغۡتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ. يَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩-৫৪)

উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে পশ্চিম দিক হতে ঢালের মত কালো মেঘ প্রকাশিত হবে এবং ওটা আকাশের দিকে উঠতে থাকবে। অতঃপর ওর মধ্য হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ‘হে লোকসকল!’ লোকেরা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ ‘তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি?’ কেহ কেহ বলবে ঃ ‘হ্যাঁ, পেয়েছি।’ আর কেহ কেহ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। আবার ঘোষণা দেয়া হবে এবং বলা হবে ঃ ‘হে লোকসকল!’ লোকেরা সবাই একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি? এবার সবাই বলে উঠবে ঃ ‘হ্যাঁ, শব্দ শুনতে পেয়েছি।’ তৃতীয়বার ঐ ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ‘হে লোকসকল! আল্লাহর প্রতিশ্রুত সেই হুকুম এসে গেছে। সুতরাং এখন আর তাড়াহুড়া করনা।’ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এমন দু’ ব্যক্তি যারা কাপড় ছড়িয়ে রেখেছে, তারা তা জড় করার সময় পাবেনা। কেহ হয়ত পশুর জন্য চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে, সেই পানি পান করাতে পারবেনা। দুধ দোহনকারী দুধ দোহন করে তা পান করার সুযোগ পাবেনা, কিয়ামাত হয়ে যাবে। লোকেরা শশব্যস্ত হয়ে পড়বে। (হাকিম ৪/৫৩৯)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পবিত্র সত্তার শির্ক ও অন্যের ইবাদাত হতে বহু উর্ধ্বে থাকার বর্ণনা দিচ্ছেন। سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ বাস্তবিকই তিনি ঐ সমুদয় বিষয় থেকে পবিত্র এবং তা থেকে তিনি বহু দূরে ও বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। ওরাই মুশরিক যারা কিয়ামাতকেও অস্বীকারকারী। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

২। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত অহীসহ মালাক/ফিরেশতা প্রেরণ করেন এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর।	٢. يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ

আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তার মাধ্যমে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ এখানে روح দ্বারা অহী উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِه আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই নাবুওয়াত দান করি।

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১২৪) যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ

আল্লাহ মালাইকার মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ يَوْمَ هُم بَـٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৫-১৬)

এটা এ জন্য যে, أَنَّهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُون তিনি লোকদের মধ্যে আল্লাহর একাত্মবাদ ঘোষণা করবেন, মুশরিকদেরকে ভয় দেখাবেন এবং জনগণকে বুঝাবেন যে, তারা যেন আল্লাহকেই ভয় করে।

৩। তিনি যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।	٣. خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ تَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
৪। তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী।	٤. خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আকাশ, পৃথিবী এবং মানুষ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, উর্ধ্ব জগত ও নিম্ন জগতের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। উর্ধ্ব আকাশ এবং বিস্তৃত ধরণী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলূক তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলি সবই সঠিক ও সত্য। এগুলি তিনি বৃথা সৃষ্টি করেননি।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩১)

তিনি অন্যান্য সমস্ত মা'বূদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি এক ও শরীকবিহীন। তিনি একাকী সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তিনি একাই ইবাদাতের যোগ্য। তিনি মানব সৃষ্টির ক্রমধারা শুক্রের মাধ্যমে চালু রেখেছেন যা অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য পানি মাত্র। যখন তিনি সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করেন, অতঃপর যখন শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে তখন মানুষ প্রকাশ্যভাবে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা তাদের রাব্ব সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয় এবং রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। তাকেতো সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর বান্দা (দাস/ভৃত্য) হিসাবে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নয়। কিন্তু সে হঠকারিতা শুরু করে দেয়। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا

এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার রাব্ব সর্ব শক্তিমান। তারা আল্লাহর পরির্বতে এমন কিছুর ইবাদাত করে যা তাদের উপকার করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা; কাফিরতো স্বীয় রবের বিরোধী। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৪-৫৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা

প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)

বুশ্‌র ইব্‌ন জাহ্‌হাশ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি করে আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এইরূপ জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। খুব সুন্দরভাবে তুমি যখন সৃষ্টি হয়ে গেলে এবং পূর্ণতায় পৌঁছলে, তোমার পোশাক এবং ঘর বাড়ি পেয়ে গেলে তখন তোমার আয় করা অর্থ থেকে কেহকে কিছু দান করলেনা। অতঃপর যখন মৃত্যুম্মুখ লোকের প্রাণ কণ্ঠলগ্ন হয় তখন সে বলে ঃ আমি দান-খাইরাত করতে চাই। কিন্তু দান-সাদাকাহ করার সময় তার অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। (আহমাদ ২/৪১০, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯০৩)

৫। তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরও বহু উপকার রয়েছে; এবং ওটা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।	٥. وَٱلْأَنْعَـٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَـٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
৬। আর যখন তোমরা গোধূলি লগ্নে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং গৌরব অনুভব কর।	٦. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
৭। আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতেনা;	٧. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَـٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ

ٱلۡأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ	তোমাদের রাব্ব অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

পশু-পাখিও আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের উপকারের জন্য

আল্লাহ তা'আলা যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি থেকে যে মানুষ বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করছে সেই নি'আমাতের কথাই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি, যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি সূরা আন'আমের আয়াতে আট প্রকার দ্বারা দিয়েছেন। মানুষ ওগুলির পশম দ্বারা গরম পোশাক তৈরী করে, দুধ পান করে, গোশত খায় ইত্যাদি।

وَلَكُمۡ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ সন্ধ্যাকালে চারণ শেষে যখন ওগুলি ভরা পেটে মোটা স্তন ও উঁচু কূঁজসহ গৃহে ফিরে আসে তখন ওগুলিকে কতই না সুন্দর দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ ওরা তোমাদের ভারী বোঝাগুলি পিঠের উপর বহন করে এক শহর হতে অন্য শহরে নিয়ে যায়। ওদের সাহায্য না পেলে সেখানে পৌঁছতে তোমাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হত। হাজ্জ, উমরাহ, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য সফর করার কাজে ঐগুলিই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ঐ জন্তুগুলিই তোমাদেরকে এবং তোমাদের বোঝাগুলি বহন করে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٞ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ. وَعَلَيۡهَا وَعَلَى ٱلۡفُلۡكِ تُحۡمَلُونَ

এই চতুষ্পদ জন্তুগুলির মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ওগুলির পেট থেকে আমি তোমাদের দুগ্ধ পান করিয়ে থাকি এবং ওগুলি দ্বারা বহু উপকার সাধন করি। তোমরা ওগুলির গোশতও আহার কর এবং ওগুলির উপর সওয়ারও হও। সমুদ্রে ভ্রমনের জন্য আমি নৌকাও বানিয়েছি। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২১-২২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ

আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাক। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার; তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নি'আমাত অস্বীকার করবে? (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৭৯-৮১) এখানেও মহান আল্লাহ তাঁর নি'আমাতগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ তিনি তোমাদের সেই রাব্ব যিনি এই চতুস্পদ জন্তুগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তিনি তোমাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও দয়ালু। যেমন সূরা ইয়াসীনে তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ. وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭২) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

ঐ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য নৌকা বানিয়েছেন এবং চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির উপর সওয়ার হও এবং তোমাদের রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বল ঃ 'তিনি পবিত্র যিনি এগুলিকে আমাদের অনুগত

করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিলনা, আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁরই নিকট আমরা ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১২-১৪)

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ *তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরও বহু উপকার রয়েছে।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, دِفْءٌ এর ভাবার্থ কাপড়। আর مَنَافِع দ্বারা গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

৮। তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।	٨. وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আর একটি নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সৌন্দর্যের জন্য এবং সওয়ারীর জন্য ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। এই জন্তুগুলি সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপকার লাভ। এই জন্তুগুলিকে অন্যান্য জন্তুগুলির উপর তিনি ফাযীলাত দান করেছেন এবং এ কারণে পৃথকভাবে এগুলির বর্ণনা দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫৭০, মুসলিম ৩/১৫৪১)

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘খাইবারের যুদ্ধের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবাহ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি। (আহমাদ ৩/৩৫৬, ৩৬২; আবূ দাঊদ ৪/১৪৯, ১৫১)

আসমা বিন্‌ত আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে ঘোড়া যবাহ করে ওর গোশত খেয়েছি। ঐ সময় আমরা মাদীনায় অবস্থান করছিলাম। (মুসলিম ৩/১৫৪১)

৯। সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎ পথে পরিচালিত করতেন।	٩. وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ

বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা পার্থিব পথ অতিক্রমের উপকরণাদি বর্ণনা করার পর পারলৌকিক পথ অতিক্রমের উপকারের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। নৈতিক ও ধর্মীয় উৎকর্ষতা কিভাবে সম্ভব তা তিনি আলোচনা করেছেন। কুরআনুল কারীমের মধ্যে এ ধরনের অধিকাংশ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ

আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৭)

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশ-ভূষার তুলনায়) আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ২৬) হাজ্জের সফরের পাথেয়র বর্ণনা দেয়ার পর তাকওয়ার পাথেয়র বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা পরকালে কাজে লাগবে। বাহ্যিক পোশাকের বর্ণনার পর তাকওয়ার পোশাকের উত্তমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে চতুষ্পদ জন্তুগুলির মাধ্যমে দুনিয়ার কঠিন পথ ও দূর দূরান্তের সফর অতিক্রম করার কথা

বর্ণনা করার পর আখিরাতের ও ধর্মীয় পথের বর্ণনা করছেন যে, সত্য পথ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত ঘটিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫৩)

قَالَ هَـٰذَا صِرَٰطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ

এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪১) আমি যে সরল সঠিক পথের কথা বলছি, সেটাই হচ্ছে দীন ইসলাম। এরই মাধ্যমে তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে।

وَمِنْهَا جَآئِرٌ *কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও রয়েছে।* বাকী অন্যান্য পথগুলি হচ্ছে ভুল ও অন্যায় পথ এবং মানুষের নিজেদের দ্বারা আবিস্কৃত পথ। যেমন ইয়াহুদিয়াত, নাসারানিয়াত, মাজুসিয়াত ইত্যাদি। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ হিদায়াত হচ্ছে মহান রবের অধিকারের বিষয়।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং

Contents

তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

১০। তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।	١٠. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
১১। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।	١١. يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

বৃষ্টি আল্লাহর নি‘আমাত এবং এটি একটি নিদর্শন

চতুষ্পদ ও অন্যান্য জন্তু সৃষ্টি করার মাধ্যমে নি‘আমাত বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তা এই যে, তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তা থেকে তারা উপকার লাভ করে এবং তাদের উপকারী জন্তুগুলিও তা থেকে ফায়দা উঠায়। মিষ্টি ও স্বচ্ছ পানি তাদের পানীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে এই পানি তিক্ত ও লবণাক্ত হত। আকাশ থেকে বৃষ্টির ফলে গাছ-পালা ও তরুলতা জন্মে। এই গাছ-পালা মানুষের ও গৃহপালিত পশুগুলির খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হয়।

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ

মহান আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি একই পানি হতে বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গন্ধের নানা প্রকারের ফুল-ফল মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ সুতরাং এই সব নিদর্শন একজন মানুষের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদকে বিশ্বাস করে নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। এই বর্ণনা অন্যান্য আয়াতেও রয়েছে ঃ

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। ওর বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে বিচ্যুত। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬০)

১২। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিন, সূর্য এবং চাঁদকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই আদেশে; অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।	١٢. وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
১৩। আর বিবিধ প্রকাশ্য বস্তুও, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন; এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।	١٣. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

দিন-রাত্রি, সূর্য ও চাঁদের আবর্তন এবং পৃথিবীর অন্যান্য জীবের অস্তিত্বে রয়েছে আল্লাহর উত্তম নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা নিজের আরও বড় বড় নি'আমাতরাজির বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ হে মানুষ! দিন ও রাতসমূহ তোমাদের উপকারার্থে পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করছে, সূর্য ও চন্দ্র চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি তোমাদেরকে আলো পৌঁছাচ্ছে এবং সফরকারীরা তারকারাজীর মাধ্যমে তাদের পথ চিনে নিতে পারছে। প্রত্যেকটিকে আল্লাহ এমন সঠিক নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যে, না ওগুলি এদিক ওদিক যাচ্ছে, আর না তোমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে। সবই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ বিবেকবান ব্যক্তিদের জন্য এতে মহাশক্তিশালী আল্লাহর শক্তি ও সাম্রাজ্যের বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ আকাশের বস্তুরাজির বর্ণনা করার পর এখন যমীনের বস্তুরাজির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন রং ও রূপের জিনিসগুলি এবং অসংখ্য উপকারের বস্তুগুলি তিনি মানুষের উপকারের উদ্দেশে যমীনে সৃষ্টি করেছেন। إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ যারা আল্লাহর নি'আমাতরাশি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে এবং ওগুলির মর্যাদা দেয় তাদের জন্য এগুলি অবশ্যই বড় বড় নিদর্শনই বটে।

১৪। তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা গোশত আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণ রূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	١٤. وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
১৫। আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।	١٥. وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَـٰرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
১৬। আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।	١٦. وَعَلَـٰمَـٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
১৭। তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তারই মত যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি	١٧. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ

তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?	أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
১৮। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা পরায়ণ, পরম দয়ালু।	١٨. وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, তারকারাজি ইত্যাদিতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা নিজের আরও অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর কথা স্মরণ করিয়ে বলছেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! সমুদ্রের উপরেও তিনি তোমাদেরকে আধিপত্য দান করেছেন। নিজের গভীরতা ও তরঙ্গমালা সত্ত্বেও ওটা তোমাদের অনুগত। তোমাদের নৌকাগুলি তাতে চলাচল করে। অনুরূপভাবে তোমরা ওর মধ্য হতে মাছ আহরণ করে ওর তাজা গোশত আহার করে থাক। মাছ (হাজ্জের ইহরামহীন অবস্থায় এবং ইহরামের অবস্থায় জীবিত হোক বা মৃত হোক) সব সময় হালাল। মহান আল্লাহ এই সমুদ্রের মধ্যে তোমাদের জন্য মনিমুক্তা সৃষ্টি করেছেন যেগুলি তোমরা অতি সহজে সংগ্রহ করে অলংকারের কাজে ব্যবহার করে থাক। এই সমুদ্রে নৌযানগুলি বাতাস সরিয়ে দিয়ে এবং পানি ফেড়ে বুকে ভর করে চলতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলাই নূহকে (আঃ) নৌকা তৈরীর কাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই মানুষ নৌকা তৈরী করে আসছে এবং আরোহণ করে তারা বড় বড় সফর করতে রয়েছে। এপারের জিনিস ওপারে এবং ওপারের জিনিস এপারে নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। ঐ কথাই এখানে বলা হচ্ছে ঃ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তা এ জন্য যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এরপর যমীনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটাকে থামিয়ে রাখা এবং হেলা-দোলা হতে রক্ষা করার জন্য এর উপর মযবূত ও যথাযথ ওযনসহ পাহাড় স্থাপন করা

হয়েছে যাতে এর নড়াচড়া করার কারণে এর উপর অবস্থানকারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে না পড়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا

তিনি পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩২)

এটাও আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি চতুর্দিকে নদ-নদী ও প্রস্রবন প্রবাহিত রেখেছেন। কোনটি তেজস্বী, কোনটি মন্দা, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি খাট। কখনও পানি কমে যায় এবং কখনও বেশী হয় এবং কখনও সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, মরু-প্রান্তরে এবং পাথরে বরাবরই এই প্রস্রবণগুলি প্রবাহিত রয়েছে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে মহান আল্লাহর ফায্ল ও কারম, করুণা ও দয়া। তিনি ছাড়া না আছে অন্য কোন মা'বূদ এবং না আছে কোন রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনিই রাব্ব এবং তিনিই মা'বূদ। তিনি রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন স্থলে ও পানিতে, পাহাড়ে ও জঙ্গলে, লোকালয়ে এবং বিজনে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সর্বত্রই রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে এদিক থেকে ওদিকে লোকজন যাতায়াত করতে পারে। তিনি পাহাড়ের মাঝে মাঝে খালি জায়গা রেখেছেন যাতে লোকেরা চলাচল করতে পারে। আবার কোন পথ প্রশস্ত, কোনটা সংকীর্ণ এবং কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩১) তিনি আরও নিদর্শন রেখেছেন যেমন পাহাড়, টিলা ইত্যাদি, যেগুলির মাধ্যমে পথচারী মুসাফির পথ জানতে বা চিনতে পারে। তারা পথ ভুলে যাওয়ার পর সোজা সঠিক পথ পেয়ে যায়। নক্ষত্ররাজি পথ প্রদর্শক রূপে রয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওগুলির মাধ্যমেই রাস্তা ও দিক নির্ণয় করা যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/১৮৫)

আল্লাহই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য

এরপর মহান আল্লাহ নিজের বড়ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ ইবাদাতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেহই নেই। আল্লাহ ছাড়া লোকেরা যাদের ইবাদাত করছে তারা একেবারে শক্তিহীন। কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের নেই। পক্ষান্তরে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। তাই বলা হয়েছে ঃ أَفَمَن

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ *তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তারই মত যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?* অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নি‘আমাতের প্রাচুর্যতা ও আধিক্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ *তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা পরায়ন, পরম দয়ালু।* আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে থাকি। যদি আমি আমার সমস্ত নি‘আমাতের পুরোপুরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবী করতাম তাহলে তোমাদের দ্বারা তা পূরণ করা মোটেই সম্ভব হতনা। যদি আমি এই নি‘আমাতরাশির বিনিময়ে তোমাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করি তবুও তা আমার পক্ষে যুল্ম হবেনা। কিন্তু তোমাদের অপরাধ ও পাপসমূহ ক্ষমা করে থাকি। তোমাদের দোষ-ত্রুটি আমি দেখেও দেখিনা। পাপ হতে তাওবাহ, আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আমার সন্তুষ্টি কামনার জন্য সৎ আমলের দিকে ধাবিত হওয়ার পর কোন পাপ হয়ে গেলে আমি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে থাকি। আমি অত্যন্ত দয়ালু। তাওবাহ করার পর আমি শাস্তি প্রদান করিনা। (তাবারী ১৭/১৮৭)

১৯। তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন।	١٩. وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ
২০। তারা আল্লাহ ছাড়া অপর যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করেনা, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।	٢٠. وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـًٔا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ
২১। তারা নিস্প্রাণ নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই।	٢١. أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٍۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তাঁর কাছে দু'টাই সমান। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান তিনি প্রদান করবেন। উত্তম আমলের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং মন্দ আমলের জন্য শাস্তি দিবেন।

মূর্তি পূজকদের দেবতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে মিথ্যা উপাস্যদের কাছে এই লোকগুলি তাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায় তারা কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। যেমন ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ আল্লাহ ছাড়া তোমরা বরং এমন মা'বূদের ইবাদাত করছ যারা নির্জীব জড় পদার্থ, যারা শুনেওনা, দেখেওনা এবং বুঝেওনা। তাদেরতো এতটুকুও অনুভূতি নেই যে, কখন কিয়ামাত হবে? তাহলে কি করে তোমরা ঐ মূর্তিদের/মৃত ব্যক্তিদের কাছে উপকার ও সাওয়াব লাভের আশা করছ? এই আশাতো ঐ আল্লাহর কাছেই করা উচিত যিনি সমস্ত কিছুর খবর রাখেন এবং যিনি সারা বিশ্বের রাব্ব!

২২। তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।	ج ٢٢. إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ
২৩। এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা	٢٣. لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا

يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ	**প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেননা।**

আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র সত্য মা'বূদ। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি এক একক, অংশীবিহীন এবং অভাবমুক্ত। কাফিরদের অন্তর ভাল কথা অস্বীকারকারী। তারা সত্য কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এক আল্লাহর যিক্র শুনে তাদের অন্তর ম্লান হয়ে পড়ে।

أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ

সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫)

وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৫) কিন্তু অন্যদের যিক্র শুনে তাদের অন্তর খুলে যায়। তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে অহংকার প্রকাশ করে। তাদের অন্তরে ঈমান নেই এবং তারা ইবাদাতে অভ্যস্তও নয়। এ সব লোক অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৬০)

أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোপনীয় ও প্রকাশ্য কথা সম্যক অবগত। প্রত্যেক আমলের উপর তিনি পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি অহংকারকারীদের ভালবাসেননা।

২৪। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্সা-কাহিনী।	٢٤. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
২৫। ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে; হায়! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!	٢٥. لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ

আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাসকারীদের প্রতি রয়েছে ধ্বংস এবং আযাবের উপর আযাব

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের যখন বলা হয় ঃ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ আল্লাহর কিতাবে কি অবতীর্ণ করা হয়েছে? তখন তারা প্রকৃত উত্তর দান থেকে সরে গিয়ে হুট করে বলে ফেলে ঃ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ এতে পূর্ববর্তীদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করা হয়নি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

এবং তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫)

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً

দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ খুঁজে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৪৮) ঐগুলিই লিখে নেয়া হয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় বার বার পাঠ করা হচ্ছে। সুতরাং তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। প্রকৃত পক্ষে তারা একটা কথার উপর স্থির থাকতে পারেনা। আর তাদের সমস্ত উক্তি বাজে ও ভিত্তিহীন হওয়ার এটাই বড় প্রমাণ। কখনও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুকর বলে, কখনও বলে কবি, কখনও বলে ভবিষ্যদ্বক্তা, আবার কখনও বলে পাগল। অতঃপর তাদের বৃদ্ধগুরু ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল। এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। (সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ঃ ১৮-২৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

আমি তাদেরকে এই পথে এ জন্যই চালিত করেছি যে, তারা যেন তাদের নিজেদের পাপসহ তাদের অনুসারীদের পাপও নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নেয়। সুতরাং তাদের ঐ উক্তির ফল হবে অতি মারাত্মক। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ 'যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে সে ওটা মান্যকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করে, কিন্তু মান্যকারীদের সাওয়াবের একটুও কমতি হয়না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কাজের দিকে আহ্বান করে সে ওটা পালনকারীদের সমপরিমাণ পাপের অধিকারী এবং অসৎ কাজের লোকের পাপ মোটেই কম করা হয়না। (মুসলিম ৪/২০৬০) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالاً مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡ ۖ وَلَيُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ

এবং তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা; এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৩)

لِيَحۡمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةً يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۙ وَمِنۡ أَوۡزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيۡرِ عِلۡمٍ

ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা তাদের নিজেদের পাপের বোঝাতো বহন করবেই, এর সাথে সাথে তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছে তাদের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। আর এ কারণে অনুসারীদের পাপের বোঝা মোটেই লাঘব করা হবেনা। (তাবারী ১৭/১৯০)

২৬। তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির।	٢٦. قَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَـٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَـٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ
২৭। পরে কিয়ামাত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন	٢٧. ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ يُخۡزِيهِمۡ

وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَـٰٓقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ	**এবং বলবেন ঃ কোথায় আমার সেই সব শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতন্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে ঃ নিশ্চয়ই আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য।**

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আচরণ এবং তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদানের বর্ণনা

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল।* আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, চক্রান্তকারী দ্বারা নমরূদকে বুঝানো হয়েছে যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। (তাবারী ১৭/১৯৩) যমীনে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশি ঔদ্ধত্যপনা সে'ই দেখিয়েছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা *নাখতে নাসর* সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেও বড় চক্রান্তকারী ছিল। কাফির ও মুশরিকরা যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করছে, এটা তাদের আমল বিনষ্ট হওয়ারই দৃষ্টান্ত। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২২) তারা সর্বপ্রকারের কৌশল অবলম্বন করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তাদেরকে শিরকের কাজে উৎসাহিত করেছিল। তাই কিয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীরা তাদেরকে বলবে ঃ

بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِد আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

كُلَّمَآ أَوۡقَدُواْ نَارًا لِّلۡحَرۡبِ أَطۡفَأَهَا ٱللَّهُ

যখনই তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ইচ্ছা করে তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৪) অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْ ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ ۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ

কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারনাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর! (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ. ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُخۡزِيهِمۡ

আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির। পরে কিয়ামাত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৬-২৭)

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ

ঐ সময় গোপনীয় সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) এবং ভিতরের সবকিছু বের হয়ে যাবে। সেইদিন সমস্ত ব্যাপার উদঘাটিত হয়ে পড়বে।

ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার পিছনে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমান অনুযায়ী একটি পতাকা স্থাপন করা হবে এবং ঘোষণা

করে দেয়া হবে ঃ ‘এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক বিশ্বাসঘাতক’। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৮, মুসলিম ৩/১৩৬০)

অনুরূপভাবে এই লোকদেরকেও হাশরের মাইদানে সকলের সামনে অপদস্থ করা হবে যারা গোপনে ষড়যন্ত্র করত। তাদেরকে তাদের রাব্ব ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করবেন ঃ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ আজ কোথায় আমার সেই শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বাক বিতন্ডা করতে? তারা আজ তোমাদের সাহায্য করছেনা কেন?

مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلۡ يَنصُرُونَكُمۡ أَوۡ يَنتَصِرُونَ

তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৯৩) আজ তোমরা বন্ধু ও সহায়হীন অবস্থায় রয়েছ কেন?

فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

সেদিন তার কোন ক্ষমতা থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ১০) তারা এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব হয়ে যাবে। তারা হয়ে যাবে সেই দিন সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর ও অসহায়। তারা জেনে যাবে যে, পালানোর আর কোন পথ নেই। ঐ সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যারা যে সব আলেম দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টজীবের কাছে সম্মানের পাত্র, তাঁরা বলবেন ঃ

إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ লাঞ্ছনা ও শাস্তি আজ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং তাদের বাতিল উপাস্যরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

২৮। মালাইকা তাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের প্রতি যুল্ম করতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা। হ্যাঁ, তোমরা যা	٢٨. ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمۡۖ فَأَلۡقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعۡمَلُ مِن سُوٓءِۭۚ بَلَىٰٓ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ	করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।
٢٩. فَٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَلَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ	২৯। সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

মৃত্যুর সময় ও পরে কাফিরদের দুরাবস্থা

আল্লাহ তা‘আলা এখানে নিজেদের উপর যুল্মকারী মুশরিকদের জান কবযের সময়ের অবস্থা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তাদের প্রাণ বের করার জন্য আগমন করেন তখন তারা (আল্লাহ তা‘আলার আদেশ ও নিষেধ) শোনার ও মেনে চলার কথা অঙ্গীকার করে এবং সাথে সাথে নিজেদের কৃতকর্ম গোপন করে নিজেদেরকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। তারা বলে ঃ

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ *আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা।* কিয়ামাতের দিনও আল্লাহর সামনে তারা শপথ করে বলবে ঃ

وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৩)

يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحۡلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৮) যেমন দুনিয়ায় তারা জনগণের সামনে শপথ করে করে বলত যে, তারা মুশরিক নয়। উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ

بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ. فَٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَلَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ

হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য; দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৮-২৯)

সেখানকার জায়গা খারাপ, খুব খারাপ। সেখানে আছে শুধুমাত্র লাঞ্ছনা ও অপমান। এটা হচ্ছে ঐ লোকদের প্রতিফল যারা গর্বভরে আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেনা। মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের রূহ জাহান্নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায় এবং কাবরে তাদের দেহের উপর জাহান্নামের প্রখরতা ও ওর আক্রমন আসতে থাকে। কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাগুলি তাদের দেহগুলির সাথে মিলিত হয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে আর মৃত্যুও হবেনা এবং তাদের শাস্তি ও হালকা করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُقۡضَىٰ عَلَيۡهِمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنۡهُم مِّنۡ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৬)

ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّاۖ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৪৬)

৩০। আর যারা মুত্তাকী তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে ঃ মহা কল্যাণ। যারা সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে এই	٣٠. وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمۡۚ قَالُواْ خَيۡرًاۗ لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَٰذِهِ

দুনিয়ার মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট; আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!	ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلْأَاخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ
৩১। ওটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর পাদদেশে স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তা'ই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে।	٣١. جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ
৩২। মালাইকা যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়, (তাদেরকে) বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।	٣٢. ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অহী সম্পর্কে মু'মিনদের বাক্য, মৃত্যুর সময় ও পরে তাদের সুখাবস্থা

মন্দ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন তাদের বিপরীত ভাল লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। মন্দ লোকদের উত্তর ছিল ঃ 'এই কিতাবে অর্থাৎ কুরআনে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।' কিন্তু ভাল লোকদের উত্তর হবে ঃ 'এই কিতাব হচ্ছে দয়া ও রাহমাতের সুসংবাদ বহনকারী। যে কেহ এটি মেনে চলবে এবং এর উপর আমল করবে, সে পরিপূর্ণভাবে করুণা

ও কল্যাণ লাভ করবে।' এরপর মহান আল্লাহ খবর দিচ্ছেন ঃ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ আমি রাসূলদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যারা পার্থিব জগতে ভাল কাজ করবে তারা উভয় জগতেই খুশী থাকবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে ভাল কাজ করবে এবং মু'মিন হবে, আমি তাকে অতি পবিত্র জীবন দান করব এবং তার আমলের বিনিময়ও অবশ্যই প্রদান করব। উভয় জগতে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৭) ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, আখিরাতের ঘর দুনিয়ার ঘর অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর ও উত্তম। সেখানকার পুরস্কার এখানকার পুরস্কার অপেক্ষা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী। যেমন কারুনের ধন-সম্পদের আকাংখাকারীদেরকে আলেমগণ বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ

আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা সৎ কর্মশীলদের জন্য বহুগুণে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৮) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ

আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। (সূরা আ'লা, ৮৭ ঃ ১৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ

তোমার জন্য পরবর্তী সময়তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ৪) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ পরকালের আবাসস্থল মুত্তাকীদের জন্য কত উত্তম! جَنَّتُ عَدْنٍ শব্দদ্বয় دَارُ الْمُتَّقِيْنَ হতে বদল হয়েছে। অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতে জান্নাতে আদ্ন বা স্থায়ী জান্নাত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ওর বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের নিম্নদেশে সদা প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤُونَ তারা সেখানে যা চাবে তা'ই পাবে।

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৭১)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'আল্লাহভীরুদেরকে এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন। তাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তারা শির্ক করা থেকে মুক্ত থাকে এবং সব রকমের কলুষতা থেকে পবিত্র থাকে। মালাক/ফেরেশতা এসে তাদেরকে সালাম করেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন।' যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْأَخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রাব্ব আল্লাহ, অতঃপর এতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাক/ফেরেশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।' আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।' (সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ ঃ ৩০-৩২) এই বিষয়ের হাদীসগুলি আমরা নিম্ন আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি।

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৭)

٣٣. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	**৩৩। তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের কাছে মালাক/ফিরেশতা আগমনের অথবা তোমার রবের শাস্তি আগমনের; আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করত।**
٣٤. فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ	**৩৪। সুতরাং তাদের প্রতি আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কর্মের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল ওটাই যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত।**

অবিশ্বাসীরা ঈমান না আনার কারণে শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলছেন ঃ ‘তারাতো শুধু ঐ মালাইকা/ফিরেশতাদের অপেক্ষা করছে যারা তাদের রুহ্ কব্য করার জন্য আগমন করবে অথবা তারা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে এবং অপেক্ষা করছে ওর

ভয়াবহ অবস্থার। এদের মতই এদের পূর্ববর্তী মুশরিকদের অবস্থাও ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে তাদের কাছে কিতাব এবং রাসূল প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি তাদের ওযর শেষ করে দেন। এর পরেও যখন তারা অস্বীকৃতি ও হঠকারিতার উপর রয়েই গেল তখন তিনি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। রাসূলদের ভীতি প্রদর্শনকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়।

وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ সুতরাং এর শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে। আল্লাহ তাদের উপর যুল্ম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল। এ জন্যই কিয়ামাতের দিন তাদেরকে বলা হবে ঃ

هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

এটাই হচ্ছে ঐ আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৪)

৩৫। মুশরিকরা বলে ঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতামনা এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতামনা। তাদের পূর্ববর্তীরাও এই রূপই করত; রাসূলদের কর্তব্যতো শুধু সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।	٣٥. وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ
৩৬। আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ	٣٦. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ

দেয়ার জন্য আমিতো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিনাম কি হয়েছে!	أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ
৩৭। তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।	٣٧. إِن تَحۡرِصۡ عَلَىٰ هُدَىٰهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ

মূর্তি পূজকদের শির্কের স্বপক্ষে বিতর্ক করার জবাব

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উল্টা বুঝের খবর দিচ্ছেন যে, তারা পাপ করছে, শির্ক করছে, হালালকে হারাম করছে। যেমন পশুগুলিকে তাদের দেবতাদের নামে যবাহ করছে আর বলছে ঃ

لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا

مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ যদি আল্লাহ আমাদের অগ্রজদের এই কাজ অপছন্দ করতেন তাহলে তখনই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন।

কোন কোন পশুর ব্যাপারে তাদের ছিল অদ্ভুত কুসংস্কার। যেমন বাহিরাহ, সাইবাহ, ওয়াসিলাহ এবং আরও অনেক নামকরণীয় পশু। তারা এসব নতুন

নতুন নামকরণ করে নতুন পন্থা আবিস্কারের মাধ্যমে নিজেদের উপর শির্ক ও বিদ‘আতী আমল চাপিয়ে নিয়েছে যে ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন প্রত্যাদেশ নাযিল করা হয়নি। এসব অন্যায় কাজের ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল ঃ আল্লাহ সুবহানাহু যদি এগুলো অপছন্দ করতেন তাহলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দানের মাধ্যমে এ কাজগুলোকে বন্ধ করে দিতেন অথবা আমরা যাতে তা করতে না পারি সেই ব্যবস্থা করতেন। তাদের এ ধরণের ভ্রান্ত মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ তোমরা যা মনে করছ তা নয়, তোমাদের এ আচরণকে আল্লাহ তা‘আলা শুধু অপছন্দই করছেননা, বরং এরূপ আচরণকারীকেও তিনি সর্বতোভাবে ধিক্কার জানাচ্ছেন এবং তোমাদের এ ধরণের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তোমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠি এবং প্রত্যেক যুগে আমি নাবী পাঠিয়েছি। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। আমার বান্দাদের মধ্যে আমার আহকামের দা‘ওয়াত তারা পুরাপুরি ও স্পষ্টভাবে পোঁছে দিয়েছে। সকলকেই তারা বলেছে ঃ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ *তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও তাগুতকে বর্জন কর।*

সর্বপ্রথম যখন যমীনে শির্কের উদ্ভব হয় তখন আল্লাহ তা‘আলা নূহকে (আঃ) নাবুওয়াত দান করে প্রেরণ করেন। আর সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘খাতিমুন মুরসালীন’ ও রাহমাতুললিল ‘আলামীন’ উপাধি দিয়ে নাবী বানিয়ে দেন, যাঁর দা‘ওয়াত ছিল যমীনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দানব ও মানবের জন্য। সমস্ত নাবীরই একই দা‘ওয়াত ছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা‘বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ءَالِهَةً يُعۡبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

প্রত্যেক উম্মাতের রাসূলের দা'ওয়াত ছিল তাওহীদের শিক্ষা দান এবং তাগুত থেকে দূরে থাকার আহ্বান। সুতরাং মুশরিকরা কি করে নিজেদের শির্কের উপর আল্লাহর সম্মতির দলীল আনয়ন সমীচীন মনে করছে এবং বলছে ঃ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِه مِن شَيْءٍ *আল্লাহ ইচ্ছা করলে তিনি ব্যতীত আমরা অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতামনা।* আল্লাহ তা'আলার চাহিদা তাঁর শারীয়াতের মাধ্যমে অবগত হওয়া অতি সহজ এবং এর প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই যেহেতু নাবী/রাসূলগণ প্রত্যেকে নিজ জবানীতে তাদের কাওমের লোকদেরকে এ বিষয়ে দা'ওয়াত দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তাদেরকে শির্কের উপর ছেড়ে দেয়া অন্য কথা। এটা গৃহীত দলীল হতে পারেনা। আল্লাহ চাইলে সবাইকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তাদের তাকদীর তাদের আমলের উপর জয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলাতো জাহান্নাম ও জাহান্নামীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। শাইতান এবং কাফিরদের এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বীয় বান্দাদের কুফরীর উপর কখনওই সন্তুষ্ট নন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ রাসূলদের মাধ্যমে সতর্কীকরণের পর কাফির ও মুশরিকদের উপর পার্থিব শাস্তিও এসেছে। কেহ কেহ ঈমান এনেছে এবং কেহ কেহ পথভ্রষ্টতার উপরই রয়ে গেছে। হে মু'মিনগণ! তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের পরিণাম দেখে নাও। অর্থাৎ অতীতের ঘটনাবলী যাদের জানা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তোমরা জেনে নাও যে,

دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ ۖ وَلِلۡكَٰفِرِينَ أَمۡثَٰلُهَا

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১০)

وَلَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ

এবং এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কি রূপ হয়েছিল আমার শাস্তি! (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে রাসূল! তুমি এই কাফিরদেরকে হিদায়াত করার জন্য আগ্রহী হচ্ছ বটে, কিন্তু এটা নিস্ফল হবে। কারণ আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪১) নূহ (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

وَلَا يَنفَعُكُمۡ نُصۡحِيٓ إِنۡ أَرَدتُّ أَنۡ أَنصَحَ لَكُمۡ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغۡوِيَكُمۡ

আর আমার মঙ্গল কামনা (নাসীহাত) করা তোমাদের উপকারে আসতে পারেনা, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাইনা কেন, যদি আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৩৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেননা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে হিদায়াত দানকারী কেহ নেই এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

হে নাবী! যাদের উপর তোমার রবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন চলে আসে, যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ঃ

فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তা'ই হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তাই তিনি বলেন ঃ যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে আল্লাহর পরে তাকে পথ দেখাতে পারে? অর্থাৎ কেহ নেই।

وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ সেই দিন তাদের এমন কোন সাহায্যকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

৩৮। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে ঃ যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। কেন নয়? তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।	٣٨. وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
৩৯। তিনি পুনরুত্থিত করবেন, যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে	٣٩. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ

স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এবং যাতে কাফিরেরা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।	فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَـٰذِبِينَ
৪০। আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়।	٤٠. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

পুনর্জীবন সত্য, এর পিছনে হিকমাত রয়েছে, আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যেহেতু তারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা, সেহেতু অন্যদেরকেও এই বিশ্বাস হতে দূরে সরিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তারা আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বলে ঃ মারা যাবার পর পুনরায় জীবিত করে কিয়ামাত দিবসে বিচার করা হবে বলে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয়। তারাতো মনে করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের দাবীই যেহেতু মিথ্যা, তাই কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার তাঁর দাবীও মিথ্যা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের দাবী খন্ডন করে বলেন ঃ

بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا অবশ্যই কিয়ামাত সংঘটিত হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃ রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং কুফরীর গহ্বরে পড়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া এবং দেহের পুনরুত্থানের কিছু নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। একটি এই যে, যেন এর মাধ্যমে পার্থিব মতভেদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা কামার, ৫৩ ঃ ৩১) আর কাফিরদের আকীদায়, কথায় এবং কসমে মিথ্যাবাদী হওয়া যেন প্রমাণিত হয়ে যায়। ঐ সময় তারা সবাই দেখে নিবে যে, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে ঃ

هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৪-১৬)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় অসীম ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি যা চান তা'ই করতে পারেন। কোন কিছু হতে তিনি অপারগ নন। কোন জিনিসই তার অধিকার বহির্ভূত নয়। তিনি যা করতে চান সেই সম্পর্কে শুধু বলেন ঃ 'হও' সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। কিয়ামাতও শুধু তাঁর এ রকম হুকুমেরই কাজ। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয় আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি ঃ 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি একবার মাত্র আদেশ করি এবং সাথে সাথে তা হয়ে যায়। গুরুত্ব আরোপের জন্য তাঁর দ্বিতীয়বার আদেশ করার প্রয়োজন হয়না। এমন কেহ নেই যে তার বিরোধিতা করতে পারে। তিনি এক ও মহাপ্রতাপান্বিত। তিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া নেই কোন মা'বূদ, নেই কোন শাসনকর্তা, নেই কোন রাব্ব এবং নেই কোন ক্ষমতাবান।

৪১। যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরাত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান করব এবং আখিরাতের পুরস্কারইতো শ্রেষ্ঠ। হায়! তারা যদি ওটা জানত!	٤١. وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ
৪২। তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।	٤٢. ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ

হিজরাতকারীগণের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর পথে হিজরাতকারীদের পুরস্কার সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মাতৃভূমি, বন্ধু-বান্ধব এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে তাঁর পথে হিজরাত করে, তাদের প্রতিদান হিসাবে ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে মহামর্যাদা ও সম্মান। খুব সম্ভব এই আয়াত দু’টি আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়ার) হিজরাতকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মাক্কায় মুশরিকদের কঠিন উৎপীড়ন সহ্য করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেন, যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহর দীনের উপর আমল করতে পারেন। তাদের গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে ছিলেন ঃ (১) উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ), (২) তার সাথে তার স্ত্রী রুকাইয়াও (রাঃ) ছিলেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা, (৩) জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং (৪) আবূ সালমাহ ইব্ন আবদিল আসাদ (রাঃ) প্রমুখ। তারা সংখ্যায় প্রায় ৮০ জন ছিলেন। তারা সবাই ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন।

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً আল্লাহ তা'আলা এসব সত্যের সাধকদের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তম জায়গা দান করবেন, যেমন মাদীনা। আর এও বলা হয়েছে যে, তারা পবিত্র জীবিকা এবং দেশও বিনিময় হিসাবে প্রাপ্ত হবেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর ভয়ে যে জিনিস ছেড়ে যান, আল্লাহ তাদেরকে সেই জিনিস কিংবা ওর চেয়ে উত্তম জিনিস দান করেন। এই দরিদ্র মুহাজিরদের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে শাসন ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থা অর্পণ করেছিলেন এবং দুনিয়ায় তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। এখনও আখিরাতের প্রতিদান ও পুরস্কারতো বাকী আছেই। সুতরাং যারা হিজরাত করা থেকে বিরত থাকে তারা যদি মুহাজিরদের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত থাকত তাহলে অবশ্যই তারা হিজরাতের ব্যাপারে অগ্রগামী হত।

এই পবিত্র লোকদের আরও গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে যে সব কষ্ট তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে তা তারা সহ্য করেছেন, আর তারা ভরসা করেছেন আল্লাহর উপর। এ কারণেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তারা দুই হাতে লুটে নিয়েছেন।

৪৩। তোমার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।	٤٣. وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيۡہِمۡ‌ۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ
৪৪। প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।	٤٤. بِٱلۡبَيِّنَـٰتِ وَٱلزُّبُرِ‌ۗ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّڪۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡہِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ

পৃথিবীতে বাণী বাহক হিসাবে মানুষকেই নিযুক্ত করা হয়েছে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন তখন আরাববাসীরা অথবা তাদের অনেকেই স্পষ্টভাবে তাঁকে অস্বীকার করে এবং বলে ঃ 'আল্লাহর শান্ বা মাহাত্ম এর থেকে বহু উর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে তাঁর রাসূল করে পাঠাবেন।' এর বর্ণনা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (হে নাবী!) আমি তোমার পূর্বে যত নাবী পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাই মানুষ ছিল, তাদের কাছে আমার অহী আসত। সুতরাং (তোমাদের বিশ্বাস না হলে) তোমরা আসমানী কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তারা মানুষ ছিল নাকি মালাক ছিল? যদি তারাও মানুষ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের এই উক্তি হতে ফিরে এসো। আর যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, নাবুওয়াতের ক্রমধারা মালাইকার মধ্যেই জারী ছিল তাহলে তোমরা এই নাবীকে অস্বীকার করলে কোন দোষ হবেনা। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) তাঁরা কোন আসমানবাসী ছিলনা। (তাবারী ১৭/২০৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আহলে যিক্র দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/২০৮) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّى هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولاً. وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً

বল ঃ পবিত্র ও মহান আমার রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৩-৯৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِى ٱلۡأَسۡوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যত রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই পানাহার করত এবং বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَا جَعَلۡنَٰهُمۡ جَسَدًا لَّا يَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَٰلِدِينَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতনা। তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮) আল্লাহ আ'আলা বলেন ঃ

قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

তুমি বল ঃ আমিতো এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ

আমিতো তোমাদের মতই মানুষ, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১১০)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এখানেও এরশাদ করেন ঃ তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবীদের জিজ্ঞেস করে দেখ যে, নাবীগণ মানুষ ছিল, নাকি মানুষ ছিলনা? অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ তিনি রাসূলদেরকে দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, *'যুবুর'* শব্দটি *'যাবূর'* শব্দের বহু বচন। আরাবরা বলে থাকে *'যাবুরাতুল কিতাব'* অর্থাৎ আমি একটি পুস্তক লিখেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ

তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫২) অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫) এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ আমি তোমার উপর 'যিক্‌র' অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এই কারণে, যেহেতু তুমি এর ভাবার্থ পূর্ণরূপে অবগত আছ সেহেতু তুমি ওটা মানুষকে বুঝিয়ে দিবে। হে নাবী! তুমিই এর প্রতি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী, তুমিই এর সবচেয়ে বড় আলেম। আর তুমিই এর উপর সবচেয়ে বড় আমলকারী। কেননা তুমি মাখলূকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক এবং আদম সন্তানদের নেতা। এই কিতাবে যা সংক্ষিপ্তভাব রয়েছে তা বিস্ত ারিতভাবে বর্ণনা করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত। লোকদের উপর যা কঠিন হবে তা তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবে। وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ যাতে তারা জেনে বুঝে সুপথ প্রাপ্ত হতে পারে এবং সফলকাম হয়। আর যেন উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করে।

৪৫। যারা দুস্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা, অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত?	٤٥. أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
৪৬। অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে	٤٦. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ

فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ	**ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা।**
٤٧. أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ	**৪৭। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।**

অপরাধীরা কিভাবে নির্ভয় হয়ে গেছে?

সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ তা'আলা নিজে অবগত থাকা সত্ত্বেও, সহনশীলতা, ক্রোধ সত্ত্বেও নিজের মেহেরবানীর খবর দিচ্ছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে নিজের পাপী বান্দাদের যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন এবং তাদের অজান্তে তাদের উপর শাস্তি আনয়ন করতে পারেন। কিন্তু নিজের সীমাহীন মেহেরবানীর কারণে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা? আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝটিকা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী। (সূরা মুল্ক, ৬৭, ১৬-১৭)

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ আবার এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ষড়যন্ত্রকারী দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে তাদের চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, খাওয়া এবং উপার্জন করা অবস্থায়ই পাকড়াও করেন। সফরে, বাড়ীতে, দিনে-রাতে যখন ইচ্ছা তাদেরকে ধরে ফেলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَٰتًا وَهُمۡ نَآئِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحًى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে- এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ-প্রমোদে রত থাকবে? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৭-৯৮)

আল্লাহকে কোন ব্যক্তি বা কোন কাজ অপারগ করতে পারেনা, তিনি পরাজিত ও ক্লান্ত হওয়ার নন এবং তিনি অকৃতকার্য হওয়ারও নন। এও হতে পারে যে, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ ধরে ফেলবেন। তাহলে দুটো শাস্তি একই সাথে হয়ে যাবে। একটা হল ভয়, আর অপরটা হল পাকড়াও। একটি হল মৃত্যু, অন্যটি হল ত্রাস।

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ কিন্তু মহান আল্লাহ, বিশ্বরাব্ব বড়ই করুণাময়। এ কারণেই তিনি তাড়াহুড়া করে পাকড়াও করেননা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, স্বভাব বিরুদ্ধ কথা শুনে ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশী ধৈর্যধারণকারী আর কেহই নেই। লোকেরা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে খাদ্য দিচ্ছেন এবং সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন অকস্মাৎ পাকড়াও করেন এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

তোমার রাব্ব এভাবেই কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠিন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) অন্যত্র বলা হয়েছে

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৮)

৪৮। তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাহয় নত হয়?	٤٨. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيَّؤُا۟ ظِلَـٰلُهُۥ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَٰخِرُونَ
৪৯। আল্লাহকেই সাজদাহ করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকাও; তারা অহংকার করেনা।	٤٩. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
৫০। তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রাব্বকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (সাজদাহ)	٥٠. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩

প্রত্যেকেই আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও মহিমার খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত মাখলূক তাঁর অনুগত ও দাস। জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, মানব, দানব, মালাইকা এবং সারা জগত তাঁর বাধ্য। প্রত্যেক জিনিস সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সামনে নানা প্রকারে নিজেদের অপারগতা ও শক্তিহীনতার প্রমাণ পেশ করে থাকে। তারা ঝুঁকে তাঁর সামনে সাজদাহবনত হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া মাত্রই সমস্ত জিনিস বিশ্বের রবের সামনে সাজদাহয় অবনত হয়। (তাবারী ১৭/২১৭) সব কিছু তাঁর সামনে অপারগ, দুর্বল ও শক্তিহীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ পাহাড় ইত্যাদির সাজদাহ হচ্ছে ওর ছায়া। আবূ গালিব আশ শাইবানী (রহঃ) বলেন ঃ সমুদ্রের তরঙ্গমালা হচ্ছে ওর সালাত।

ওগুলিকে যেন বিবেকবান মনে করে ওগুলির প্রতি সাজদাহর সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই তিনি বলেন ঃ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ যমীন ও আসমানের সমস্ত প্রাণী তাঁর সামনে সাজদাহবনত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ

আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায়। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ১৫) মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলীও নিজেদের মান-মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহর সামনে সাজদাহয় পতিত হন। তাঁর দাসত্ব করার ব্যাপারে তারা অহংকার করেননা।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ মহামহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে তাঁরা কাঁপতে থাকেন এবং তাঁদেরকে যা আদেশ করা হয় তা প্রতিপালনে তাঁরা সদা ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা না অবাধ্য হন, আর না অলসতা করেন।

৫১। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করনা; তিনিইতো একমাত্র ইলাহ, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।	٥١. وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ إِلَـٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ
৫২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই; এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য; তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করবে?	٥٢. وَلَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ

৫৩। তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তাতো আল্লাহরই নিকট হতে। অধিকন্ত যখন দুঃখ দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর।	٥٣. وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ
৫৪। আবার যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে ,	٥٤. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمۡ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمۡ يُشۡرِكُونَ
৫৫। আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই জানতে পারবে।	٥٥. لِيَكۡفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ ۚ فَتَمَتَّعُواْ ۖ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ

একমাত্র আল্লাহই ইবাদাত পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ এক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি শরীকবিহীন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং রাব্ব।

وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا *এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মাইমূন ইব্ন মাহরান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ‘চিরদিনের জন্য’। (তাবারী ১৭/২২২) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ‘অবশ্য পালনীয়’। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ‘একমাত্র তাঁরই জন্য’। অর্থাৎ যারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে তাদের সবার ইবাদাত করতে হবে শুধুমাত্র এক আল্লাহর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তাহলে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮৩) সুতরাং তোমরা খাঁটিভাবে তাঁরই ইবাদাত করতে থাক। তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করা হতে বিরত থাক।

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ

নিখুঁত দীন একমাত্র আল্লাহরই। (সূরা আলে ইমরান, ৩৯ ঃ ৩) আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুর একক মালিক তিনিই। লাভ ও ক্ষতি তাঁরই ইচ্ছাধীন। যত কিছু নি'আমাত বান্দার হাতে রয়েছে সব কিছুই তাঁরই নিকট হতে এসেছে। জীবিকা, নি'আমাত, নিরাপত্তা, অটুট স্বাস্থ্য এবং সাহায্য সবই তাঁর পক্ষ হতে আগত। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ বান্দার উপর রয়েছে।

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ জেনে রেখ, এতগুলি নি'আমাত পাওয়ার পরেও তোমরা এখনও তাঁরই মুখাপেক্ষী রয়েছ। দুঃখ ও বিপদ-আপদের সময় তোমরা তাঁকেই স্মরণ করে থাক। কঠিন বিপদের সময় কেঁদে কেঁদে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তোমরা তাঁরই দিকে ঝুকে পড়। যখন বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড় তখন তোমরা তোমাদের ঠাকুর, দেবতা, প্রতিমা/মূর্তি, পীর, ফকীর, অলী, নাবী সবাইকেই ভুলে যাও এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঐ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করতে থাক।

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭)

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ

আবার যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৪-৫৫)

এখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া মাত্রই অনেক লোক চোখ ফিরিয়ে নেয়। আমি তাদের এই স্বভাব এ জন্যই করেছি যে, তারা আল্লাহর নি'আমাতের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং তা অস্বীকার করে, অথচ প্রকৃত পক্ষে নি'আমাত দানকারী এবং বিপদ-আপদ দূরকারী আমি ছাড়া আর কেহই নেই।

এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন ঃ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ দুনিয়ায় তোমরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও এবং সুখ ভোগ করতে থাক। কিন্তু এর পরিণাম ফল সত্বরই জানতে পারবে।

৫৬। আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেনা। শপথ আল্লাহর! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।	٥٦. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَٰهُمْ ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ
৫৭। তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত, এবং তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে।	٥٧. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ
৫৮। তাদের কেহকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো	٥٨. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم

بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ	হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।
৫৯. يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ	৫৯। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!
٦٠. لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوۡءِۖ وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ	৬০। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী। আর আল্লাহতো মহত্তম প্রকৃতির সদৃশ; এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

মুশরিকরা যাদের নামে শপথ করে তাদেরকেও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অসদাচরণ ও নির্বুদ্ধিতার খবর দিচ্ছেন যে, সবকিছু দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, অথচ তারা অজ্ঞতা বশতঃ তাতে তাদের মিথ্যা মা'বূদদের অংশ সাব্যস্ত করছে। তারা বলে ঃ

هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَـٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৩৬) অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে সাথে তাদের দেব-দেবীর জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ করে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেব-দেবীদের অগ্রাধিকার দেয়। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তাঁর মহানত্বের দোহাই দিয়ে বলছেন যে, তাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা এবং দীনের বিকৃতি করার জন্য প্রশ্ন করা হবে। এই লোকদেরকে অবশ্যই এর জবাবদিহি করতে হবে। তাদের এই মিথ্যারোপের প্রতিফল অবশ্যই তারা পাবে এবং তা হবে জাহান্নামের আগুন।

এরপর তাদের দ্বিতীয় অন্যায় ও বোকামীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভকারী মালাইকা হচ্ছেন তাদের মতে আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। এই ভুলতো তারা করেই, তদুপরি মুশরিকরা তাদের ইবাদাতও করে। এটা ভুলের উপর ভুল। এখানে তারা কয়েকটি অপরাধ করল। (১) তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করল, অথচ তিনি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। (২) সন্তানের মধ্যে আবার ঐ সন্তান আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করল যা তারা নিজেদের জন্যও পছন্দ করেনা, অর্থাৎ কন্যা সন্তান।

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ২১-২২)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ *তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত।* আল্লাহ সুবহানাহু তাদের এ দাবী হতে পবিত্র এবং তারা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ. أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন? তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রূপ বিচার কর? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৫১-১৫৪)

وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ তারা পুত্র সন্তানকে তাদের জন্য পছন্দ করছে, অন্যদিকে যে কন্যা সন্তানকে তারা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তারা যা করে তা কতইনা জঘন্য! তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু পবিত্র।

মূর্তি পূজক মুশরিকরা কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করত

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ যখন তাদেরকে খবর দেয়া হয় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে তখন লজ্জায় তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে কথা বের হতে চায়না। **يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ** তারা লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে, আর তারা চিন্তা করে ঃ এখন কি করা যায়? যদি এ কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা হয় তাহলে এটাতো খুবই লজ্জার কথা! সেতো উত্তরাধিকারিনীও হবেনা। তাহলে কি তাকে অপমানের সাথে রেখে দিবে, নাকি জীবন্ত কাবর দিবে? জাহিলিয়াতের যামানায় কন্যা সন্তানের ব্যাপারে তাদের এই চিন্তা-ভাবনা ছিল (যা এখনও ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে বিরাজমান রয়েছে)। এই অবস্থাতো তার নিজের। আবার আল্লাহর জন্য তারা এই কন্যা-সন্তানই সাব্যস্ত করে। **أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ** সুতরাং তাদের এই মীমাংসা কতই না জঘন্য! এই বন্টন কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ বন্টন! আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করছে তা নিজের জন্য কঠিন অপমানের কারণ মনে করছে!

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকে সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়। (সূরা যুখরূফ, ৪৩ ঃ ১৭) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা হচ্ছে অতি নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী **لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি মহৎ প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, মহিমময় ও মহানুভব।

৬১। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমা লংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারবেনা।	٦١. وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
৬২। যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।	٦٢. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ

অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কেহকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননা

আল্লাহ তা'আলা নিজের ধৈর্য, দয়া, স্নেহ এবং করুণা সম্পর্কে এখানে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বান্দাদের পাপকাজ অবলোকন করার পরেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, সাথে সাথে পাকড়াও করেননা। তিনি যদি সাথে সাথেই ধরে ফেলতেন তাহলে আজ ভূ-পৃষ্ঠে কেহকেও চলতে-ফিরতে দেখা যেতনা। মানুষের পাপের কারণে জীব-জন্তুও ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মহামহিমান্বিত

আল্লাহ নিজের সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ এবং মহানুভবতার গুণে বান্দাদের পাপ ঢেকে রেখে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, অন্যথায় একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতনা।

আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) একটি লোককে বলতে শোনেন ঃ 'অত্যাচারী ব্যক্তি অন্য কারও নয়, বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।' তখন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'না, না, তা সঠিক নয়। এমন কি তার অত্যাচারের কারণে পাখী তার বাসায় ধ্বংস হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/২৩১)

মুশরিকরা নিজেরা যা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য বন্টন করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ তারা নিজেরা যা অপছন্দ করে তা'ই আল্লাহর প্রতি তারা আরোপ করে, যেমন কন্যা-সন্তান এবং সম্পদে অংশীদার। আর তারা ধারণা করে যে, এই দুনিয়ায় তারা কল্যাণ লাভ করছে, আর যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয় তাহলে সেখানেও রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ

وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ হতে করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর তার রাশ টেনে ধরি তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল তা দূর করার পর আমি যদি তাকে নি'আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই তাহলে সে অবশ্যই বলে ওঠে ঃ আমার উপর থেকে কষ্ট দূর হয়ে গেছে, আর সে তখন খুশী ও অহংকারী হয়ে যায়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯-১০) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

তাকে কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার রাহমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই তাহলে অবশ্যই সে বলে ঃ এটা আমারই জন্য, আর আমি ধারণা করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরেও যাই তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। সুতরাং অবশ্যই আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের খবর দিব এবং অবশ্যই তাদেরকে ভীষণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ফুস্সিলাত, ৪১ ঃ ৫০)

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৭) সূরা কাহফে দু'জন সঙ্গীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِۦٓ أَبَدًا. وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

নিজের প্রতি যুল্ম করা অবস্থায় সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল এবং (তার সৎ সঙ্গীকে) বলল ঃ আমি মনে করিনা যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে, আর যদি আমি আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই-ই তাহলে আমিতো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৩৫-৩৬) কিছু লোক রয়েছে যারা মনে করে যে, তাদের অন্য ভাল কাজ দ্বারা উপকার লাভ করবে! এটা কখনও সম্ভব হবেনা। (কি জঘন্য কথা!) কাজ করবে মন্দ, আর আশা রাখবে ভাল! বপন করবে কাটা, আর আশা করবে ফলের! আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ *কোন সন্দেহ নেই, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।* মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন ঃ কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন মনযোগ দেয়া হবেনা, তাদের কথাও শোনা হবেনা। (তাবারী ১৭/২৩৩) তাদেরকে বলা হবে ঃ

فَٱلۡيَوۡمَ نَنسَىٰهُمۡ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هَٰذَا

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫১) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে আরও বলা হয়েছে مُّفْرَطُونَ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৭/২৩৪) এ দুইয়ের ব্যাখ্যায় কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে, অতঃপর তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে। আর ঐ জাহান্নামেই তারা চিরকাল থাকবে।

৬৩। শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٦٣. تَٱللَّهِ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٖ مِّن قَبۡلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلۡيَوۡمَ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ
৬৪। আমিতো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।	٦٤. وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۙ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ
৬৫। আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত	٦٥. وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآ ۚ إِنَّ

করেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য।	فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) পূর্বের নাবীগণের প্রতিও মুশরিকরা একই আচরণ করেছিল

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনার সুরে বলছেন ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি উম্মাতবর্গের নিকট রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। সুতরাং তোমাকেও যে এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। শাইতানী কুমন্ত্রণার কারণে তাদের খারাপ কাজগুলি তাদের কাছে শোভনীয় হচ্ছে। তাদের বন্ধু হচ্ছে শাইতান। কিন্তু সে তাদের কোনই উপকার করবেনা। সে সব সময় তাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবে।

فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ঐ দিন শাইতান তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কোনই সাহায্য করতে পারবেনা। তারা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকলেও সেই ডাকে সে সাড়া দিবেনা এবং উপকার করার জন্য এগিয়ে আসবেনা। তাদের সবার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

কুরআন নাযিল হওয়ার কারণ

কুরআনুল কারীম হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব। প্রত্যেক ঝগড়া-বিবাদ ও মতভেদের ফাইসালা এতে বিদ্যমান রয়েছে। وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এটি অন্তরের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং যে সব ঈমানদার এর উপর আমল করে তাদের জন্য এটি রাহমাত স্বরূপ। এই কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে কিভাবে মৃত অন্তর জীবন লাভ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মৃত যমীন ও মেঘের বৃষ্টি। إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ যারা কথা শোনে ও বুঝে তারা এর দ্বারা অনেক উপদেশ লাভ করতে পারে।

৬৬। অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে	٦٦. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَنًا خَالِصٗا سَآئِغٗا لِّلشَّٰرِبِينَ	তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।
٦٧. وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ	৬৭। আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

পশু-পাখি এবং খেজুর-আঙ্গুর ইত্যাদিতে রয়েছে নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً আন্‌আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিও আমার ক্ষমতা ও নিপুণতার নিদর্শন। بُطُوْنِه এর 'ه' সর্বনামটিকে হয়তবা নি'আমাতের অর্থের দিকে ফিরানো হয়েছে অথবা حَيْوَانٌ এর দিকে ফিরানো হয়েছে। চতুষ্পদ জন্তুগুলিও حَيْوَانٌ-ই বটে। نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِه এই চতুষ্পদ জন্তুগুলির পেটের মধ্যে যে আজে বাজে খারাপ জিনিস রয়েছে ওরই মধ্য হতে বিশ্বের রাব্ব আল্লাহ তোমাদের জন্য অত্যন্ত সুদৃশ্য ও সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিয়ে থাকেন। অন্য জায়গায় بُطُوْنِهَا রয়েছে। দু'টিই জায়িয। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا উহা রক্তমুক্ত সাদা বর্ণের সুপেয় এবং সুমিষ্ট পানীয়। উহার শরীরের বর্জ ও রক্তের মাঝখানে অবস্থান। পশুর খাদ্য হজম

হওয়ার পর আল্লাহর আদেশে যার যার অংশে বিভিন্ন উপাদানগুলি জমা হয়। রক্ত চলে যায় শিরা-উপশিরায়, দুধ চলে যায় পশুর বাটে (স্তনে), মূত্র চলে যায় মূত্রথলিতে এবং বর্জদ্রব্যগুলো চলে যায় পায়ু পথে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ওদের একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয়না এবং একটির কারণে অন্যটির কোন অসুবিধাও হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ এই খাঁটি দুধ যা পান করতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুস্বাদু ও সুপেয় দুধের বর্ণনা করার সাথে সাথে আর একটি পানীয়ের কথা উল্লেখ করছেন যা পাকা খেজুর ও আঙ্গুরের রস থেকে তৈরী করা হয়, যাকে *'নাবিয'* বলা হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নেশা জাতীয় দ্রব্য হালাল ছিল। পরে এ হালালকৃত পানীয় হারাম ঘোষণা করে নতুন আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا *আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক খাদ্য গ্রহণ করে থাক।* এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, খেজুর ছাড়া আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী পানীয়ও নেশার উদ্রেক করে। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে গম, ভুট্টা, বার্লি, মধু ইত্যাদি থেকে তৈরী নেশা জাতীয় পানীয়ও মদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে ব্যাপারে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়।

سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا *মাদক ও উত্তম খাদ্য।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 'কঠিন পানীয়' (মদ ইত্যাদি) এর অর্থ করেছেন ঐ দু'টি ফল থেকে তৈরী পানীয় যা নিষিদ্ধ এবং উত্তম রিয্ক হল যা খাওয়া বা গ্রহণ করা জায়িয। (তাবারী ১৭/২৪১) যখন ঐ ফলগুলি শুকিয়ে খাদ্যপযোগী করা হয় তখন তা হালাল। আর তা থেকে যখন রস নিংড়ানো হয় তাও হালাল যতক্ষণ না তা কঠিন পানিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না নেশা ধরে এমন গুণাগুণ অর্জন করে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।* এখানে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আদেশের বাইরে কোন কাজ করেনা এবং অশ্লীলতা ও লজ্জাজনক কাজ থেকে দূরে থাকে। নেশা করার ফলে যে লজ্জাস্কর ও বেহায়াপনার সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে এ থেকে দূরে থাকতে বলেন। তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবন, যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফল-মূল হতে, অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৪-৩৬)

৬৮। তোমার রাব্ব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে।	٦٨. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
৬৯। এর পর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর। ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।	٦٩. ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

মৌমাছি ও মধুতে রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও শিক্ষা

এখানে অহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইলহাম বা অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দেয়া। মৌমাছিদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, ওরা যেন পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং (মানুষের বাড়ীর) ছাদে ওদের মৌচাক তৈরী করে। এই দুর্বল সৃষ্টজীবের ঘরটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়! ওটা কতই না মযবূত, কতই না সুন্দর এবং কতই না কারুকার্য খচিত!

অতঃপর মহান আল্লাহ মৌমাছিদেরকে হিদায়াত করেন যে, ওরা যেন ফল, ফুল এবং ঘাসপাতা হতে রস আহরণ করার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানেই গমনাগমন করে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় যেন সরাসরি নিজেদের মৌচাকে পৌঁছে যায়। উচু পাহাড়ের চূড়া হোক, বৃক্ষ হোক, মরু-প্রান্তর হোক, লোকালয় হোক, জনশূন্য স্থান ইত্যাদি যে স্থানই হোক না কেন ওরা পথ ভুলেনা। যত দূরেই যাক না কেন ওরা প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি নিজেদের মৌচাকে নিজেদের বাচ্চা, ডিম ও মধুতে পৌঁছে যায়। ওরা ডানার সাহায্যে মোম তৈরী করে এবং মুখ দ্বারা জমা করে মধু, পিছনের অংশ দিয়ে বের হয় ডিম। পরদিন আবার তারা মধুর অন্বেষনে মাঠের দিকে চলে যায়।

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً *অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর।* কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত বাধ্য ও অনুগত হয়ে। (তাবারী ১৭/২৪৯) এ আয়াত থেকে আমরা ধারণা পেতে পারি যে, হিজরাতের ব্যাপারটি এখনও জারী আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭২)

তিনি বলেন ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, লোকেরা মৌচাককে এক শহর হতে অন্য শহর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মৌমাছিরা তাদেরকে অনুসরণ করে? কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট। অর্থাৎ এটা طَرِيْق বা পথ হতে حَال হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) দু'টিকেই সঠিক বলেছেন। (তাবারী ১৭/২৪৯)

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ মধু সাদা, হলদে, লাল ইত্যাদি বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে। ফল, ফুল ও মাটির রংয়ের বিভিন্নতার কারণেই মধুর

এই বিভিন্ন রং হয়। فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ *যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক।* মধুর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চমকের সাথে সাথে ওর দ্বারা রোগ হতেও আরোগ্য লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বহু রোগ হতে আরোগ্য দান করেন। এখানে فِيْهِ الشِّفَاءُ لِلنَّاسِ বলা হয়নি। এরূপ বললে এটা সমস্ত রোগের আরোগ্য দানকারী রূপে সাব্যস্ত হত। বরং فِيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এতে লোকদের জন্য শিফা (রোগের আরোগ্য) রয়েছে। এটা ঠান্ডা লাগা রোগের প্রতিষেধক। ঔষধ সব সময় রোগের বিপরীত হয়ে থাকে। মধু গরম, কাজেই এটা ঠান্ডা লাগা রোগের জন্য উপকারী।

কাতাদাহ (রহঃ) আবূ আল মুতাওয়াক্কিল আলী ইব্ন দাউদ আন নাযী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ 'আমার ভাই পেট খারাপে ভুগছে। (অর্থৎ খুব পায়খানা হচ্ছে)।' তিনি বললেন ঃ 'তাকে মধু পান করতে দাও।' সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। আবার সে এলো এবং বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে মধু পান করতে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার রোগতো আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি এবারও বললেন ঃ 'যাও, তাকে মধু পান করাও।' সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। পুনরায় এসে সে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পেটের পীড়া আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ সত্যবাদী এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। তুমি যাও এবং তোমার ভাইকে মধু পান করাও। সুতরাং সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। এবার সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করল। (ফাতহুল বারী ১০/১৭৮, মুসলিম ৪/১৭৩২)

কোন কোন ডাক্তার মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ ঐ লোকটির পেটে ময়লা আবর্জনা খুব বেশী ছিল। মধুর গরম গুণের কারণে ওগুলি হজম হতে থাকে। ফলে ঐ ময়লা আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট অংশগুলি বেরিয়ে যেতে শুরু করে। অতএব পাতলা পায়খানা খুব বেশী হয়ে বেরিয়ে যায়। বেদুঈন ওটাকেই রোগ বৃদ্ধি বলে মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরও মধু পান করাতে বলেন। এতে ময়লা আবর্জনা পাতলা পায়খানা রূপে আরও বেশী হয়ে নামতে শুরু করে। পুনরায় মধু পান করানোর পর পেট সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হয়ে যায় এবং সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের কথা, যা তিনি আল্লাহর তা'আলার ইঙ্গিতেই বলেছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হয়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টিদ্রব্য ও মধু খুব ভালবাসতেন। (ফাতহুল বারী ১০/৮১, মুসলিম ২/১১০১)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিনটি জিনিসে শিফা বা রোগমুক্তি রয়েছে। শিঙ্গা লাগানো, মধুপান এবং (গরম লোহা দ্বারা) দাগ দিয়ে নেয়া। কিন্তু আমার উম্মাতকে আমি দাগ নিতে নিষেধ করছি।' (ফাতহুল বারী ১০/১৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য! অর্থাৎ হে মানবমন্ডলী! মৌমাছির মত অতি দুর্বল ও শক্তিহীন প্রাণীর তোমাদের জন্য মধু ও মোম তৈরী করা, স্বাধীনভাবে বিচরণ করা এবং বাসস্থান চিনতে ভুল না করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করে তাদের জন্য এতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের বড় নিদর্শন রয়েছে। এগুলির মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর বিজ্ঞানময়, জ্ঞানী, দাতা এবং দয়ালু হওয়ার দলীল লাভ করতে পারে।

৭০। আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহকে উপনীত করা হয় জরাজীর্ণ বয়সে। ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	٧٠. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

'মানুষের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা' এর অর্থ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ সমস্ত বান্দার উপর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। কেহকে তিনি এত বেশী বয়সে পৌঁছিয়ে থাকেন যে, সে শিশুদের মত

দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী (রাঃ) বলেন যে, পঁচাত্তর বছর বয়সে মানুষ এরূপ অবস্থায় উপনীত হয়। তার শক্তি শেষ হয়ে যায়, স্মরণ শক্তি কমে যায়, জ্ঞান হ্রাস পায় এবং বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে।

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٍ قُوَّةً

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৪) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রার্থনায় বলতেন ঃ

أَعُوْذُ بِكَ مِن الْبُخْلِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِالدَّجَّال وَفِتْنَة الْمَحْيَا وَالْمَمَات.

(হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে, অপারগতা হতে, বার্ধক্য হতে, লাঞ্ছনাপূর্ণ বয়স হতে, কাবরের আযাব হতে, দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৯)

কবি যুহাইর ইব্‌ন আবী সুলমা তার প্রসিদ্ধ 'মুয়াল্লাকায়' বলেছেন ঃ 'দুঃসহ জীবন জ্বালায় জীবনের প্রতি আমি আজ অনাসক্ত। আর যে ব্যক্তি আশি বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কোন সন্দেহ নেই যে, সে অবসন্ন/ক্লান্ত হয়েই থাকে। মৃত্যুকে আমি অন্ধ উষ্ট্রীর ন্যায় হাত-পা ছুড়তে দেখছি, যাকে পায় প্রাণে মারে, আর যাকে ছাড়ে সে জীবনভারে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।'

৭১। আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয়না যাতে তারা এ বিষয়ে সমান হয়ে যায়;	٧١. وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ فِي ٱلرِّزۡقِۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَهُمۡ فِيهِ

তাহলে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?	سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ

মানুষের জীবিকার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ও রাহমাত

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের মা‘বূদদেরকে আল্লাহর দাস জানা সত্ত্বেও তাদের ইবাদাতে লেগে রয়েছে। হাজ্জের সময় তারা বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِك

হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে হাযির আছি, আপনার কোন শরীক নেই সে ছাড়া, যে স্বয়ং আপনার দাস। তার অধীনস্থদের প্রকৃত মালিক আপনিই।’ সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছেন ঃ ‘তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে তোমাদের সমান মনে করনা এবং তোমাদের সম্পদে তাদের অংশীদার হওয়াকে পছন্দ করনা, তখন কি করে আমার গোলামদেরকে আমার সাথে শরীক স্থাপন করছ?’ এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৮)

আল আউফী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলছেন ঃ ‘তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে

তোমাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রীর সাথে নিজেদের শরীক বানাতে ঘৃণা বোধ করছ তখন আমার গোলামদেরকে কি করে তোমরা আমার ক্ষমতার শরীক করছ?' এটাই হচ্ছে আল্লাহর নি'আমাতকে অস্বীকার করা যে, আল্লাহর জন্য ওটা পছন্দ করা হচ্ছে যা নিজেদের জন্য অপছন্দ করা হয়। এটা হচ্ছে মিথ্যা মা'বূদদের দৃষ্টান্ত। তোমরা নিজেরা যখন ওদের থেকে পৃথক তখন আল্লাহতো এর চেয়ে আরও বেশী পৃথক! বিশ্বরবের নি'আমাতরাশির অকৃতজ্ঞতা এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে যে ক্ষেত-খামার এবং চতুষ্পদ জন্তু এক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা এগুলোকে তিনি ছাড়া অন্যদের নামে উৎসর্গ করছ?

হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) আবূ মূসা আশআ'রীকে (রাঃ) একটি চিঠি লিখেন। চিঠির মর্ম ছিল নিম্নরূপ ঃ

'তুমি আল্লাহর রিয্‌কে সন্তুষ্ট থাক। নিশ্চয়ই তিনি জীবনোপকরণে তোমাদের কেহকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটা তাঁর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান যে, যাকে তিনি রিয্‌কের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সে কিভাবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং তার উপর অন্যান্যদের যে সব হক নির্ধারণ করেছেন তা সে কতটুকু আদায় করছে।' এটি ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

৭২। আর আল্লাহ তোমাদের হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?	٧٢. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও আল্লাহর নি‘আমাত ও অনুগ্রহ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার প্রতি তাঁর আর একটি নি‘আমাত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ ‘আমি বান্দাদের জন্য তাদেরই জাতি হতে এবং তাদেরই আকৃতির ও রীতি-নীতির স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছি। যদি তারা একই জাতির না হত তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল-মিশ ও প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতনা। তারপর এই জোড়ার মাধ্যমে আমি তাদের বংশ বৃদ্ধি করেছি এবং সন্তান-সন্ততি ছড়িয়ে দিয়েছি। তাদের সন্তান হয়েছে এবং সন্তানদের সন্তান হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন।

শুবাহ (রহঃ) আবূ বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, حَفَدَةً এরতো একটি অর্থ এটাই, অর্থাৎ পৌত্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সেবক ও সাহায্যকারী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ অর্থও করা হয়েছে যে, এর দ্বারা জামাতা সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে। অর্থের অধীনে এসবই চলে আসে।

তবে হ্যাঁ, যাঁদের নিকট حَفَدَةً এর সম্পর্ক اَزْوَاجًا এর সাথে রয়েছে তাদের মতেতো এর দ্বারা সন্তান, সন্তানের সন্তান, জামাতা এবং স্ত্রীর সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে তোমাদের খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে পানাহারের জন্য উত্তম স্বাদের জিনিস দান করেছেন। সুতরাং বাতিলের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর নি‘আমাতরাজির অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন ঃ ‘আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় স্ত্রী দান করিনি? তোমাদের কি আমি সম্মানের অধিকারী করিনি? ঘোড়া ও উটকে কি তোমাদের অনুগত করেছিলাম না? আমি কি তোমাদেরকে নেতৃত্ব ও আরামের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম না?’ (মুসলিম ৪/২২৭৯)

৭৩। এবং তারা কি ইবাদাত করবে আল্লাহ ছাড়া অপরের যাদের আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন	٧٣. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ

জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি নেই? এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়।	ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
৭৪। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জাননা।	٧٤. فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যারা তাঁর সাথে অন্যের ইবাদাত করে। তিনি বলেন ঃ 'নি'আমাত দানকারী, সৃষ্টিকারী, রুযী দাতা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا আর এই মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যাদের ইবাদাত করছে তারা না পারে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে, না পারে যমীন থেকে শস্য ও গাছ-পালা জন্মাতে।

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ সুতরাং হে মুশরিকদের দল! তোমরা আল্লাহর সাথে কেহকেও তুলনা করনা এবং তাঁর শরীক ও তাঁর মত কেহকেও মনে করনা। আল্লাহ ইল্‌ম ও জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নিজের তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ।

৭৫। আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখেনা। এবং অপর এক ব্যক্তি যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিয্ক দান	٧٥. ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَـٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

মু'মিন ও কাফিরের তুলনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এটা হচ্ছে কাফির ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত। 'অপরের অধিকারভুক্ত দাস, যার কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই' দ্বারা কাফির এবং উত্তম রিয্ক প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিমা/মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে প্রভেদ বুঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ ও ওটা সমান নয়। (তাবারী ১৭/২৬৩) এই দৃষ্টান্তের পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এটা বলার কোন প্রয়োজন হয়না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, الْحَمْدُ للّٰه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। অথচ তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।

৭৬। আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দু' ব্যক্তির। ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখেনা এবং সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারেনা। সে কি ঐ ব্যক্তির মত সমান হবে যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?	٧٦. وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ ও মিথ্যা আরাধ্যর আর একটি উদাহরণ

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ‘এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঐ পার্থক্য দেখানো উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তা‘আলা ও মুশরিকদের প্রতিমা/মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে। এই প্রতিমা/মূর্তি হচ্ছে বোবা। সে কথা বলতে পারেনা, কোন জিনিসের উপর ক্ষমতাও রাখেনা। কথা ও কাজ দু’টি থেকেই সে ক্ষমতা শূন্য। সে শুধু তার মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ। সে যেখানেই যাকনা কেন, কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা। সুতরাং একতো হল এই ব্যক্তি। আর এক ব্যক্তি, যে ন্যায়ের হুকুম করে এবং নিজে রয়েছে সরল সোজা পথের উপর অর্থাৎ কথা ও কাজ এই উভয় দিক দিয়েও ভাল - এ দু’জন কি করে সমান হতে পারে?’

একটি উক্তি রয়েছে যে, মূক দ্বারা উসমানের (রাঃ) গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, এটাও মু’মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত, যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল। কথিত আছে যে, কুরাইশের এক ব্যক্তির গোলামের বর্ণনা পূর্বে রয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা উসমানকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। আর বোবা গোলাম দ্বারা উসমানের (রাঃ) ঐ গোলামটিকে বুঝানো হয়েছে যার জন্য তিনি খরচ করতেন, অথচ সে তাকে কষ্ট দিত। তিনি তাকে কাজ-কর্ম হতে মুক্তি দিয়ে রেখেছিলেন, তথাপি সে ইসলাম থেকে বিমুখই ছিল এবং তাকে দান খাইরাত ও সাওয়াবের কাজ থেকে বাধা প্রদান করত। তার ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৭৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্বর; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	٧٧. وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
৭৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন	٧٨. وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ

তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতেনা, এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	أُمَّهَـٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
৭৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।	٧٩. أَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আল্লাহই গাইবের মালিক, তিনিই জানেন কিয়ামাতের সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যমীন ও আসমানের অদৃশ্যের খবর তিনিই রাখেন। কেহ এমন নেই যে, অদৃশ্যের খবর জানতে পারে। তিনি যাকে যে জিনিসের খবর অবহিত করেন সে তখন তা জানতে পারে। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। কেহ তাঁর বিপরীত করতে পারেনা, কেহ তাঁকে বাধা প্রদানও করতে পারেনা। যখন যে কাজের তিনি ইচ্ছা করেন তখনই তা করতে পারেন। তিনিতো শুধু বলেন, 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ হে মানুষ! তোমাদের চোখ বন্ধ করার পর তা খুলতেতো কিছু সময় লাগে,

কিন্তু আল্লাহর হুকুম পূরা হতে ততটুকুও সময় লাগেনা। কিয়ামাত আনয়নও তাঁর কাছে এরূপই সহজ। ওটাও হুকুম হওয়া মাত্রই সংঘটিত হবে।

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৮)

মানুষকে দেয়া আল্লাহর নি'আমাতের মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বুঝতে পারার জন্য অন্তঃকরণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, তিনি মানুষকে মায়ের গর্ভ হতে বের করেছেন। তখন তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন। তারপর তিনি তাদেরকে শোনার জন্য কান দিলেন, দেখার জন্য দিলেন চোখ এবং বুঝার জন্য দিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি। জ্ঞান-বুদ্ধির স্থান হচ্ছে হৃদয়। কেহ কেহ মস্তিষ্কও বলেছেন। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারাই লাভ ও ক্ষতি জানতে পারা যায়। এই শক্তি ও এই ইন্দ্রিয় মানুষকে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে দেয়া হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এটাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌঁছে। মানুষকে এ সব এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তারা এগুলিকে আল্লাহর মারেফাত ও ইবাদাতের কাজে লাগাবে।' যেমন সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করে তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমার প্রতি ফার্য আদায় করার মাধ্যমে বান্দা আমার যতটা নৈকট্য ও বন্ধুত্ব লাভ করে ততটা আর কিছুর মাধ্যমে করতে পারেনা। খুব বেশী বেশী নাফল কাজ করতে করতে বান্দা আমার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। যখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যার দ্বারা শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলা-ফিরা করে। সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে দিয়ে দিই। আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিই। আমি কোন কাজে ততো ইতস্ততঃ করিনা যত ইতস্ততঃ করি আমার মু'মিন বান্দার রূহ কবয্ করতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং আমি তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাইনা। কিন্তু মৃত্যু এমনই যে, কোন প্রাণীই এর থেকে রেহাই পেতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮)

এই হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মু'মিন যখন আন্তরিকতা ও আনুগত্যে পূর্ণতা লাভ করে তখন তার সমস্ত কাজ শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য হয়ে থাকে। সে শোনে আল্লাহর জন্য, দেখে আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ সে শারীয়াতের কথা শোনে এবং শারীয়াতে যেগুলি দেখা জায়িয আছে সেগুলি দেখে থাকে। অনুরূপভাবে তার হাত বাড়ানো এবং পা চালানোও আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজের জন্যই হয়ে থাকে। সে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তার সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হয়ে থাকে। কোন কোন গায়ের সহীহ হাদীসে এরপর নিম্নলিখিত কথাও এসেছে ঃ 'অতঃপর সে আমার জন্যই শ্রবণ করে, আমার জন্যই দর্শন করে, আমার জন্যই আঘাত হানে এবং আমার জন্যই চলাফিরা করে।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৫২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٢٤) قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

বল ঃ তিনিই (আল্লাহই) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। বল ঃ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৩-২৪)

আকাশে বিচরণশীল পাখির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ 'তোমরা কি আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিগুলির দিকে লক্ষ্য করনা? আল্লাহ তা'আলাই ওগুলিকে স্বীয় ক্ষমতা বলে স্থির রাখেন। তিনিই ওদেরকে এভাবে উড়ার শক্তি দান করেছেন এবং বায়ুকে ওদের অনুগত করে দিয়েছেন।' সূরা মুল্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَـٰٓفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَـٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ

তারা কি লক্ষ্য করেনা তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকূলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা সমাপ্তি টেনে বলেন ঃ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এতে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

৮০। এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল, আর তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাবুর ব্যবস্থা করেন; ওটা বহনকালে (তোমাদের ভ্রমনকালে) এবং ওতে অবস্থানকালে তোমরা তা সহজে বহন করতে পার। তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।	٨٠. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتًا تَسۡتَخِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ ۙ وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ
৮১। আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; ওটা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা	٨١. وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡجِبَالِ أَكۡنَٰنًا وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ

করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে; এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।	وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
৮২। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার কর্তব্যতো শুধু স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া।	٨٢. فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ
৮৩। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলি তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।	٨٣. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

বাসস্থান, আরাম-আয়েশ, পোশাক-পরিচ্ছদ এ সবই বান্দার প্রতি আল্লাহর ইহসান

মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর আরও অসংখ্য ইহসান, ইন‘আম ও নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আদম সন্তানের বসবাসের এবং আরাম ও শান্তি লাভ করার জন্য ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তুর চামড়ার তৈরী তাঁবু, ডেরা ইত্যাদি তাদেরকে দান করেছেন। এগুলো তাদের সফরের সময় কাজে লাগে। এগুলি বহন করাও সহজ এবং কোন জায়গায় অবস্থানকালে খাটানোও সহজ। তারপর ভেড়ার লোম, উঁটের কেশ এবং ছাগল ও দুম্বার পশম ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। এগুলি দ্বারা বাড়ীর আসবাবপত্রও তৈরী হয়। যেমন এগুলি দ্বারা কাপড়ও বয়ন করা হয় এবং বিছানাও তৈরী করা হয়, আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসার সম্পদও বটে। এগুলি খুবই উপকারী জিনিস এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষ এগুলি দ্বারা উপকার লাভ করে থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً আল্লাহ তোমাদের উপকার ও আরামের জন্য গাছের ছায়া দান করেছেন। وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا তোমাদের উপকারার্থে তিনি পাহাড়ের উপর গুহা, দুর্গ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন যাতে তোমরা তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পার, মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে পার।

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সূতী ও পশমী কাপড় যেন তোমরা তা পরিধান করে শীত ও গরম হতে রক্ষা পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের গুপ্তস্থান আবৃত কর এবং দেহের শোভাবর্ধনে সমর্থ হও। وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন লৌহবর্ম যা শত্রুদের আক্রমণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগে। كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ এভাবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের পুরোপুরি জিনিস নি'আমাত স্বরূপ দিতে রয়েছেন, যেন তোমরা আরাম ও শান্তি পাও এবং প্রশান্তির সাথে নিজেদের প্রকৃত নি'আমাতদাতার ইবাদাতে লেগে থাক।

প্রত্যেক নাবীর দায়িত্ব ছিল দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়া

ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ নি'আমাত ও রাহমাত প্রকাশ করার পরেই স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! এখনও যদি এরা আমার ইবাদাত, তাওহীদ এবং অসংখ্য নি'আমাতের কথা স্বীকার না করে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এতে তোমার কি আসে যায়? তুমি তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও। فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ তুমিতো শুধু প্রচারক মাত্র। সুতরাং তুমি তোমার প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا তারাতো নিজেরাই জানে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন নি'আমাতরাজি দানকারী। কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও তারা এগুলি অস্বীকার করছে এবং তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদাত করছে। এমন কি তারা তাঁর নি'আমাতের সম্পর্ক অন্যদের প্রতি আরোপ করছে। তারা মনে করছে যে.

সাহায্যকারী অমুক, আহারদাতা অমুক। وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ তাদের অধিকাংশই কাফির। তারা হচ্ছে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা।

৮৪। যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব সেদিন কাফিরদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা এবং তাদেরকে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবেনা।	٨٤. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
৮৫। যখন যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবেনা এবং তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবেনা।	٨٥. وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
৮৬। মুশরিকরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক করেছিল তাদেরকে দেখে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আহ্বান করতাম আপনার পরিবর্তে; অতঃপর তদুত্তরে তারা বলবে ঃ তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।	٨٦. وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا۟ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا۟ مِن دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا۟ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ
৮৭) সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে	٨٧. وَأَلْقَوْا۟ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ

وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ	**এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্য নিস্ফল হবে।**
٨٨. ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدۡنَٰهُمۡ عَذَابًا فَوۡقَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفۡسِدُونَ	**৮৮) আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারীদের। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।**

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকদের দুরাবস্থার বর্ণনা

কিয়ামাতের দিন মুশরিকদের যে দুরাবস্থা ও দুর্গতি হবে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই খবর দিচ্ছেন। ঐ দিন প্রত্যেক উম্মাতের বিরুদ্ধে তার নাবী সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর কালাম পৌঁছিয়েছেন। شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤۡذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ অতঃপর কাফিরদেরকে কোন ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। কেননা তাদের ওযর যে বাতিল ও মিথ্যা এটাতো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هَٰذَا يَوۡمُ لَا يَنطِقُونَ. وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَعۡتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফুর্তি হবেনা। এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা অপরাধ স্খলনে। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৩৫-৩৬)

মুশরিকরা আযাব দেখবে, তাদের আযাব হ্রাস করা হবেনা এবং সামান্য একটু সময়ের জন্যও শাস্তি হালকা হবেনা এবং তারা অবকাশও পাবেনা। অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। জাহান্নাম এসে পড়বে যা সত্তর হাজার লাগাম বিশিষ্ট হবে। এক একটি লাগামের জন্য নিযুক্ত থাকবেন সত্তর হাজার মালাক। তাদের মধ্যে একজন মালাক গ্রীবা বের করে এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করবেন যে, সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাটুর ভরে পড়ে যাবে। ঐ সময় জাহান্নাম নিজের ভাষায় স্বশব্দ ঘোষণা করবে ঃ 'আমাকে প্রত্যেক অবাধ্য ও হঠকারীর

জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করেছে এবং এরূপ এরূপ কাজ করেছে। এভাবে সে বিভিন্ন প্রকারের পাপীর কথা উল্লেখ করবে, যেমনটি হাদীসে রয়েছে। অতঃপর সে লোকের কাছে চলে আসবে। পাখি যেমন তার ঠোঁট দিয়ে শস্য তুলে নেয়, অনুরূপভাবে তাদেরকে তুলে নিয়ে যাবে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا

দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১২-১৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا

অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে ধারণা করবে যে, তাদেরকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা ওর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখতে পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫৩) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা। বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর আসবে অতর্কিতে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে; ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৩৯-৪০)

কিয়ামাতের কঠিন সময়ে মূর্তি পূজকদের আরাধ্যরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা

ঐ সময় মুশরিকরা যাদের ইবাদাত করত তারা তাদের পূজকদের অস্বীকার করবে। তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকে দেখে তারা বলবে ঃ

رَبَّنَا هَـؤُلاء شُرَكَآؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ হে আমাদের রাব্ব! এরাই তারা যাদের আমরা দুনিয়ায় ইবাদাত করতাম। তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ 'তোমরা মিথ্যাবাদী। আমরা কখন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরই ইবাদাত কর?' এ সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বূদ গ্রহণ করে, যেন তারা তাদের সহায় হয়। না কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮১-৮২) ইবরাহীম খলীলও (আঃ) এ কথাই বলেছিলেন ঃ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) আর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقِيلَ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৪) এ বিষয়ের আরও অনেক আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে।

কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছে সবাই নতজানু হবে

وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ *সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা হবে অত্যন্ত বিগলিত চিত্ত এবং আত্মসমপর্নকারী। (তাবারী ১৭/২৭৬) অর্থাৎ তারা তখন একমাত্র আল্লাহর প্রতি নতঃশির হবে এবং তাদের কথা শোনার মত আর কেহ থাকবেনা, আর না তারা অন্য কারও বাধ্য থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

أَسۡمِعۡ بِهِمۡ وَأَبۡصِرۡ يَوۡمَ يَأۡتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৩৮) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلۡمُجۡرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا

হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَيِّ ٱلۡقَيُّومِ

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ- পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১১) অর্থাৎ বাধ্য ও অনুগত হবে। তাদের সমস্ত অপবাদ প্রদান দূর হয়ে যাবে। শেষ হবে সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চাতুরী। কোন সাহায্যকারী সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেনা।

মুশরিকদের মধ্যে যারা অন্যকে বিপথে নিয়েছে তাদেরকে দেয়া হবে আরও কঠোর শাস্তি

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের জন্য; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ

তারা নিজেরাতো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্ত লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায়। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৬)

وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব করছেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৬)

এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কাফিরদের শাস্তিরও শ্রেণী বিভাগ থাকবে, যেমন মু’মিনদের পুরস্কারের শ্রেণী বিভাগ হবে। আল্লাহ তা‘আলা যেমন বলেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা তা জ্ঞাত নও। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৩৮)

৮৯) সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষী রূপে এদের বিষয়ে; আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ	٨٩. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ	**তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।**

প্রত্যেক নাবীই তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُلاء *সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষী রূপে এদের বিষয়ে।* অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে সাক্ষীস্বরূপ আনা হবে। বলা হয়েছে ঃ স্মরণ কর ঐ বিভীষিকাময় দিনের কথা, যেদিন তোমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে এবং মর্যাদার উচ্চাসনে বসানো হবে। এ আয়াতটি ঐ আয়াতটিরই অনুরূপ যা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তিলাওয়াত করেছিলেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا

অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম/সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪১) একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) সূরা নিসা পাঠ করতে বলেন। যখন তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে।' ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৯৯)

পবিত্র কুরআনে কোন কিছুই বর্ণনা করতে বাদ রাখা হয়নি

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এটি আমার অবতারিত কিতাব। সবকিছুই আমি তোমার সামনে বর্ণনা করেছি। সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত বিষয় এই কুরআনুল কারীমে রয়েছে। প্রত্যেক হালাল, হারাম, প্রত্যেক উপকারী বিদ্যা, সমস্ত কল্যাণ, অতীতের খবর, আগামী দিনের ঘটনাবলী, দীন ও দুনিয়া, উপজীবিকা, পরকাল প্রভৃতির সমস্ত যরুরী আহকাম এবং অবস্থাবলী এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এটি হচ্ছে অন্তরের হিদায়াত, রাহমাত এবং সুসংবাদ।

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিলিয়ে এই কিতাবে সমস্ত কিছুর বর্ণনা রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৫/১৫৮) এই আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক প্রধানতঃ এই যে, হে নাবী! যিনি তোমার উপর এই কিতাবের দা‘ওয়াত ফার্য করেছেন এবং তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। যেমন তিনি (আল্লাহ) বলেন ঃ

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

যাদের কাছে রাসূলদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করব। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৬)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

তোমার রবের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সকলকেই তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯২-৯৩) সেই দিন তিনি রাসূলদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে ঃ (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৫)

এই আয়াতের তাফসীরের উক্তিগুলির মধ্যে এটি একটি উক্তি এবং এটি খুবই যথার্থ ও উত্তম উক্তি।

৯০। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের	٩٠. إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ

وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ	**নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।**

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ন্যায়ানুগ ও দয়ালু হতে আদেশ করেন

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দান-সাদাকাহর নির্দেশ দিচ্ছেন, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণও জায়িয। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাইতো উত্তম। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২৬) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

মন্দের বদলা সমপরিমাণ মন্দ, আর যে ক্ষমা করে ও মীমাংসা করে নেয়, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৪০) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৫) সুতরাং ন্যায়পরায়ণতাতো ফার্য, আর ইহ্সান নাফ্ল।

আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং অবৈধ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখারও নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন স্পষ্ট ভাষায় রয়েছে ঃ

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ

আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও (মুসাফিরকেও), এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৬)

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতা হারাম এবং লোকদের উপর যুল্‌ম ও বাড়াবাড়ি করাও হারাম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ’রাফ, ৭ ঃ ৩৩) হাদীসে এসেছে ঃ যুল্‌ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা এমন কোন বড় পাপ নেই যার জন্য দুনিয়ায়ই তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়া হয় এবং পরকালে কঠিন শাস্তি জমা থাকে। (আবূ দাঊদ ৫/২০৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ এই আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

শা’বি (রহঃ) শাতিয়ির ইব্‌ন শাকী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, সমগ্র কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত হচ্ছে সূরা নাহ্‌লের إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ এই আয়াতটি। (তাবারী ১৭/২৮০)

উসমান ইব্‌ন মাযউনের (রাঃ) প্রত্যক্ষ বর্ণনা

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে ছিলেন। এমন সময় উসমান ইব্‌ন মাযউন (রাঃ) তার পাশ দিয়ে গমন করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে চেয়ে হাসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি বসবেনা? তিনি তখন বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! এরপর তিনি বসে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি উপরের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে নেন এবং নিজের ডান দিকে যমীনের দিকে তাকান। ঐ দিকে তিনি মুখমন্ডলও ঘুরিয়ে দেন। আর এভাবে মাথা হেলাতে থাকেন যেন কারও নিকট থেকে কিছু বুঝতে রয়েছেন এবং কেহ তাঁকে কিছু বলতে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকে।

তারপর তিনি স্বীয় দৃষ্টি উচু করতে শুরু করেন, এমন কি আকাশ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়। তারপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসেন এবং পূর্বের বসার অবস্থায় উসমানের (রাঃ) দিকে মুখ করেন। উসমান (রাঃ) সবকিছুই দেখতে ছিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেননা। জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার পাশে বেশ কয়েকবার আমার বসার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু আজকের মত কোন দৃশ্যতো কখনও দেখিনি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘কি দেখেছ?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘দেখি যে, আপনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং পরে নীচের দিকে নামিয়ে নিলেন। এরপর ডান দিকে ঘুরে গিয়ে ঐ দিকেই তাকাতে লাগলেন এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর আপনি এমনভাবে মাথা নাড়াতে থাকলেন যেন কেহ আপনাকে কিছু বলছে এবং আপনি কান লাগিয়ে তা শুনছেন।’ তিনি বললেন ঃ ‘তাহলে তুমি সবকিছুই দেখেছ?’ তিনি জবাবে বললেন ঃ ‘জি হ্যাঁ, আমি সবকিছুই দেখেছি।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ ‘আমার কাছে আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?’ তিনি উত্তর দিলেন ঃ ‘হ্যাঁ, আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত।’ তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ ‘তিনি আপনাকে কি বললেন।’ তিনি জবাব দিলেন ঃ তিনি আমাকে اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ এই আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ) বললেন ঃ যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমার হৃদয়-চক্ষু খুলে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসতে শুরু করি। (আহমাদ ১/৩১৮) এটি হাসান হাদীস। বিভিন্ন বর্ণনাধারা থেকে এটি শোনা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে।

৯১। তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করনা; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।	٩١. وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ
৯২। সেই নারীর মত হয়োনা, যে তার সূতা মযবূত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও; আল্লাহতো এটা দ্বারা শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন; তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কিয়ামাত দিবসে তিনি তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন।	٩٢. وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا تَتَّخِذُونَ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ إِنَّمَا يَبۡلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ

অঙ্গীকার পূরণ করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির হিফাযাত করে, শপথ পূরা করে এবং তা ভঙ্গ না করে।

وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا *(তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করনা)* এখানে আল্লাহ তা'আলা শপথ ভঙ্গ না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَلَا تَجْعَلُوا۟ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـٰنِكُمْ

তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিওনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২৪) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ

ওটাই হচ্ছে তোমাদের শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ করবে এবং তোমরা তোমাদের শপথের হিফাযাত কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮৯) অর্থাৎ কাফ্ফারা ছাড়া তা পরিত্যাগ করনা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি যখন কোন কিছুর উপর শপথ করব, অতঃপর ওর বিপরীত উত্তম জিনিসে মঙ্গল দেখব তখন আমি ঐ উত্তম কাজটিই গ্রহণ করব এবং আমার কাফ্ফারা আদায় করব।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৫, মুসলিম ৩/১২৬৯) এখানে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে বৈপরীত্য রয়েছে এটা যেন মনে করা না হয়। সেই শপথ ও অঙ্গীকার, যা পরস্পরের চুক্তি ও ওয়াদা হিসাবে করা হবে তা পূরা করাতো নিঃসন্দেহে যরুরী ও অপরিহার্য কর্তব্য। আর যে শপথ আগ্রহ উৎপাদন বিরত রাখার উদ্দেশে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা অবশ্যই কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে ভঙ্গ করা যেতে পারে। যেমন যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইসলামে কোন শপথ নেই, শপথ ছিল জাহিলিয়াতের যুগে, ইসলাম এর দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।' (আহমাদ ৪/৮৩, মুসলিম ৪/১৯৬১) এর অর্থ এই যে, ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলিয়াত যামানার অনুরূপ শপথ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ইসলামী সম্পর্ক সমস্ত মুসলিমকে ভাই ভাই করে দেয়। পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিমরা একে অপরের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে শপথ করিয়েছিলেন।' (ফাতহুল বারী ৪/৫৫২, মুসলিম ৪/১৯৬০)

এর ভাবার্থ এই যে, তিনি তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, এমন কি তারা একে অপরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন। শেষ পর্যন্ত তা মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন ঃ

إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ যারা অঙ্গীকার ও শপথের হিফাযাত করেনা তাদের এই কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا *(তোমরা সেই নারীর মত হয়োনা, যে তার সূতা মযবূত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়)* আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ মাক্কায় একটি মহিলা ছিল, যে ছিল বোকা ধরণের। সে সূতা কাটত। সূতা কাটার পরে যখন তা ঠিকঠাক ও মযবূত হয়ে যেত তখন সে বিনা কারণে তা ছিঁড়ে ফেলত এবং টুকরা টুকরা করে ফেলত। (তাবারী ১৭/২৮৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইবন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যে অঙ্গীকার ও শপথ মযবূত করার পর তা ভঙ্গ করে। (তাবারী ১৭/২৮৫) এটাই হচ্ছে সঠিক কথা। আসলে এই ঘটনার সাথে এরূপ মহিলা জড়িত ছিল কি না তা জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

اَنْكَاثًا এর অর্থ হচ্ছে টুকরা টুকরা। সম্ভবতঃ এটা **نَقَضَتْ غَزْلَهَا** এর **اِسْم مَصْدَر** হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, **كَانَ** এর **خبر** এর **بدل** হবে। অর্থাৎ তোমরা **انكاثا** হয়োনা। এটা **نكث** এর বহু বচন **نَاكِث** হতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ তোমরা তোমাদের শপথকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিয়ে নিওনা। এভাবে যে, নিজের চেয়ে বড়দেরকে নিজের শপথ দ্বারা শান্ত করে এবং নিজকে ঈমানদার ও সৎ আমলকারীর মিথ্যা পরিচয় সাব্যস্ত করে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করতে শুরু কর এবং তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের পর সুযোগ পেয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করে দাও। খবরদার! এরূপ করনা। সুতরাং ঐ অবস্থায়ও যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম তখন নিজের বিজয় ও সংখ্যাধিক্যের সময়তো তা আরও হারাম হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ 'এক কাওমের সঙ্গে চুক্তি করল। তারপর দেখল যে, অপর কাওম তাদের চেয়ে শক্তিশালী। তখন তাদের সাথে গোপনে চুক্তি করল এবং পূর্ববর্তী কাওমের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করল।' যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ এই আধিক্য দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। (দুররুল মানসুর ৫/১৬৩) কিংবা তিনি নিজের এই হুকুম দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গীকার পালনের হুকুম দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন।

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ আর কিয়ামাতের দিন তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ তোমাদের মধ্যে তার সঠিক ফাইসালা করবেন। প্রত্যেককে তিনি তার আমলের বিনিময় প্রদান করবেন, ভাল আমলকারীদেরকে ভাল বিনিময় এবং মন্দ আমলকারীদেরকে মন্দ বিনিময়। (তাবারী ১৭/২৮৭)

৯৩। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন; তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।	٩٣. وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৯৪। পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করনা; তাহলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ	٩٤. وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا

صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
٩٥. وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ	৯৫। তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করনা; আল্লাহর কাছে যা আছে শুধু তা'ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।
٩٦. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ	৯৬। তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী; যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যে উত্তম কাজ করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।

আল্লাহ চাইলে সবাইকে একটি জাতি করতে পারতেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে হে মানুষ! তোমাদেরকে তিনি একই জাতি করতেন। অর্থাৎ তিনি চাইলে তোমরা সবাই একই দলভুক্ত হতে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

তোমার রাব্ব যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে যমীনে যত মানুষ আছে সবাই মু'মিন হয়ে যেত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও মিল-মুহাব্বাত থাকত, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকতনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯) অনুরূপভাবেই এখানে তিনি বলছেন ঃ

وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء কিন্তু যাকে ইচ্ছা, তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা, হিদায়াত দান করেন।

অতঃপর তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং ছোট-বড়, ভাল ও মন্দ সমস্ত আমলের বিনিময় প্রদান করবেন।

ধোকা দেয়ার উদ্দেশে শপথ না করার নির্দেশ

এরপর তিনি মুসলিমদেরকে হিদায়াত করছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের শপথ ও প্রতিশ্রুতিকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিওনা। অন্যথায় ধর্মে অটল থাকার পরেও তোমাদের পদস্খলন ঘটবে। যেমন কেহ সরল সোজা পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আর তোমাদের এই প্রতারণামূলক কথা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে এর দুর্ভোগ তোমাদেরকেই পোহাতে হবে। কেননা কাফিরেরা যখন দেখবে যে, মুসলিমরা চুক্তি করে কিংবা শপথ করে তা ভঙ্গ করে তখন তাদের দীনের উপর কোন আস্থা থাকবেনা। সুতরাং তারা ইসলাম কবূল করা থেকে বিরত থাকবে। আর যেহেতু এর কারণ হবে তোমরাই, সেহেতু তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

وَتَذُوقُواْ الْسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *(এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি)*

পার্থিব লাভের জন্য শপথ ভঙ্গ করনা

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে ওয়াদা অঙ্গীকার তোমরা কর এবং তাঁর শপথ করে যে চুক্তি তোমরা কর, পার্থিব লোভের বশবর্তী

হয়ে তা ভঙ্গ করা তোমাদের জন্য হারাম। যদিও এর বিনিময়ে সারা দুনিয়াও তোমাদের লাভ হয় তথাপি ওর নিকটেও যেওনা। কেননা দুনিয়া অতি নগন্য ও তুচ্ছ। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অতি উত্তম। তাঁর প্রতিদান ও পুরস্কারের আশা রাখ। যে ব্যক্তি আল্লাহর কথার উপর বিশ্বাস রাখবে, যা কিছু চাওয়ার তাঁর কাছেই চাইবে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালনে নিজের ওয়াদা, অঙ্গীকারের হিফাযাত করবে তার জন্য আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার ও প্রতিদান রয়েছে তা সমস্ত দুনিয়া হতেও বহুগুণে বেশী ও উত্তম। সুতরাং এটাকে ভালরূপে জেনে নাও। অজুহাত বশতঃ এমন কাজ করনা যে, সেই কারণে আখিরাতের পুরস্কার নষ্ট হয়ে যায়।

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ জেনে রেখ যে, দুনিয়ার নি'আমাত ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি'আমাত অবিনশ্বর। তা কখনও শেষ হবার নয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ আমি শপথ করে বলেছি যে, যারা ধৈর্য ধারণ করবে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সৎ আমলের অতি উত্তম প্রতিদান প্রদান করব এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিব।

৯৭। মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎ কাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব।	٩٧. مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

উত্তম আমল এবং এর প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করছেন ঃ 'আমার যে সব বান্দা অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ

সামনে রেখে ভাল কাজ করতে থাকে, আমি তাদেরকে দুনিয়ায়ও উত্তম ও পবিত্র জীবন দান করব, সুখে-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করবে, তারা পুরুষই হোক বা নারীই হোক; আর আখিরাতেও তাদেরকে তাদের সৎ আমলের উত্তম প্রতিদান প্রদান করব। তারা দুনিয়ায় পবিত্র ও হালাল জীবিকা, সুখ সম্ভোগ, মনের তৃপ্তি, ইবাদাতের স্বাদ, আনুগত্যের আনন্দ ইত্যাদি সবই আমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঐ ব্যক্তি সফলকাম যে মুসলিম হল, বরাবরই তাকে জীবিকা দান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিলেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকল। (আহমাদ ২/২৬৮, মুসলিম ২/৭৩০)

৯৮। যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে।	٩٨. فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ
৯৯। তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।	٩٩. إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
১০০। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লাহর) সাথে শরীক করে।	١٠٠. إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ

কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তার মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন পাঠের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করে নেয়। *'আউযুবিল্লাহ'* এর অর্থসহ আলোচনা আমরা এই তাফসীরের শুরুতে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এই হুকুমের উপযোগিতা এই যে, এর মাধ্যমে পাঠক কুরআনুল হাকীম পাঠের সময় মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং আজে-বাজে চিন্তা থেকে মাহ্ফূয থাকে এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে যায়। এ জন্যই প্রসিদ্ধ আলেমগণ বলেন, কুরআন পাঠের শুরুতেই 'আউযুবিল্লাহ' পাঠ করে নিতে হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।

শাউরী (রহঃ) বলেন ঃ যে লোক পাপ করার পর তাওবাহ করে পাপ করা থেকে ফিরে আসে তার প্রতি শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। (তাবারী ১৭/২৯৪) অন্যান্যরা বলেন ঃ তাদের ব্যাপারে শাইতানের কোন যুক্তি-তর্ক গ্রাহ্য হবেনা। অন্যান্যরা বলেন যে, এটি হল নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ *(তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে)* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তার ক্ষমতা শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে মেনে চলে। (তাবারী ১৭/২৯৪) অন্যান্যরা ব্যাখ্যা করেছেন ঃ তার ক্ষমতা শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে আল্লাহর পরিবর্তে রক্ষাকারী হিসাবে গন্য করে।

১০১। আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা	١٠١. وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ

إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۭۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ	তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলে ঃ তুমিতো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানেনা।
١٠٢. قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ	১০২। তুমি বল ঃ তোমার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পনকারীদের জন্য।

‘কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) মিথ্যাবাদী’ মুশরিকদের এ দাবীর খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, অস্থিরতা এবং বেঈমানীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনার সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করবে? এরাতো অনন্তকাল হতেই হতভাগা। যখন কোন আয়াত মানসূখ বা রহিত হয় তখন তারা বলে ঃ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ তোমাদের প্রতারণা প্রকাশ হয়েই গেল। তারা এতটুকুও বুঝেনা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ যা ইচ্ছা তা'ই করেন এবং যা ইচ্ছা তা'ই হুকুম করেন। এক হুকুমকে উঠিয়ে দিয়ে অন্য হুকুম ঐ স্থানে বসিয়ে দেন। যেমন তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করছেন ঃ

مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٍ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ

আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১০৬)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ পবিত্র রূহ্ অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এবং আদল ও ইনসাফের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন, যেন ঈমানদাররা ঈমানের উপর অটল থাকে। প্রথমবার যখন অবতীর্ণ হল তখন মানল, আবার দ্বিতীয়বার যখন অবতীর্ণ হল তখনও মানল। তাদের অন্তর আল্লাহ তা‘আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ মুসলিমদের জন্য তা হিদায়াত ও সুসংবাদ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হয়ে যায়।

١٠٣. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ	**১০৩। আমিতো জানিই তারা বলে ঃ তাকে শিক্ষা দেয় জনৈক ব্যক্তি। তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষাতো আরাবী নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরাবী ভাষা।**

‘এক লোক কুরআন শিক্ষা দেয়’ মুশরিকদের এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের মিথ্যারোপের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা বলে ঃ ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক লোক কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে।’ এ কথা বলে যে লোকটির দিকে তারা ইঙ্গিত করত সে ছিল কুরাইশের কোন এক গোত্রের একজন ক্রীতদাস। সে ‘সাফা’ পাহাড়ের কাছে বেচা-কেনা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় তার কাছে বসতেন এবং কিছু কথাবার্তাও বলতেন। ঐ লোকটি বিশুদ্ধ আরাবী ভাষায় কথাও বলতে পারতনা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরাবীতে কোন রকমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করত। মুশরিকদের এই মিথ্যারোপের জবাবে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـــذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ এ লোকটি কি শিক্ষা দিতে পারে? তার মাতৃভাষা আরাবী নয়। আর এই কুরআনের ভাষা

আরাবী। তা ছাড়া বাকরীতি কত সুন্দর! এর ভাষা কত শ্রুতিমধুর! অর্থ, শব্দ ও ঘটনায় এটি সমস্ত গ্রন্থ হতে স্বতন্ত্র। এর পূর্বে অন্যান্য নাবীগণকে যে আসমানী গ্রন্থগুলি দেয়া হয়েছে তা হতেও এর মর্যাদা ও মরতবা বহু উর্ধ্বে। তোমাদের যদি সামান্য জ্ঞানও থাকত তাহলে এরূপ মিথ্যা কথা বলতেনা। তোমাদের এ কথাতো নির্বোধদের কাছেও টিকবেনা।

১০৪। যারা আল্লাহর আয়াত বিশ্বাস করেনা তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেননা এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।	١٠٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
১০৫। যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করেনা তারাতো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবক এবং তারাই মিথ্যাবাদী।	١٠٥. إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর যিক্‌র হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর কিতাবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ও তাঁর কথার উপর বিশ্বাসই রাখেনা, এইরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। তারা সত্য দীনের উপর আসার তাওফীক লাভ করেনা। পরকালে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এই রাসূল আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেনা। এই কাজ হচ্ছে নিকৃষ্টতম মাখলূকের। যারা ধর্মত্যাগী ও কাফির তাদের মিথ্যা কথা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করবেননা। তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দীনদার, আল্লাহভীরু এবং সত্যবাদী। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী, ঈমানদার এবং পুন্যবান। সত্যবাদীতায়, কল্যাণ সাধনে, বিশ্বাসে এবং

মারিফাতে তিনি অদ্বিতীয়। কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও তাঁর সত্যবাদীতার কথা অকপটে স্বীকার করবে। তারা তাঁর বিশ্বস্ততার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের মধ্যেই তিনি 'আল-আমীন' বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন তখন একটি প্রশ্ন এটাও ছিল ঃ 'নাবুওয়াতের পূর্বে তোমরা তাঁকে কোন দিন মিথ্যা বলতে শুনেছ কি?' উত্তরে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'না, কখনও নয়।' ঐ সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'যে ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর কি করে মিথ্যা আরোপ করতে পারেন?'

১০৬। কেহ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।	١٠٦. مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرًا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ
১০৭। এটা এ জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এ জন্য যে, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেননা।	١٠٧. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ

১০৮। ওরাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফিল।	١٠٨. أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ
১০৯। নিশ্চয়ই তারা আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।	١٠٩. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

নিরুপায়ী ধর্মত্যাগী ছাড়া অন্যদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

মহান আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, যারা ঈমান আনার পরও কুফরীর জন্য হৃদয় উম্মুক্ত রাখে তাদের উপর আল্লাহর গযব আপতিত হবে। কারণ এই যে, ঈমানের জ্ঞান লাভ করার পর তা থেকে তারা ফিরে গেছে। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে এবং ইসলামের উপর ধর্মত্যাগী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, একমাত্র দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। তাদের অন্তর হিদায়াত হতে শূন্য ছিল বলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক তারা লাভ করেনি।

তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তাই উপকারী কোন কথা তারা বুঝতে পারেনা। তাদের চোখ ও কান অকেজো হয়ে গেছে। ফলে তা থেকে তারা উপকার লাভ করার ব্যাপারে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং কোন জিনিসই তাদের কোন উপকারে আসেনা এবং তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে এবং পরিবারেরও ক্ষতি করছে।

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ প্রথম আয়াতের মাঝে যাদেরকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, অর্থাৎ তারাই, যাদের উপর জোর-যবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ তাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে, তাদের দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মারপিট ও অসহনীয় উৎপীড়নের কারণে বাধ্য হয়ে মৌখিকভাবে

মুশরিকদেরকে সমর্থন করে। কিন্তু তাদের অন্তর মুশরিকদেরকে মোটেই সমর্থন করেনা। বরং অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকে।

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যার উপর জোর-যবরদস্তি করা হবে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফিরদের পক্ষ সমর্থন করা তার জন্য জায়িয। আবার এরূপ পরিস্থিতিতেও তাদের কথা অমান্য করা জায়িয। যেমন বিলাল (রাঃ) এরূপ করে দেখিয়েছেন। তিনি কোন অবস্থায়ই মুশরিকদের কথা মান্য করেননি। এমনকি কঠিন গরমের দিন প্রখর রোদে তারা তাকে মাটির উপর শুইয়ে যেতে বাধ্য করেছিল এবং ঐ অবস্থায় তার বুকের উপর একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে বলেছিল ঃ 'এখনও যদি তুমি শির্ক কর তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।' কিন্তু তখনও তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং 'আহাদ' 'আহাদ' (একক, একক) বলে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি ঐ অবস্থায়ও তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'দেখ, তোমাদের ক্রোধ উদ্রেককারী এর চেয়ে বড় কথা যদি আমার জানা থাকত তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি ঐ কথাই বলতাম।' আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

অনুরূপভাবে হাবিব ইব্ন যায়িদ আনসারীর (রাঃ) ঘটনা রয়েছে। মূসাইলামা কায্যাব তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'তুমি কি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছ?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। মূসাইলামা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'তুমি আমার রিসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছ কি?' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'না, আমি তোমাকে রাসূল বলে মানিনা।' তখন ঐ ভণ্ড নাবী তার দেহের এক একটি অঙ্গ কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়। এই অবস্থা চলতেই থাকে। কিন্তু তিনি তার ঐ কথার উপরই অটল থাকেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকেও খুশী রাখুন! (আসাদ আল গাবাহ ১০৪৯)

সুতরাং উত্তম এটাই যে, মুসলিম তার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকবে যদিও তাকে হত্যা করা হয়। যেমন হাফিয ইব্ন আসাকির (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রাঃ) নামক একজন সাহাবীর জীবনীতে লিখেছেন যে, তাকে রোমক কাফিরেরা বন্দী করে তাদের সম্রাটের নিকট নিয়ে যায়। সম্রাট তাকে বলে ঃ 'তুমি খৃষ্টান হয়ে গেলে আমি তোমাকে আমার রাজত্বে অংশীদার করে নিব এবং আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিব।' আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'এটাতো নগণ্য! তুমি যদি আমাকে তোমার সমস্ত রাজত্ব দিয়ে দাও এবং সারা আরাবের রাজত্বও আমার হাতে সমর্পণ কর আর চাও যে, ক্ষণিকের জন্য আমি

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন হতে ফিরে যাই তথাপিও এটা অসম্ভব।' বাদশাহ তখন বলল ঃ 'তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।' আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ 'হ্যাঁ, এটা তোমার ইচ্ছাধীন।' সুতরাং তৎক্ষণাৎ সম্রাটের নির্দেশে তাকে শূলের উপর চড়িয়ে দেয়া হল এবং তীরন্দাযরা নিকট থেকে তীর মেরে মেরে তার হাত, পা ও দেহকে ক্ষত বিক্ষত করতে থাকল। ঐ অবস্থায় বারবার তাকে বলা হচ্ছিল ঃ 'এখনও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও।' কিন্তু তখন তিনি পূর্ণ স্থিরতা ও ধৈর্যের সাথে বলছিলেন ঃ 'কখনও নয়।' তখন বাদশাহ হুকুম করল ঃ 'তাকে শূলের উপর থেকে নামিয়ে নাও।' তারপর সে হুকুম করল যে, তার কাছে যেন তামার একটা ডেগচি আগুন দ্বারা অত্যন্ত গরম করে নিয়ে আসা হয়। তার এই নির্দেশ মতে তার সামনে তা পেশ করা হল। সেই বাদশাহ তখন অন্য একজন বন্দী মুসলিমের ব্যাপারে হুকুম করল যে, তাকে যেন ঐ ডেগচির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহর (রাঃ) উপস্থিতিতে তার চোখের সামনে ঐ অসহায় মুসলিমটির দেহের গোশত পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল এবং হাড্ডিগুলি অবশিষ্ট থাকল।

অতঃপর বাদশাহ আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলল ঃ 'এখনও আমার কথা মেনে নাও এবং আমার ধর্ম কবূল কর। অন্যথায় তোমাকেও এই আগুনের ডেগচিতে ফেলে দিয়ে এরই মত জ্বালিয়ে দেয়া হবে।' তখনও তিনি ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে বাদশাহকে উত্তর দিলেন ঃ 'আমি আল্লাহর দীনকে ছেড়ে দিতে পারিনা। এটা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়।' বাদশাহ তৎক্ষণাৎ হুকুম করল ঃ 'তাকে ডেকচিতে নিক্ষেপ কর।' যখন তাকে ঐ আগুনের ডেগচিতে নিক্ষেপ করার জন্য চরকার উপর উঠানো হল তখন বাদশাহ লক্ষ্য করল যে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখনই সে তাকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিল। সে আশা করেছিল যে, হয়ত ঐ শাস্তি দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন, কাজেই এখন তার অভিমত পাল্টে গেছে। সুতরাং তিনি এখন তার কথামতই কাজ করবেন এবং তার ধর্ম গ্রহণ করবেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'আমার ক্রন্দনের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আজ আমার একটি মাত্র প্রাণ রয়েছে যা আমি এই শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। হায়! আমার যদি প্রতিটি লোমের মধ্যে একটি করে প্রাণ থাকত তাহলে আজ আমি সমস্ত প্রাণকে এক এক করে এভাবে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতাম।'

অন্যান্য রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, আবদুল্লাহকে (রাঃ) কয়েদখানায় রাখা হয়েছিল এবং পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পর তার কাছে মদ

ও শূকরের মাংস পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি ঐ চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও ঐ খাদ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেননি। বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠিয়ে ওগুলো না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'এই (অনন্যোপায়) অবস্থায় আমার জন্য এই খাদ্য হালাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমার মত শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশী হওয়ার সুযোগই দিতে চাইনা।' বাদশাহ তাকে বলল ঃ 'আচ্ছা, তুমি যদি আমার মাথা চুম্বন কর তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দিব।' আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন ঃ আমার সাথের অন্যান্য মুসলিমদেরকেও কি তাহলে মুক্তি দিবে? বাদশাহ বলল ঃ হ্যাঁ, তাই। সুতরাং আবদুল্লাহ (রাঃ) এটা কবূল করেন এবং তার মাথায় চুম্বন করেন। সম্রাটও তার ওয়াদা পালন করে এবং তাকে ও তার সাথের সমস্ত মুসলিমকে ছেড়ে দেয়। যখন আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রাঃ) ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার (রাঃ) কপাল চুম্বন করা এবং আমিই প্রথম এর সূচনা করছি।' এ কথা বলে উমার ফারুক (রাঃ) সর্বপ্রথম তার মাথা চুম্বন করেন। (আল ইসাবাহ ৪৬৪১)

১১০। (তোমার রবের পথে থেকে) যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরাত করে এবং পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে; তোমার রাব্ব এসব কিছুর পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١١٠. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوا۟ ثُمَّ جَٰهَدُوا۟ وَصَبَرُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
১১১। স্মরণ কর সেই দিনকে যেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুল্ম	١١١. يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ	করা হবেনা।

বাধ্য-বাধকতার অবসানের পর আবার দীনে ফিরে এসে আমল করলে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে

এরা হচ্ছেন ঐ শ্রেণীর লোক যারা দুর্বলতা ও দারিদ্রতার কারণে মাক্কায় মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। শত্রু পক্ষ তাদেরকে ডাকলে তাদের সাথে যেতে বাধ্য হতেন। শেষ পর্যন্ত তারা হিজরাত করেন। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং দেশ ত্যাগ করে তারা আল্লাহর পথে বের হন ও মুসলিমদের দলে মিলিত হয়ে আবার জিহাদের জন্য বেরিয়ে যান। অতঃপর ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়ার ও তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করার খবর দিচ্ছেন ঃ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিত্রাণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। তার পক্ষ সমর্থনে তার পিতা, ছেলে, ভাই এবং স্ত্রী কেহই যুক্তি পেশ করবেনা। وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ঐ দিন প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং কারও প্রতি মোটেই যুল্ম করা হবেনা। না সাওয়াব কমবে, আর না পাপ বাড়বে। আল্লাহ তা'আলা যুল্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

١١٢. وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ	১১২। আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।

بِمَا كَانُواْ يَصۡنَعُونَ	
١١٣. وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُولٌ مِّنۡهُمۡ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَهُمۡ ظَٰلِمُونَ	**১১৩। তাদের নিকট এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল।**

মাক্কার মর্যাদা

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মাক্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। তারা খুবই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ভাবে বসবাস করছিল। আশে পাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। কিন্তু মাক্কাবাসীকে কেহই চোখ রাঙ্গাতে সাহস করতনা। যে কেহ এখানে আসত তাকে নিরাপদ মনে করা হত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآ ۚ أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنًا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٍ رِّزۡقًا مِّن لَّدُنَّا

তারা বলে ঃ আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে। (আল্লাহ বলেন) আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ 'হারাম' (মাক্কা) প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৭) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ সেখানে আসত সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; কিন্তু এর পরেও তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। সবচেয়ে বড় নি'আমাত ছিল তাদের কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবীরূপে প্রেরণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ كُفۡرًا وَأَحَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصۡلَوۡنَهَا ۖ وَبِئۡسَ ٱلۡقَرَارُ

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নি‘আমাতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করেছে, আর নিজেদের কাওমকে ধ্বংসের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, যা হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৮-২৯)

তাদের দুষ্টামি ও হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপ তাদের নি‘আমাত দু’টি দুঃখ-বেদনায় পরিবর্তিত হয়। فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف নিরাপত্তা ভয়ে এবং প্রশান্তি ক্ষুধা ও চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করেনি এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত বছরের দীর্ঘ মেয়াদী দুর্ভিক্ষের জন্য বদ দু‘আ করেন, যেমন ইউসুফের (আঃ) যুগে দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের এক বছর তারা উটের যবাহকৃত রক্তমিশ্রিত লোম পর্যন্ত খেয়েছিল। নিরাপত্তার পর এলো ভয় ও ত্রাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাতের পর সব সময় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনীর ভয়ে ভীত থাকত। তারা দিনের পর দিন তাঁর উন্নতি এবং তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির খবর রাখত। অবশেষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শহর মাক্কার উপর আক্রমণ চালান এবং ওটা জয় করে ওর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছিল তাদের দুষ্কার্যের ফল যে, তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ির উপর লেগেই ছিল এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই ছিল। অথচ তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মধ্য থেকেই পছন্দ করে প্রেরণ করেছিলেন। এই অনুগ্রহের কথা তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪)

অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. رَّسُولًا

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ। প্রেরণ করেছেন এক রাসূল। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১০-১১) আল্লাহ তা‘আলার আরও উক্তি ঃ

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ. فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫১-১৫২)

যেমন কুফরীর কারণে কাফিরদের নিরাপত্তার পরে ভয় এলো এবং স্বচ্ছলতার পরে এলো ক্ষুধার তাড়না, অনুরূপভাবে ঈমানের কারণে মুসলিমদের ভয়ের পর এলো শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার পরে এলো হুকুমাত ও নেতৃত্ব। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইবন্ আব্বাসের (রাঃ) ইহাই অভিমত। এ ছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং যুহরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ কতই না মহান!

১১৪। আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তম্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদাত কর তাহলে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	١١٤. فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلاً طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
১১৫। তিনি (আল্লাহ) শুধুমাত্র মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা যবাহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তা'ই	١١٥. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ

أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু কেহ অনন্যোপায় কিংবা সীমা লংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায়ী হলে আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
١١٦. وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ	১১৬। তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা - এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা।
١١٧. مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	১১৭। তাদের সুখ সম্ভোগ সামান্য এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

হালাল খাদ্য খাওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং হারাম খাদ্যের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দেয়া হালাল ও পবিত্র রিয্ক আহার করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা সমস্ত নি'আমাতদাতা একমাত্র তিনিই। এ কারণে ইবাদাতের যোগ্যও একমাত্র তিনিই। তাঁর কোন অংশীদার নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হারাম জিনিসগুলির বর্ণনা দিচ্ছেন। ঐ সব জিনিসে তাদের দীনেরও ক্ষতি এবং দুনিয়ারও ক্ষতি। ওগুলো হচ্ছে নিজে নিজেই মৃত জন্তু,

যবাহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নামে যবাহ করা হয়। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে ওগুলি থেকে যদি কেহ কিছু খায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। সূরা বাকারায় এ ধরণের আয়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে ওর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এরপর মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের রীতি-নীতি হতে বিরত রাখছেন। তিনি বলেন ঃ 'তারা যেমন নিজেদের বিবেক ও খায়েশ অনুযায়ী হালাল ও হারাম বানিয়ে নিয়েছে, তোমরা তদ্রুপ করনা। তারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অমুক নামের জন্তু খুবই সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যেমন *'বাহীরাহ', 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ', 'হাম'* ইত্যাদি।' তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ

لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে তোমরা কোন কিছুকে হালাল ও হারাম বানিওনা। এর মধ্যে এটাও নিষেধ থাকল যে, কেহ যেন নিজের পক্ষ হতে কোন বিদ'আত চালু না করে যার কোন শারয়ী দলীল নেই। কিংবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল এবং যা হালাল করেছেন তা হারাম করে না নেয়। কেহ যেন নিজের মতানুসারে কোন হুকুম আবিস্কার না করে।

لِمَا تَصِفُ এর মধ্যে 'مَا' টি مَصْدَرِيَّة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা হালালকে হারাম করে নিওনা। إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ এ ধরনের লোক দুনিয়ার সফলতা এবং আখিরাতের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। দুনিয়ায় যদিও কিছুটা সুখভোগ করে, কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের প্রতি ভয়াবহ শাস্তি শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) আর এক আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلۡ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِي ٱلدُّنۡيَا ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلۡعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ

নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবেনা। দুনিয়ায় তারা সামান্য সুখভোগ করবে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল; অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০)

১১৮। ইয়াহুদীদের জন্য আমি শুধু তা'ই নির্ধারণ করেছিলাম যা তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং আমি তাদের উপর কোন যুল্ম করিনি, কিন্তু তারাই যুল্ম করত তাদের নিজেদের প্রতি।	١١٨. وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا مَا قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ ۖ وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ
১১৯। যারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে তারা পরে তাওবাহ করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার রাব্ব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	١١٩. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

ইয়াহুদীদের জন্য কিছু হালাল খাদ্যও হারাম করা হয়েছিল

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, এই উম্মাতের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যান্যদের নামে উৎসর্গীকৃত

বস্তু হারাম। তারপর যার জন্য এগুলো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে তা প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করার পর এই উম্মাতের উপর যে শারীয়াতের কাজ হালাল ও সহজ করা হয়েছে উহার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জীবনকে কঠিন করতে চাননা, তিনি চান তাদের সহজ জীবন। ইয়াহুদীদের উপর তাদের শারীয়াতে যা হারাম ছিল এবং যে সংকীর্ণতা এবং অসুবিধা তাদের উপর ছিল এখানে তারও বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ 'তাদের উপর হারামকৃত জিনিসের বর্ণনা ইতোপূর্বেই তোমার কাছে দিয়েছি।' অর্থাৎ সূরা আন'আমে রয়েছে ঃ

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৬) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ আমি তাদের উপর কোন যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا

আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬০)

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর ঐ দয়া ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর করে থাকেন, যাদের আমলের মধ্যে পাপও রয়েছে। এক দিকে তারা *'তাওবাহ'* করে, আর অপর দিকে তিনি তাদের জন্য রাহমাতের দ্বার উন্মুক্ত

করে দেন। ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ *যারা অজ্ঞতা বশতঃ খারাপ কাজ করে তারা পরে তাওবাহ করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার রাব্ব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

পূর্ববর্তী কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সে মূর্খই হয়ে থাকে। *'তাওবাহ'* বলা হয় পাপ কাজ হতে সরে আসাকে। আর ইসলাহ্ বলে তাঁর আনুগত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে। যে এরূপ করে, তার পাপ ও পদস্খলনের পরেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার উপর দয়া করেন।

১২০। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।	١٢٠. إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১২১। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে।	١٢١. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
১২২। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।	١٢٢. وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
১২৩। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং	١٢٣. ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ

ٱلْمُشْرِكِينَ	সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা, রাসূল, তাঁর বন্ধু, নাবীদের পিতা এবং অতি মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসা করছেন এবং মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের থেকে তাঁকে পৃথক করছেন। إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا *নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ।* اُمَّةٌ এর অর্থ হল ইমাম, যাঁর অনুসরণ করা হয়। قَانِت বলা হয় আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যকে। حَنِيْف এর অর্থ হচ্ছে শির্ক থেকে সরে গিয়ে তাওহীদের দিকে আগমনকারী। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি ছিলেন মুশরিকদের থেকে বিমুখ।

ইব্ন মাসঊদকে (রাঃ) اُمَّةٌ قَانِتًا এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'মানুষকে ভাল শিক্ষাদানকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য স্বীকারকারী। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন যে, أُمَّةٌ এর অর্থ হল লোকদের দীনের শিক্ষক।

মুজাহিদ (রহঃ) اُمَّةٌ এর অর্থে বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) একাকীই ছিলেন তার যামানার উম্মাত এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি একাই একাত্মবাদী ছিলেন, বাকী সব লোকই ছিল সেই সময় কাফির। তিনি আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে চলতেন। যেমন মহান আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ

وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ

এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩৭) অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত হুকুম পালন করেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَـٰلِمِينَ

আমি এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আমি তাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম। সে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করত এবং তাঁর পছন্দনীয় শারীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ আমি তাকে দীন ও দুনিয়ার মঙ্গল দান করেছিলাম। পবিত্র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উত্তম গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলদের অন্যতম।

তাঁর পবিত্র যিক্র দুনিয়ায়ও জারী রয়েছে এবং আখিরাতেও তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাঁর চরমোৎকর্ষতা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর তাওহীদের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি এভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ ‘হে আখিরী নাবী! তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের অনুসরণ কর এবং জেনে রেখ যে, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।’ সূরা আন‘আমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬১) অতঃপর ইয়াহুদীদের উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

১২৪। শনিবার পালনতো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত তোমার রাব্ব অবশ্যই কিয়ামাত দিবসে সেই বিষয়ে তাদের মীমাংসা করে দিবেন।	١٢٤. إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের প্রতি নাসীহাত

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একটা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে দিন তারা একত্রিত হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে খুশীর পর্ব হিসাবে। এই উম্মাতের জন্য ঐ দিন হচ্ছে শুক্রবার। কেননা ওটি হচ্ছে ষষ্ঠ দিন, যে দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকাজ পূর্ণতায় পৌঁছে দেন এবং সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়। আর তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত নি'আমাত দান করেন।

বর্ণিত আছে যে, মূসার (আঃ) মাধ্যমে বানী ইসরাঈলের জন্য এই দিনটিকেই নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারা এই দিন থেকে সরে গিয়ে শনিবারকে গ্রহণ করে। তারা শনিবারকে এই হিসাবে গ্রহণ করে যে, শুক্রবার সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়েছে। শনিবার আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দিনকেই অর্থাৎ শনিবারকেই নির্ধারণ করা হয়। আর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা যেন দৃঢ়তার সাথে ঐ দিনকে ধারণ করে। তবে এ কথা অবশ্যই বলে দেয়া হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আসবেন তখনই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। ঐ কথার উপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদাও নেয়া হয়। সুতরাং শনিবার দিনটি তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল এবং শুক্রবারকে ছেড়ে দিয়েছিল।

ঈসার (আঃ) যুগ পর্যন্ত তারা এর উপরই থাকে। বলা হয়েছে যে, পরে ঈসা (আঃ) তাদেরকে রবিবারের দিকে আহ্বান করেছিলেন। একটি উক্তি এও রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) কয়েকটি মানসূখ হুকুম ছাড়া তাওরাতের শারীয়াতকে পরিত্যাগ করেননি এবং শনিবারের হিফাযাত তিনি বরাবরই করে এসেছিলেন। তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার পর কনষ্টানটাইন বাদশাহর যুগে শুধু ইয়াহুদীদের হঠকারিতার কারণে ঐ বাদশাহ যেরুজালেমের পরিবর্তে পূর্ব দিককে তাদের কিবলা নির্ধারণ করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে নির্ধারণ করে নেয়।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন আমরা সবার আগে থাকব, যদিও তাদেরকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছিল। এই দিনটিকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ফার্‌য করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাদেরকে ওর প্রতি হিদায়াত করেছেন। সুতরাং এসব লোক আমাদের পরে

পালন করতে রয়েছে। ইয়াহুদীরা একদিন পরে এবং খৃষ্টানরা দু'দিন পরে। (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এবং হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে আল্লাহ তা'আলা জুমুআর (শুক্রবার) দিন হতে বঞ্চিত করেছেন। ইয়াহুদীদের জন্য হল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য হল রবিবার, আর আমাদের জন্য হল শুক্রবার। সুতরাং এখন হল শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার। সুতরাং দিনের দিক দিয়ে যেমন তারা আমাদের পরে রয়েছে, কিয়ামাতের দিনও তারা আমাদের পিছনেই থাকবে। দুনিয়ার হিসাবে আমরা পিছনে, আর কিয়ামাতের হিসাবে আগে। সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাইসালা হবে আমাদের। (মুসলিম ২/৫৮৬)

১২৫। তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রাব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।	١٢٥. ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

মানুষকে হিকমাত এবং উত্তম পন্থায় দা'ওয়াত দেয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর মাখলূককে হিকমাতের সাথে তাঁর পথের দিকে আহ্বান করেন। ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী *'হিকমাত'* দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীসে রাসূল বুঝানো উদ্দেশ্য। আর সদুপদেশ দ্বারা ঐ উপদেশকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে ভয় ও ধমকও থাকে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে। তবে হ্যাঁ,

এটার প্রতিও খেয়াল রাখা দরকার যে, যদি কারও সাথে তর্ক ও বচসা করার প্রয়োজন হয় তাহলে যেন নরম ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে ঃ

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৬) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁকে শান্তভাবে ধীরে-সুস্থে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মূসাকেও (আঃ) নরম ব্যবহারের হুকুম দেয়া হয়েছিল। দুই ভাইকে ফির‘আউনের নিকট পাঠানোর সময় বলে দেন ঃ

فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ

তোমরা তাকে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৪৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِه তোমার রাব্ব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয় সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে সেটাও তিনি সম্যক অবগত। কে হতভাগা এবং কে ভাগ্যবান এটাও তাঁর অজানা নয়। সমস্ত আমলের পরিণাম সম্পর্কেও তিনি পূর্ণভাবে অবহিত। হে নাবী! তুমি আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দিতে থাক। কিন্তু যারা মানেনা তাদের পিছনে পড়ে তুমি নিজেকে ধ্বংস করনা। তুমি হিদায়াতের যিম্মাদার নও। তুমি শুধু তাদেরকে সতর্ককারী। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার আদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার।

إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬)

لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২)

১২৬। যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম।	١٢٦. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ
১২৭। তুমি ধৈর্য ধারণ কর; তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই সাহায্যে; তাদের জন্য দুঃখ করনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।	١٢٧. وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
১২৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ।	١٢٨. إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ.

শাস্তি দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করার আদেশ

প্রতিশোধ গ্রহণ ও হক আদায় করার ব্যাপারে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ইমাম ইব্ন সীরীন (রহঃ) فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِه আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির ভাবার্থ বর্ণনায় বলেন ঃ 'যদি কেহ তোমার নিকট থেকে কোন জিনিস নিয়ে নেয় তাহলে তুমিও তার নিকট থেকে ঐ সমপরিমান জিনিস নিয়ে নাও'। (আবদুর রায্যাক ২/৩৬১) মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৭/৫২৪, ৫২৫) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, পূর্বে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ ছিল। তারপর যখন কতকগুলি প্রভাবশালী লোক মুসলিম হলেন

তখন তারা বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আল্লাহ তা‘আলা অনুমতি দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা এই কুকুরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। পরে এটাও জিহাদের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/৫২৪)

এই আয়াতেও সমান সমান বদলা নেয়ার বৈধতার বর্ণনার পর বলেন ঃ ‘যদি ধৈর্য ধারণ কর তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম। এরপর ধৈর্যের প্রতি আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ ধৈর্য ধারণ করা সবার কাজ নয়। এটা একমাত্র তারই কাজ যার উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে এবং যাকে তাঁর পক্ষ থেকে তাওফীক দান করা হয়। অতঃপর বলেন ঃ

وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ হে নাবী! যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের এ কাজের জন্য তুমি দুঃখ করনা। তাদের ভাগ্যে বিরুদ্ধাচরণই লিখে দেয়া হয়েছে। আর তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা। আল্লাহ তা‘আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমার সাহায্যকারী। তিনিই তোমাকে সবার উপর জয়যুক্ত করবেন। তিনিই তোমাকে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হতে রক্ষা করবেন। তাদের শত্রুতা এবং খারাপ ইচ্ছা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য, তাঁর হিদায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁর তাওফীক তাদের সাথেই রয়েছে যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয় এবং ইহসানের জওহার দ্বারা আমল পরিপূর্ণ রয়েছে। যেমন জিহাদের সময় আল্লাহ তা‘আলা মালাইকা/ফেরেশতাগণের নিকট অহী করেছিলেন ঃ

إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাক/ফেরেশতার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ১২) অনুরূপভাবে তিনি মূসা (আঃ) ও হারূনকে (আঃ) বলেছিলেন ঃ

لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

তোমরা ভয় করনা, আমিতো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (সূরা তা-হা, ২০ঃ ৪৬) সাওর পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বাকরকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'আপনি চিন্তা করবেননা, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।' (ফাতহুল বারী ৭/১১) সুতরাং এই সঙ্গ ছিল বিশিষ্ট সঙ্গ। আর এই সঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য সাথে থাকা। সাধারণ 'সাথে থাকার' বর্ণনা রয়েছে নিম্নের আয়াতে ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৭) যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই

খবর থাকে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬১) সুতরাং এসব আয়াতে সাথ বা সঙ্গ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শোনা এবং দেখাকে।

'তাকওয়া' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কারণে হারাম ও পাপের কাজগুলোকে পরিত্যাগ করা। আর ইহসানের অর্থ হল মহান রাব্ব আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতের কাজে নিয়োজিত থাকা। যে লোকদের মধ্যে এই দু'টি গুণ বিদ্যমান থাকে তারা আল্লাহ তা'আলার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ সব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেন। তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা ও শত্রুরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনা, বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সফলকাম করে থাকেন।

চর্তুদশ পারা এবং সূরা নাহল -এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১৭ ইসরা, মাক্কী
আয়াত ১১১, রুকু ১২

١٧ – سورة الإسراء، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ١١١، رُكُوْعَاتُهَا : ١٢)

'সূরা ইসরা' এর মর্যাদা

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল), সূরা কাহফ এবং সূরা মারইয়াম সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম এবং ফাযীলাতপূর্ণ সূরা। (ফাতহুল বারী ৮/৬৫৫)

আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও নফল সিয়াম এভাবে পর্যায়ক্রমে পালন করতেন যে, আমরা মনে মনে বলতাম, সম্ভবতঃ তিনি সিয়াম অবস্থায়ই কাটিয়ে দিবেন। আবার কখনও কখনও মোটেই সিয়াম পালন করতেননা। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, সম্ভবতঃ তিনি সিয়াম পালন করবেনই না। তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, প্রতি রাতে তিনি সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল) ও সূরা যুমার পাঠ করতেন। (আহমাদ ৬/১৮৯)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	١. سُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلاً مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِى بَـٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَـٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

আল্লাহর সাথে রাসূলের (সাঃ) কথোপকথন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর মত ক্ষমতা কারও মধ্যে নেই।

الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى

তিনি তাঁর বান্দা অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই রাতের একটি অংশে মাক্কা মুকাররামার মাসজিদ হতে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, যা ইবরাহীমের (আঃ) যুগ হতে নাবীগণের (আঃ) কেন্দ্রস্থল ছিল। সমস্ত নাবীকে (আঃ) সেখানে একত্রিত করা হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাদেরকে সাথে নিয়ে সালাতের ইমামতি করেন। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, বড় ও অগ্রবর্তী নেতা তিনিই। আল্লাহর দুরূদ ও সালাম তাঁর উপর ও তাঁদের সবারই উপর বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا এই মাসজিদের চতুষ্পার্শ্বে আমি ফল-ফুল, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি দ্বারা বারাকাতময় করে রেখেছি। আমার এই মর্যাদা সম্পন্ন নাবীকে আমার বড় বড় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেগুলি তিনি ঐ রাতে দর্শন করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ

সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (সূরা নাজম, ৫৩, ঃ ১৮)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِير আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু’মিন, কাফির, বিশ্বাসকারী এবং অস্বীকারকারী সমস্ত বান্দার কথা শোনেন এবং দেখেন। প্রত্যেককে তিনি ওটাই দেন যার সে হকদার, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও।

মি‘রাজ সম্পর্কিত হাদীস

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে একটি সাদা প্রাণী *‘বুরাক’* নিয়ে আসা হয় যা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট ছিল। ওটা ওর এক এক পদক্ষেপ এত দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়। আমি ওর উপর উঠে বসলাম

এবং ও আমাকে নিয়ে চললো। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলাম এবং ওকে দরজার ঐ শিকলের সাথে বেঁধে রাখলাম যেখানে নাবীগণ বাঁধতেন। তারপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলাম। যখন সেখান থেকে বের হলাম তখন জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে একটি পাত্রে মদ এবং একটি পাত্রে দুধ নিয়ে এলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ আপনি ফিত্‌রাত (প্রকৃতি) পছন্দ করেছেন। তারপর আমাকে প্রথম আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। দ্বিতীয় আকাশে আমি ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) ও ঈসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম যারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। তারা দু'জনও আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন।

তারপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আকাশে উঠে যান এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। তৃতীয় আকাশে আমার সাক্ষাৎ হল ইউসুফের (আঃ) সাথে যাকে সমস্ত সৌন্দর্যের

অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল। তিনিও আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু‘আ করলেন।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সাথে নিয়ে চতুর্থ আকাশে উঠে যান এবং ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে । তখন আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। তারপর চতুর্থ আকাশে ইদরীসের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গল কামনা করে দু‘আ করলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَرَفَعۡنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا

এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৭)

তারপর পঞ্চম আকাশে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। পঞ্চম আকাশে সাক্ষাৎ হয় হারূণের (আঃ) সাথে। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু‘আ করলেন।

এরপর আমরা ষষ্ঠ আকাশে উঠি এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। ষষ্ঠ আকাশে মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দু‘আ করলেন।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে গমন করেন এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? উত্তরে বলা হল ঃ

জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। তখন দরজা খুলে দেয়া হল। সপ্তম আকাশে ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা’মূরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পাই। বাইতুল মা’মূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন যারা ওখানে যান তাদের পালা (rotation) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানের পাতা ছিল হাতীর কানের সমান এবং ফল ছিল বৃহৎ মাটির পাত্রের মত। ওটাকে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ ঢেকে রেখেছিল। ওর সৌন্দর্যের বর্ণনা কেহই দিতে পারেনা।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমার উপর যে অহী নাযিল করার তা নাযিল করেন। এরপর আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য করা হয়। সেখানে হতে নেমে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ দিন রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ক্ষমতা রাখেনা, আপনার পূর্বে আমি বানী ইসরাঈলের লোকদেরকে দেখেছি যে তারা কেমন ছিল। সুতরাং আমি আমার রবের কাছে ফিরে যাই এবং বললাম ঃ হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে দিন, তারা এতটা পালন করতে পারবেনা। সুতরাং তিনি পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি বলা হয়েছে? বললাম ঃ আমার রাব্ব পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন। এভাবে আমি আল্লাহ তা‘আলা ও মূসার (আঃ) মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম এবং প্রতিবার পাঁচ ওয়াক্ত করে সালাতের ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হচ্ছিল। অবশেষে তিনি বললেন ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! দিনে-রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য করা হল এবং প্রতিটি সালাতের জন্য দশ গুণ সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। সুতরাং এর মোট পরিমান পঞ্চাশই থাকল। যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করল, অথচ তা সে করলনা তাহলে একটি ভাল কাজের আমল তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যদি সে ওটা

বাস্তবায়িত করে তাহলে দশটি আমলের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে যদি ওটা না করে তাহলে তার আমলনায় কোন পাপ লিপিবদ্ধ করা হবেনা। পক্ষান্তরে সে যদি খারাপ কাজটি করেই ফেলে তাহলে তার আমলনামায় একটি পাপ লিপিবদ্ধ করা হবে।' অতঃপর আমি নিচে নেমে আসি এবং মূসার (আঃ) সাথে দেখা হলে তাকে এসব কথা বলি। তিনি বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাতের বোঝা কমিয়ে আনুন। তারা কখনও এ আদেশ পালনে সক্ষম হবেনা। কিন্তু বার বার আল্লাহর কাছে আসা-যাওয়ার পর তাঁর কাছে আরও যেতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। (আহমাদ ৩/১৪৮, মুসলিম ১/১৪৫)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মি'রাজের রাতে উর্ধ্বাকাশে গমনের জন্য বুরাকের লাগাম এবং জিন বা গদী প্রস্তুত করে রাখা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ার হওয়ার সময় সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেন ঃ তুমি এটা কি করছ? আল্লাহর শপথ! তোমার উপর ইতোপূর্বে তাঁর চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কখনও সওয়ার হয়নি। এ কথা শুনে বুরাক সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়। (তিরমিযী ৩১৩১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যখন আমাকে আমার মহামহিমান্বিত রবের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এমন কতকগুলি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের তামার নখ ছিল, যা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমন্ডল ও বুক খোঁচাচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এরা হচ্ছে ওরাই যারা লোকের গোশত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ গীবত করত) এবং তাদের মর্যাদাহানী করত। (আহমাদ ৩/২২৪, আবূ দাঊদ ৪৮৭৮)

আনাস (রাঃ) হতে আরও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি মূসার (আঃ) কাবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তাঁকে ওখানে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাই। (আহমাদ ৩/১২০, মুসলিম ২৩৭৫)

মি'রাজ সম্পর্কে মালিক ইব্‌ন সা'সা'আহ (রাঃ) হতে আনাস ইব্‌ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, মালিক ইব্‌ন সা'সা'আহ (রাঃ) তাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মি'রাজের

রাতের ভ্রমণের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুইয়েছিলেন (কা'বা ঘরের) *'হাতীম'* নামক স্থানে। অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সাখরের উপর শুইয়েছিলেন। এমন সময় আগমনকারীরা আগমন করেন। তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলেন ঃ তিনজনের মধ্যে যিনি মাঝখানে আছেন। অতঃপর আমি বলতে শুনলাম ঃ 'গলার প্রান্ত থেকে নাভীর নিচ পর্যন্ত'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদয়টি (Heart) বাইরে নিয়ে আসেন এবং স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে রেখে ধৌত করেন। ঐ পাত্রটি ছিল ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। তিনি তা আবার আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন। অতঃপর একটি সাদা প্রাণী আমার সামনে উপস্থিত করা হল। ওটির আকৃতি খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড়।' আল-জারুদ জিজ্ঞেস করেন ঃ ওটা কি বুরাক, হে আবূ হামজাহ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। ওটা ওর এক এক পদক্ষেপ এত দূরে রাখছিল যত দূর ওর দৃষ্টি যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি ওর উপর উঠে বসলাম এবং ও আমাকে নিয়ে চলল। আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করে আদমের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ), তাঁকে সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে স্বাগতম!

এরপর আমাকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর

আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি হারূনকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হারূন (আঃ), তাঁকে স্বাদর সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন!

অতঃপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করেন ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি মূসাকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি মূসা (আঃ), তাঁকে সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সৎ ভাই এবং সৎ নাবীকে স্বাগতম!

আমি সেখান হতে এগিয়ে গেলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এ জন্য যে, আমার পরে যে যুবককে নাবী করে পাঠানো হয়েছে তাঁর উম্মাত আমার উম্মাতের তুলনায় অধিক সংখ্যক জান্নাতে যাবে।

এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং জিবরাঈল (আঃ) ওর দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তারা প্রশ্ন করেন ঃ আপনার সাথে কে রয়েছেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। বলা হল ঃ তাঁকে অভিনন্দন! তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। সেখানে প্রবেশ করার পর আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি ইবরাহীম (আঃ), তাঁকে সম্ভাষন জানান। সুতরাং আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সৎ সন্তান এবং সৎ নাবীকে অভিনন্দন!

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানের এক একটি ফল যেন বৃহদাকার ডেকচির চেয়েও বড়। ওর গাছের পাতা হাতির কানের চেয়েও বৃহৎ। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইহা সিদরাতুল মুনতাহা। ওর রয়েছে

চারটি নদী। দু'টি যাহির ও দু'টি বাতিন। আমি বললাম ঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এই চারটি নাহর কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ বাতিনী নাহর দু'টি হচ্ছে জান্নাতের নাহর এবং যাহিরী নাহর দু'টি হল নীল ও ফুরাত নদী। অতঃপর আমাকে বাইতুল মা'মূর' দেখানো হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে হাসান (রহঃ) বলেছেন, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মা'মূর দেখেছেন। বাইতুল মা'মূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাক/ফেরেশতা গমন করে থাকেন, কিন্তু একদিন যারা ওখানে যান তাদের পালা (rotation) কিয়ামাত পর্যন্ত আর আসবেনা। অতঃপর তিনি আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটির বাকী অংশ বলতে থাকেন ঃ

অতঃপর আমার সামনে মদ, দুধ ও মধুর পাত্র পেশ করা হল। আমি দুধের পাত্রটি পছন্দ করলাম। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ এটাই হচ্ছে *'ফিতরাত'* (প্রকৃতি) যার উপর আপনি ও আপনার উম্মাত থাকবেন।

অতঃপর আমার ও আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করা হয়। সেখান হতে নেমে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ প্রতি দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে । মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। তাঁর এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা তখন দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

তাঁর এ কথা শুনে আমি ফিরে যাই এবং আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক বিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আরও দশ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক দশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন।

সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার আদেশ করা হয়। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। মূসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি হুকুম করা হয়েছে? জবাবে বললাম ঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এ কথা শুনে

মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনার উম্মাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবেনা, আপনার পূর্বে আমি লোকদের সাথে এ ব্যাপারে মুকাবিলা করেছি, বানী ইসরাঈলের লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত যে, তাদেরকে সামলানো ছিল খুবই কঠিন। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মাতের বোঝা কমানোর জন্য প্রার্থনা করুন। আমি বললাম ঃ আমি আমার রাব্ব আল্লাহকে অনেকবার অনুরোধ করেছি। পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি ইহা গ্রহণ করেছি এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি। তখন একটি আওয়াজ এলো ঃ জেনে রেখ, আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। আমি আমার বান্দার ভার লাঘব করেছি। (আহমাদ ৪/২০৮, ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৫১)

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ যার (রাঃ) হতে আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) বর্ণনা

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, আবূ যার (রাঃ) মাঝে মাঝে আমাদেরকে বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ঘরের ছাদ খুলে দেয়া হল। ঐ সময় আমি মাক্কায় ছিলাম। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দিয়ে তা ধৌত করলেন। এরপর তিনি একটি স্বর্ণের পাত্র নিয়ে এলেন যা ছিল ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা পূর্ণ। তিনি তা আমার বুকের ভিতর ভরে দিলেন এবং ওকে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং প্রথম আকাশে গিয়ে পৌঁছলেন। জিবরাঈল (আঃ) ওর পাহারাদারকে দরজা খুলে দিতে বলেন। জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার সাথে কেহ আছেন কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, আমার সাথে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তাঁর যাত্রা কি শুরু হয়েছে? জিবরাঈল (আঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। দরজা খুলে দেয়ার পর দেখতে পেলাম যে, একটি লোক বসে রয়েছেন এবং তাঁর ডানে ও বামে বড় বড় দল রয়েছে। ডান দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে উঠছেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলছেন। তিনি বললেন ঃ হে আমার উত্তম সন্তান এবং সৎ নাবী! তোমাকে অভিনন্দন! আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইনি কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ইনি হলেন আদম (আঃ), আর তাঁর ডান ও বাম দিকে যাদের দেখতে পাচ্ছেন তারা হল তাঁর বংশধর। ডান দিকেরগুলি জান্নাতী এবং বাম দিকেরগুলো

জাহান্নামী। তিনি যখন ডান দিকে তাকাচ্ছেন তখন তাদেরকে দেখে খুশী হচ্ছেন এবং যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন তখন ওদেরকে দেখে কাঁদছেন।

এরপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং আমরা ইবরাহীমকে (আঃ) অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ সৎ নাবী এবং সৎ সন্তানকে অভিনন্দন! আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইনি কে? তিনি বললেন ঃ ইনি ইবরাহীম (আঃ)। যুহরী (রহঃ) বলেন, ইব্ন হাযম (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আবূ হাব্বাহ আল আনসারী (রাঃ) মাঝে মাঝে বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বলতেন ঃ অতঃপর আমাকে ঐ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে কলমের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

ইবন হাযম (রাঃ) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফার্য করেন। এই বার্তা নিয়ে সেখান হতে ফিরে আসার সময় মূসার (আঃ) সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আপনি আপনার উম্মাতের জন্য কি হুকুম প্রাপ্ত হলেন? আমি উত্তরে বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং তিনি অর্ধেক সালাত কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম ঃ কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। তিনি (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি ফিরে গেলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আরও অর্ধেক কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আপনার উম্মাত তা পালন করতে সক্ষম হবেনা। সুতরাং আমি আবার ফিরে যাই এবং তখন আল্লাহ বলেন ঃ উহা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কিন্তু প্রতিদানের দিক থেকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান। জেনে রেখ, আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। অতঃপর আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে এলাম। তিনি (আঃ) বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। আমি বললাম ঃ আমার রবের কাছে ফিরে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি।

অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল যা অপূর্ব বর্ণনার অতীত রংসমূহ দ্বারা অচ্ছাদিত ছিল। অতঃপর আমি জান্নাতে প্রবশ করলাম। ওর তাবুগুলি মনি-মুক্তার এবং ওর মাটি মিশ্কের।

এই পূর্ণ হাদীসটি সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা ইসরা এর তাফসীরেও ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম

(রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ১/৫৪৭, ৩/৫৭৬, ৬/৪৩১, মুসলিম ১/১৪৮)

আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (রহঃ) আবূ যারকে (রাঃ) বলেন ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম তাহলে কমপক্ষে তাঁকে একটি কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম। তখন আবূ যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই কথাটি কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন কিনা এই কথাটি। এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি তাঁর নূর (আলো) দেখেছিলাম, তাঁকে আমি কিভাবে দেখতে পারি? (আহমাদ ৫/১৪৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি আবূ যারকে (রাঃ) বললাম ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতাম তাহলে তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতাম। আবূ যার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কথা জিজ্ঞেস করতে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আপনি কি আপনার রাব্বকে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন? তখন আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ এ কথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ আমি তার নূর (আলো) দেখেছিলাম। (মুসলিম ১/১৬১)

মি'রাজ সম্পর্কে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি মি'রাজের ঘটনাটি যখন জনগণের কাছে বর্ণনা করি এবং কুরাইশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ঐ সময় আমি হাতীমে দাঁড়িয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে এনে দেখান এবং ওটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে দিলেন। এরপর তারা যে নিদর্শনগুলি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, সেগুলির উত্তর আমি সঠিকভাবে দিয়ে যাচ্ছিলাম। (আহমাদ ৩/৩৭৭, বুখারী ৪৭১০, মুসলিম ১৭০)

ইব্ন শিহাব (রহঃ) আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ কুরাইশ কাফিরদের কিছু লোক আবূ বাকরের (রাঃ) নিকট গমন করে এবং বলে ঃ তুমি কি শুনেছ, আজ তোমার সাথী (নাবী সঃ) কি এক বিস্ময়কর কথা বলছে! সে দাবী করছে যে, সে নাকি এক রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছে এবং আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে! এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ তিনি কি এ কথা বলেছেন? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যদি বলে থাকেন তাহলে সত্য বলেছেন।

তারা তখন বলল ঃ তাহলে তুমি কি এটাও বিশ্বাস করছ যে, সে রাতে বের হল এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সিরিয়া গিয়ে আবার মাক্কায় ফিরে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এর চেয়েও আরও বড় ব্যাপার আমি এর বহু পূর্ব হতেই বিশ্বাস করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর কাছে আকাশ হতে অহী পৌঁছে। আবূ সালামাহ (রাঃ) বলেন যে, ঐ সময় থেকেই তাঁর উপাধি হয় সিদ্দীক (সত্যিকারের বিশ্বাসী)। (দালায়িলুল নুবুওয়াহ ২/৩৫৯)

মি'রাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রাতে যখন জান্নাতে পৌঁছেন তখন এক দিক হতে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! ইহা কি? জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ ইনি হচ্ছেন মুআয্যিন বিলাল (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ হতে ফিরে এসে বলেন ঃ বিলাল তুমি মুক্তি পেয়ে গেছ! আমি এরূপ এরূপ দেখেছি।

তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, মূসার (আঃ) সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। মূসা (আঃ) বললেন ঃ উম্মী নাবীর আগমন শুভ হোক। মূসা (আঃ) ছিলেন গোধূম বর্ণের দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট লোক। তাঁর মাথার চুল ছিল কান পর্যন্ত অথবা কান হতে কিছুটা উপরে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইনি কে হে জিবরাঈল? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন মূসা (আঃ)। অতঃপর যেতে যেতে এক স্থানে অতি মর্যাদা সম্পন্ন এক বয়স্ক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরাঈল! ইনি কে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম! অতঃপর জাহান্নাম পরিদর্শনের সময় তিনি কতকগুলি লোককে দেখতে পান যারা পচা মৃতদেহ ভক্ষণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ এরা তারা যারা লোকদের মাংস ভক্ষণ করত অর্থাৎ গীবত করত। সেখানেই তিনি একটি লোককে দেখতে পেলেন যে দেখতে আগুনের মত লাল ছিল এবং চোখ ছিল বাকা ও টেরা। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এ কে? উত্তরে জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে সালিহর (আঃ) উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল আকসায় ফিরে এসে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং অন্যান্য নাবীগণও তাঁর সাথে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায় করা শেষে তাঁর দুই হাতে দু'টি বাটি দেয়া হয়। ওর একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল

মধু। তিনি দুধের বাটি থেকে পান করেন। যে বাটি বহন করে নিয়ে এসেছিল সে বলল ঃ আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন। (আহমাদ ১/২৫৭) এ হাদীসটির বর্ণনাও সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে একই রাতে মাক্কায় পৌঁছে দেন এবং এই খবর তিনি জনগণের মধ্যে প্রচার করেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলি বলে দেন, তাদের যাত্রীদলের খবর প্রদান করেন তখন কতকগুলি লোক বলল ঃ 'এ সব কথায় আমরা তাঁকে সত্যবাদী মনে করিনা'। এ কথা বলে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে গিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। এরা সবাই আবূ জাহলের সাথে ধ্বংস হয়। আবূ জাহল বলেছিল ঃ মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাক্কুম গাছের ভয় দেখাচ্ছে, কিছু খেজুর এবং মাখন নিয়ে এসো। ওগুলি মিশিয়ে আমরা যাক্কুম গলধঃকরণ করি! ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে তার প্রকৃত রূপে দেখেছিলেন। সেটা ছিল চোখের দেখা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা নয়। সেখানে তিনি ঈসা (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাজ্জালের বিবরণ জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ আমি তাকে বিশাল দেহী লম্বা ফর্সা রংয়ের দেখতে পেয়েছি। তার একটি চোখ এমনভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন একটি অতি উজ্জ্বল তারকা এবং চুল যেন কোন গাছের ঘন শাখা। আমি ঈসাকে (আঃ) দেখেছি। তাঁর রং সাদা, চুলগুলি কোঁকড়ানো এবং দেহ মধ্যমাকৃতির। আমি মূসাকে (আঃ) দেখেছি গোধূম বর্ণের, ঘন চুল এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। আমি ইবরাহীমকে (আঃ) দেখেছি যিনি হুবহু আমারই মত। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম দিতে বলেন। সুতরাং আমি তাঁকে অভিনন্দন জানালাম এবং সালাম দিলাম। (আহমাদ ১/৩৮৪, নাসাঈ ১১৪৮৪)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ মি'রাজের রাতে আমি মূসা ইব্ন ইমরানকে (আঃ) দেখেছি। তিনি লম্বা, কোকরানো চুল বিশিষ্ট, দেখতে মনে হয় যেন শানু'আহ গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে সাদা গৌর বর্ণের এবং মাথার চুলগুলি সোজা।

একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহান্নামের দারোগা মালিককেও দেখেছিলেন এবং দাজ্জালকেও, ঐ নিদর্শনাবলীসহ যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দেখিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর চাচাতো ভাই ইব্ন আব্বাস (রাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করনা। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৩) কাতাদাহ (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মূসার (আঃ) যে সাক্ষাত হয়েছে তা'ই বলা হয়েছে। যেমন এর পরের আয়াতাংশেই বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৩) অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) দিক নির্দেশনাসহ পাঠিয়েছিলেন। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৮৬) ইমাম মুসলিম (রহঃ) এ উক্তিটি তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনাও পেশ করেছেন। (বুখারী ৩২৩৯, মুসলিম ১৬৫)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মি'রাজের রাতের পর সকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, জনগণের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে এক প্রান্তে বসে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহর শত্রু আবূ জাহল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখে সে তাঁর পাশেই বসে পড়ল এবং উপহাস করে বলল ঃ নতুন কোন খবর আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ আছে। আবূ জাহল তা জানতে চাইল। তিনি বললেন ঃ আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সে প্রশ্ন করল ঃ কোথায়? তিনি বললেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস। সে জিজ্ঞেস করল ঃ আবার এখন এখানে আমাদের মাঝে বিদ্যমানও রয়েছ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। তখন ঐ কষ্টদায়ক ব্যক্তি মনে মনে বলল ঃ এখনই একে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া ঠিক হবেনা। তাহলে হয়ত জনসমাবেশে, সে যে এ কথা বলেছে তা স্বীকারই করবেনা। তাই সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি যদি

জনগণকে একত্রিত করি তাহলে তুমি সবার সামনেও কি এ কথাই বলবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ অবশ্যই। তৎক্ষণাৎ আবূ জাহল উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলল ঃ হে বানু কা'ব ইব্ন লু'আই! তোমরা এসে পড়। সবাই তখন দৌড়ে এসে তার পাশে বসে পড়ল। ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তি (আবূ জাহল) তখন তাকে বলল ঃ এখন তুমি ঐ কথা বর্ণনা কর যে কথা আমার কাছে বর্ণনা করছিলে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে বলতে শুরু করেন ঃ গত রাতে আমাকে ভ্রমণ করানো হয়েছে। সবাই জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। জনগণ প্রশ্ন করল ঃ এখন আবার আমাদের মধ্যেই বিদ্যমানও রয়েছ? তিনি জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। তারা এ কথা শুনে কেহ হাত তালি দিতে শুরু করল, কেহবা অতি বিস্ময়ের সাথে নিজের মাথার উপর হাত রেখে বসে পড়ল এবং তারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে সবাই একমত হয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করল। তারা তাঁকে বলল ঃ আচ্ছা, আমরা তোমাকে তথাকার কতকগুলি অবস্থা ও নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, তুমি উত্তর দিতে পারবে কি? তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোকও ছিল যারা বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল এবং সেখানকার অলিগলি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা আমাকে মাসজিদটি সম্পর্কে এমন কতকগুলি সূক্ষ্ম প্রশ্ন করেছিল যেগুলি আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে ফেলেছিল। তৎক্ষণাৎ মাসজিদটিকে আমার সামনে আকীলের বাড়ির পাশে বা আকালের বাড়ীর পাশে এনে দেয়া হয়। তখন আমি দেখছিলাম এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। এটা এ কারণেই যে, মাসজিদের কতকগুলি সিফাত বা বিশেষত্ব আমার স্মরণ ছিলনা। তাঁর এই নিদর্শনগুলির বর্ণনার পর সবাই সমস্বরে বলছিল ঃ তিনি খুঁটিনাটি ও সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! তিনি একটি কথাও ভুল বলেননি। (আহমাদ ১/৩০৯, নাসাঈ ১১২৮৫, দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৬৩)

মি'রাজ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজ করানো হয় তখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে রয়েছে। যে জিনিস উপরে উঠে তা এখান পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর এখান থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। আর যে জিনিস অবতরণ করে তা এখান পর্যন্ত অবতারিত হয় এবং তারপর এখান থেকে গ্রহণ করা হয়।

إِذۡ يَغۡشَى ٱلسِّدۡرَةَ مَا يَغۡشَىٰ

যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ১৬)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঐ সিদরাতুল মুনতাহা সোনার ফড়িংয়ে ছেয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত এবং সূরা বাকারাহর শেষের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং এটাও দেয়া হয় যে, তার উম্মাতের মধ্যে যারা শির্ক করবেনা তাদের বড় পাপও (কাবীরা গুনাহও) ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ হাদীসটি ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থেও এই রিওয়ায়াতটি ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে মি‘রাজের সুদীর্ঘ হাদীস রূপে বর্ণিত আছে

মি‘রাজ সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) বর্ণনা

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মি‘রাজের রাতে মূসার (আঃ) সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে পরে যে, তাঁর চুল ছিল কোকড়ানো এবং দেখতে মনে হচ্ছিল শানু‘আহ গোত্রের লোক। ঈসার (আঃ) সাথেও আমার সাক্ষাত হয়। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির গৌর বর্ণের, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি এখনই গোসল করে এসেছেন। আমার সাথে ইবরাহীমেরও (আঃ) সাক্ষাত ঘটে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যাঁর সাথে তাঁর চেহারার মিল রয়েছে। আমার জন্য দু’টি পাত্রের একটিতে দুধ এবং অপরটিতে মদ নিয়ে আসা হল এবং বলা হল ঃ আপনার যেটি খুশি তা গ্রহণ করুন। আমি দুধের পাত্রটিই গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। আমাকে বলা হল ঃ আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করেছেন, অথবা বলা হল আপনি ফিতরাত দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। আপনি যদি মদ পছন্দ করতেন তাহলে আপনার উম্মাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, মুসলিম ১/১৫৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকেই ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার মনে পড়ে যে, আমি তখন কা‘বার হিজরে উপস্থিত ছিলাম। কাফির কুরাইশরা মি‘রাজ সম্পর্কে আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল। তারা আমার কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জানতে চাইল। ঐ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলামনা। ফলে

আমাকে এমন চিন্তায় পেয়ে বসল যা আগে আমি কখনও অনুভব করিনি। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হল। এরপর তারা যে প্রশ্নই করছিল, আমি তার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলাম। নাবীদের সমাবেশে যাঁরা একত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের ব্যাপারে আমার মনে আছে। মূসা (আঃ) সালাত আদায় করছিলেন। তাঁর ছিল কোকড়ানো চুল, তাঁকে মনে হচ্ছিল তিনি যেন শানু'আহ গোত্রের লোক। আমি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকেও (আঃ) সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি দেখতে অনেকটা উরওয়াহ ইব্ন মাসউদ আশ শাকাফীর মত। সালাত আদায় করা অবস্থায় আমি ইবরাহীমকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি দেখতে তোমাদের এই সাথীর (রাসূল সাঃ) মত। অতঃপর সালাতের সময় হওয়ায় আমার ইমামতিতে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। সালাত আদায় করা শেষে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পাই ঃ হে মুহাম্মাদ! এই যে মালিক, জাহান্নামের রক্ষক! সুতরাং আমি ফিরে তাকালাম এবং তিনি আমাকে প্রথম সম্ভাষন জানালেন। (মুসলিম ১/১৫৬)

কখন মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল

যুহরীর (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী মি'রাজের এই ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর পূর্বে ঘটেছিল। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৫) উরওয়াহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৩৫৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, ইহা ছিল হিজরাত করার ১৬ মাস পূর্বের ঘটনা। (কুরতুবী ১০/২১০)

এটাই সত্য ঘটনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নের অবস্থায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় মাক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। ঐ সময় তিনি বুরাকের উপর সওয়ার ছিলেন। মাসজিদে কুদ্সের দরজার পাশে তিনি বুরাকটিকে বাধেন এবং ভিতরে গিয়ে দু' রাকআত *'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ'* সালাত আদায় করেন। তারপর মি'রাজের বাহন আনা হয়, যা ছিল মইয়ের মত, যাতে পদক্ষেপ দিয়ে উঠতে হয়। ওতে করে তাঁকে প্রথম আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে তাঁকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। প্রত্যেক আসমানে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বাসিন্দাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নাবীদের শ্রেণী মোতাবেক বিভিন্ন আকাশে তাঁদের অবস্থান রয়েছে। তিনি নাবীদের সাথে সালামের আদান প্রদান করেন। ষষ্ঠ আকাশে মূসা কালীমুল্লাহর (আঃ) সাথে এবং সপ্তম আকাশে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁদের সাথে কথা বলেন। তিনি ভাগ্য লিখনের কলমের শব্দ শুনতে পান, যে কলমের মাধ্যমে কি ঘটবে তা লিখা হয়। তিনি সিদরাতুল

মুনতাহা দেখেন যেখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ছেয়েছিল। সোনার ফড়িং এবং বিভিন্ন প্রকারের রং তা আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। মালাইকা চারিদিক থেকে ওটিকে পরিবেষ্টন করেছিলেন। সেখানে তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তার আসল রূপে দেখতে পান যার ছ'শ'টি ডানা ছিল। সেখানে তিনি সবুজ রংয়ের *'আচ্ছাদন'* দেখেছিলেন যা আকাশের প্রান্তসমূহকে ঢেকে রেখেছিল। তিনি বাইতুল মা'মূরের যিয়ারাত করেন যাতে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ), যিনি দুনিয়ায় কা'বা ঘর তৈরী করেছিলেন, হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সেখানে প্রত্যহ সত্তর হাজার মালাইকা আল্লাহর ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করেন। কিন্তু একদিন যে দল প্রবেশ করেন, কিয়ামাত পর্যন্ত আর তাদের সেখানে যাওয়ার পালা (Rotation) আসেনা। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। পরম করুণাময় আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত বাধ্যতামূলক (ফারয) করেন এবং পরে তা কমাতে কমাতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত রেখে দেন। ইহা ছিল তাঁর বান্দা/বান্দীদের প্রতি বিশেষ রাহমাত। এর দ্বারা সালাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফাযীলাত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং সমস্ত নাবীগণও (আঃ) তাঁর সাথে অবতরণ করেন। সালাতের সময় হলে সেখানে তিনি তাঁদের সকলকে নিয়ে তাঁর ইমামতিতে সালাত আদায় করেন। সম্ভবতঃ ওটা ছিল ঐ দিনের ফাজরের সালাত। কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, তিনি নাবীগণের ইমামতি করেছিলেন আসমানে। কিন্তু বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, এটা বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, উর্ধ্বাকাশে যাওয়ার পথে তিনি এ সালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু এরই বেশি সম্ভাবনা যে, ফিরার পথে তিনি ইমামতি করেছিলেন। এর একটি দলীলতো এই যে, আসমানসমূহের নাবীগণের সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন প্রত্যেকের সম্পর্কেই জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ ইনি কে এবং জিবরাঈল (আঃ) তাঁদের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছিলেন। যদি আগমনের পথে বাইতুল মুকাদ্দাসেই তিনি তাদের ইমামতি করতেন তাহলে পরে তাদের সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন ছিল কি? দ্বিতীয় দলীল এই যে, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যতো সপ্তম আকাশে আল্লাহ বারী তা'আলার সামনে হাযির হওয়া এবং আল্লাহ তাঁর নাবী ও উম্মাতের প্রতি কি কি বিষয় নির্ধারণ করেন তা জেনে নেয়া। তাহলে স্পষ্টতঃ এটাই ছিল সবচেয়ে অগ্রগণ্য। যখন এটা হয়ে গেল এবং তাঁর ও তাঁর উম্মাতের উপর ঐ রাতে যে ফারয সালাত নির্ধারিত হওয়ার ছিল সেটাও হয়ে

গেল তখন তাঁর স্বীয় নাবী ভাইদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ হল। আর এই নাবীগণের সামনে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশেই জিবরাঈল (আঃ) তাদের ইমামতি করতে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন তিনি তাদের ইমামতি করলেন। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের হয়ে বোরাকে আরোহন করে রাতের অন্ধকার শেষ হওয়ার আগেই মাক্কায় পৌঁছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে।

এরপর যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর সামনে দুধ ও মধু কিংবা দুধ ও মদ অথবা দুধ ও পানি পেশ করা হয় অথবা এই চারটি জিনিসই ছিল; এগুলি সম্পর্কে রিওয়ায়াতসমূহে এটাও রয়েছে যে, এটা হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘটনা। আবার এও রয়েছে যে, এটা আসমানসমূহের ঘটনা। হতে পারে যে, এই দুই জায়গায়ই এ জিনিসগুলি তাঁর সামনে হাযির করা হয়েছিল। কারণ কোন আগন্তুকের সামনে যেমন আতিথেয়তা হিসাবে কোন জিনিস রাখা হয়, এটাও ঐ রূপই ছিল। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ ও আত্মাসহ মি'রাজ হয়েছিল এবং হয়েছিল আবার জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নের অবস্থায় নয়। এর বড় দলীল একতো এই যে, এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন।

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ *পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বারাকাতময়।*

এ ধরণের বর্ণনারীতির দাবী এই যে, *'সুবহানাল্লাহ'* শব্দ দ্বারা শুরু করা আয়াতের পর যা বর্ণনা করা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটাকে স্বপ্নের ঘটনা মেনে নেয়া হয় তাহলে স্বপ্নে এ সব জিনিস দেখে নেয়া তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই স্বীয় অনুগ্রহ ও ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করবেন। আবার এটা যদি স্বপ্নের ঘটনা হত তাহলে কাফিরেরা এভাবে এত তাড়াতাড়ি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করতনা। তা ছাড়া যে সব লোক এর পূর্বে ঈমান এনেছিল এবং তাঁর রিসালাত কবূল করেছিল, মি'রাজের ঘটনা শুনে তাদের ইসলাম থেকে ফিরে আসার কি কারণ

থাকতে পারে? এর দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেননি। তারপর কুরআনুল হাকীমের **بِعَبْدِه** শব্দের উপর চিন্তা গবেষণা করলে বুঝা যাবে যে, **عَبْدٌ** এর প্রয়োগ দেহ ও আত্মা এই দু'এর সমষ্টির উপর হয়ে থাকে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার **اَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً** এই উক্তি এটাকে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তিনি তাঁর বান্দাকে রাতের সামান্য অংশের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দেখাকে লোকদের পরীক্ষার কারণ বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬০)

যদি এটা স্বপ্নেই হবে তাহলে এতে মানুষের বড় পরীক্ষা কি এমন ছিল যে, ভবিষ্যতের হিসাবে বর্ণনা করা হত? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দেখা ছিল চোখের দেখা, যা তিনি রাতের ভ্রমনের (মি'রাজ) সময় দেখেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ

তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। (সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ১৭) স্পষ্ট কথা যে, **بَصَــــرْ** চক্ষু বা দৃষ্টি মানুষের সত্তার একটি বড় গুণ, শুধু আত্মা নয়। তারপর বুরাকের উপর সওয়ার করিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া এরই দলীল যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা এবং এটা তার স্বশরীরে ভ্রমণ। শুধু রূহের জন্য সওয়ারীর কোন প্রয়োজন হয়না। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

একটি অভূতপূর্ব ঘটনা

হাফিয আবূ নূ'মান আল ইসবাহানী (রহঃ) তার দালায়িলুন নুবুওয়াহ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার আল ওয়াকিদী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ মালিক ইব্‌ন আবীর রিয্‌যাল (রহঃ) আমাকে বলেছেন যে, তিনি আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) থেকে শুনেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাহ্ইয়া ইব্ন খালীফাকে (রাঃ) একটি পত্র দিয়ে দূত হিসাবে রোম সম্রাট কাইসারের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছলে সম্রাট সিরিয়ায় অবস্থানরত আরাব বণিকদেরকে তার দরবারে হাযির করেন। তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান সখর ইব্ন হারব (রাঃ) ছিলেন এবং তার সাথে মাক্কার অন্যান্য কাফিরেরাও ছিল। তারপর তিনি তাদেরকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন যা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবূ সুফিয়ান (রাঃ) এই চেষ্টাই করে আসছিলেন যে, কি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদনাম সম্রাটের সামনে প্রকাশ করা যায় যাতে তার প্রতি সম্রাটের মনে কোন আকর্ষণ না থাকে। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করতে চেষ্টা করেছি এবং তাঁর প্রতি আমি যদি কোন মিথ্যা আরোপ করি তাহলে আমার সঙ্গীরা এর প্রতিবাদ করবে এবং সম্রাটের কাছে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হব। আর এটা হবে আমার জন্য বড় লজ্জার কথা এবং এরপর তিনি আমাকে কখনও বিশ্বাস করবেননা। তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটা ধারনা জেগে উঠল এবং আমি বললাম ঃ 'হে সম্রাট! শুনুন, আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যার দ্বারা আপনার সামনে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই মিথাবাদী। একদিন সে বর্ণনা করেছে যে, রাতে সে মাক্কা থেকে বের হয়ে আপনার এই মাসজিদে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে কুদ্স পর্যন্ত এসেছে এবং ফাজরের পূর্বেই মাক্কায় ফিরে গেছে।

আমার এই কথা শোনামাত্রই বাইতুল মুকাদ্দাসের পাদরী, যিনি রোম-সম্রাটের ঐ মাজলিসে তার পাশে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসা ছিলেন, বলে উঠলেন ঃ 'এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য ঘটনা। ঐ রাতের ঘটনা আমার জানা আছে।' তার এ কথা শুনে রোম-সম্রাট অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান এবং আদবের সাথে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'জনাব এটা আপনি কি করে জানলেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'শুনুন, আমার অভ্যাস ছিল এবং এটা আমি নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলাম যে, যে পর্যন্ত এই মাসজিদের (বাইতুল মুকাদ্দাসের) সমস্ত দরজা নিজের হাতে বন্ধ না করতাম সেই পর্যন্ত ঘুমুতে যেতামনা। ঐ রাতে অভ্যাস মত দরজা বন্ধ করার জন্য আমি দাঁড়ালাম। সমস্ত দরজা ভালরূপে বন্ধ করলাম, কিন্তু একটি দরজা বন্ধ করা আমার দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব হলনা। আমি খুবই শক্তি প্রয়োগ করলাম, কিন্তু দরজা স্বস্থান হতে একটুও নড়লনা।

তখন আমি আমার কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকজনকে ডাকলাম। তারা এসে গেলে আমরা সবাই মিলে শক্তি প্রয়োগ করলাম। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আমাদের মনে হল আমরা যেন একটি পাহাড়কে ওর স্থান হতে সরাতে চাচ্ছি, কিন্তু ওটা একটুও হেলছেনা বা নড়ছেনা। আমি তখন একজন কাঠ মিস্ত্রীকে ডাকলাম। সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল, কিন্তু পরিশেষে সেও হার মানল এবং বলল ঃ 'সকালে আবার দেখা যাবে।' সুতরাং ঐ রাতে ঐ দরজার দুটি পাল্লাই ঐভাবেই খোলা থাকল। সকালে আমি ঐ দরজার কাছে গিয়ে দেখি যে, ওর পাশে কোণায় যে একটি পাথর ছিল তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে এবং বুঝা যাচ্ছে যে, ঐ রাতে কেহ সেখানে কোন জন্তু বেঁধে রেখেছিল, ওর চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। আমি তখন আমার লোকদেরকে বললাম যে, রাতে আমাদের ঐ মাসজিদকে কোন নাবীর জন্য খুলে রাখা হয়েছিল এবং তিনি অবশ্যই এখানে সালাত আদায় করেছেন।' অতঃপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

হাফিয আবুল খাত্তাব উমার ইব্ন দাহইয়াহ (রহঃ) তার التَّنْوِيْر فِيْ مَوْلِد السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ নামক গ্রন্থে আনাসের (রাঃ) বর্ণনার মাধ্যমে মি'রাজের হাদীসটি এনে ওর সম্পর্কে অতি উত্তম মন্তব্য করে বলেন যে, মি'রাজের হাদীসটি হল মুতাওয়াতির। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), আলী (রাঃ), ইব্ন মাসঊদ (রাঃ), আবূ যার (রাঃ), মালিক ইব্ন সা'সা'আহ (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), শাদ্দাস ইব্ন আউস (রাঃ), উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন কার্‌য্ (রাঃ), আবূ হাব্বাহ আনসারী (রাঃ), আবূ লাইলা আনসারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), যাবির (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), বুরাইদাহ (রাঃ), আবূ আইউব (রাঃ), আবূ উমামাহ' (রাঃ), সামুরাহ ইব্ন জুনদুব (রাঃ), আবুল হামরা' (রাঃ) সুহাইব আর রূমী (রাঃ), উম্মে হানী (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), আসমা' (রাঃ) প্রমুখ হতে মি'রাজের হাদীস বর্ণিত আছে। এদের মধ্যে কেহ কেহ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন এবং কেহ কেহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যদিও এগুলির মধ্যে কতকগুলি রিওয়ায়াত সনদের দিক দিয়ে বিশুদ্ধ না। তবে মি'রাজের ঘটনা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুসলিমরা সমষ্টিগতভাবে এর স্বীকারোক্তিকারী। তবে হ্যাঁ, যিনদীক ও মুলহিদ লোকেরা এটা অস্বীকারকারী।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৮)

২। আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমি ব্যতীত অপর কেহকেও কর্ম বিধায়ক রূপে গ্রহণ করনা।	٢. وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِى وَكِيلًا
৩। তোমরাইতো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস।	٣. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

মূসা (আঃ) এবং তাঁকে তাওরাত প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মি‘রাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর তার নাবী মূসার (আঃ) আলোচনা করছেন যার সাথে আল্লাহ তা‘আলা কথা বলেছেন। কুরআনুল কারীমে প্রায়ই এই দু’জনের বর্ণনা এক সাথে এসেছে। অনুরূপভাবে তাওরাত ও কুরআনের বর্ণনাও মিলিতভাবে এসেছে। মূসার (আঃ) কিতাবের নাম তাওরাত। এ কিতাবটি ছিল বানী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক। তাদের উপর এই নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও বন্ধু, সাহায্যকারী ও মা‘বূদ মনে না করে। প্রত্যেক নাবী আল্লাহর একাত্মবাদের দা‘ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর তাদেরকে আল্লাহ বলেন ঃ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ হে ঐ মহান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সন্তানগণ! যাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ দ্বারা অনুগৃহীত করেছিলাম এভাবে যে, তাদেরকে আমি নূহের তুফানের বিশ্বব্যাপী ধ্বংস হতে রক্ষা করেছিলাম এবং আমার প্রিয় নাবী নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম,

তাদের এই সন্তানদের উচিত আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। দেখ, আমি তোমাদের কাছে আমার আখেরী রাসূল মুহাম্মাদকে পাঠিয়েছি।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বান্দাদের উপর অত্যন্ত খুশী হন যারা কোন খাবার খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং পানি পান করেও তাঁর শুকরিয়া আদায় করে।’ (মুসলিম ৪/২০৯৫, তিরমিযী ৫/৫৩৬, নাসাঈ ৪/২০২) মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সব সময় সব বিষয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। সহীহ বুখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, মানুষ শাফাআতের জন্য নূহের (আঃ) নিকট গমন করবে। তারা তাঁকে বলবে ঃ ‘দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহ তা‘আলা আপনাকেই সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি কৃতজ্ঞ বান্দারূপে আপনার নামকরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন ... (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ৬/৪৩১)

৪। এবং আমি কিতাবে (তাওরাতে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বানী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু’বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় উদ্ধত্যকারী হবে।	٤. وَقَضَيۡنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوّٗا كَبِيرٗا
৫। অতঃপর এই দু’এর প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার দাসদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছিল; শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হয়েই থাকে।	٥. فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادٗا لَّنَآ أُوْلِي بَأۡسٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعۡدٗا مَّفۡعُولٗا

৬। অতঃপর আমি তোমাদের পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।	٦. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا
৭। তোমরা সৎ কাজ করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মাসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করার জন্য।	٧. إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا۟ تَتْبِيرًا
৮। সম্ভবতঃ তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন; জাহান্নামকে	٨. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ حَصِيرًا

আমি করেছি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার।	

তাওরাতে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা দুইবার হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে

বানী ইসরাঈলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথম থেকেই খবর দিয়েছিলেন যে, তারা যমীনে দু'বার হঠকারিতা করবে এবং ঔদ্ধত্যপনা দেখাবে এবং কঠিন হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। সুতরাং এখানে **قَضَيْنَا** শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ধারণ করা এবং প্রথম থেকেই খবর দিয়ে দেয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ

আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৬৬)

ইয়াহুদীদের প্রথম হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং এর শাস্তি

আল্লাহ বলেন ঃ **فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ** তাদের প্রথম হাঙ্গামার সময় আমি আমার মাখলূকের মধ্য হতে ঐ লোকদের আধিপত্য তাদের উপর স্থাপন করি যারা খুব বড় যোদ্ধা এবং বড় বড় যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী। তারা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদের শহর দখল করে নেয় এবং লুটপাট করে তাদের ঘরগুলিকে শূন্য করে নির্ভয়ে ও নির্বিবাদে ফিরে যায়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

আধিপত্য বিস্তারকারীদের পরিচয় সম্পর্কে সালফে সালিহীন এবং তাদের পরবর্তীগণের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। এ বিষয়ে অনেক ইসরাঈলী রিওয়ায়াত রয়েছে। কিন্তু ওগুলি আমি বর্ণনা করতে চাইনা। কারণ তাতে শুধু লিখার কলেবরই বৃদ্ধি পাবে। ঐ সমস্ত বর্ণনার বেশির ভাগই মূল থেকে বিকৃত হয়েছে, নতুবা ওতে খারিজী অথবা নব্য ফিরকাবাজীদের বিভিন্ন উপাদান যোগ করা হয়েছে যার আংশিক সত্য এবং বাকি বেশী অংশই মিথ্যায় ভরপুর। আর আমলের ব্যাপারে এসব জানায় কোন গুরুত্ব বহন করেনা বলে আমরা এখানে উল্লেখ করছিনা। সত্যের ব্যাপারে আল্লাহই উত্তম জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত

প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি তাঁর কিতাবে (কুরআনুল কারীম) যা শিক্ষা দিয়েছেন তা'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং এর পূর্বের অন্যান্য কিতাবে যা রয়েছে তা আমাদের দরকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তা শিক্ষা করার জন্য নির্দেশও দেননি। আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা যখনই আগ্রাসন কিংবা সীমা লংঘনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তখনই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য তাদের শত্রুদেরকে তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছেন। তারা তাদের (ইয়াহুদীদের) দেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে তাদের আবাসস্থল ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তাদের প্রতি ঐ অত্যাচার এবং অপমানজনিত শাস্তি ছিল তাদের নিজেদের হাতের অর্জিত ফল। কেননা তোমাদের রাব্ব কারও প্রতি অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেননা।

বানী ইসরাঈলও কিন্তু যুল্ম ও বাড়াবাড়ী করতে এতটুকুও ত্রুটি করেনি। সাধারণ লোকতো দূরের কথা, নাবীদেরকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করেনি। বহু আলেমকেও তারা হত্যা করেছিল। বাখতে নাসর সিরিয়ার উপর আধিপত্য লাভ করে। সে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে, তথাকার অধিবাসীদেরকে হত্যা করে। তারপর সে দামেশকে পৌঁছে। সেখানে সে দেখে যে, একটি কঠিন পাথরের উপর রক্ত উৎসারিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করে ঃ 'এটা কি?' জনগণ উত্তরে বলেন ঃ ' আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে দেখে আসছি, এই রক্ত বরাবরই উৎসারিত হতেই থাকছে।' সে তখন সেখানেই সাধারণ হত্যা শুরু করে দেয়। সত্তর হাজার মুসলিম তার হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। ঐ সময় ঐ রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/৩৬৯) বাখতে নাসর তাওরাতের আলেমদেরকে, হাফিযদেরকে এবং সমস্ত সম্মানিত লোককে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। তারপর সে বন্দী করতে শুরু করে। ঐ বন্দীদের মধ্যে নাবীদের ছেলেরাও ছিলেন। মোট কথা এক ভয়াবহ হাঙ্গামা হয়ে যায় যার বর্ণনা দিতে গেলে বইয়ের পাতা বেড়ে যাবে। তাছাড়া ওর সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা অথবা সহীহ'র কাছাকাছি রিওয়ায়াত দ্বারা কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না, তাই আমরা এগুলো উল্লেখ করছিনা। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا যারা সৎ কাজ করে তারা নিজেরাই লাভবান হয়, আর যারা খারাপ কাজ করে তারাও নিজেদেরই ক্ষতি করে। যেমন মহামহিমন্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

مَّنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا

যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সে'ই ভোগ করবে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৫)

ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় হাঙ্গামা

فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ অতঃপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় এলো এবং পুনরায় বানী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ ও মন্দ কাজে লেগে গেল, আর নির্লজ্জভাবে যুল্ম করতে শুরু করল, তখন আবার শত্রুরা তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তারা তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং পূর্বে যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের মাসজিদকে নিজেদের দখলে এনেছিল, আবারও তাই করল। সাধ্যমত তারা সব কিছুরই সর্বনাশ সাধন করল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয় ওয়াদাও পূর্ণ হল।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের রাব্বতো পরম দয়ালুই বটে। সুতরাং তাঁর থেকে নিরাশ হওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। খুব সম্ভব, তিনি পুনরায় তোমাদের শত্রুদেরকে তোমাদের পদানত করবেন। وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا তবে হ্যাঁ, তোমাদের এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আবারও যদি তোমরা তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এতো হল পার্থিব শাস্তি। এখনও পরকালের ভীষণ ও চিরস্থায়ী শাস্তি বাকী রয়েছে।

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا জাহান্নাম কাফিরদের কয়েদখানা, যেখান থেকে তারা বের হতেও পারবেনা এবং পালাতেও পারবেনা। সব সময় তাদেরকে ঐ শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, *'হাসির'* শব্দের অর্থ হচ্ছে জেল বা কয়েদখানা। (তাবারী ১৭/৩৯০) মুজাহিদ (রহঃ) আয়াতের অর্থ করেছেন, তাদেরকে ওর ভিতর আটক করে রাখা হবে। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ *হাসির* শব্দের অর্থ হচ্ছে আগুনের বিছানা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আবার বানী ইসরাঈলরা যুল্ম করতে শুরু করে, আল্লাহর ফরমানকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে তাদের উপর বিজয়ী করেন এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদেরকে জিযিয়া কর দিয়ে মুসলিমদের অধীনে থাকতে হয়। (তাবারী ১৭/৩৮৯)

৯। এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎ কর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।	٩. إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
১০। আর যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।	١٠. وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

কুরআনুল কারীমের প্রশংসা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পবিত্র কিতাবের প্রশংসায় বলেন যে, এই কুরআন সুপথ প্রদর্শন করে। যে সব মু'মিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমানের উপর আমল করে, তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে বিরাট পুরস্কার এবং সেখানে পাবে তারা অফুরন্ত নি'আমাত। وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا পক্ষান্তরে যাদের ঈমান নেই তাদেরকে এই কুরআন এই খবর দেয় যে, কিয়ামাতের দিন তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অতঃপর তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৮)

১১। মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষতো তার মনে যা আসে, চিন্তা না করে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে।	١١. وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا

মানুষ ত্বরা করে নিজের শাস্তি নিজেই ডেকে আনে

আল্লাহ তা'আলা মানুষের একটা বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা কখনও কখনও নিরাশ হয়ে ভুল করে নিজের জন্য অমঙ্গলের প্রার্থনা করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য বদ দু'আ করতে শুরু করে। কখনও মৃত্যুর, কখনও ধ্বংসের এবং কখনও অভিশাপের দু'আ করে। কিন্তু তার রাব্ব আল্লাহ তার নিজের চেয়েও তার উপর বেশী দয়ালু। সে যা দু'আ করে তা যদি তিনি কবূল করেন তাহলে সাথে সাথেই সে ধ্বংস হয়ে যেত (কিন্তু তিনি তা করেননা)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর ত্বরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত! (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১১)

হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের জান ও মালের জন্য বদ দু'আ করনা। হয়তবা আল্লাহর দু'আ কবূল হওয়ার মুহূর্তে কোন খারাপ কথা তোমাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।' (মুসলিম ৪/২৩০৪) এর একমাত্র কারণ হচ্ছে মানুষের চাঞ্চল্যকর অবস্থা ও দ্রুততা। وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً মানুষ আশু রূপায়ণ কামনাকারীই বটে।

সালমান ফারসী (রাঃ) ও ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আদমের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তখনও তাঁর রূহ তাঁর পায়ের নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌঁছেনি, অথচ তখনই তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। রূহ্ মাথার দিক থেকে এসেছিল। যখন মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌঁছে তখন তাঁর হাঁচি এলো। তিনি বললেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا اٰدَمُ (হে আদম! তোমার রাব্ব তোমার প্রতি দয়া করুন)।

রূহ্ যখন চোখ পর্যন্ত পৌঁছল তখন তিনি চোখ খুলে দেখতে লাগলেন। তারপর যখন নীচের অঙ্গগুলিতে পৌঁছল তখন তিনি খুশী হয়ে নিজের দিকে তাকাতে থাকলেন। রূহ তখনও পা পর্যন্ত পৌঁছেনি, অথচ হাটার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু হাটতে পারলেননা। তখন দু'আ করতে লাগলেন ঃ 'হে আল্লাহ! রাত হওয়ার পূর্বেই যেন চলতে পারি!' (তাবারী ১৭/৩৯৪, ৩৯৫)

১২। আমি রাত ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতকে করেছি নিরালোক এবং দিবসকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।	١٢. وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلاً

রাত্রি ও দিন আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, দিন ও রাতকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে সৃষ্টি করেছেন। রাতকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য। মানুষ যেন ঐ সময় কাজ-কর্ম করতে পারে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করতে পারে। আর পর্যায়ক্রমে দিন ও রাতের পরিবর্তনের ফলে মানুষ সপ্তাহ, মাস ও বছরের গণনা জানতে পারে যাতে আদান-প্রদান, খাজনা/ট্যাক্স, ঋণের লেন-দেন এবং ইবাদাতের কাজ-কর্মে সুবিধা হয়। যদি সময় একটাই থাকত তাহলে সবকিছু খুবই কঠিন হয়ে পড়ত।

সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু রাতই রেখে দিতেন। কারও ক্ষমতা হতনা যে, সে দিন করতে পারে। আর তিনি যদি সর্বদা দিনই রেখে দিতেন তাহলে কার এমন ক্ষমতা ছিল যে, সে রাত আনতে পারে? মহান আল্লাহর ক্ষমতার এই নিদর্শনগুলি শোনার, দেখার ও অনুধাবন করার যোগ্যই বটে। এটা একমাত্র তাঁরই রাহমাত যে, তিনি বিশ্রাম ও শান্তির জন্য রাত বানিয়েছেন এবং দিনকে বানিয়েছেন জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের জীবন ব্যবস্থায় এবং জ্ঞানান্বেষনে ও খাদ্যের সন্ধানে তোমরা যে ঘুরে বেড়াও তা সহজ করে দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই দিন ও রাত। وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ দিন-রাত্রির পরিবর্তনের ফলে তোমরা দিন, মাস ও বছরের হিসাব করতে পারছ। যদি এগুলির কোন পরিবর্তন না হয়ে বরাবর একই থাকত তাহলে কি অবস্থা হত তা একবার ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি কর্ণপাত করবেনা? বল ঃ ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন ইলাহ কে আছে যে তোমাদেরকে রাত দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবেনা? তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর, এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭১-৭৩)

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চাঁদ! এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও

কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১-৬২)

وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَـٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, আর তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা মুমিনূন, ২৩ ঃ ৮০)

يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ

তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (সূরা মু'মিনূন, ৩৯ ঃ ৫)

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬)

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ . وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭-৩৮)

আল্লাহ তা'আলা রাতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিদর্শনাবলীকে অন্যদের থেকে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য। যেমন এতে রয়েছে অন্ধকার, আবার চাঁদের মাধ্যমে পাচ্ছি সুনির্মল কিরণ, রয়েছে স্নিগ্ধ জোৎসনার আলো। অন্যদিকে দিনেরও রয়েছে

নিজস্ব স্বকীয়তা। সূর্যের আলোয় সমস্ত জগৎ হয় আলোকিত। সূর্যের আলোর সাথে চাঁদের আলোর রয়েছে ভিন্নতা।

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান। নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আল্লাহ যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫-৬)

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এগুলি হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির জন্য সময়সমূহ (মাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) করার মাধ্যম এবং হাজ্জের জন্য। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৯)

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً রাতের অন্ধকার সরে যায় এবং দিনের ঔজ্জ্বল্য এসে পড়ে। সূর্য দিনের লক্ষণ এবং চাঁদ রাতের আলামত। আল্লাহ তা‘আলা চাঁদকে কিছু কালিমাযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। (তাবারী ১৭/৩৯৬) সুতরাং তিনি রাতের নিদর্শন চাঁদকে সূর্যের তুলনায় কিছুটা অস্পষ্ট আলো বিশিষ্ট করেছেন।

১৩। প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য বের	١٣. وَكُلَّ إِنسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ

করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।	طَآئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَـٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا
১৪। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।	١٤. ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

প্রতিটি লোকের আমলনামা তার হাতে তুলে দেয়া হবে

উপরের আয়াতে সময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে সময়ের মধ্যে মানুষ আমল করে থাকে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِه মানুষ ভাল বা মন্দ যা কিছু আমল করে তা তার সাথেই সংলগ্ন হয়ে যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, *'তায়িরাহ'* শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষের আমল যা তাদের কাছ থেকে উড়ে চলে যায়। ভাল কাজের প্রতিদান ভাল হবে এবং মন্দ কাজের প্রতিদান মন্দ হবে, তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ ঃ ৭-৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

স্মরণ রেখ, দুই মালাক তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৭-১৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ. كِرَامًا كَـٰتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; সম্মানিত লেখকবর্গ; তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (সূরা ইন্‌ফিতার, ৮২ ঃ ১০-১২) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৬) অন্যত্র বলেন ঃ

مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ

যে অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২৩) উদ্দেশ্য এই যে, আদম সন্তানের ছোট-বড়, গোপনীয়, প্রকাশ্য, ভাল-মন্দ কাজ, সকাল-সন্ধ্যা, দিন ও রাতে অনবরতই লিখে নেয়া হয়।

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا মানুষের আমলের সমষ্টির কিতাবটি (আমলনামা) কিয়ামাতের দিন তার ডান হাতে দেয়া হবে অথবা বাম হাতে দেয়া হবে। সৎ লোকদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে এবং মন্দ লোকদেরকে আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। এই আমলনামা খোলা থাকবে, যেন সে নিজে পাঠ করে এবং অন্যরাও দেখে নেয়। তার সারা জীবনের সমস্ত আমল তাতে লিখিত থাকবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُاْ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩-১৫) ঐ সময় তাকে বলা হবে ঃ

اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا *তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।* তুমি ভালরূপেই জান যে, তোমার উপর যুল্‌ম করা হবেনা। এতে ওটাই লিখা আছে যা তুমি

করেছ। সেই বিস্মরণ হওয়া জিনিসও স্মরণ হয়ে যাবে যে কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন ওযর পেশ করার সুযোগই থাকবেনা। তাছাড়া সামনে কিতাব (আমলনামা) থাকবে যা সে পড়তে থাকবে। যদিও দুনিয়ায় সে মূর্খ ও নিরক্ষর থেকে থাকে তাহলেও সেই দিন সে পড়তে পারবে।

أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِه *প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি।* এখানে গ্রীবাকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, ওটা এমন একটা বিশেষ অংশ যাতে যে জিনিস লটকে দেয়া হয় তা ওর সাথে সংলগ্ন থাকে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত طَائِر দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলা হয় ঃ 'হে আদম সন্তান! তোমার ডানে ও বামে মালাক বসে রয়েছে এবং সহীফা (ক্ষুদ্র পুস্তিকা) খুলে রেখেছে। ডান দিকের মালাক সাওয়াব লিখছে এবং বাম দিকের মালাক/ফিরেশতা পাপ লিখছে। এখন তোমার ইচ্ছা, মৃত্যু আসা পর্যন্ত হয় তুমি বেশী সাওয়াবের কাজ কর অথবা বেশী পাপের কাজ কর। তোমার মৃত্যুর পর এই খাতা গুটিয়ে নেয়া হবে এবং তোমার কাবরে তোমার গ্রীবাদেশে লটকিয়ে দেয়া হবে। কিয়ামাতের দিন খোলা অবস্থায় তোমার সামনে পেশ করা হবে এবং তোমাকে বলা হবে ঃ 'তোমার আমলনামা তুমি স্বয়ং পাঠ কর এবং তুমি নিজেই তোমার হিসাব ও বিচার কর।' আল্লাহর শপথ! তিনি বড়ই ন্যায় বিচারক, যিনি তোমার কর্মসমূহের ভার তোমার উপর অর্পণ করেছেন যাতে সব কিছু সঠিকভাবে লিখা হয়। (তাবারী ১৭/৪০০)

১৫। যারা সৎ পথ অবলম্বন করবে তারাতো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য তা অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারাতো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কারও ভার বহন করবেনা; আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা।	١٥. مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

একজন অপরজনের পাপের বোঝা বহন করবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, রাসূলের সত্য পথ অনুসরণ করে এবং নাবুওয়াতকে স্বীকার করে, এটা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি সৎ পথ থেকে সরে যায়, সঠিক রাস্তা থেকে ফিরে আসে, এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى কেহকেও অন্য কারও পাপের কারণে পাকড়াও করা হবেনা। প্রত্যেকের আমল তার সাথেই রয়েছে। এমন কে হবে যে অপরের বোঝা বহন করবে? আর কুরআনুল কারীমে যে রয়েছে ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮)

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৩)

وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫) যারা অপরকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার পাপের বোঝা বহন করার সাথে সাথে নিজের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। এটা নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে তাদের পাপ হালকা করে তাদের বোঝা এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। কারণ আল্লাহ ন্যায় বিচারক, আমাদের আল্লাহ অন্যরূপ করতেই পারেননা। তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً *আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা।*

কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ শাস্তি দেননা

এরপর মহান আল্লাহ নিজের একটি রাহমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাসূল প্রেরণ করার পূর্বে কোন উম্মাতকে শাস্তি দেননা। তিনি বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلۡقِىَ فِيهَا فَوۡجٌ سَأَلَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَذِيرٌ. قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبۡنَا وَقُلۡنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىۡءٍ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ

যখন (কাফিরদের) কোন একটি দল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন ওর রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের কাছে কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নাবী) আগমন করেননি? তারা উত্তরে বলবে ঃ নিশ্চয়ই আমাদের কাছে ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আর তোমরা মহাভ্রমে পতিত আছ। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ৮-৯) অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٌ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَـٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَـٰذَا ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِينَ

কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَهُمۡ يَصۡطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَـٰلِحًا غَيۡرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعۡمَلُ ۚ أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে নিস্কৃতি দিন, আমরা সৎ কাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা করবনা। আল্লাহ

বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকটতো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩৭)

মোট কথা, আরও বহু আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণ না করে কেহকেও জাহান্নামের শাস্তি দেননা।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যাপারে ফাইসালা

কাফিরদের যে নাবালগ শিশু শৈশবেই মারা যায়, যারা পাগল অবস্থায় রয়েছে, যারা সম্পূর্ণরূপে বধির, যারা মানসিক রোগে ভুগছে এবং যারা এমন যুগে কালাতিপাত করেছে যখন কোন নাবী রাসূলের আগমন ঘটেনি কিংবা তারা দীনের সঠিক শিক্ষা পায়নি এবং তাদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছেনি এবং যারা জ্ঞানশূন্য বৃদ্ধ, এসব লোকদের হুকুম কি? এ ব্যাপারে সালফে সালিহিন থেকে আজ পর্যন্ত মতভেদ চলে আসছে। এ সম্পর্কে যে হাদীসগুলি রয়েছে তা আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে আসওয়াদ ইব্ন সারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে ঃ আল আসওয়াদ ইব্ন সারী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চার প্রকারের লোক কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হল বধির লোক যে কিছুই শুনতে পায়না; দ্বিতীয় হল সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক যে কিছুই জানেনা। তৃতীয় হল অত্যন্ত বৃদ্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। চতুর্থ হল ঐ ব্যক্তি যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোন নাবী আগমন করেননি কিংবা কোন ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিলনা। বধির লোকটি বলবে ঃ 'হে প্রভু! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পাইনি।' পাগল বলবে ঃ ' হে আমার রাব্ব! ইসলাম এসেছিল বটে, কিন্তু আমার অবস্থাতো এই ছিল যে, শিশুরা আমার উপর গোবর নিক্ষেপ করত।' বৃদ্ধ বলবে ঃ ' হে আমার রাব্ব! ইসলাম এসেছিল, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। আমি কিছুই বুঝতামনা।' আর যে লোকটির কাছে কোন রাসূলও আসেনি এবং সে তার কোন শিক্ষাও পায়নি সে বলবে ঃ ' হে আমার রাব্ব! আমার কাছে কোন রাসূলও

আসেননি এবং আমি কোন হক পথও পাইনি, সুতরাং আমি আমল করতাম কিরূপে?' তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিবেন ঃ 'আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে ঝাপিড়ে পড়ে তাহলে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে যাবে।'

অন্য রিওয়ায়াতে কাতাদাহ (রহঃ) হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি রাফী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে বর্ণনা একই ধরণের। হাদীসের শেষে বলা হয়েছে ঃ যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তাদের জন্য তা হয়ে যাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা লাফিয়ে পড়বেনা তাদেরকে হুকুম অমান্যের কারণে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (আহমাদ ৪/২৪) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহর (রাঃ) নিম্নের ঘোষণাটিও উল্লেখ করেছেন ঃ 'এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً এই কালেমাও পাঠ করতে পার। অর্থাৎ আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না রাসূল প্রেরণ করি। (তাবারী ১৭/৪০৩)

মা'মারও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটি মাওকূফ হাদীস। (কুরতুবী ১০/২৩২)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক শিশুর দীন ইসলামের উপরই জন্ম হয়ে থাকে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী বানিয়ে দেয়। যেমন বকরীর নিখুত অঙ্গ বিশিষ্ট বাচ্চার কান কাটা হয়ে থাকে। জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি সে শৈশবেই মারা যায়?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক ও পূর্ণ অবগত আছেন।' (বুখারী ১৩৮৫, মুসলিম ২৬৫৮) মুসনাদের হাদীসে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন যে, জান্নাতে মুসলিম শিশুদের দায়িত্ব ইবরাহীমের (আঃ) উপর অর্পিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে, আইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (রাঃ)

হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদী, একনিষ্ঠ এবং খাঁটি বানিয়েছি।’ (মুসলিম ২৮৬৫) অন্য রিওয়ায়াতে ‘মুসলিম’ শব্দটিও রয়েছে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

হাফিয আবূ বাকর আল বারকানি (রহঃ) আউফ আল আরাবী (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ রাজা আল উতারদী (রহঃ) থেকে, তিনি সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের (প্রকৃতির) উপর জন্ম গ্রহণ করে।’ জনগণ তখন উচ্চ স্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘মুশরিকদের শিশুরাও কি?’ উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘মুশরিকদের শিশুরাও। (বুখারী ৭০৪৭)

তাবারানী (রহঃ) সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুশরিকদের শিশুদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানানো হবে। (মুজাম আল কাবীর ৭/২৪৪, আল মাজমা ৭/২১৯)

অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে হাসনা বিন্‌ত মুআবিয়া (রহঃ) বর্ণিত হাদীস

হাসনা বিন্‌ত মুআবিয়া (রহঃ) বানী সুরাইম (রহঃ) হতে বলেন যে, তার চাচা তাকে বলেছেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জান্নাতে কারা কারা যাবে?’ জবাবে তিনি বলেন ঃ ‘শহীদ, শিশু এবং জীবন্ত প্রোথিত মেয়ে শিশুরা।’ (আহমাদ ৫/৫৮, আল মাজমা ৭/২১৯)

নাবালক শিশুদের সম্পর্কে আলোচনা করা অপছন্দনীয়

এ বিষয়ে আলোকপাত করার ব্যাপারে ঐ সমস্ত লোকদেরই এগিয়ে আসা উচিত যাদের শারীয়াতের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রয়েছে এবং দলীল প্রমাণাদী জানা আছে। মূর্খ লোকদের এ বিষয়ে কোন মতামত দেয়া উচিত নয়। এ বিষয়ের গুরুত্বের কারণে অনেক আলেম তাদের মতামত প্রকাশে বিরত থেকেছেন, এমনকি আলাপ করতেও ইচ্ছুক হননি। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাসিম ইব্‌ন

মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাকর সিদ্দীক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়্যিয়াহ (রহঃ) এবং আরও অনেকের এ ধরণেরই অভিমত ছিল। (আহমাদ ৫/৭৩)

ইব্ন হিব্বান (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জারীর ইব্ন হাজিম (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি আবূ রাজা আল উতারদিকে (রহঃ) বলতে শুনেছি যে, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমার উম্মাত ততদিন পর্যন্ত মঙ্গলের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং তাকদীর সম্পর্কে (নিজস্ব) মতামত ব্যক্ত না করবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মূর্তি পূজকদের শিশু সন্তান। (ইব্ন হিব্বান ৮/২৫৬) আবূ বাকর আল বাজ্জারও (রহঃ) জারীর ইব্ন হাজিম (রহঃ) থেকে তার গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ একটি দল আবূ রাজা (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ওটি মাওকূফ হাদীস। (কাস্ফ আল আসতার ৩/৩৫)

১৬। যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি।	١٦. وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًا

اَمَرْنَا শব্দের অর্থ

এ শব্দের অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্যকারী বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে যে, এখানে যে অর্থে *‘আমারনা’* (أَمَرْنَا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে বিলাসবহুল জীবন। অতঃপর তারা যথেচ্ছাচার শুরু করে। ফলে আমি তাদের উপর আমার বিধি-ব্যবস্থা অর্পণ করি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا

তখন দিনে অথবা রাতে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়ল। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ... اَتَاهَا اَمْرُنَا الخ। অর্থাৎ সেখানে আমার নির্ধারিত আদেশ এসে পড়ে রাতে অথবা দিবসে।

আল্লাহ তা'আলা মন্দের হুকুম করেননা। ভাবার্থ এই যে, তারা অশ্লীল ও নির্লজ্জতার কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। আর এ কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। এও অর্থ করা হয়েছে ঃ 'আমি তাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম করে থাকি। যখন তারা মন্দ কাজে লেগে পড়ে তখন আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের উপর অবধারিত হয়ে যায়।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) এ মন্তব্য করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরেরও (রহঃ) অনুরূপ মতামত রয়েছে। (তাবারী ১৭/৪০৩)

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি দুষ্ট লোকদেরকে তথাকার নেতা বানিয়ে দেই। তারা সেখানে অসৎ কাজ করতে শুরু করে। অবশেষে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে তাদের বস্তিসহ ধ্বংস ও তছনছ করে দেয়। যেমন এক জায়গায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَـٰبِرَ مُجْرِمِيهَا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের জন্য কিছু নেতা নিয়োগ করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৩) আবুল আলীয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং রাবীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪০৪)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا *যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে; অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায়।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ আমি তাদের শত্রুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকি। ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) মতামত অনুরূপ। (তাবারী ১৭/৪০৫)

১৭। নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার রাব্বই তাঁর দাসদের পাপাচারণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।	١٧. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا

কুরাইশদের প্রতি হুশিয়ারী

মাক্কার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে কুরাইশের দল! তোমরা জ্ঞান ও বিবেকের সাথে কাজ কর এবং আমার এই সম্মানিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করনা এবং শাস্তি থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিত হয়ে যেওনা। তোমাদের পূর্ববর্তী নূহের পরযুগের লোকদের কথা চিন্তা করে দেখ যে, রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করার কারণে তারা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, নূহের (আঃ) পূর্বে আদম (আঃ) পর্যন্ত মানুষ দীন ইসলামের উপর ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশটি প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। (আল মাজমা ৬/৩১৮) সুতরাং হে কুরাইশরা! আল্লাহর কাছে তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশী প্রিয় নও। তোমরা নাবীকূল শিরমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করছ! অতএব তোমরা আরও বেশী শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছ।

وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কোন বান্দার কোন কাজ গোপন নেই। ভাল ও মন্দ সবই তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই তিনি জানেন। প্রত্যেক আমল তিনি দেখতে রয়েছেন।

১৮। কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়।	١٨. مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

১৯। যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে।	١٩. وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

দুনিয়াদারী ও আখিরাত মুখীদের জন্য পরকালের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া কামনা করে তার সব চাহিদা পূর্ণ হবে তা নয়। বরং তিনি যার যে চাহিদা পূর্ণ করতে চান পূর্ণ করেন। ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ তবে হ্যাঁ, এরূপ লোক পরকালে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হস্ত রয়ে যাবে। সেখানে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকবে। সে ধ্বংসশীলকে চিরস্থায়ীর উপর এবং দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছিল। এ জন্যই সেখানে সে আল্লাহর করুণা হতে দূরে থাকবে।

২০। তোমার রাব্ব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত।	٢٠. كُلًّا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
২১। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।	٢١. ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

দুই প্রকারের লোককে আমি (আল্লাহ) বাড়িয়ে দিয়ে থাকি। এক প্রকার হল তারা, যারা শুধু দুনিয়াই কামনা করে। আর দ্বিতীয় প্রকারের লোক হল তারা, যারা পরকাল চায়। এদের যারা যেটা চায়, তাদের জন্য সেটাই বৃদ্ধি করে থাকি। হে নাবী! এটা তোমাদের রবের বিশেষ দান। তিনি এমন দানকারী ও এমন বিচারক যিনি কখনও যুল্ম করেননা। ভাগ্যবানকে সৌভাগ্য এবং হতভাগাকে তিনি দুর্ভোগ দিয়ে থাকেন। তার আহকাম কেহ খন্ডন করতে পারেনা।

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا তোমার রবের দান অবারিত। তা কারও বন্ধ করা দ্বারা বন্ধও হয়না এবং কেহ দূর করার চেষ্টা করলে তা সরেও যায়না। তাঁর দান অফুরন্ত, তা কখনও কমেনা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ লক্ষ্য কর, দুনিয়ায় আমি মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী রেখেছি। তাদের মধ্যে ধনীও আছে, ফকীরও আছে এবং মধ্যবিত্তও আছে। কেহ দেখতে সুন্দর, কেহ দেখতে কুৎসিত এবং কেহ এর মাঝামাঝি। কেহ বাল্যাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে, কেহ পূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে মারা যাচ্ছে, আবার কেহ এই দুইয়ের মাঝামাঝি বয়সে মারা যাচ্ছে।

وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً শ্রেণী বিভাগের দিক দিয়ে আখিরাত দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। কেহ শৃংখল পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করবে, কেহ আল্লাহর করুণা ও দয়ায় জান্নাতে পরম সুখে কালাতিপাত করবে। তারা সেখানে বিরাট অট্টালিকায় নি‘আমাত প্রাপ্ত হবে এবং শান্তিতে আরামের মধ্যে থাকবে। জাহান্নামীদের অনুরূপ জান্নাতীদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এক একটি শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে একশ’টি শ্রেণী রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যারা জান্নাতের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করবে তারা ইল্লীয়িনের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা কোন উজ্জ্বল তারকাকে উচ্চাকাশে দেখে থাক। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭)

وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً সুতরাং আখিরাত শ্রেণী ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে খুবই বড়।

২২। আল্লাহর সাথে অপর কোন মা'বূদ স্থির করনা; তাহলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।	٢٢. لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومًا مَّخۡذُولاً

ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করনা

ইবাদাতের বাধ্য বাধকতা যাদের উপর রয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা এখানে সম্মোধন করছেন। তিনি বলছেন ঃ তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর। তাঁর ইবাদাতে অন্য কেহকে শরীক করনা। যদি এরূপ কর তাহলে লাঞ্ছিত হবে এবং তোমাদের উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য সরে যাবে। ঐ সময় তোমাদেরকে তারই কাছে সমর্পণ করা হবে যার তোমরা ইবাদাত করবে। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়। ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর যার কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ এক ও অংশীবিহীন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে দারিদ্রতায় পতিত হয় এবং লোকদের কাছে ঐ দারিদ্রতা দূর করার জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ক্ষুধা নিবারণ করেননা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তার প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাকে সম্পদশালী করে দেন, তাড়াতাড়ি হোক অথবা বিলম্বেই হোক।' (আহমাদ ১/৪০৭, আবূ দাঊদ ২/২৯৬, তিরমিযী ৬/৬১৭)

২৩। তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলনা এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা	٢٣. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل

لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلاً كَرِيمًا	করনা; তাদের সাথে কথা বল সম্মান সূচক নম্রভাবে।
٢٤. وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا	২৪। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বল ঃ হে আমার রাব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন।

আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে

এখানে قَضَى শব্দের অর্থ আদেশ করা। আল্লাহ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ আদেশ যা কখনও নড়বার নয়। তা এই যে, ইবাদাত করতে হবে শুধু আল্লাহর এবং মাতা-পিতার আনুগত্যে যেন তিল পরিমানও ত্রুটি না হয়। উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং যাহহাক ইব্ন মাযাহিমের (রহঃ) কিরাআতে قَضَى এর স্থলে وَصَّى রয়েছে। এই দু'টি হুকুম একই সাথে যেমন এখানে রয়েছে, অনুরূপভাবে আরও বহু আয়াতেও রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِى وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَىَّ ٱلۡمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪)

وَلاَ تَنْهَرْهُمَا বিশেষ করে তাদের বার্ধক্যের সময় তাদের সাথে ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করা, কোন বড় কথা মুখ দিয়ে বের না করা, এমনকি তাদের সামনে কোন বিরক্তিসূচক কথা উচ্চারণ না করা।

'আতা ইব্ন রাবাহ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হল বেআদবীর সাথে নিজের হাত তাদের দিকে না বাড়ানো। (তাবারী ১৭/৪১৭)

বরং وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا আদব ও সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলা, ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করা, তারা যে সৎ কাজে সন্তুষ্ট থাকেন সেই কাজ করা, তাদেরকে দুঃখ না দেয়া। وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ তাদের সামনে বিনয় প্রকাশ করা, তাদের বার্ধক্যের সময় এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'আ করা অবশ্য কর্তব্য।

বিশেষ করে নিম্নরূপ দু'আ করতে হবে ঃ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا হে আমার রাব্ব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কাফিরদের জন্য দু'আ করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৩) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার অনেক হাদীস রয়েছে। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরের উপর উঠে তিনবার আমীন বলেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ 'আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন। এসে তিনি বলেন ঃ 'হে নাবী! ঐ ব্যক্তির নাক ধূলা-মলিন হোক, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করেনা। বলুন আমীন।' সুতরাং আমি আমীন বললাম। আবার তিনি বললেন ঃ 'ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় ধুসরিত হোক যার জীবনে রামাযান এলো এবং চলেও গেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হলনা; বলুন আমীন।' আমি আমীন বললাম। পুনরায় তিনি বললেন ঃ 'ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ ধ্বংস করুন যে, তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে পেল, অথচ তাদের খিদমাত করে জান্নাতে যেতে পারলনা; আমীন বলুন।' আমি তখন আমীন বললাম। (তিরমিযী ৫/৫৫০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! যে তার মাতা-পিতার একজনকে অথবা উভয়কে পেল, অথচ তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েও জান্নাত হাসিল করতে পারলনা। (আহমাদ ২/৩৪৬, মুসলিম ৪/১৯৭৮)

মুয়াবিয়া ইব্ন জাহিসাহ আস সুলামী (রহঃ) বলেন যে, জাহিসাহ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি জিহাদের যাওয়ার জন্য আপনার কাছে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার মা (বেঁচে) আছে কি?' উত্তরে সে বলল ঃ হ্যাঁ, আছে।' তখন তিনি লোকটিকে বললেন ঃ 'যাও, তারই খিদমাতে লেগে থাক, জান্নাত তার পায়ের কাছে রয়েছে।' (আহমাদ ৩/৪২৯, নাসাঈ ৬/১১, ইব্ন মাজাহ ২/৯৩০)

মিকদাম ইব্ন মা'যীকারিব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতা সম্পর্কে অসীয়াত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত করেছেন, প্রথমে সর্বাপেক্ষা নিকটতমদের ব্যাপারে এবং এরপর তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে (অসীয়াত করেছেন)। (আহমাদ ৪/১৩২, ইব্ন মাজাহ ২/১২০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আইয়াস থেকে)

বানু ইয়ারবু গোত্রের এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে। তখন তিনি এক লোককে বলছিলেন ঃ 'দাতার হাত উপরে। তোমরা সদাচরণ কর তোমাদের মাতাদের সাথে, পিতাদের সাথে, বোনদের সাথে, ভাইদের সাথে এবং এরপর পরবর্তী নিকটতম আত্মীয়দের সাথে এভাবে স্তরের পর স্তর। (আহমাদ ৪/৬৪)

২৫। তোমাদের রাব্ব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল।	٢٥. رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا۟ صَـٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا

ভুলক্রমে মাতা-পিতার সাথে ব্যবহারে কোন অপরাধ হলে তা উত্তম ব্যবহার ও অনুশোচনা দ্বারা মিটে যায়

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা ঐ লোকদের বুঝানো হয়েছে যাদের হঠাৎ করে পিতা-মাতাদের সাথে কোন কথা বলা হয়ে যায় যা তাদের কাছে মনে হয়নি যে, ওটা দোষের ও পাপের হতে পারে। তাদের নিয়্যাত ভাল

বলে আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেন। (তাবারী ১৭/৪২২) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا *তোমাদের রাব্ব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল।*

শু'বাহ (রহঃ) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা পাপ করে, অতঃপর তাওবাহ করে। আবার পাপ করে এবং আবার তাওবাহ করে। (তাবারী ১৭/৪২৩)

আ'তা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ তারা ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা ভালর দিকে ফিরে আসে। (তাবারী ১৭/৪২৪, ৪২৫) মুজাহিদ (রহঃ) উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) থেকে এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ এখানে ঐ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে, সে একাকী নির্জনে থাকা অবস্থায় তার কৃত পাপসমূহের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এ বিষয়ে মুজাহিদও (রহঃ) তার সাথে একমত পোষণ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৪)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ এ বিষয়ে তাদের মতামত/দৃষ্টিভঙ্গি উত্তম যারা বলেন যে, এ আয়াতে ঐ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যারা পাপ করার পর অনুতপ্ত হয়, যারা অবাধ্যতা থেকে ফিরে এসে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা ভালবাসেন, আল্লাহর খুশির জন্য তারা তা পছন্দ করেন। (তাবারী ১৭/৪২৫) তিনি যা বলেছেন এটাই উত্তম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ

নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২৫)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে ফিরার সময় বলতেন ঃ

آئِــبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী এবং আমরা আমাদের রাবের প্রশংসাকারী। (ফাতহুল বারী ৩/৭২৪)

২৬। আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও, এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা।	٢٦. وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
২৭। নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শাইতানের ভাই এবং শাইতান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।	٢٧. إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا
২৮। আর তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তুমি তোমার রবের নিকট হতে অনুকম্পা লাভের প্রত্যাশায় ও সন্ধানে থাক তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল।	٢٨. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অপব্যয় না করার নির্দেশ

মাতা-পিতার সাথে সদয় আচরণের নির্দেশ দানের পর আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মাতার সাথে সদাচরণ কর এবং পিতার সাথেও সদাচরণ কর। তারপর তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর যে বেশী নিকটবর্তী, তারপর তার পরবর্তী যে বেশী নিকটবর্তী।' (আহমাদ ২/২২৬) অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার জীবিকায় ও বয়স বৃদ্ধি বা উন্নতি চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।' (মুসলিম ৪/১৯৮২)

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا খরচের হুকুমের পর অপব্যয় করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। মানুষের কৃপণ হওয়াও উচিত নয় এবং অপব্যয়ী হওয়াও উচিত নয়, বরং মাধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পন্যও করেনা; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭)

তারপর আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ের মন্দগুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ অপব্যয়কারী লোকেরা শাইতানের ভাই। تَبْذِيْرا বলা হয় অন্যায় পথে ব্যয় করাকে।

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে অহেতুক অর্থ কড়ি খরচ করা। (তাবারী ১৭/৪২৮) ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার কাছে থাকা সমস্ত সম্পদও সঠিক কাজে ব্যয় করে তাহলে ঐ ব্যয় করাকে অপব্যয় বলা যাবেনা। কিন্তু সে যদি অহেতুক/বাজে কাজে সামান্য অর্থও ব্যয় করে তা'ই অপব্যয়। (তাবারী ১৭/৪২৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ অপব্যয় হল আল্লাহর অবাধ্যতায় পাপ কাজে, ভুল পথে এবং অনাচার/নীতি বিবর্জিত কাজে কোন কিছু ব্যয় করা। (তাবারী ১৭/৪২৯)

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানূ তামীম গোত্রের এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে, আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি রয়েছে। আমি বিলাস বহুল শহুরে জীবন যাপন করছি। দয়া করে আমাকে বলুন! আমি কিভাবে ব্যয় করব এবং কতটুকু ব্যয় করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ

'প্রথমে তুমি যাকাতকে তোমার সম্পদ হতে পৃথক করে নাও, তাহলে তোমার সম্পদ পবিত্র হবে। তারপর তোমার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সৎ ব্যবহার কর, ভিক্ষুককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনদের উপরও খরচ কর।' সে আবার বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অল্প কথায় পূর্ণ উদ্দেশ্যটি আমাকে বুঝিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ঃ 'আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় কর এবং বাজে খরচ করনা।' সে তখন বলল ঃ حَسْبِيَ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা জনাব! যখন আপনার যাকাত আদায়কারীকে আমার যাকাতের সম্পদ প্রদান করব তখন কি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুক্ত হয়ে যাব? (অর্থাৎ আমার উপর আর কোন দায়িত্ব থাকবেনাতো?)' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে তাকে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যখন তুমি আমার পক্ষ থেকে যাকাত আদায়কারীকে তোমার যাকাতের মাল প্রদান করবে তখন তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তোমার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যে উহা উল্টে দিবে, এর পাপ তার উপরই বর্তাবে।' (আহমাদ ৩/১৩৬)

এখানে বলা হয়েছে ঃ অপব্যয়, নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহর আনুগত্য হতে ফিরে আসা এবং অবাধ্যতার কারণে অপব্যয়ী লোকেরা শাইতানের ভাই। وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا শাইতানের মধ্যে এই বদঅভ্যাসই আছে যে, সে আল্লাহর নি'আমাতের না শোকরী করে এবং তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا আত্মীয় স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের কেহ যদি তোমার কাছে কিছু চায় এবং ঐ সময় তোমার হাতে কিছুই না থাকে, আর এ কারণে তোমাকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে তাকে নরম কথায় বিদায় করতে হবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৩১, ৪৩২)

২৯। তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।	٢٩. وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ

فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا	
٣٠. إِنَّ رَبَّكَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا	**৩০। তোমার রাব্ব যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন।**

ব্যয় করার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ খরচ করার ব্যাপারে তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ কৃপণও হয়োনা এবং অপব্যয়ীও হয়োনা। তোমার হাত তোমার গ্রীবার সাথে বেধে রেখনা। অর্থাৎ এমন কৃপণ হয়োনা যে, কেহকেও কিছু দিবেনা। ইয়াহুদীরাও এই বাক পদ্ধতিই ব্যবহার করত এবং বলত যে, আল্লাহর হাত বন্ধ রয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তারা কার্পণ্যের দিকে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপন করত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বড় দাতা, দয়ালু এবং পবিত্র। কার্পণ্য থেকে তিনি বহু দূরে রয়েছেন। মহান আল্লাহ কার্পণ্য করা থেকে নিষেধ করার পর অপব্যয় করা থেকেও নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন ঃ

وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ তোমরা এত মুক্তহস্ত হয়োনা যে, সাধ্যের অতিরিক্ত দান করে ফেলবে। অতঃপর তিনি এই হুকুম দু'টির কারণ বর্ণনা করছেন যে, কৃপণতা করলে তোমরা নিন্দার পাত্র হবে। সবাই বলবে যে, লোকটি বড়ই কৃপণ। সুতরাং সবাই তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দান খাইরাত করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়, শেষে সে অসমর্থ হয়ে বসে পড়ে। তার হাত শূন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে সে দুর্বল ও অপারগ হয়ে পড়ে। যেমন কোন জন্তু চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পথে আটকে যায়। حَسِيْر এর অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত হওয়া। সূরা মুল্‌ক-এ এসেছে ঃ

ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَـٰوَٲتٍ۬ طِبَاقً۬اۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ مِن تَفَـٰوُتٍ۬ۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۬. ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئً۬ا وَهُوَ حَسِيرٌ۬

তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৩-৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কৃপণ ও দাতার দৃষ্টান্ত ঐ দুই ব্যক্তির মত যাদের শরীরে গলা হতে বক্ষ পর্যন্ত দু'টি লোহার জামা রয়েছে। দাতা ব্যক্তি যখন খরচ করে তখন ওর বর্মটি বৃদ্ধি পেয়ে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়, এমন কি তার সমস্ত শরীরও ঢেকে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে তখনই তার জুব্বার কড়াগুলি আরও সংকুচিত হয়ে যায়। সে যতই ওটাকে প্রশস্ত করার ইচ্ছা করে ততই তা সংকুচিত হয় এবং একটুও প্রশস্ত হয়না।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৮)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবী মুজাররিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় দু'জন মালাক আকাশ থেকে অবতরণ করেন। একজন প্রার্থনা করেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি দাতাকে প্রতিদান দিন।' আর অন্যজন প্রার্থনা করেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করুন।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দান খাইরাতে কারও সম্পদ কমে যায়না এবং প্রত্যেক দাতাকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশক্রমে অন্যদের সাথে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা উঁচু করেন।' (মুসলিম ৪/২০০১)

আবূ কাসীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা লোভ হতে বেঁচে থাক। এই লোভ লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। লোভ

লালসার প্রথম হুকুম হল ঃ 'তুমি কার্পণ্য কর।' তখন সে কার্পণ্য করে। তারপর সে বলে ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কর।' সুতরাং সে সম্পর্ক ছিন্ন করে। অতঃপর সে বলে ঃ 'অসৎ কাজে লিপ্ত হও।' এবারও সে তার কথা মতই কাজ করে।' (আহমাদ ২/১৫৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন তাঁর বান্দাদের রিয্কদাতা। তিনিই রিয্ক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই হ্রাস করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা গরীব করেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাত বা নিপুণতায় পরিপূর্ণ।

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا তিনি ভাল রূপে জানেন কে সম্পদ লাভের যোগ্য, আর কে দরিদ্র অবস্থায় কালাতিপাত করার যোগ্য।তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, কতক লোকের পক্ষে ধনের প্রাচুর্যতা ঢিল বা অবকাশ হিসাবে হয়ে থাকে এবং কতক মানুষের পক্ষে দারিদ্রতা শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দুটো হতে রক্ষা করুন! আমীন!!

৩১। তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করনা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।	٣١. وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

শিশু সন্তানকে হত্যা করা নিষেধ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দেখ, আমি তোমাদের উপর তোমাদের মাতা-পিতার চেয়েও বেশী দয়ালু। তিনি মাতা-পিতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধন-সম্পদ প্রদান করে। তাদেরকে আরও আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করে। অজ্ঞতার যুগে মানুষ তাদের কন্যাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রদান করতনা এবং তাদেরকে জীবিত রাখাও পছন্দ করতনা। এমনকি গরীব হওয়ার ভয়ে কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কাবর দেয়া তাদের একটা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এই জঘন্য প্রথাকে খন্ডন করছেন। তিনি বলছেন ঃ

نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم এটা কতই না অবাস্তব ধারণা যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে কোথা থেকে? জেনে রেখ যে, কারও জীবিকার দায়িত্ব কারও উপর নেই। সবারই জীবিকার ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করেন। সূরা আন'আমে রয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৫১) إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا তাদের হত্যা করা মহাপাপ (বড় পাপ/কাবীরাহ গুনাহ)।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ এই যে, তুমি তার শরীক স্থাপন করছ, অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এরপর কোনটি?' তিনি জবাবে বলেন ঃ 'তুমি তোমার সন্তানদেরকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, তারা তোমার খাদ্যে অংশী হবে।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এরপর কোন্‌টি?' তিনি উত্তর দেন ঃ 'তুমি তোমার প্রতিবেশিনীর সাথে ব্যভিচার করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৩)

৩২। তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।	٣٢. وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

অবৈধ মিলন এবং এ পথে প্ররোচিত করে এমন কাজ করা হতে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচার ও ওতে উৎসাহিত করে বা প্ররোচিত করে এমন সমস্ত দুষ্কার্য হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শারীয়াতে ব্যভিচারকে কাবীরা বা বড় পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেন ঃ একজন যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা

করে। জনগণ প্রতিবাদ করে বলে ঃ 'চুপ কর, কি বলছ?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন ঃ 'বসে যাও।' সে বসে গেলে তিনি তাকে বলেন ঃ 'তুমি এই কাজ কি তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর?' উত্তরে সে বলে ঃ ' আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আল্লাহর শপথ! আমি কখনও এটা পছন্দ করিনা।' তখন তিনি তাকে বললেন ঃ 'অন্যরাও তাদের মায়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।' এরপর তিনি তাকে বললেন ঃ 'আচ্ছা, এই কাজটি তুমি তোমার মেয়ের জন্য পছন্দ কর কি?' সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।' তিনি বললেন ঃ 'ঠিক এরূপই অন্যরাও তাদের মেয়ের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।

তারপর তিনি বললেন ঃ 'এই কাজটি তুমি তোমার বোনের জন্য পছন্দ করবে কি? এবারও সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এরূপ অন্যরাও তাদের বোনের জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'কেহ তোমার ফুফুর সাথে এই কাজ করুক এটা তুমি পছন্দ কর কি?' সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এরূপ অন্যরাও তাদের ফুফুর জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।'

এরপর তিনি বলেন ঃ 'তোমার খালার জন্য এ কাজ তুমি পছন্দ কর কি?' উত্তরে সে বলল ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন! আমি এটা পছন্দ করিনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এরূপ অন্যরাও তাদের খালার জন্য ওটা পছন্দ করবেনা।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত তার মাথার উপর স্থাপন করে দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এর পাপ ক্ষমা করুন! এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং একে অপবিত্রতা হতে বাঁচিয়ে নিন!' অতঃপর তার অবস্থা এমন হল যে, সে কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করতনা। (আহমাদ ৫/২৫৬)

৩৩। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি	٣٣. وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَـٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا	**প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।**

শারঈ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, শারীয়াতের কোন হক ছাড়া কেহকেও হত্যা করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাকে তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয়। কারণগুলি হচ্ছে ঃ হয়ত সে কেহকেও হত্যা করেছে অথবা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করেছে কিংবা দীন হতে ফিরে গিয়ে জামা'আতকে পরিত্যাগ করেছে। (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২)

সুনানের হাদীসে রয়েছে যে, সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন মু'মিনকে হত্যা করা অনেক বড় অপরাধ। (তিরমিযী ৪/২৫৬, নাসাঈ ৭/৮২, ইব্ন মাজাহ ২/৮৭৪)

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا যদি কোন লোক কারও হাতে অন্যায়ভাবে নিহত হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উত্তরাধিকারীদেরকে হত্যাকারীর উপর অধিকার দান করেছেন। তার উপর কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) লওয়া বা রক্তপণ গ্রহণ করা অথবা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়া তাদের ইখতিয়ারে রয়েছে।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কুরআনের বিশেষজ্ঞ এবং দীনী জ্ঞানের সাগর ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের হুকুমকে সাধারণ হিসাবে ধরে নিয়ে মুআবিয়ার (রাঃ) রাজত্বের উপর এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, তিনি শাসনকার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। কেননা উসমানের (রাঃ) ওয়ালী তিনিই ছিলেন। আর উসমান (রাঃ) শেষ পর্যায়ে যুল্মের সাথে শহীদ হয়েছিলেন। মুআবিয়া (রাঃ) আলীর (রাঃ) নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন যে, উসমানের (রাঃ)

হত্যাকারীদের উপর যেন কিসাস নেয়া হয়। কেননা মুআবিয়াও (রাঃ) উমাইয়া বংশীয় ছিলেন। আলী (রাঃ) এ ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা করছিলেন। এদিকে তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) নিকট আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন সিরিয়াকে তার হাতে অর্পণ করেন। মুআবিয়া (রাঃ) আলীকে (রাঃ) পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন ঃ 'যে পর্যন্ত না আপনি উসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদেরকে আমার হাতে সমর্পণ করবেন, ততদিন আমি সিরিয়াকে আপনার শাসনাধীন করবনা।' সুতরাং তিনি সমস্ত সিরিয়াবাসীসহ আলীর (রাঃ) হাতে বাইআত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী কলহ শুরু হয় এবং মুআবিয়া (রাঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা হয়ে যান। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ওয়ারিসদের জন্য এটা উচিত নয় যে, হত্যার বদলে হত্যার ব্যাপারে তারা সীমা লংঘন করে। যেমন তার মৃতদেহকে নাক, কান কেটে বিকৃত করা অথবা হত্যাকারী ছাড়া অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা ইত্যাদি। শারীয়াতে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে অধিকার ও ক্ষমা প্রদানের দিক দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করা হয়েছে।

৩৪। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।	٣٤. وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا
৩৫। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।	٣٥. وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মাপে ও ওযনে সততা বজায় রাখার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ *পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা।* অর্থাৎ তোমরা অসদুদ্দেশে ইয়াতীম বা পিতৃহীনের মালে হেরফের করনা।

وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ

অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা সত্ত্বরতা সহকারে আত্মসাৎ করনা; এবং দেখাশোনাকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ যারকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আবূ যার (রাঃ)! আমি তোমাকে খুবই দুর্বল দেখছি এবং তোমার জন্য আমি ওটাই পছন্দ করছি যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান! তুমি কখনও দুই ব্যক্তির ওয়ালী হবেনা এবং কখনও পিতৃহীনের মালের মুতাওয়াল্লী হবেনা।’ (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। যে প্রতিশ্রুতি ও লেনদেন হবে তা পালন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনা। জেনে রেখ যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

তারপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মাপ ও ওযন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন ঃ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ তোমরা কোন কিছু মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে মেপে দিবে। মোটেই কম করবেনা। আর কোন জিনিস ওযন করে দেয়ার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করে দিবে। এখানেও কেহকে ঠকানোর চেষ্টা করবেনা। মাপ ও ওযন সঠিকভাবে করলে দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জগতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ

‘হে বনিকের দল! তোমাদেরকে এমন দু’টি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। ঐ দু’টি জিনিস হচ্ছে মাপ ও ওযন (সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে)।’ (তাবারী ১৭/৪৪৬)

٣٦. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا	**৩৬। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়োনা; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।**

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেই সম্পর্কে কিছু বলা নিষেধ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ তোমার যেটা জানা নেই সেই বিষয়ে মুখ খুলনা। না জেনে কারও উপর দোষারোপ করনা এবং কেহকেও মিথ্যা অপবাদ দিওনা। না দেখে দেখেছি বলনা, না শুনে শুনেছি বলনা। এবং না জেনে জানার কথাও বলনা। কেননা আল্লাহ তা‘আলার কাছে এই সব কিছুরই জবাবদিহি করতে হবে। মোট কথা, সন্দেহ ও ধারনার বশবর্তী হয়ে কিছু বলতে নিষেধ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ যেমন এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ

তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১২)

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা সন্দেহ করা থেকে বেঁচে থাক, সন্দেহ করা হচ্ছে জঘন্য মিথ্যা কথা। (ফাতহুল বারী ৯/১০৬) সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ঐ ধরনের কথা খুবই খারাপ যা মানুষ ধারনা করে থাকে।’ (আবূ দাঊদ ৫/২৫৪) অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জঘন্যতম অপবাদ এই যে, মানুষ মিথ্যা সাজিয়ে গুছিয়ে বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে, অথচ সে স্বপ্ন দেখেনি। (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) অন্য একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন নিজে বানিয়ে নেয় (অথচ সে তা স্বপ্নে দেখেনি), কিয়ামাতের দিন তাকে বলা হবে যে, সে যেন দু’টি যবের মধ্যে গিরা লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তার

দ্বারা তা কখনওই সম্ভব হবেনা। (ফাতহুল বারী ১২/৪৪৬) কিয়ামাতের দিন চোখ, কান ও হৃদয়ের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

৩৭। ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনওই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা।	٣٧. وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا
৩৮। এই সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য।	٣٨. كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

দাম্ভিকদের মত পদচারণা করা নিষেধ

وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে দর্পভরে ও বাবুয়ানা চালে চলতে নিষেধ করেছেন। উদ্ধত ও অহংকারী লোকদের এটা অভ্যাস। এরপর তাদেরকে নীচু করে দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ

إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً তুমি যতই মাথা উঁচু করে চল না কেন, তুমি পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নীচেই থাকবে। আর যতই খট্ খট করে দম্ভভরে মাটির উপর দিয়ে চলনা কেন, তুমি যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবেনা। বরং এরূপ লোকদের অবস্থা বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি জাকজমকের পোশাক পড়ে দর্পভরে চলছিল, এমতাবস্থায় তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত সে নীচে নামতেই থাকবে। কুরআনুল কারীমে কারুনের কাহিনী বর্ণিত আছে যে, তাকে তার প্রাসাদসহ যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ৩/১৬৫৪) পক্ষান্তরে, যারা নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করে তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা উঁচু করে দেন।

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا *এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য।* কোন কোন বিজ্ঞজন *'সাইয়িআতান'* (سَيِّئَةً)

শব্দ পাঠ করতেন, যার অর্থ হচ্ছে খারাপ কাজ, গর্হিত কাজ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا. وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً. وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـــئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً. وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করনা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা; কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সেতো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়োনা। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে বিচরণ করনা, তুমিতো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত সমান হতে পারবেনা। এ সবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য) (১৭ ঃ ৩১-৩৮)

سَيِّئُهُ এর দ্বিতীয় পঠন سَيِّئَةً রয়েছে। তখন অর্থ হবে ঃ 'আমি তোমাদেরকে যে সব কাজ থেকে নিষেধ করেছি ঐ সব কাজ অত্যন্ত মন্দ এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয়। অর্থাৎ 'সন্তানদেরকে হত্যা করনা' থেকে 'দর্পভরে চলনা' পর্যন্ত সমস্ত কাজ। আর سَيِّئَه পড়লে অর্থ হবে ঃ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ *তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা।* যে হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাতে যত খারাপ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওগুলো সবই আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় কাজ। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

৩৯। তোমার রাব্ব অহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমাত দান করেছেন এগুলি উহার অন্ত র্ভুক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে কোন মা'বূদ স্থির করনা, তাহলে তুমি নিন্দিত ও (আল্লাহর) অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।	٣٩. ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِ ۗ وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدۡحُورًا

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে রয়েছে হিকমাত

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ হে নাবী! যে সব হুকুম আমি নাযিল করেছি সবগুলি উত্তম গুণের অধিকারী এবং যে সব জিনিস থেকে আমি নিষেধ করেছি সেগুলি সবই জঘন্য। এসব কিছু আমি তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছি যে, তুমি লোকদেরকে নির্দেশ দিবে এবং নিষেধ করবে।

وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ স্থির করবেনা। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে যখন তুমি নিজেকেই ভর্ৎসনা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তুমি তিরষ্কৃত হবে। আর তোমাকে সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে রাখা হবে। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাঁর উম্মাতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তিনিতো সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ।

٤٠. أَفَأَصۡفَىٰكُمۡ رَبُّكُم بِٱلۡبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ إِنَـٰثًا ۚ إِنَّكُمۡ لَتَقُولُونَ قَوۡلاً عَظِيمًا	৪০। তোমাদের রাব্ব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজে (মালাইকা/ ফেরেশতাদের) কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরাতো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক।

‘মালাইকা আল্লাহর কন্যা-সন্তান’ এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা অভিশপ্ত মুশরিকদের কথা খন্ডন করছেন। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ এটা তোমরা খুব চমৎকার বন্টনই করলে যে, পুত্র তোমাদের আর কন্যা আল্লাহর! যাদেরকে তোমরা নিজেরা অপছন্দ কর, এমনকি জীবন্ত কাবর দিতেও দ্বিধাবোধ করনা, তাদেরকেই আল্লাহর জন্য স্থির করছ, আবার তাদের ইবাদাতও করছ! অন্যান্য আয়াতসমূহে তাদের এই ধীকৃত নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَـٰنِ عَبۡدًا. لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدًّا. وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ فَرۡدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫)

৪১। এই কুরআনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।	٤١. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـــذَا الْقُرْآن এই পবিত্র কিতাবে (কুরআনে) আমি সমস্ত দৃষ্টান্ত খুলে খুলে বর্ণনা করেছি। প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে মানুষ মন্দ কাজ ও আল্লাহর অসন্তুটি থেকে বেঁচে থাকে। وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا কিন্তু তবুও অত্যাচারী লোকেরা সত্যকে গ্রহণ করতে ঘৃণা করছে এবং ওর থেকে দূরে পলায়ন করা বেড়েই চলেছে।

৪২। বল ঃ তাদের কথা মত যদি তাঁর সাথে আরও মা'বূদ থাকত তাহলে তারা আরশ অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষন করত।	٤٢. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا
৪৩। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে।	٤٣. سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

যে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরও ইবাদাত করে এবং তাদেরকে তাঁর শরীক মনে করে, আর মনে করে যে, তাদের কারণে তারা তাঁর নৈকট্য লাভ করবে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমাদের এই বাজে ধারণার যদি কোন মূল্য থাকত তাহলে তারা যাদেরকে ইচ্ছা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাতো

এবং যাদের জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করত। কিন্তু ব্যাপারতো এই যে, স্বয়ং ঐ মা'বূদই তাঁর ইবাদাত করত ও তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান করত। সুতরাং তোমাদেরও শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা উচিত। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা মোটেই উচিত নয়। অন্য মা'বূদের কোন প্রয়োজনই নেই যে, তারা তোমাদের জন্য মাধ্যম হবে। এই মাধ্যম আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। তিনি এটা অস্বীকার করছেন। তিনি তাঁর সমস্ত নাবী ও রাসূলের নিজ ভাষায় এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ আল্লাহর সত্তা অত্যাচারীদের বর্ণনাকৃত এই বিশেষণ হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। এই মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে আমাদের রাব্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র। তিনি এক ও অভাবমুক্ত, কিন্তু সমস্ত সৃষ্টির তাঁকে প্রয়োজন। তিনি পিতা-মাতা ও সন্তান হতে পবিত্র। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই।

৪৪। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যের সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা। কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ।	٤٤. تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে

সাত আকাশ, যমীন ও এগুলির অন্তর্বর্তী সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা, মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। মুশরিকরা যে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বাজে ও মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করছে, এর থেকে সমস্ত মাখলূক নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছে এবং তিনি যে মা'বূদ ও রাব্ব এটা তারা অকপটে স্বীকার করছে। তারা এটাও স্বীকার করছে যে তিনি এক, তাঁর কোন

অংশীদার নেই। অস্তিত্ব বিশিষ্ট সব কিছু আল্লাহর একাত্মের জীবন্ত সাক্ষী। এই নালায়েক, অযোগ্য ও অপদার্থ লোকদের আল্লাহ সম্পর্কে জঘন্য উক্তিতে সারা মাখলূক কষ্টবোধ করছে।

تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا

এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯০-৯১) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـــكِن لاَّ تَفْقَهُونَ মাখলূকের মধ্যে সমস্ত কিছু তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করে। কিন্তু হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারনা। কেননা তাদের ভাষা তোমাদের জানা নেই। প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থ সবকিছুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তাঁর খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহ শুনতে পেতেন। (ফাতহুল বারী ৬/৬৭৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলি লোককে দেখেন যে, তারা তাদের উষ্ট্রী ও জন্তুগুলির উপর আরোহণরত অবস্থায় ওগুলিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ইহা দেখে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'সওয়ারীতে শান্তির সাথে আরোহণ কর এবং উত্তমরূপে ওদেরকে মুক্ত কর। ওগুলিকে পথে ও বাজারের লোকদের সাথে কথা বলার চেয়ার বানিয়ে রেখনা। জেনে রেখ, অনেক সওয়ারী তাদের সওয়ারের চেয়েও উত্তম হয়ে থাকে।' (আহমাদ ৩/৪৩৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাঙকে মারতে নিষেধ করেছেন। (নাসাঈ ৭/২১০)

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞানময় ও ক্ষমাশীল। তিনি তাঁর পাপী বান্দাদেরকে শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেননা, বরং বিলম্ব করেন এবং অবকাশ দেন। কিন্তু এরপরেও যদি সে কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত থেকে যায় তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে পাকড়াও করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছেড়ে দেননা।’ (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জনপদকে তাদের অত্যাচার-অবিচারের কারণে পাকড়াও করেন তখন এরূপই পাকড়াও হয়ে থাকে ... (শেষ পর্যন্ত)। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা, তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় সহস্র বছরের সমান। এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫-৪৮) তবে হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ

যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে এবং নিজের নাফসের উপর যুল্‌ম করে, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا *নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ।* সূরা ফাতিরের শেষ আয়াতাংশে তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا. أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ

আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তাহলে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের

কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবেনা। তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারাতো এদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪১-৪৫)

৪৫। তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই।	٤٥. وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
৪৬। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি। তোমার রাব্ব এক, এটা যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন তারা সরে পড়ে।	٤٦. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِمْ نُفُورًا

মূর্তি পূজকদের অন্তরে পর্দা রয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার এবং মূর্তি পূজকদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা টেনে দিই। কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ তখন তাদের হৃদয়ে একটি আবরণ পরে যায়। (তাবারী ১৭/৪৫৭) যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫) অর্থাৎ তোমার বলা বাক্য আমাদের কাছে পৌঁছার ব্যাপারে কোন কিছুতে বাধা দিচ্ছে।

حِجَابًا مَّسْتُورًا *এক প্রচ্ছন্ন পর্দা*। অর্থাৎ এমন কিছু রয়েছে যা ঢেকে ফেলে, যা দেখা যায়না। সুতরাং তাদের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা তাদের হিদায়াতের জন্য বাধা স্বরূপ। ইব্ন জারীর (রহঃ) একেই উত্তম ব্যাখ্যা বলে মত প্রকাশ করেছেন।

মুসনাদ আবি ইয়ালা মুসিলীতে আসমা বিন্ত আবূ বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন এক চোখ কানা বিশিষ্ট (আবূ লাহাবের স্ত্রী) উম্মে জামীল একটি তীক্ষ্ণ পাথর হাতে নিয়ে 'এই নিন্দিত ব্যক্তিকে আমরা মানবনা' (বর্ণনাকারী আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমার ঠিক মনে নেই যে, সে কি বাক্য উচ্চারণ করেছিল) এ কথা চীৎকার করে বলতে বলতে আসে। সে আরও বলে ঃ তার দীন আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। আমরা তার ফরমানের বিরোধী।' ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন এবং আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর পাশেই ছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেতো আসছে! আপনাকে দেখে ফেলবে?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ 'নিশ্চিন্ত থাকুন, সে আমাকে দেখতে পাবেনা।' অতঃপর তিনি তার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে কুরআন থেকে وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ **حِجَابًا مَّسْتُورًا** এই আয়াতটিই পাঠ করেন। সে এসে আবূ বাকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করে ঃ 'আমি শুনেছি যে, তোমাদের নাবী নাকি আমার দুর্নাম করেছে?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'না, না। কা'বার রবের শপথ! তিনি তোমার কোন দুর্নাম বা নিন্দা করেননি।' 'সমস্ত কুরাইশ জানে যে, আমি তাদের নেতার কন্যা' এ কথা বলতে বলতে সে ফিরে গেল। (মুসনাদ আবূ ইয়ালা ১/৫৩) وَجَعَلْنَا عَلَى

أَكِنَّةً قُلُوبِهِمْ *তোমার ও তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই।* أَكِنَّة শব্দটি كِنَان শব্দের বহুবচন। ঐ পর্দা তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যার কারণে তারা কুরআন বুঝতে পারেনা। তাদের কানে বধিরতা রয়েছে, ফলে তারা তা ঐভাবে শুনতে পায়না যাতে তাদের উপকার হয়।

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! যখন তুমি কুরআনের ঐ অংশ পাঠ কর যাতে আল্লাহর একাত্মবাদের বর্ণনা *(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)* রয়েছে তখন তারা পালাতে শুরু করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ

একক আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪৫) মুসলিমদের *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* পাঠ মুশরিকদের মন বিষিয়ে তোলে। ইবলীস এবং তার সেনাবাহিনী এতে খুবই বিরক্ত হয় এবং এটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তাদের বিপরীত। তিনি চান তাঁর এই কালেমাকে সমুন্নত করে এটিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে। ইহা এমন একটি কালেমা যে, এর উক্তিকারী সফলকাম হয় এবং এর উপর আমলকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। দেখ, এই উপদ্বীপের অবস্থা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই পবিত্র কালেমা ছড়িয়ে পড়েছে। (তাবারী ১৭/৪৫৮)

৪৭। যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন তা শুনে আমি তা ভাল জানি, এবং এটাও জানি যে, গোপনে আলোচনা কালে সীমা লংঘনকারীরা বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।	٤٧. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

৪৮। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ খুঁজে পাবেনা।	٤٨. ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلًا

কুরআন তিলাওয়াত শোনার পর কাফিরদের পরামর্শ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ কাফির নেতৃবর্গ পরস্পর কথা বানিয়ে নিত। সেটাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে নাবী! যখন তুমি কুরআন পাঠে মগ্ন থাক তখন এই কাফির ও মুশরিকদের দল চুপে চুপে পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'এর উপর কেহ যাদু করেছে।' ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ 'এতো একজন মানুষ, যে পানাহারের মুখাপেক্ষী।' যদিও এই শব্দটি এই অর্থে কবিতায়ও এসেছে এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকে সঠিকও বলেছেন, কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ স্থলে তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, স্বয়ং এ ব্যক্তি যাদুর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। কেহ কি আছে যে, তাকে এ সময় কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়? কাফিরেরা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করত। কেহ বলত যে, তিনি কবি। কেহ বলত যাদুকর এবং কেহ বলত পাগল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً দেখ, কিভাবে এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে! তারা সত্যের দিকে আসতেই পারছেনা।

মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিবাহ আয যুহরী (রহঃ) থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে আল্লাহর কালাম শোনার উদ্দেশে এক রাতে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম এবং আখনাস ইব্ন শুরাইক ইব্ন আমর ইব্ন অহাব আশ শাকাফী নিজ নিজ ঘর হতে বেরিয়ে আসে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায়

করছিলেন। ঐ তিন ব্যক্তি চুপে চুপে এখানে ওখানে বসে পড়ে। তাদের একের অপরের ব্যাপারে কোন খবর জানা ছিলনা। রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা কুরআন পাঠ শুনতে থাকে। ফাজর হয়ে গেলে তারা সেখান থেকে চলে যায়। পথে তাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়। তখন তারা একে অপরকে তিরস্কার করে বলে ঃ 'এভাবে তোমরা আর এসোনা, তাহলে লোকদের কাছে তোমরা ভুল ধারণা পৌঁছাবে। ফলে সব লোকই তাঁর হয়ে যাবে।' কিন্তু পরের রাতেও আবার ঐ তিন জনই আসে এবং নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে কুরআন শুনতে শুনতে রাত কাটিয়ে দেয়। ফাজরের সময় তারা চলে যায়। পথে আবার তাদের সাক্ষাত ঘটে। আবার তারা পূর্ব রাতের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তৃতীয় রাতেও এরূপই ঘটে। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'এসো, আমরা অঙ্গীকার করি যে, এরপর আমরা এভাবে আর কখনওই আসবনা।' এভাবে অঙ্গীকার করে তারা পৃথক হয়ে যায়। সকালে আখনাস ইব্ন সুরাইক তার লাঠিটি হাতে ধরে আবূ সুফিয়ানের (রাঃ) বাড়ী যায় এবং বলে ঃ 'হে আবূ হানযালা'! সত্যি করে বলত! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনলে সেই ব্যাপারে তোমার মতামত কি?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'হে আবূ সা'লাবাহ, আল্লাহর শপথ! আমি কুরআনের যে আয়াতগুলি শুনেছি সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই ভাবার্থ আমি বুঝেছি, কিন্তু বহু আয়াতের অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।' আখনাস বলল ঃ 'তুমি যার শপথ করেছ, আমি তাঁর শপথ করেই বলছি! আমার অবস্থাও তাই।'ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আখনাস আবূ জাহলের কাছে গেল এবং তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করল। তখন আবূ জাহল বলল ঃ 'শোন! শরাফাত ও নেতৃত্বের ব্যাপার নিয়ে আবদে মানাফের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তারা মানুষকে খাদ্য দান করেছে, তাদের দেখাদেখি আমরাও মানুষকে খাদ্য দান করেছি। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, আমরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি; তারা দান-খাইরাত করেছে, আমরাও দান-খাইরাত করেছি। ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতার মত আমাদের দুই গোত্রের মধ্যে সমান সমান মর্যাদার লড়াই চলে আসছিল। কোন ব্যাপারেই আমরা তাদের পিছনে থাকা পছন্দ করিনি। এসব কাজে যখন তারা ও আমরা সমান হয়ে গেলাম এবং কোনক্রমেই তারা আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারলনা তখন হঠাৎ করে তারা বলে বসল যে, তাদের মধ্যে নাবুওয়াত এসেছে। তাদের মধ্যে এমন একটি লোক রয়েছে যার কাছে নাকি আকাশ থেকে অহী এসে থাকে। এখন তুমি বল, আমরা কি করে

একে মানতে পারি? আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও তাঁর উপর ঈমান আনবনা এবং কখনও তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবনা।' ঐ সময় আখনাস তাকে ছেড়ে চলে যায়। (ইব্‌ন হিশাম ১/৩৩৭)

৪৯। তারা বলে ঃ আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব?	٤٩. وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا وَرُفَـٰتًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقًا جَدِيدًا
৫০। বল ঃ তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ -	٥٠. قُلۡ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا
৫১। অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তারা বলবে ঃ কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল ঃ তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে ঃ ওটা কবে হবে? বল ঃ হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই।	٥١. أَوۡ خَلۡقًا مِّمَّا يَكۡبُرُ فِى صُدُورِكُمۡ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنۡغِضُونَ إِلَيۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا
৫২। যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে	٥٢. يَوۡمَ يَدۡعُوكُمۡ

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا	**তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।**

পুনরায় জীবিত হওয়া অস্বীকারকারীদের দাবী খন্ডন

কাফির, যারা কিয়ামাতে বিশ্বাসী ছিলনা এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করত, তারা অস্বীকারের উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞেস করত ঃ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا আমরা অস্থি ও মাটি হয়ে যাওয়ার পরেও কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? অন্যত্র এই অস্বীকারকারীদের উক্তি নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ. أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً. قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

তারা বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই, গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? তারা বলে ঃ তা'ই যদি হয় তাহলেতো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন। (সূরা নাযিয়াত, ৭৯ ঃ ১০-১২) অন্যত্র বলা রয়েছে ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল ঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭৮-৭৯) সুতরাং তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে ঃ

قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ হাড়তো দূরের কথা, তোমরা পাথর হয়ে যাও বা লোহা হয়ে যাও অথবা এর চেয়ে শক্ত কিছু হয়ে যাও, যেমন পাহাড় বা যমীন অথবা আসমান, এমনকি যদি তোমাদের

মৃত্যুও হয়, তবুও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই সহজ। তোমরা যা'ই হয়ে যাও না কেন, পুনরুত্থিত হবেই।

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) হতে, তিনি মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ইহা হল মৃত ব্যক্তি। আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন উমার (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তুমি যদি মৃতও হও তবুও আমি তোমাকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। (তাবারী ১৭/৪৬৩) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৬৩) এর অর্থ হল এই যে, আল্লাহ যখনই চান তখনই তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম। তিনি যখন যা চান তা করতে কিংবা বাধা দিতে পারে এমন কেহ নেই। মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আকাশ, পৃথিবী কিংবা পাহাড় যেখানেই পালিয়ে বেড়াও না কেন, তোমার মৃত্যুর পর আল্লাহ তোমাকে পুর্নজীবিত করবেনই। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا তারা (কাফির ও মুশরিকরা) জিজ্ঞেস করে ঃ 'আচ্ছা, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, অথবা পাথর ও লোহা হয়ে যাব, বা এমন কিছু হয়ে যাব যা খুবই শক্ত, তখন কে এমন আছে যে আমাদেরকে নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত করবে? قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ হে নাবী! তুমি তাদের এই প্রশ্ন ও বাজে প্রতিবাদের জবাবে তাদেরকে বুঝিয়ে বল ঃ তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন তিনিই যিনি তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা। তাহলে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হতে পারে কি? না, বরং এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ, তোমরা যা কিছুই হয়ে যাও না কেন।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

এ উত্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্বাক হয়ে যাবে বটে, কিন্তু এর পরেও তারা হঠকারিতা ও দুষ্টামি হতে বিরত থাকবেনা এবং তাদের বদ আকীদাহ পরিত্যাগ করবেনা। বরং তারা উপহাসের ছলে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলবে ঃ وَيَقُولُونَ

مَتَى هُوَ *এবং বলবে ঃ ওটা কবে?* 'আচ্ছা, ওটা হবে কখন? যদি সত্যবাদী হও তাহলে এর নির্দিষ্ট সময় বলে দাও?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪৮)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৮) বেঈমানদের অভ্যাস এই যে, তারা সব কাজেই তাড়াহুড়া করে। তাই তাদের প্রশ্নের জবাবে বলা হচ্ছে ঃ

قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا এই সময় অতি নিকটবর্তী। তোমরা এ জন্য অপেক্ষা করতে থাক। এটা যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আসার তা আসবেই এটা মনে করে নাও।

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

অতঃপর তিনি (আল্লাহ) যখন তোমাদেরকে মাটি হতে উঠার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৫)

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৫০)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪০)

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ. فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

এটাতো এক বিকট শব্দ মাত্র; ফলে তখনই মাইদানে তাদের আবির্ভাব হবে। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ১৩-১৪)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাথেই তোমাদের দ্বারা হাশরের মাইদান পূর্ণ হয়ে যাবে। কাবর হতে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর নির্দেশ পালনে তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে।

وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ঐ সময় মানুষের বিশ্বাস হবে যে, তারা খুব অল্প সময় দুনিয়ায় অবস্থান করেছে।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সুরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪৬)

يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি। (সূরা, তা-হা, ২০ ঃ ১০২-১০৪)

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৫)

قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ. قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১২-১১৪)

৫৩। আমার দাসদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; শাইতান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।	٥٣. وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا۟ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا

মানুষের উচিত নম্রভাবে উত্তম কথা বলা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ তুমি আমার মু'মিন বান্দাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন উত্তম ভাষায়, সুবাক্যে এবং ভদ্রতার সাথে কথা বলে। অন্যথায় শাইতান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যাবে। মনে রেখ যে, আদমের সৃষ্টি এবং তাকে ইবলীসের সাজদাহ করতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে যে শত্রুতা শুরু হয়েছে তা এখনও আদম সন্তানের মধ্যেও সে বজায় রেখেছে। এ কারণে কোন মুসলিম ভাইয়ের দিকে কোন লৌহ শলাকা দ্বারা ইশারা করাও নিষেধ। কেননা হয়ত শাইতান ওটা দ্বারা তার শরীরে ছোয়া লাগিয়ে দিবে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেহ তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কখনও অস্ত্র দ্বারা ইশারা করবেনা। কারণ সে জানেনা যে, ঐ অস্ত্র দ্বারা শাইতান তাকে আঘাত করতে প্ররোচিত করছে এবং এর ফলে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (আহমাদ ২/৩১৭, ফাতহুল বারী ১৩/২৬, মুসলিম ৪/২০২০)

৫৪। তোমাদের রাব্ব তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন; ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি।	٥٤. رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
৫৫। যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার রাব্ব ভালভাবে জানেন; আমিতো নাবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যাবুর দিয়েছি।	٥٥. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু’মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ তোমাদের মধ্যে কারা হিদায়াত লাভের যোগ্য তা তোমাদের রাব্ব ভালভাবেই জানেন। إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ তিনি যাকে চান তার উপর দয়া করেন, নিজের আনুগত্যের তাওফীক দেন এবং নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। পক্ষান্তরে যাকে চান দুস্কার্যের উপর পাকড়াও করেন এবং শাস্তি দেন। وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً হে নাবী! তোমার রাব্ব তোমাকে তাদের উপর উকিল নির্ধারণ করেননি। তোমার কাজ হচ্ছে শুধু তাদেরকে সতর্ক করা। যারা তোমাকে মেনে চলবে তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা মানবেনা তারা জাহান্নামী হবে। وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ তোমার রাব্ব যমীন ও আসমানের

সমস্ত দানব, মানব ও মালাক/ফেরেশতার খবর রাখেন এবং প্রত্যেকের মর্যাদা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কোন নাবীকে অন্য নাবীর উপর আল্লাহর প্রাধান্য দেয়া

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ তিনি একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দান করেছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে নাবীদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। কেহ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং কারও অন্য দিক দিয়ে মর্যাদা রয়েছে।

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ

এই সকল রাসূল, আমি যাদের কারও উপর কেহকে মর্যাদা প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেহকে পদমর্যাদায় সমুন্নত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৩)

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা আমাকে নাবীদের উপর ফাযীলাত দিওনা।' (ফাতহুল বারী ৬/৫১৯, মুসলিম ৪/১৮৪৪) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ শুধু গোড়ামীর কারণে ফাযীলাত কায়েম করা। এ হাদীস দ্বারা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত ফাযীলাত অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়। যে নাবীর যে মর্যাদা দলীল দ্বারা প্রমাণিত তা মেনে নেয়া ওয়াজিব। সমস্ত নাবীর উপর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা রয়েছে এটা অনস্বীকার্য। আবার রাসূলগণের মধ্যে স্থির প্রতিজ্ঞ পাঁচজন রাসূল বেশী মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ

স্মরণ কর, যখন আমি নাবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৭) নিম্নের আয়াতেও এই পাঁচজন রাসূলের নাম বিদ্যমান রয়েছে।

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১৩)

এটাও যেমন সমস্ত উম্মাত মেনে থাকে, অনুরূপভাবে এটাও সর্বজন স্বীকৃত যে, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এর পর হলেন ইবরাহীম (আঃ), এর পর হলেন মূসা (আঃ), এরপর ঈসা (আঃ) যেমন এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমরা এর দলীলগুলি অন্য জায়গায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক প্রদানকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا আমি দাঊদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম। এটাও তাঁর মর্যাদা ও আভিজাত্যের দলীল। সহীহ বুখারীতে রয়েছে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দাঊদের (আঃ) উপর যাবুরকে এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, জন্তুর বাহনের জিন বাধতে যেটুকু সময় লাগে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তিনি যাবূর পড়ে নিতেন।' (ফাতহুল বারী ৬/৫২২)

৫৬। বল ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা'বূদ মনে কর তাদেরকে আহ্বান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।	٥٦. قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا
৫৭। তারা যাদেরকে আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাইতো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা	٥٧. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا	**করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।**

মুশরিকদের দেবতারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেনা, বরং তারাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনুসন্ধান করে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ হে নাবী! যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ইবাদাত করে তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা তাদেরকে খুব ভাল করে আহ্বান করে দেখে নাও যে, তারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে কি না। তাদের কি এই শক্তি আছে যে, তোমাদের কষ্ট কিছু লাঘব করে? فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ জেনে রেখ যে, তাদের কোনই ক্ষমতা নেই। ব্যাপক ক্ষমতাবান একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক। তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা এবং হুকুমদাতা একমাত্র তিনিই। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন ঃ এই মুশরিকরা বলত যে, তারা মালাইকার, ঈসার (আঃ) এবং উযায়েরের (আঃ) ইবাদাত করে। তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে বলেন ঃ أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ তোমরা যাদের ইবাদাত কর তারা নিজেরাইতো আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান করে।

সহীহ বুখারীতে সুলাইমান ইব্ন মাহরান (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) থেকে, তিনি ইবরাহীম (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এই মুশরিকরা যে জিনদের ইবাদাত করত তারা নিজেরাই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, ঐ সমস্ত জিনেরা মুসলিম হয়ে গেলেও

তাদেরকে যারা ইবাদাত করত তারা মুশরিকই থেকে যায় এবং ঐ জিনদের ইবাদাত করতে থাকে। (ফাতহুল বারী ৮/২৪৯, ২৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ *তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তি কে ভয় করে।* ইবাদাত পূর্ণ হতে পারেনা যদি তাতে ভয় ও আশংকার সাথে সাথে পাবার আশা না থাকে। যে সমস্ত কাজ অবৈধ, তা করা থেকে বিরত রাখে মানুষের অন্তরে থাকা ভয়-ভীতি। আর পাবার আশা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আরও বেশি বেশি ভাল কাজ করার।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا *নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ।* তাই তাঁর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রত্যেকের উচিত দীনের কাজ করে যাওয়া এবং মনে এই ভয় রাখা যে, না জানি কখন বিচার দিবসের কঠিন সময় এসে যায় এবং বিচারের ফলাফল কি হয়! এমন কঠিন দিনে কামিয়াবী হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৮। এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কিয়ামাত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করবনা অথবা কঠোর শাস্তি দিবনা; এটাতো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।	٥٨. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا
৫৯। পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল; আমি	٥٩. وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ

ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।	بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفًا

কিয়ামাতের পূর্বে সমস্ত মুশরিকদের শহর ধ্বংস হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সেই লিখিত বস্তু যা লাওহে মাহফূযে লিখে দেয়া হয়েছে, সেই হুকুম যা জারি করে দেয়া হয়েছে, এটা অনুযায়ী পাপীদের জনপদগুলি নিশ্চয়ই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা তাদের উপর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। এটা হবে তাদের পাপের কারণে।

وَمَا ظَلَمۡنَٰهُمۡ وَلَٰكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ

আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১০১)

আমার পক্ষ থেকে এটা তাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি, আমার আয়াতসমূহে এবং আমার রাসূলদের সাথে ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতা করারই পরিণাম।

فَذَاقَتۡ وَبَالَ أَمۡرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمۡرِهَا خُسۡرًا

অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৯)

وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ عَتَتۡ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ

কত জনপদ তাদের রাব্ব ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৮)

যে কারণে আল্লাহ মু'জিযা প্রেরণ করেননা

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কাফিরেরা তাঁকে বলেছিল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আপনার পূর্ববর্তী নাবীদের কারও অনুগত ছিল বাতাস, কেহ মৃতকে জীবিত করতেন ইত্যাদি। আপনি যদি চান যে, আমরাও আপনার উপর ঈমান আনি তাহলে আপনি এই সাফা পাহাড়টিকে সোনার পাহাড় করে দিন। তাহলে আমরা আপনার সত্যবাদীতা স্বীকার করে নিব।' ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী এলো ঃ 'হে নাবী! তারা যা বলে তা আমি শুনেছি। যদি

তোমারও এই আকাংখা হয় যে, আমি একে সোনা করি দেই তাহলে এখনই আমি এটাকে সোনা করে দিব। কিন্তু মনে রাখবে যে, এর পরেও যদি এরা ঈমান না আনে তাহলে আর তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা। এর পরে তাদের আর কোন অজুহাতের সুযোগ থাকবেনা। সাথে সাথেই শাস্তি নেমে আসবে এবং এদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আর যদি তুমি তাদেরকে অবকাশ দেয়া ও চিন্তা করার সুযোগ দেয়া পছন্দ কর তাহলে আমি তা'ই করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় প্রদান করুন।' কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৭/৪৭৭)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ মাক্কার কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল যে, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেন এবং মাক্কার আশে-পাশে যে পাহাড়সমূহ রয়েছে তা যেন ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেন যাতে তারা চাষাবাদ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দেন ঃ তুমি চাইলে আমি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করব এবং তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে অবকাশ দিব। আর তুমি যদি চাও তাহলে তারা তোমার কাছে আরও যা দাবী করছে তাও আমি তাদেরকে প্রদান করব। কিন্তু এর পরেও যদি তারা কুফরীকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের পূর্বের জাতিসমূহের মত ধ্বংস করা হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদেরকে আরও সময় দিন। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ ঃ *পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে।* (আহমাদ ১/২৫৮, নাসাঈ ৬/৩৮০, তাবারী ১৭/৪৭৬)

অন্য এক হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ কুরাইশ কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ তুমি তোমার রাব্বকে বল, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। তাহলে আমরা তোমার দা'ওয়াতকে স্বীকার করব। তিনি বলেন ঃ সত্যিই কি তোমরা তা করবে? তারা উত্তরে বলেছিল ঃ হ্যাঁ। সুতরাং তিনি তাঁর রাব্বকে বললেন ঃ তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেন ঃ 'আপনার রাব্ব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি আপনি চান তাহলে সকালেই এই পাহাড়টিকে সোনা বানিয়ে দিবেন। কিন্তু এর পরেও যদি তাদের মধ্যে কেহই ঈমান না আনে তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যা

ইতোপূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। আর যদি আপনি চান তাহলে তিনি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ বরং তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখুন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا *আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে, ভীত হয়ে কুফরী থেকে ফিরে এসে তাঁর দীনকে আঁকড়ে ধরে।

ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) যুগে কুফায় ভূমিকম্প হয়। তখন তিনি জনগণকে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা চান যে, অনতিবিলম্বে তোমাদের তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।' (তাবারী ১৭/৪৭৮) উমারের (রাঃ) যুগে মাদীনায় কয়েকবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তখন তিনি জনগণকে বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমাদের দ্বারা নতুন কিছু (অন্যায়) সংঘটিত হয়েছে। এর পর যদি তোমাদের দ্বারা এইরূপ কিছু ঘটে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন।' (ইব্‌ন আবী শাইবাহ ২/৪৭৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এগুলিতে কারও মরণ ও জীবনের কারণে গ্রহণ লাগেনা, বরং আল্লাহ তা'আলা এগুলির মাধ্যমে মানুষকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা এরূপ দেখবে তখন আল্লাহর যিক্‌র, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ঝুঁকে পড়বে। হে মুহাম্মাদের উম্মাত! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক লজ্জা ও মর্যাদাবোধ আর কারও নেই যখন বান্দা ও বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী।' (ফাতহুল বারী ২/৬১৫, মুসলিম ২/৬১৮)

৬০। স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রাব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন; আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা	٦٠. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا

কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু এটা তাদের প্রচন্ড অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।	ٱلرُّءۡيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيۡنَٰكَ إِلَّا فِتۡنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلۡمَلۡعُونَةَ فِي ٱلۡقُرۡءَانِۚ وَنُخَوِّفُهُمۡ فَمَا يَزِيدُهُمۡ إِلَّا طُغۡيَٰنًا كَبِيرًا

সবাই আল্লাহর অধীনস্ত, রাসূল প্রেরণ তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীনের দা‘ওয়াতের কাজে উৎসাহিত করছেন এবং তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলছেন যে, সমস্ত লোক তাঁরই ক্ষমতাধীন। তিনি সবারই উপর জয়যুক্ত। সবাই তাঁর অধীনস্ত। অতএব হে নাবী! তোমার রাব্ব তোমাকে এই সব কাফির ও মুশরিক থেকে রক্ষা করবেন।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ *স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রাব্ব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন।* মুজাহিদ (রহঃ), উরওয়াহ ইব্নুয যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তিনি (আল্লাহ) সকল কিছু থেকে তোমাকে সুরক্ষা করেন। (তাবারী ১৭/৪৭৯, ৪৮০)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ আমি তোমাকে যা দেখিয়েছি তা জনগণের জন্য একটা স্পষ্ট পরীক্ষা। এই দেখানো ছিল মি‘রাজের রাতের সাথে সম্পর্কিত, যা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ আর ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত বৃক্ষ দ্বারা ‘যাক্কুম’ বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৫০, আহমাদ ১/২২১, আবদুর রায্যাক ২/৩৮০) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ), মাশরুক (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকের হতে বর্ণিত আছে যে, এই দেখানো ছিল যা মি‘রাজের রাতে হয়েছিল। মি‘রাজের হাদীসগুলি

খুবই বিস্তারিতভাবে এই সূরার শুরুতে আমরা বর্ণনা করেছি। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের ঘটনা শুনে বহু মুসলিম ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে যায় এবং সত্য হতে ফিরে যায়। কেননা তাদের জ্ঞান এটা মেনে নিতে পারেনি। তাই তাঁরা অজ্ঞতা বশতঃ এটাকে মিথ্যা মনে করে এবং দীনকে ত্যাগ করে। অপরপক্ষে যাদের ঈমান ছিল পূর্ণ, তাদের ঈমান এতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনাকে জনগণের পরীক্ষার একটা মাধ্যম করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খবর দেন এবং কুরআনুল কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, জাহান্নামীদের যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ানো হবে, আর তিনি স্বয়ং ঐ গাছ দেখে এসেছেন, তখন অভিশপ্ত আবূ জাহল বিদ্রুপের ছলে বলেছিল ঃ 'খেজুর ও মাখন নিয়ে এসো। এরপর ঐ দু'টি মিশ্রিত করে খাচ্ছিল আর বলছিল ঃ এ দুটোকে মিশ্রিত করে খেয়ে নাও। এটাই যাক্কুম। এটা ছাড়া অন্য কিছুকে যাককুম বলে মনে করিনা। সুতরাং এই খাদ্যে ভয় পাওয়ার কি আছে?' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যানদের থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মি'রাজের রাতের ব্যাপারে যারাই বর্ণনা করেছেন তারাই যাককুম বৃক্ষ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। (তাবারী ১৭/৪৮৪-৪৮৬) যেমন ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মাসরূক (রহঃ), আবূ মালিক (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا আমি কাফিরকে শাস্তি ইত্যাদি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করছি। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা ও বেঈমানীতে বেড়েই চলেছে।

৬১। স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাকে বললাম ঃ আদমের প্রতি সাজদাহবনত হও; তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহবনত হল; সে বলল ঃ আমি কি তাকে সাজদাহ করব যাকে আপনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন?	٦١. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

৬২। সে আরও বলল ঃ লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব।	٦٢. قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا

আদম (আঃ) ও ইবলীসের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলছেন ঃ 'দেখ, এই শাইতান তোমাদের পিতা আদমের প্রকাশ্য শত্রু ছিল। তার সন্তানেরা অনুরূপভাবে বরাবরই তোমাদের শত্রু। সাজদাহর নির্দেশ শুনে সমস্ত মালাক/ফেরেশতা বিনা বাক্য ব্যয়ে আদমের (আঃ) সামনে মাথা নত করে। কিন্তু ইবলীস গর্ব প্রকাশ করে এবং তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞানে সাজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানায়।' সে বলল ঃ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তার সামনে আমার মাথা নত হবে এটা অসম্ভব। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২) অতঃপর সে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সামনে স্পর্ধা দেখিয়ে বলে ঃ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَـٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ *সে আরও বলল ঃ লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন।* আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আচ্ছা, আপনি যে আদমকে (আঃ) আমার উপর মর্যাদা দান করলেন তাতে কি হল? জেনে রাখুন যে, আমি তার সন্তানদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ব। আমি তাদের সকলকে ঘিরে রাখব। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তাদের সকলকে বেষ্টন করে রাখব। ইব্ন

যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ আমি তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করব। (তাবারী ১৭/৪৮৯) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাদের সকলের ব্যাখ্যার মূল কথা একই। তা হচ্ছে, আপনি যাকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মানীত করলেন, আপনি আমাকে অবকাশ দিলে আমি তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র কিছু লোক ব্যতীত সকলকে বিপথে পরিচালিত করব। অল্প কিছু লোক আমার ফাঁদ থেকে ছুটে যাবে বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই আমি ধ্বংস করব।

৬৩। (আল্লাহ) বললেন ঃ যা, জাহান্নামই তোর সম্যক শাস্তি এবং তাদের, যারা তোর অনুসরণ করবে।	٦٣. قَالَ ٱذۡهَبۡ فَمَن تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمۡ جَزَآءً مَّوۡفُورًا
৬৪। তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।	٦٤. وَٱسۡتَفۡزِزۡ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُم بِصَوۡتِكَ وَأَجۡلِبۡ عَلَيۡهِم بِخَيۡلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِ وَعِدۡهُمۡۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا
৬৫। আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট।	٦٥. إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

আল্লাহ তা'আলার কাছে ইবলীস অবকাশ চায়, তিনি তা মঞ্জুর করেন। ইরশাদ হয় ঃ

فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ. إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেয়া হল। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮০-৮১)

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ তোর ও তোর অনুসারীদের দুষ্কার্যের প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম, যা পূর্ণ শাস্তি। وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ *তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচ্যূত কর।* তোর আহ্বান দ্বারা তুই যাকে পারিস বিভ্রান্ত কর অর্থাৎ গান, তামাশা দ্বারা তাদেরকে বিপথগামী করতে থাক। যে শব্দ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার দিকে আহ্বান করে সেটাই শাইতানী শব্দ। অনুরূপভাবে তুই তোর পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা যার উপর পারিস আক্রমণ চালাতে থাক। وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ হে শাইতান! তোর সাধ্যমত তুই তাদের উপর তোর আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রয়োগ কর। এটা হল *'আমরে কদ্‌রী'*, নির্দেশ সূচক 'আমর' নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৩)

শাইতানদের অভ্যাস এটাই যে, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে থাকে। তাদেরকে পাপ কাজে উৎসাহিত করে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার কাজে যে ব্যক্তি সওয়ারীর উপর চলে বা পদব্রজে চলে সে শাইতানের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। (তাবারী ১৭/৪৯১, ৪৯২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এরূপ দলে মানবও রয়েছে এবং দানবও রয়েছে যারা শাইতানের অনুগত। (তাবারী ১৭/৪৯১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ হে ইবলীস! তুই তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতেও শরীক থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে তুই তাদেরকে তাদের সম্পদ আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে খরচ

করাতে থাক। যেমন তারা সুদ খাবে, হারাম উপায়ে সম্পদ জমা করবে এবং হারাম কাজে তা ব্যয় করবে। আর সন্তান সন্ততিতে তাঁর শরীক হওয়ার অর্থ হল ঃ যেমন ব্যভিচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হওয়া, বাল্যকালে অজ্ঞতা বশতঃ মাতা-পিতারা তাদের সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা, তাদের ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মাজূসী ইত্যাদি বানিয়ে দেয়া, সন্তানদের নাম আবদুল হারিস, আবদুশ-শামস, আবদে ফুলান (অমুকের দাস) ইত্যাদি রাখা। মোট কথা, যে কোনভাবে শাইতানকে তার সঙ্গী করে নিল। এটাই হচ্ছে সন্তান-সন্ততিতে শাইতানের শরীক হওয়া।

وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ *এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা।* যদিও এ আয়াতে শুধুমাত্র সম্পদ ও সন্তানদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ আরও ব্যাপক, এ দু'টি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী যদি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয় এবং নিজের খেয়াল-খুশি অথবা অন্যের দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করা হয় তাহলে তা'ই হবে শাইতানকে ঐ কাজে শরীক করে নেয়া।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 'আমি আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ একাত্মবাদী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শাইতান এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং হালাল জিনিসগুলিকে তারা হারাম বানিয়ে নেয়। (মুসলিম ৪/২১৯৭)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেহ যখন তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন যেন সে পাঠ করে ঃ

اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাও এবং আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শাইতান থেকে রক্ষা কর। এর ফলে যদি কোন সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে টিকে যায়, তাহলে শাইতান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৭৬, মুসলিম ২/১০৫৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا হে শাইতান! যা, তুই তাদেরকে মিথ্যা ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতে থাক। কিয়ামাতের দিন এই শাইতান তার অনুসারীদেরকে বলবে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২২) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً আমার মু'মিন বান্দারা আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। আমি তাদেরকে বিতাড়িত শাইতান হতে রক্ষা করতে থাকব। আল্লাহর কর্মবিধান, তাঁর হিফাযাত, তাঁর সাহায্য এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য যথেষ্ট।

৬৬। তোমাদের রাব্ব তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।	٦٦. رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

নৌযান আল্লাহর দয়ার একটি উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা নিজের ইহ্সান ও অনুগ্রহের কথা বলছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের সুবিধার্থে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করার জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেছেন। তাঁর ফাযল ও কারম এবং স্নেহ ও দয়ার এটাও একটি নিদর্শন যে, তাঁর বান্দারা বহু দূর দেশে যাতায়াত করতে পারছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছে। তিনি বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا *তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।* তিনি তোমাদের জন্য এসব নি'আমাতের ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের প্রতি তাঁর অশেষ দয়া ও রাহমাতের কারণে।

৬৭। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।	٦٧. وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ كَفُورًا

বিপদের সময় কাফিরেরা একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেন ঃ বান্দা বিপদের সময় আন্তরিকতার সাথে তাদের রবের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনুনয় বিনয় করে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ *সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়।* কিন্তু যখনই মহান আল্লাহ তাদেরকে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখনই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মাক্কা বিজয়ের সময় যখন আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমাহ (রাঃ) আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়েন এবং একটি নৌকায় আরোহণ করেন। তখন ঘটনাক্রমে সমুদ্রে ঝড় তুফান শুরু হয়। ঐ সময় ঐ নৌকায় যত কাফির ছিল তারা একে অপরকে বলতে থাকে ঃ 'এই সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ কোনই উপকার করতে পারবেনা। সুতরাং এসো, আমরা তাঁকেই ডাকি।' তৎক্ষণাৎ ইকরিমাহর (রাঃ) মনে খেয়াল জাগলো যে, সমুদ্রে যখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেহ উপকার করতে পারেননা, তখন এটা স্পষ্ট কথা যে, স্থলেও একমাত্র আল্লাহই উপকারে লাগবেন, আর কেহ উপকার করতে সক্ষম নয়। তখন তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যদি আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমি

সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে হাতে হাত দিব। নিশ্চয়ই তিনি আমার উপর দয়া করবেন।’ অতঃপর ঝড় থেমে গেলে তিনি সমুদ্র তীরে নেমে যান এবং তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ইসলামের একজন বড় অনুসারী রূপে খ্যাতি লাভ করেন। (হাকিম ৩/২৪১) আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ কিন্তু যখনই আল্লাহ ঐ বিপদ সরিয়ে দেন তখনই তোমরা আল্লাহর পথ থেকে সরে গিয়ে আবার অন্যদের কাছে প্রার্থনা শুরু কর। তখন তোমরা সমুদ্রের বিপদের সময় যে একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহকে ডেকেছিলে তা ভুলে যাও। وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا সত্যি মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ যে, সে আল্লাহর নি‘আমাতরাশির কথা ভুলে যায়, এমন কি অস্বীকার করে বসে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা‘আলা যাকে বাঁচিয়ে নেন ও ভাল হওয়ার তাওফীক দান করেন সে ভাল হয়ে যায়।

৬৮। তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা।	٦٨. أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا

যমীনেও আল্লাহর দেয়া বিপদ পতিত হয়

বিশ্ব-রাব্ব আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বলছেন ঃ তোমরা কি মনে কর, যে আল্লাহ তোমাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতেন তিনি কি তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম নন? অথবা পাথর বর্ষণ করে শাস্তি দিতে? নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَـٰهُم بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا

আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে, আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৩৪-৩৫)

وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল (বর্ষিত হচ্ছিল)। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮২)

ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে? অথবা তোমরা নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী! (সূরা মূল্ক, ৬৭ ঃ ১৬-১৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً ঐ সময় তোমরা পাবেনা কোন সাহায্যকারী, বন্ধু, কর্মবিধায়ক এবং রক্ষক।

৬৯। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেননা এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝটিকা পাঠাবেননা এবং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেননা? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবেনা।	٦٩. أَمۡ أَمِنتُمۡ أَن يُعِيدَكُمۡ فِيهِ تَارَةً أُخۡرَىٰ فَيُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ قَاصِفٗا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغۡرِقَكُم بِمَا كَفَرۡتُمۡ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمۡ عَلَيۡنَا بِهِۦ تَبِيعٗا

আল্লাহ তোমাদেরকে আবারও সমুদ্রে পাঠাতে পারেন

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকারকারীর দল! সমুদ্রে তোমরা আমার তাওহীদের স্বীকারোক্তি করে পার হয়ে এসেছ। এসেই আবার অস্বীকার করতে শুরু করেছ। তাহলে এটা কি হতে পারেনা যে, তোমরা পুনরায় সামুদ্রিক সফর করবে এবং আবার প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত হয়ে তোমাদের নৌকার মাস্তুল ভেঙ্গে দিবে এবং নৌকাকে উল্টে দিবে এবং তোমরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে? فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا আর এভাবে তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ করবে! এরপর তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেনা। আর তোমরা এমন কেহকেও পাবেনা যারা তোমাদের জন্য আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আমার পশ্চাদ্ধাবনের ক্ষমতা কারও নেই।

৭০। আমিতো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; আর তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।	٧٠. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

উত্তম এবং আদর্শবান লোকদের বর্ণনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আদম সন্তানকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী করে সবার উপরে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

আমিতো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। (সূরা তীন, ৯৫ ঃ ৪) তিনি মানব জাতিকে দুই পায়ে হাটা-চলা করা এবং দুই হাতে খাবার তৈরী করে পাক-পবিত্র খাদ্য আহার করার ব্যবস্থা করেছেন। পক্ষান্তরে বেশির ভাগ প্রাণী চার পায়ে হাটে এবং খাদ্যদ্রব্য পরিস্কার করার সুযোগ না পেয়ে মুখের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করছে। তিনি মানুষকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং ভাল-মন্দ বুঝার জন্য একটি হৃদয় দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা তারা ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছে এবং এর ফলে দুনিয়ায় এবং আখিরাতের দীনী ও অন্যান্য কাজে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিভিন্ন বাহনের ব্যবস্থা করেছেন যার ফলে অতি সহজে ও দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে ব্যবসা-বানিজ্য ও অন্যান্য আয়ের তথা জীবিকার অন্বেষনে অনেক পথ পাড়ি দিতে পারছে। তাদের জন্য স্থলপথে রয়েছে ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি এবং নৌপথে যাতায়াতের জন্য রয়েছে ছোট-বড় বিভিন্ন নৌযান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আমি তাদের জন্য উৎপন্ন করি উত্তম জীবনোপকরণ। অর্থাৎ মানুষের খাদ্য হিসাবে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ফল, গোশত, দুধ ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ সবের এক একটির রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ, বর্ণ ও সুগন্ধ। তাদের পরিধানের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র। ওর কোনটি মোটা, কোনটি সূক্ষ্ম। এসব বস্ত্র তারা নিজেরা তৈরী করে অথবা অন্য এলাকা থেকে তাদের জন্য তৈরী করে নিয়ে আসা হয়।

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً তাদেরকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা যেন আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এ আয়াতটি এটাই প্রকাশ করছে যে, মানব জাতিকে মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও সম্মানিত করা হয়েছে।

৭১। স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ	٧١. يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ

بِإِمَـٰمِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَـٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا	**আহ্বান করব; যাদেরকে ডান হাতে 'আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের 'আমলনামা পাঠ করবে (আনন্দের সাথে) এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুল্‌ম করা হবেনা।**
٧٢. وَمَن كَانَ فِى هَـٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا	**৭২। যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।**

কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নেতার নামসহ আহ্বান করা হবে

এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য নাবী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতকে কিয়ামাতের দিন তাদের নাবীসহ ডাকা হবে।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষীর উক্তি রয়েছে যে, এতে আহলে হাদীসের খুবই বড় মর্যাদা রয়েছে। কেননা তাঁদের ইমাম হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা তাদের শারীয়াতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই তাফসীরকে খুবই পছন্দ করেছেন। ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কিতাব।

আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সম্ভবতঃ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর আহ্‌কামের কিতাব অথবা আমলনামা। (তাবারী ১৭/৫০২) আবুল 'আলিয়া (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এটাই বলেছেন। (তাবারী ১৭/৫০২, ৫০৩) আর এটাই বেশী প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ

আমি প্রত্যেক বিষয়কে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ১২) অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَـٰبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ২৮-২৯) এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এই তাফসীর প্রথম তাফসীরের বিপরীত নয় যে, একদিকে আমলনামা হাতে বান্দাদের বিচার হতে থাকবে এবং অপর দিকে স্বয়ং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সামনে বিদ্যমান থাকবেন। কিন্তু এখানে ইমাম দ্বারা আমলনামাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ *স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব; যাদেরকে ডান হাতে 'আমলনামা দেয়া হবে তারা তাদের 'আমলনামা পাঠ করবে।* তারা যে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় উত্তম আমল করেছে তারই প্রতিদান হিসাবে যখন তাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তখনই তারা তাদের জান্নাত প্রাপ্তির খবরের ব্যাপারে আশংকামুক্ত হবে এবং আল্লাহর এমন বিশেষ অনুগ্রহের কথা আমলনামা থেকে পাঠ করতে থাকবে। মহান

আল্লাহর এমন দয়া ও করুণায় তারা হবে আনন্দে উৎফুল্লিত। এ জন্যই এরপরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَـٰبِيَهْ. إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَـٰبِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَـٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ. مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَـٰنِيَهْ

তখন যাকে তার 'আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ নাও, আমার 'আমলনামা পাঠ করে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুমহান জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। কিন্তু যার 'আমলনামা তার বাম হস্তে দেয়া হবে সে বলবে ঃ 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার 'আমলনামা! এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এলোনা। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৯-২৯)

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً *এবং তাদের উপর 'ফাতিল' পরিমাণও যুল্ম করা হবেনা।* আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, খেজুরের বিচির ফাঁকা অংশে যে সাদা সূতার মত দেখতে পাওয়া যায় তাকে *'ফাতিল'* বলে।

হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন ঃ 'একটি লোককে ডেকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। তখন তার দেহ সুগঠিত হবে, চোহারা উজ্জ্বল হবে এবং মাথায় উজ্জ্বল হীরার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। সে তার দলীয় লোকদের দিকে এগিয়ে যাবে। তারা দূর থেকে তাকে ঐ অবস্থায় আসতে দেখে সবাই আকাংখা করে বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আসতে দিন। আমাদেরকেও এটা দান করুন এবং আমাদেরকেও এরূপ প্রতিদান দিয়ে দয়া করুন।' ঐ লোকটি তাদের কাছে এসে বলবে ঃ 'তোমরা আনন্দিত হও।

তোমাদের প্রত্যেককেও এটা দেয়া হবে।' কিন্তু কাফিরের চেহারা কালো ও মলিন হয়ে যাবে এবং তার দেহও বৃদ্ধি পাবে। তাকে দেখে তার সঙ্গীরা বলবে ঃ 'আমরা তার থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তার দুষ্কৃতি থেকে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে আনবেননা।' ইতোমধ্যে সে সেখানে চলে আসবে। তারা তখন তাকে বলবে ঃ 'আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন!' সে জবাবে তাদেরকে বলবে ঃ 'তোমাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন! এটা আল্লাহর মার। এটা তোমাদের সবারই জন্য অবধারিত রয়েছে।' আল বায্যার (রহঃ) বলেন যে, এ বর্ণনাটি শুধু এই একটি ধারা থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (মাওয়ারিদ আল যামান ২৫৮৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ এই দুনিয়ায় যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ হতে, তাঁর কিতাব হতে এবং তাঁর হিদায়াতের পথ হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছে, পরকালে প্রকৃতপক্ষেই তারা অন্ধ হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট হবে। আমরা এর থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তাবারী ১৭/৫০৪, ৫০৫)

৭৩। আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তোমার পদস্খলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর। সফলকাম হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করত।	٧٣. وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلاً
৭৪। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে।	٧٤. وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلاً
৭৫। তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে	٧٥. إِذًا لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ

ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতেনা।	ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

বিধর্মীদের দাবী ছিল যে, রাসূল (সাঃ) নিজে অহীর পরিবর্তন করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা চক্রান্তকারী ও পাপীদের চালাকি ও চক্রান্ত হতে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বদা রক্ষা করেছেন। তাঁকে তিনি রেখেছেন নিষ্পাপ ও স্থির। তিনি নিজেই তাঁর সাহায্যকারী ও অভিভাবক রয়েছেন। সদা সর্বদা তিনি তাঁকে নিজের হিফাযাতে ও তত্ত্বাবধানে রেখেছেন। তিনি তাঁর দীনকে দুনিয়ার সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত রেখেছেন। তাঁর শত্রুদের উঁচু বক্র বাসনাকে নীচু করে দিয়েছেন। পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর কালেমাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এই দু’টি আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন। আমীন!

৭৬। তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত।	٧٦. وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا
৭৭। আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন	٧٧. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ

লِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً	**পরিবর্তন দেখতে পাবেনা।**

১৭ ঃ ৭৬-৭৭ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ

কুরাইশ কাফিরেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা থেকে বিতারিত করতে চেয়েছিল সেই বিষয়ের উল্লেখ করে মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আল্লাহ সুবহানাহু কাফিরদেরকে হুশিয়ার করে বলছেন যে, তারা যদি তাঁর রাসূলকে মাক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এর পর তাদেরকেও আর বেশি দিন ওখানে বসবাস করার সুযোগ দেয়া হবেনা। বাস্তবেও হয়েছিল তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত করার কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের উপর আল্লাহর বিভিন্ন রকমের শাস্তি আপতিত হয় এবং সফল পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। মাত্র দেড় বছর পরেই বিনা প্রস্তুতি ও বিনা ঘোষণায়ই আকস্মিকভাবে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে কাফিরদের ও কুফরীর মাজা ভেঙ্গে পড়ে। তাদের গন্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত হয়। তাদের শান শওকত মাটির সাথে মিশে যায়। তাদের বড় বড় নেতারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ বন্দী হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا এই অভ্যাস প্রথম যুগ থেকেই চলে আসছে। পূর্ববর্তী রাসূলদের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল যে, কাফিরেরা যখন তাঁদেরকে ত্যক্ত বিরক্ত করে এবং দেশান্তর করে তখন তারাও রক্ষা পায়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেন। তবে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন রাহমাত ও করুণার রাসূল, ফলে কোন সাধারণ আসমানী আযাব ঐ কাফিরদের উপর আসেনি। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ

(হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৩)

٧٨. أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ	**৭৮। সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার**

পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ।	ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ ۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودًا
৭৯। আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।	٧٩. وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحۡمُودًا

নির্দিষ্ট ওয়াক্তে যথা সময়ে সালাত আদায় করার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা সালাতের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সকল সালাতই যেন নির্দিষ্ট ওয়াক্তে (যথা সময়ে) আদায় করা হয়। أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ *(সূর্য হেলে পড়ার পর সালাত কায়েম করবে)* হুশাইম (রহঃ) মুগিরাহ (রহঃ) হতে, তিনি শা'বী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, *'দুলুক'* (دُلُوْك) শব্দের অর্থ হচ্ছে মাথার উপর সোজাসুজি আকাশের অংশ। (তাবারী ১৭/৫১৪) নাফিও (রহঃ) এটি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম মালিক (রহঃ) তার তাফসীরে যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে একই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আবূ বারযাহ আসলামী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ জাফর আল বাকীর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫১৫, ৫১৬) **دلوك** শব্দ দ্বারা সূর্য অস্তমিত হওয়া বা হেলে পড়া উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে বুঝা হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সময়েরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ *সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের*

ঘন অন্ধকার পর্যন্ত। غَسَقَ এর অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। যারা বলেন যে, دُلُوْك এর অর্থ হচ্ছে সূর্য অস্তমিত হওয়া তাঁদের মতে এতে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাতের বর্ণনা আছে। আর ফাজরের বর্ণনা রয়েছে وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ এর মধ্যে। হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের এই ধারাবাহিকতা হতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সময় সাব্যস্ত আছে এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, মুসলিমরা এখন পর্যন্ত এর উপরই রয়েছে। প্রত্যেক পরবর্তী যুগের লোক পূর্ববর্তী যুগের লোকদের হতে বরাবরই এটা গ্রহণ করে আসছে। যেমন এই মাসআলাগুলির বর্ণনার জায়গায় এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

ফাজ্র এবং আসরের সময় মালাইকা একত্রিত হন

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *(ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ।)* ফাজরের কুরআন পাঠের সময় দিন ও রাতের মালাইকা একত্রিত হন। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ-* এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ যে সকল মালাইকা রাতে অবস্থান করেন এবং যারা দিবসের দায়িত্ব পালন করার জন্য মানুষের কাছে আগমন করেন তারা উভয়ে এই সালাত (ফাজ্র) আদায়ের সাক্ষী থাকেন। (তাবারী ১৭/৫২০)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একাকী সালাত আদায় করার পরিবর্তে জামাআতের সালাতে সাওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। ফাজরের সালাতের সময় দিন ও রাতের মালাইকা একত্রিত হন। এটা বর্ণনা করার পর এই হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা কুরআনের وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ-* এই আয়াতটি পড়ে নাও।' (ফাতহুল বারী ৮/২৫১)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের এবং দিনের কর্তব্যরত মালাইকা এর (সালাত আদায়ের)

সাক্ষী থাকেন। (আহমাদ ২/৪৭৪, তিরমিযী ৮/৫৬৯, নাসাঈ ৬/৩৮১, ইব্ন মাজাহ ১/২২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'রাত ও দিনের মালাক/ফেরেশতা তোমাদের কাছে পর্যায়ক্রমে আসতে রয়েছেন। ফাজর ও আসরের সময় তাঁরা (উভয় দল) একত্রিত হন। তোমাদের মধ্যে মালাইকার যে দলটি রাত অতিবাহিত করেন তারা যখন আকাশে উঠে যান তখন আল্লাহ তা'আলার জানা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ?' তারা উত্তরে বলেন ঃ 'আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেখি যে, তারা সালাত আদায় করছে, ফিরে আসার সময়েও তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায়ই রেখে এসেছি।' (ফাতহুল বারী ২/৪১, মুসলিম ১/৪৩৯)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই প্রহরী মালাইকা ফাজরের সালাতে একত্রিত হন। তারপর একদল আকাশে উঠে যান এবং অপর দল রয়ে যান। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে তাদের তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫২১)

রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করার আদেশ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাহাজ্জুদ সালাতের নির্দেশ দিচ্ছেন। ফার্য সালাতের নির্দেশতো রয়েছেই। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ফার্য সালাতের পরে কোন্ সালাত উত্তম?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ '(রাতের) তাহাজ্জুদ সালাত।' (মুসলিম ২/৮২১) তাহাজ্জুদ বলা হয় রাতে ঘুম থেকে উঠে আদায়কৃত সালাতকে। আলকামাহ (রহঃ), আল আসওয়াদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আরও অনেকেই এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আরাবী অভিধানেও এটা বিদ্যমান রয়েছে। আর বহু হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাসও ছিল এটাই যে, তিনি ঘুম হতে উঠে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এর প্রমাণ মিলে। (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, ৩/৩৯) তবে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, ইশার পরে যে সালাত আদায় করা হয় ওটাই তাহাজ্জুদ সালাত। খুব সম্ভব তাঁর এই উক্তিরও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশার পরে

ঘুমানোর পর জেগে উঠে যে সালাত আদায় করা হয় তা'ই তাহাজ্জুদ সালাত। (তাবারী ১৭/৫২৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ نَافِلَةً لَّكَ হে নাবী! এটা তোমার একটা অতিরিক্ত কর্তব্য। এই বিশেষত্বের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর উম্মাতেরা এটা পালন করলে অতিরিক্ত সালাত হিসাবে তাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (আহমাদ ৫/২৫৫, তাবারী ১৭/৫২৫) এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا হে নাবী! তুমি আমার এই নির্দেশ পালন করলে আমি তোমাকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করব যেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে সমস্ত সৃষ্টজীব তোমার প্রশংসা করবে, আর স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তাও প্রশংসা করবেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ মন্তব্য করেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতের শাফা'আতের জন্য এই মাকামে মাহমূদে যাবেন যাতে সেই দিনের কোন কোন ভয়াবহতা থেকে তিনি তাঁর উম্মাতের মনে শান্তি আনয়ন করতে পারেন। (তাবারী ১৭/৫২৬)

হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত করা হবে, ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা যাবে এবং তাদের সকলকে দেখা যাবে। তারা খালি পায়ে ও নগ্ন দেহে থাকবে যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া কেহ কথা বলতে পারবেনা। বলা হবে ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তিনি উত্তরে বলবেন ঃ আমি আপনার খিদমাতে উপস্থিত হে আমার রাব্ব! সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়। সুপথ প্রাপ্ত সে যাকে আপনি সুপথ দেখিয়েছেন। আপনার দাস আপনার সামনে বিদ্যমান। সে আপনার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং আপনার দিকেই ঝুকে পড়েছে। আপনার দয়া ছাড়া কেহ আপনার পাকড়াও হতে রক্ষা পাবেনা। আপনার দরবার ছাড়া আর কোন আশ্রয় স্থল নেই। আপনি কল্যাণময় ও সমুচ্চ। আপনিই পবিত্র গৃহের (কা'বা) মালিক।' এটাই হল মাকামে মাহমূদ, যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করেছেন। (তাবারী ১৭/৫২৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই স্থানই হচ্ছে শাফাআতের স্থান। (তাবারী

১৭/৫২৭) ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে এবং হাসান বাসরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম যমীন হতে বের হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বপ্রথম শাফা‘আত তিনিই করবেন। (তাবারী ১৭/৫২৮) আহলুল উল্‌ম বলেন যে, এটাই মাকামে মাহ্‌মুদ, যার ওয়াদা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا এ আয়াতে করেছেন। নিঃসন্দেহে কিয়ামাতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন বহু মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে যাতে তাঁর সমকক্ষ কেহ হবেনা। সর্বপ্রথম তাঁরই যমীনের কাবর ফেটে যাবে এবং তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে হাশরের মাইদানের দিকে যাবেন। তাঁর কাছে একটা পতাকা থাকবে যার নীচে আদম (আঃ) থেকে সবাই থাকবেন। তাঁকে হাউজে কাওসার দান করা হবে যার কাছে সবচেয়ে বেশী লোক জমায়েত হবে। শাফা‘আতের জন্য মানুষ আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) কাছে যাবে, কিন্তু তাঁরা সবাই অস্বীকার করবেন এবং তারা প্রত্যেকে বলবেন ঃ আমি এটা করতে সক্ষম হবনা। শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশের জন্য আসবে। তিনি সম্মত হবেন, যেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহে আসছে ইনশাআল্লাহ।

যাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হবে তাদের ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করবেন। অতঃপর তাদেরকে তাঁর সুপারিশের কারণে ফিরিয়ে আনা হবে। সর্বপ্রথম তাঁর উম্মাতেরই ফাইসালা করা হবে। তিনিই নিজের উম্মাতসহ সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবেন। জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই প্রথম সুপারিশকারী, যেমন এটা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসলিম ১/১৮২)

সূর বা শিঙ্গার ফুৎকার দেয়ার হাদীসে আছে যে, মু’মিনরা তাঁরই সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে যাবে। সর্বপ্রথম তিনিই জান্নাতে যাবেন এবং তাঁর উম্মাত অন্যান্য উম্মাতের পূর্বে জান্নাতে যাবে। তাঁর শাফাআতের কারণে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিম্ন স্তরের জান্নাতীরা উচ্চ স্তরের জান্নাত লাভ করবেন। ‘ওয়াসীলা’ এর অধিকারী তিনিই হবেন, যা জান্নাতের সর্বোচ্চ মানযিল। এটা তিনি ছাড়া আর কেহই লাভ করবেনা। এটা সঠিক কথা যে, আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশক্রমে মুসলিম পাপীদের জন্য মালাইকা, নাবীগণ এবং মু’মিন বান্দাগণ শাফাআত করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত অন্য কেহ এত

বেশী লোকের শাফাআত করতে সক্ষম হবেননা এবং তাদের সংখ্যা কত হবে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ হবেনা। (তাবারানী ৩৬)

কিতাবুস্ সীরাতের শেষাংশে বাবুল খাসায়েসে বিস্তারিতভাবে আমি (ইব্‌ন কাসীর) এটি বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এখন মাকামে মাহমূদের ব্যাপারে যে হাদীসসমূহ রয়েছে সেগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাহায্য করুন!

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন মানুষ হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে। প্রত্যেক উম্মাত তাদের নাবীর পিছনে থাকবে। তারা বলবে ঃ 'হে অমুক! আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! শেষ পর্যন্ত শাফাআতের দায়িত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অর্পিত হবে। সুতরাং এটা হচ্ছে ঐ দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' (ফাতহুল বারী ৮/২৫১)

ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সূর্য খুবই নিকটে হবে, এমনকি ঘাম কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ঐ সময় মানুষ সুপারিশের জন্য আদমের (আঃ) নিকট যাবে। তিনি বলবেন ঃ আমি এর উপযুক্ত নই। তারপর তারা মূসার (আঃ) কাছে যাবে। তিনিও উত্তরে বলবেন ঃ 'আমি এর যোগ্য নই।' তারা তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবে। তিনি মাখলূকের শাফাআতের জন্য অগ্রসর হবেন এবং জান্নাতের দরজার পাল্লা ধরে নিবেন। সুতরাং ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দিবেন। (তাবারী ১৭/৫২৯) সহীহ বুখারীতে যাকাত অধ্যায়ে এই রিওয়ায়াতের শেষাংশে এও রয়েছে যে, হাশরের মাইদানের সমস্ত লোক সেই সময় তাঁর প্রশংসা করবে। (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৬)

আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা শাফাআতের অনুমতি দিবেন। তখন রূহুল কুদুস জিবরাঈল (আঃ) দাঁড়িয়ে যাবেন। তারপর দাঁড়াবেন আল্লাহর নিকটতম বন্ধু ইবরাহীম (আঃ), তারপর মূসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)। আবুয যারা (রাঃ) বলেন ঃ আমার মনে নেই যে, এদের দু'জনের কার নাম আগে বলা হয়েছে। এরপর তোমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে যাবেন এবং শাফাআত করবেন। তাঁর চেয়ে বেশী

আর কারও দ্বারা শাফাআত হবেনা। এটাই হল মাকামে মাহমূদ, যার বর্ণনা عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا এই আয়াতে রয়েছে। (আবূ দাউদ ৫১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা কিছু গোশত আনা হয়। তিনি কাঁধের গোশত খুবই পছন্দ করতেন বলে ঐ গোশত থেকে তিনি তা তুলে নিয়ে এক লোকমা মুখে দিয়ে বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষের নেতা আমিই হব। তোমরা কি জান এর কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাঠে জমা করবেন এবং তাদের সবাইকে দেখা যাবে। সূর্য খুবই নিকটে আসবে এবং মানুষ এত কঠিন দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বে যে, তা সহ্য করার মত নয়। ঐ সময় তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করছনা? চল, কেহকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য বলি। এভাবে পরামর্শে একমত হয়ে তারা আদমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে ঃ 'আপনি সমস্ত মানুষের পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে নিজের রূহ্ ফুঁকে দিয়েছে। আর মালাইকাকে হুকুম দিয়ে আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন। আপনি কি আমাদের দুরাবস্থা দেখছেননা? আপনি আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট শাফা'আত করুন।' আদম (আঃ) উত্তরে বলবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব এত রাগান্বিত রয়েছেন যে, এর পূর্বে তিনি কখনও এত রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এত রাগান্বিত হবেননা। তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারা তাঁর অবাধ্যাচরণ হয়ে গেছে। আমি আজ নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল রয়েছি। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা নূহের (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন নূহের (আঃ) কাছে যাবে এবং বলবে ঃ 'হে নূহ (আঃ)! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীর কাছে সর্বপ্রথম রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য রবের কাছে শাফা'আত করুন! আমরা কি ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!' নূহ্ (আঃ) জবাবে বলবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব এত ক্রোধান্বিত রয়েছেন যে, ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত

হননি এবং এর পরেও এত বেশী ক্রোধান্বিত হবেননা। আমার জন্য একটি প্রার্থনা ছিল যা আমি আমার কাওমের বিরুদ্ধে করেছিলাম। আজতো আমি নিজেই নাফসী! নাফসী! করতে রয়েছি। তোমরা অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন ইবরাহীমের (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে ঃ 'দুনিয়াবাসীর মধ্যে আপনি আল্লাহর নাবী ও তাঁর বন্ধু। আপনি কি আমাদের এই দুরাবস্থা দেখছেননা?' ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে বলবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব ভীষণ রাগান্বিত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও কখনও এত বেশী রাগান্বিত হবেননা।' তারপর তাঁর মিথ্যা কথা বলা স্মরণ হবে এবং তিনি নাফ্সী! নাফ্সী! করতে শুরু করবেন এবং বলবেন ঃ 'তোমরা মূসার (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন মূসার (আঃ) কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে ঃ 'হে মূসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি আপনার সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের রবের কাছে গিয়ে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! দেখছেনতো আমরা কি দুরাবস্থায় রয়েছি!' তিনি জবাব দিবেন ঃ 'আজ আমার রাব্ব কঠিন রাগান্বিত হয়ে রয়েছেন। ইতোপূর্বে কখনও তিনি এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও হবেননা। আমি একবার তাঁর বিনা হুকুমে একটি লোককে মেরে ফেলেছিলাম যার ব্যাপারে আমাকে আদেশ করা হয়নি। অতএব আমি আজ নিজের চিন্তায়ই ব্যাকুল রয়েছি। সুতরাং তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও এবং অন্য কারও কাছে যাও। তোমরা বরং ঈসার (আঃ) কাছে যাও।'

তারা তখন বলবে ঃ 'হে ঈসা (আঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর কালেমা এবং তাঁর রূহ! যা তিনি মারইয়ামের (আঃ) প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। শৈশবে দোলনায়ই আপনি কথা বলেছিলেন। আপনি আমাদের জন্য রবের নিকট সুপারিশ করুন! আমরা যে কত উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!' ঈসা (আঃ) উত্তরে বলবেন ঃ 'আমার রাব্ব আজ খুবই রাগান্বিত রয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি কখনও এত বেশী রাগান্বিত হননি এবং এরপরে আর কখনও এত বেশী ক্রোধান্বিত হবেননা। তিনিও নাফ্সী! নাফ্সী করতে থাকবেন। কিন্তু তিনি নিজের কোন পাপের কথা উল্লেখ করবেননা। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলবেন ঃ 'তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যাও।'

তারা তখন আমার কাছে আসবে এবং বলবে ঃ 'আপনি সর্বশেষ নাবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য শাফা'আত করুন! আমরা যে কি কঠিন বিপদের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছি তাতো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন!' আমি তখন দাঁড়িয়ে যাব এবং আরশের নীচে এসে আমার মহামহিমান্বিত রবের সামনে সাজদাহয় পড়ে যাব। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের ঐ সব শব্দ খুলে দিবেন যা আমার পূর্বে আর কারও কাছে খুলেননি। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ 'হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উত্তোলন কর। চাও, তোমাকে দেয়া হবে এবং শাফা'আত কর, কবূল করা হবে।' আমি তখন সাজদাহ হতে আমার মাথা উত্তোলন করব এবং বলব ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাত (এর কি অবস্থা হবে) হে আমার রাব্ব! আমার উম্মাত (এর কি অবস্থা হবে!), হে আল্লাহ! আমার উম্মাত (কে রক্ষা করুন)! তখন তিনি আমাকে বলবেন ঃ 'যাও তোমার উম্মাতের ঐ লোকদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও যাদের কোন হিসাব নেই। তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে পৌঁছে দাও। এরপর অন্যান্য সব দরজা দিয়ে তারা অন্যান্য উম্মাতের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! জান্নাতের দু'টি তোরণের মধ্যে এত দূর ব্যবধান রয়েছে যতদূর ব্যবধান রয়েছে মাক্কা ও 'হাযারের' মধ্যে অথবা মাক্কা ও বসরার মধ্যে।' (আহমাদ ২/৪৩৫, বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৮৯৪)

৮০। বল ঃ হে আমার রাব্ব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষজনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষ-জনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।	٨٠. وَقُل رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا
৮১। আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে;	٨١. وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ

ٱلْبَـٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا	মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।

হিজরাত করার আদেশ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁর প্রতি হিজরাতের হুকুম হয় এবং নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا *বল ঃ হে আমার রাব্ব! যেখানে গমন শুভ ও সন্তোষ-জনক আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যেখান হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।* (আহমাদ ১/২২৩, তিরমিযী ৮/৫৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ মাক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার অথবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার কিংবা বন্দী করার পরামর্শ করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা মাক্কাবাসীকে তাদের দুষ্কার্যের স্বাদ গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন এবং স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। এই আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। (তাবারী ১৭/৫৩৩)

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ এর ভাবার্থ হচ্ছে মাক্কা হতে বের হওয়া ও মাদীনায় প্রবেশ করা। এই উক্তিটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। (আহমাদ ১/২২৩) আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৩৪) এরপর আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا *এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।* হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই প্রার্থনার কারণে আল্লাহ তা‘আলা পারস্য ও রোম দেশ বিজয় এবং ওদের শাসনভার তাঁর উপর প্রদানের ওয়াদা করেন।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ এটাতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, বিজয় লাভ ছাড়া দীনের প্রচার, প্রসার এবং পূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। এ জন্যই তিনি মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় কামনা করেছিলেন যাতে তিনি আল্লাহর কিতাব, তাঁর হুদুদ, শারীয়াতের কর্তব্যসমূহ এবং দীনের প্রতিষ্ঠা চালু করতে পারেন। এই বিজয় দানও আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ রাহমাত। এটা না হলে সবল দুর্বলকে আক্রমন করত এবং একে অপরকে গ্রাস করে ফেলত। (তাবারী ১৭/৫৩৬) সত্যের সাথে বিজয় ও শক্তিও যরুরী, যাতে সত্যের বিরোধীরা জব্দ থাকে এবং তাদের আচরণ স্তব্ধ করা যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা লোহা অবতীর্ণ করার অনুগ্রহকে কুরআনুল কারীমে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ

আমি লৌহও দিয়েছি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫)

কুরাইশ কাফিরদের প্রতি হুশিয়ারী

এরপর কুরাইশ কাফিরদের সতর্ক করা হচ্ছে ঃ وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের আগমন ঘটেছে যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কুরআন, ঈমান এবং লাভজনক সত্য ইল্‌ম আল্লাহর পক্ষ হতে এসে গেছে এবং কুফরী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়েছে। ওটা সত্যের মুকাবিলায় হাত-পাহীন দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে।

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৮)

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাক্কায় (বিজয়ী বেশে) প্রবেশ করেন সেই সময় বাইতুল্লাহর চারিদিকে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা ওগুলিকে আঘাত করছিলেন এবং মুখে নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করছিলেন।

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا *সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।*

جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَـٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ

সত্যের আগমন ঘটেছে এবং মিথ্যা বিদূরিত হয়েছে, মিথ্যা বিদূরিত হয়েই থাকে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৯) (ফাতহুল বারী ৮/২৫২)

৮২। আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।	٨٢. وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

কুরআন হল প্রতিষেধক এবং করুণা

যে কিতাবে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই, মহান আল্লাহ তাঁর সেই কিতাব সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন ঈমানদারদের অন্তরের রোগসমূহের জন্য উপশম স্বরূপ। সন্দেহ, কপটতা, শির্ক, বক্রতা, মিথ্যার সংযোগ ইত্যাদি সব কিছু এর মাধ্যমে বিদূরিত হয়। ঈমান, হিকমাত, কল্যাণ, করুণা, সৎকাজের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি এর দ্বারা লাভ করা যায়। যে কেহই এর উপর ঈমান আনবে, একে সত্য মনে করে এর অনুসরণ করবে, এ কুরআন তাকে আল্লাহর রাহমাতের ছায়াতলে দাঁড় করিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে যে অত্যাচারী হবে এবং একে অস্বীকার করবে সে আল্লাহর রাহমাত থেকে দূরে সরে পড়বে। কুরআন পাঠ শুনে তার কুফরী আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং এই বিপদ স্বয়ং কাফিরের পক্ষ থেকে তার কুফরীর কারণেই ঘটে থাকে, কুরআনের পক্ষ থেকে নয়। এতো সরাসরি রাহমাত ও প্রশান্তি। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য

অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪-১২৫) এ বিষয়ে আরও আয়াত রয়েছে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ *আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া।* কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ মু'মিন এই পবিত্র কিতাব শুনে উপকার লাভ করে। সে একে মুখস্থ করে এবং মনে গেঁথে রাখে। وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا আর অবিশ্বাসী কাফির এর দ্বারা কোন উপকারও পায়না, একে মুখস্থও করেনা, এর রক্ষণাবেক্ষণও করেনা। আল্লাহ একে উপশম ও রাহমাত বানিয়েছেন শুধু মাত্র মু'মিনদের জন্য।

৮৩। যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।	٨٣. وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا
৮৪। বল ঃ প্রত্যেকে তার নিজ নিজ রীতি অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তোমার রাব্ব ভাল	٨٤. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ

شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا	করে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।

অকৃতজ্ঞেরা সুখের সময় আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে এবং বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে

ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে মানুষের যে অভ্যাস রয়েছে, কুরআনুল হাকীমের এই আয়াতে তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মানুষের অভ্যাস এই যে, সে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ, দৈহিক সুস্থতা, বিজয়, জীবিকা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, স্বচ্ছলতা এবং সুখ শান্তি লাভ করলেই আল্লাহর আনুগত্যতা ও ইবাদাত করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহ হতে দূরে সরে পড়ে। দেখে মনে হয় যেন সে কখনও বিপদে পড়েনি বা পড়বেওনা। এর অনুরূপ একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ

অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২)

فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭)

كَانَ يَؤُوسًا যখন তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, সে আর কখনও কল্যাণ, মুক্তি ও সুখ-শান্তি লাভ করবেইনা। কুরআনুল হাকীমের অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ

وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ

لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

আর যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, অতঃপর তা তার হতে ছিনিয়ে নিই তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি তাকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করার পর আমি তাকে নি'আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে বলতে শুরু করে ঃ আমার সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে। কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯-১১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এতে মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২১)

فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً তারা যে নীতির উপর কাজ করে যাচ্ছে এবং ওটাকেই সঠিক মনে করছে, কিন্তু ওটা যে সঠিক পন্থা নয় তা তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে জানতে পারবে, যেদিন প্রত্যেককে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে এবং কোন কিছুই আর গোপন থাকবেনা।

٨٥. وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً	**৮৫। তোমাকে তারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল ঃ রূহ্ আমার রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।**

‘রূহ’ কী

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার ফসলী ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলছিলেন। তাঁর হাতে একটি খেজুর গাছের লাঠি ছিল। আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। ইয়াহুদীদের একটি দল তাঁকে দেখে পরস্পর বলাবলি করে ঃ ‘এসো, আমরা তাঁকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করি।’ কেহ কেহ বলল ঃ ‘এতে আমাদের কি লাভ?’ আবার কেহ কেহ বলল ঃ ‘তিনি হয়ত এমন উত্তর দিবেন যা তোমরা পছন্দ করবেনা। সুতরাং যেতে দাও, প্রশ্ন করার দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এসে প্রশ্ন করেই বসলো। তারা রূহ সম্পর্কে জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি বুঝে নিলাম যে, তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং আমিও নীরবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি পাঠ করলেন ঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي *তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল ঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত ব্যাপার।*

এ দ্বারা বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, এটি মাদানী আয়াত। অথচ সম্পূর্ণ সূরাটি মাক্কী। কিন্তু হতে পারে যে, মাক্কায় অবতীর্ণ আয়াত দ্বারাই এই স্থলে মাদীনার ইয়াহুদীদেরকে জবাব দেয়ার অহী হয়েছিল কিংবা এও হতে পারে যে, দ্বিতীয়বার এই আয়াতটিই অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারাও এই আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হওয়া বুঝা যায়।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইয়াহুদীরা বলল ঃ ‘আমাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে। আমরা তাওরাত লাভ করেছি এবং যার কাছে তাওরাত আছে সে বহু কল্যাণ লাভ করেছে। ইয়াহুদীদের রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের ঐ অপছন্দনীয় কথার প্রতিবাদে নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া বর্ণিত আছে ঃ

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয় সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬৯)

وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাতটি সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবেনা। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৭) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা যদি জাহান্নাম হতে রক্ষা করে তাহলে সেই জ্ঞান একটা বড় বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় এটা অতি নগন্য। (তাবারী ১৭/৫৪২)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ এর ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে, দেহের সাথে রূহের শাস্তি কেন হয়? ওটাতো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে? এ ব্যাপারে তাঁর উপর কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি বলে তিনি তাদেরকে কোন জবাব দেননি। তৎক্ষণাৎ তার কাছে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً *তুমি বল ঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে* - এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটা শুনে ইয়াহুদীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'এর খবর আপনাকে কে দিল?' তিনি জবাবে বলেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে এ খবর নিয়ে এসেছিলেন।' তারা তখন বলতে শুরু করল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আপনার জন্য যে বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে সেই জিবরাঈল (আঃ) আমাদের শত্রু।' তাদের এই কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ

তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এ জন্য যে, সে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে; যে ব্যক্তি

আল্লাহর, তাঁর মালাইকার, তাঁর রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৭-৯৮)

'রূহ' এবং 'নাফস' এর মধ্যে সম্পর্ক

সুহাইলী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, রূহ্ কি নাফ্স, নাকি অন্য কিছু? এটাকে এভাবে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, রূহ্ দেহের মধ্যে বাতাসের মত চালু রয়েছে এবং এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিস, যেমন গাছের শিরায় পানি চলাচল করে থাকে। আর মালাক/ফেরেশতা যে রূহ মায়ের পেটের বাচ্চার মধ্যে ফুঁকে থাকেন তা দেহের সাথে মিলিত হওয়া মাত্রই নাফ্স হয়ে যায়। এর সাহায্যে ওটা ভাল-মন্দ গুণ নিজের মধ্যে লাভ করে। হয় আল্লাহর যিক্রের সাথে প্রশান্তি আনয়নকারী হয় (৮৯ ঃ ২৭), না হয় মন্দ কাজের হুকুমদাতা হয়ে যায়। (১২ ঃ ৫৩) যেমন পানি গাছের জীবন। ওটা গাছের সাথে মিলিত হওয়ার কারণে একটা বিশেষ জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করে নেয়। আঙ্গুর সৃষ্টি হয়, অতঃপর ওর পানি বের করা হয় অথবা মদ তৈরী করা হয়। সুতরাং ঐ আসল পানি অন্য রূপ ধারণ করেছে। এখন ওটাকে আসল পানি বলা যেতে পারেনা। অনুরূপভাবে দেহের সাথে মিলিত হওয়ার পর রূহকে আসল রূহ বলা যাবেনা এবং নাফ্সও বলা যাবেনা। মোট কথা, রূহ হল নাফ্স ও মূল পদার্থের মূল। আর নাফ্স হল রূহের এবং ওর দেহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দ্বারা যা হয় সেটাই। সুতরাং রূহটাই নাফ্স। কিন্তু একদিক দিয়ে নয়, বরং সবদিক দিয়েই। এতো হল বুঝে নেয়ার জন্য বিশ্লেষণ, কিন্তু এর হাকীকাতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। (আর রাওয়াদ আল আন্ফ ২/৬২) মানুষ এ ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছেন এবং এর উপর বড় বড় স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। ঐ সব কিতাবে হাফিয ইব্ন মানদাহ (রহঃ) কৃত লিখা বইটি উত্তম বলে মনে করা হয় যাতে রূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮৬। ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তাহলে তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতেনা।	٨٦. وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا

৮৭। এটা প্রত্যাহার না করা তোমার রবের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁর মহা অনুগ্রহ।	٨٧. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا
৮৮। বল ঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবেনা।	٨٨. قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
৮৯। আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর সব কিছুই অস্বীকার করে।	٨٩. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

আল্লাহ্ যখন চাবেন তখন কুরআন উঠিয়ে নিবেন

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ঐ বড় অনুগ্রহ ও ব্যাপক নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে নি‘আমাত তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর উপর ঐ পবিত্র কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কখনও কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করা অসম্ভব। সম্মুখ থেকেও না, পিছন থেকেও না। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, শেষ যুগে সিরিয়ার দিক থেকে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হবে। ঐ সময় কুরআনের পাতা থেকে এবং হাফিযদের অন্তর হতে কুরআন তুলে নেয়া হবে। একটি আয়াতও বাকী

থাকবেনা। তারপর তিনি উপরের وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ এ আয়াতটি পাঠ করেন।

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

এরপর মহান আল্লাহ নিজের ফায্ল ও কারম এবং অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁর এই পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এক বড় প্রমাণ হচ্ছে ঃ সমস্ত মাখলূক এর মুকাবিলা করতে অপারগ। কারও ক্ষমতা নেই, এর মত ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা নিজে যেমন নযীরবিহীন ও তুলনাবিহীন, অনুরূপভাবে তাঁর কালামও অতুলনীয়। যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর বাক্য কি করে ঐ সৃষ্টির বাক্যের সমতুল্য হতে পারে? মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ আমি এই পবিত্র কিতাবে সর্ব প্রকারের দলীল বর্ণনা করে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছি এবং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করছে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে। আর তারা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে।

৯০। আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবন উৎসারিত করবে।	٩٠. وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا
৯১। অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদী-নালা।	٩١. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَـٰرَ خِلَـٰلَهَا تَفْجِيرًا
৯২। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে	٩٢. أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا

খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে।	زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلاً
৯৩। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা তখনও বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বল ঃ পবিত্র আমার মহান রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল।	٩٣. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولاً

কুরাইশদের মু'জিযা আহ্বান এবং তা প্রত্যাখ্যান

ইবন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে মিসরের এক লোক আগমন করেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, রাবী'আহর দুই ছেলে উতবাহ ও শাইবাহ, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, বানূ আবদিদ্দার গোত্রের একটি লোক, বানূ আসাদ গোত্রের আবুল বাখতারী, আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ, জামআহ ইব্ন আসওয়াদ, ওয়ালী ইব্ন মুগীরাহ, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া, উমাইয়া ইব্ন খালাফ, আস ইব্ন ওয়াইল, হাজ্জাজের দুই পুত্র নাবীহ ও মুনাব্বিহ এবং হাজ্জাজ আশ শাহমিনের দুই পুত্র। এরা সবাই বা এদের মধ্যের কিছু লোক সূর্যাস্তের পরে কা'বা ঘরের পিছনে একত্রিত হয় এবং পরস্পর বলাবলি করে ঃ 'কেহকে পাঠিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে নাও, তার সাথে আজ আলাপ আলোচনা করে

একটা ফাইসালা করে নেয়া যাক যাতে কোন ওয্‌র আপত্তি বাকী না থাকে।’ সুতরাং দূত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে খবর দিল ঃ ‘আপনার কাওমের সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্রিত হয়েছেন এবং তাদের কাছে আপনার উপস্থিত কামনা করেছেন।’ দূতের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সঠিক বোধশক্তি প্রদান করেছেন, অতএব তারা হয়ত সত্যপথে চলে আসবে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে তাদের কাছে গমন করেন। তাঁকে দেখেই তারা সমস্বরে বলে উঠল ঃ ‘দেখ আজ আমরা তোমার সামনে যুক্তি প্রমাণ পূরা করে দিচ্ছি যাতে আমাদের উপর কোন অভিযোগ না আসে। এ জন্যই আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের উপর যত বড় বিপদ চাপিয়ে দিয়েছ, এত বড় বিপদ কেহ কখনও তার কাওমের উপর চাপায়নি। তুমি আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে গালি দিচ্ছ, আমাদের দীনকে মন্দ বলছ, আমাদের বড়দেরকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছ, আমাদের মা‘বূদ বা উপাস্যদেরকে খারাপ বলছ এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের অকল্যাণ সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করনি। এখন পরিষ্কারভাবে শুনে নাও এবং বুঝে শুনে জবাব দাও। এসব করার পিছনে সম্পদ জমা করা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা এজন্য প্রস্তুত আছি। আমরা তোমাকে এমন সম্পদশালী বানিয়ে দিব যে, আমাদের মধ্যে তোমার সমান ধনী আর কেহ থাকবেনা। আর যদি নেতৃত্ব করা তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ জন্যও আমরা তৈরী আছি। আমরা তোমারই হাতে নেতৃত্ব দান করব এবং আমরা তোমার অধীনতা স্বীকার করে নিব। যদি বাদশাহ হওয়ার তোমার ইচ্ছা থাকে তাহলে বল, আমরা তোমার বাদশাহীর ঘোষণা করছি। আর যদি কোন জিনের মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত আছি যে, টাকা পয়সা খরচ করে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এতে হয় তুমি আরোগ্য লাভ করবে, না হয় আমাদেরকে অপারগ মনে করা হবে।’

তাদের এসব কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘জেনে রেখ, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেনি, আমি এই রিসালাতের মাধ্যমে ধনী হতেও চাই না, আমার নেতৃত্বেরও লোভ নেই এবং আমি বাদশাহ হতেও চাইনা। বরং আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তোমাদের সকলের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমাকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দান করি এবং

(জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শন করি। আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তোমরা যদি এটা কবূল করে নাও তাহলে উভয় জগতেরই সুখের অধিকারী হবে। আর যদি না মানো তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব, শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য ফাইসালা করবেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জবাব শুনে কাওমের নেতারা বলল ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আমাদের এই প্রস্তাবগুলির একটিও যদি তুমি সমর্থন না কর তাহলে শোন! তুমিতো নিজেও জান যে, আমাদের মত ছোট্ট শহর আর কারও নেই। আর আমাদের মত কম সম্পদও আর কোন কাওমের নেই এবং আমাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত কম রুযীও কোন কাওম অর্জন করেনা। তুমি যখন বলছ যে, তোমার রাব্ব তোমাকে স্বীয় রিসালাত দিয়ে পাঠিয়েছেন তখন তাঁর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন এই পাহাড় আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেন যাতে আমাদের অঞ্চলটি প্রশস্ত হয়ে যায়, শহরটিও বড় হয়, তাতে নদী ও প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়, যেমন সিরিয়া ও ইরাকে রয়েছে। আর এটাও প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন আমাদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে দেন এবং তাদের মধ্যে কুসাই ইব্ন কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি আমাদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করব, তিনি তোমার দা'ওয়াত সম্পর্কে যা বলবেন তাতে আমাদের মনে তৃপ্তি আসবে। যদি তুমি এটা করে দিতে পার এবং তারা তোমার দা'ওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দেন তাহলে আমরা খাঁটি অন্তরে তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিব।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এগুলো নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়নি। এগুলো কোনটিই আমার শক্তির মধ্যে নয়। আমিতো শুধু আল্লাহ তা'আলার কথাগুলি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি। কবূল করলে তোমরা উভয় জগতে সুখী হবে এবং কবূল না করলে আমি ধৈর্য ধরব এবং বিচার দিবসে মহান আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করব যেদিন তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন।'

তারা তখন বলল ঃ 'আচ্ছা, তুমি যদি এটাও না পার তাহলে আমরা স্বয়ং তোমার জন্য এটাই বিবেচনা করতে বলছি যে, তুমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করেন যিনি তোমার কথাকে সত্যায়িত করে তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে উত্তর দেন। আর তাঁকে বলে তোমার নিজের জন্য বাগ-বাগিচা, ধনভাণ্ডার এবং সোনা রূপার অট্টালিকা

তৈরী করে নাও যাতে তোমার অবস্থা সুন্দর ও পরিপাটী হয়ে যায় এবং তোমাকে খাদ্যের সন্ধানে আমাদের মত বাজারে ঘুরে বেড়াতে না হয়। এটাও যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা স্বীকার করে নিব যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সত্যিই তোমরা মর্যাদা রয়েছে এবং বাস্তবিকই তুমি আল্লাহর রাসূল।'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'না আমি এগুলো করব, আর না এগুলোর জন্য আমার রবের কাছে প্রার্থনা জানাব এবং না আমি এজন্য প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যদি মেনে নাও তাহলে উভয় জগতে নিজেদের কল্যাণ আনয়ন করবে এবং না মানলে দেখি আমার রাব্ব আমার ও তোমাদের মধ্যে কি ফাইসালা করেন সেই জন্য ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করব।'

তারা বলল ঃ 'তাহলে আমরা বলছি যে, তোমার রাব্বকে বলে আমাদের উপর আকাশ নিক্ষেপ করিয়ে নাও; তুমিতো বলছই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এরূপ এরূপ করবেন। এটা না করা পর্যন্ত আমরা তোমাতে ঈমান আনবনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ 'এটা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তিনি যদি চান তাহলে তা করবেন।' মুশরিকরা তখন বলল ঃ 'দেখ, আল্লাহ তা'আলার কি এটা জানা ছিলনা যে, আমরা এ সময়ে তোমার কাছে বসব এবং তোমাকে এ সবগুলো করতে বলব? সুতরাং তাঁরতো উচিত ছিল এগুলো তোমাকে পূর্বে অবহিত করা? আর এটাও তাঁর বলে দেয়া উচিত ছিল যে, তোমাকে কি জবাব দিতে হবে? আর যদি আমরা না মানি তাহলে আমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? দেখ, আমরা শুনেছি যে, ইয়ামামাহর রাহমান নামক এক লোক তোমাকে এগুলো শিখিয়ে থাকে। আল্লাহর শপথ! তোমাকে এ কাজে আমরা মুক্ত ছেড়ে দিতে পারিনা। হয় তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে, না হয় আমরাই তোমাকে ধ্বংস করব।' কেহ কেহ বলল ঃ 'আমরাতো মালাইকার পূজা করি, যারা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)।' অন্য কেহ কেহ বলল ঃ 'যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহকে ও তাঁর মালাইকাকে সরাসরি আমাদের সম্মুখে হাযির না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা।'

অতঃপর মাজলিস ভেঙ্গে গেল। আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযুম (রাঃ), যে তার ফুফু আতিকা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের ছেলে ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে চলল। তাঁর ফুফাতো ভাই তাঁকে বলল ঃ 'দেখ, এটাতো খুবই অন্যায় হল

যে, তোমার কাওম যা বলল তুমি সেটাও স্বীকার করলেনা এবং তারা যা চাইল তুমি সেটাও করতে পারলেনা। তারপর তুমি তাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছিলে ওটা তারা চাইল, কিন্তু সেটাও তুমি করলেনা। এখন আল্লাহর শপথ! আমিও তোমার উপর ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না তুমি সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে কোন কিতাব আনবে ও চার জন মালাক/ফেরেশতাকে স্বাক্ষী হিসাবে তোমার সাথে আনবে।' আল্লাহর শপথ! এর পরও আমি ভেবে দেখব যে, তোমার দা'ওয়াতে আমি সাড়া দিব কিনা। এরপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সমুদয় কথায় খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি বড়ই আশা নিয়ে এসেছিলেন যে, হয়ত তাঁর কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁর কথা মেনে নিবে। কিন্তু তিনি তাদের ঔদ্ধত্যপনা দেখতে পেলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তারা ঈমান থেকে বহু দূরে সরে গেছে এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও দৃঢ় ভাব ধারণ করেছে। (তাবারী ১৭/৫৫৭, এ বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক নয়)

মুশরিকদের দাবী প্রত্যাখ্যানের কারণ

কথা হল এই যে, তাদের এ সব কথার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাটো করা এবং তাঁকে লা-জবাব করা। ঈমান আনার উদ্দেশ্য তাদের মোটেই ছিলনা। যদি সত্যিই ঈমান আনার উদ্দেশে তারা এই প্রশ্নগুলি করত তাহলে খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই মু'জিযাগুলি দেখিয়ে দিতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছিল ঃ 'যদি তুমি চাও তাহলে এরা যা চাচ্ছে আমি তা দেখিয়ে দিই। কিন্তু জেনে রেখ, এর পরেও যদি তারা ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব যা কখনও কেহকেও দেইনি। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি তাদের জন্য তাওবাহ ও রাহমাতের দরজা খুলে রাখব।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়টিই পছন্দ করেছিলেন। (আহমাদ ১/২৪২) আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। ইহা নিম্নের আয়াতসমূহের অনুরূপ ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأَيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا
ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأَيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفًا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্‌ম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

وَقَالُوا۟ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَـٰلَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًۢا. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন মালাক/ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলনা যে তার সাথে থাকত সতর্ককারী রূপে? তাকে ধন ভান্ডার দেয়া হয়নি কেন, অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হলনা যা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে? সীমা লংঘনকারীরা আরও বলে ঃ তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবেনা। কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদ-নদী প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৭-১১)

حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا তাদের আবেদন ছিল, আরাব মরুভূমিতে যেন নদী-নালা প্রবাহিত হয় অথবা প্রস্রবণের ব্যবস্থা হয়ে যায় ইত্যাদি। এতো

স্পষ্ট কথা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ তা‘আলার কাছে এগুলি কোনটিই কঠিন নয়। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। তিনি শুধু আদেশ করলেই হয়ে যায়। কিন্তু তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন যে, ঐসব নিদর্শন দেখেও ঐ কাফিরেরা ঈমান আনবেনা। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১১)

ঐ কাফিরেরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ এটাও যদি না হয় তাহলেতো বলছ যে, কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তাহলে আজই আমাদের উপর ওর টুকরাগুলি নিক্ষেপ করা হোক! তারা নিজেরাও আল্লাহ তা‘আলার কাছে এই প্রার্থনাই করেছিল ঃ

ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

হে আল্লাহ! এসব যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২)

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৭)

শু'আইবের (আঃ) কাওমও এই ইচ্ছাই পোষণ করেছিল, যার ফলে তাদের উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিশ্ব-শান্তির দূত এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করেন, এই আকাংখায় যে, তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কেহ কেহ অংশীবিহীন আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর এ প্রার্থনা কবূল করেছিলেন। তাই তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করেননি। পরে তাদের অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া, যে সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাওয়ার পথে তাকে অনেক কথা শুনিয়েছিল এবং ঈমান না আনার শপথ নিয়েছিল, সেও ইসলাম গ্রহণ করে নিজের জীবনকে ধন্য করে।

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ *অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে।* زُخْرُفْ শব্দ দ্বারা স্বর্ণকে বুঝানো হয়েছে। এমনকি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরাআতে **من ذهب** রয়েছে।

أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ

কাফিরদের আরও আবেদন ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখের সামনে যেন সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে উঠে যান এবং সেখান থেকে কোন কিতাব নিয়ে আসেন যা প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা কিতাব হবে। ঘুম থেকে জাগার আগেই যেন ঐ দলীল-দস্তাবেজগুলে তাদের শিয়রে পৌঁছে যায়। তাদের এই কথার উত্তরে মহান আল্লাহ তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহর সামনে কারও কোন ওযর-আপত্তি বা বাহানা খাটবেনা। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের মালিক নিজেই। তিনি যা চাবেন করবেন, যা চাবেননা তা করবেননা। তোমাদের চাওয়ার জিনিসগুলো প্রকাশ করা বা না করার অধিকার তাঁর। আমিতো শুধু আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি, আমি

আমার কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ তা'আলার আহকাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা যা কিছু চেয়েছ সেগুলি আল্লাহর ক্ষমতার জিনিস। আমার সাধ্য নেই যে, এগুলি আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করি।

৯৪। 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' - তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ।	٩٤. وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً
৯৫। বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাক/ফেরেশতাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম।	٩٥. قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً

'রাসূল (সাঃ) মানব সন্তান'
এ অজুহাতে মুশরিকদের ঈমান না আনার জবাব

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ অধিকাংশ লোক ঈমান আনা হতে এবং রাসূলদের আনুগত্য হতে এ কারণেই বিরত থাকছে যে, কোন মানুষ যে আল্লাহর রাসূল হতে পারেন এটা তাদের বোধগম্যই হয়না, এতে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। তাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে দেয়া হয় ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর

এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

তা এ জন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬) ফির'আউন ও তার কাওম এ ধরনের কথাই বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ

আমরা আমাদের মতই দু'টি মানুষের উপর কি করে ঈমান আনতে পারি? বিশেষ করে ঐ অবস্থায় যে, তাদের কাওমের সমস্ত লোক আমাদেরই অধীনে রয়েছে? (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৪৭) এ কথাই অন্যান্য উম্মাতেরাও নিজ নিজ যামানার নাবীদেরকে বলেছিল ঃ

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ

তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত তোমরা তাদের ইবাদাত হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১০) এ বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ নিজের স্নেহ, দয়া এবং মানুষের মধ্য হতেই রাসূল পাঠানোর কারণ বর্ণনা করেছেন এবং এর নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন ঃ মালাইকা যদি রিসালাতের কাজ চালাত তাহলে না তোমরা তাদের কাছে উঠা-বসা করতে পারতে, আর না ভালভাবে তাদের কথা বুঝতে পারতে। মানবীয় রাসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে বলেই তোমরা তাদের সাথে মেলামেশা করতে পার, তাদের আচার-আচরণ দেখতে পার এবং তাদের সাথে মিলেমিশে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। আর তাদের আমল দেখে শিখে নিতে সক্ষম হও। যেমন আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮)

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ. فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৫১) সব কিছুরই ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'এটাতো আল্লাহ তা'আলার এক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন। সে তোমাদেরকে (পাপ থেকে) পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা জানতেনা তা তোমাদেরকে শিখিয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের উচিত আমাকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করা, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমাদের উচিত আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অকৃতজ্ঞ না হওয়া।' এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً অবশ্যই আমি কোন মালাইকাকে রাসূল করে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তোমরা নিজেরা মানুষ এই যুক্তিতেই মানুষের মধ্য হতেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি।

৯৬। বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।	٩٦. قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! তুমি এই কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ আমার সত্যতার ব্যাপারে আমি অন্য কোন সাক্ষী খোঁজ করব কেন? আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি যদি তাঁর পবিত্র সত্তার উপর অপবাদ আরোপ করে থাকি তাহলে তিনি আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا আল্লাহর কাছে তাঁর কোন বান্দার অবস্থা গোপন নেই। কারা ইন'আম, ইহসান, হিদায়াত ও স্নেহ পাওয়ার যোগ্য এবং কারা পথভ্রষ্ট ও হতভাগ্য হওয়ার যোগ্য তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন।

৯৭। আল্লাহ যাদের পথ প্রদর্শন করেন তারাইতো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেনা। কিয়ামাত দিবসে আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব।	٩٧. وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِۦ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَـٰهُمْ سَعِيرًا

ঈমান আনা, আর না আনা আল্লাহর ইখতিয়ারে

আল্লাহ তা‘আলা এখানে এই বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সমস্ত সৃষ্ট জীবের সব ব্যবস্থাপনা শুধু তাঁর হাতেই রয়েছে। তাঁর কোন হুকুম টলেনা। তিনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭)

বিপদগামীদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ আমি কিয়ামাতের দিন তাদেরকে হাশরের মাইদানে মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করব। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এটা কি করে হতে পারে যে, মুখে ভর করে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ ‘যিনি পায়ের ভরে চালাচ্ছেন তিনি মাথার ভরেও চালাতে পারবেন। (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ৪/২১৬১) মুশরিকরা ঐ সময় অন্ধ, মূক, বধির হয়ে যাবে। সত্যের প্রতি তাদের অন্ধত্ব, দা‘ওয়াতে তাদের সাড়া না দেয়া এবং দা‘ওয়াত শুনতে না চাওয়ার কারণে তাদের বিভিন্ন অবস্থা হবে। পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। দুনিয়ায় তারা ছিল সত্য হতে বধির, অন্ধ ও বোবা। তাই কঠিন প্রয়োজন ও অভাবের দিনে তারা সত্যি সত্যিই অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে যাবে।

مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ তাদের প্রকৃত ঠিকানা ও ঘুরাফিরার জায়গা হবে জাহান্নাম।’ প্রবল পরাক্রম আল্লাহ বলেন ঃ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا জাহান্নাম যখন স্তিমিত হবে তখন ওর অগ্নি তাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া হবে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি শুধু তোমাদের যাতনাই বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩০)

৯৮। এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল ঃ আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হব?	٩٨. ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا وَرُفَـٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا
৯৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ! যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন সন্দেহ নেই; তথাপি সীমা লংঘনকারীরা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর সবই অস্বীকার করে।	٩٩. أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّـٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অস্বীকারকারীদের যে অন্ধ, মূক ও বধির হওয়ার শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তারা ওরই যোগ্য ছিল। তারা আমার দলীল প্রমাণাদিকে মিথ্যা মনে করত এবং পরিষ্কারভাবে বলত ঃ وَقَالُوا۟ أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا আমরা পচা অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব? এটাতো আমাদের জ্ঞানে আসেনা। তাদের এই প্রশ্নের জবাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ একটি দলীল এই পেশ করছেন যে, বিরাট আসমানকে বিনা নমুনায়ই প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যাঁর প্রবল ক্ষমতা এই উচ্চ ও

প্রশস্ত এবং কঠিন মাখলূককে সৃষ্টি করতে অপারগ হয়নি, তিনি কি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা তোমাদের সৃষ্টি অপেক্ষা অনেক কঠিন ছিল। এগুলি সৃষ্টি করতে তিনি যখন ক্লান্ত ও অপারগ হননি, তিনি কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে অপারগ হবেন? আসমান ও যমীনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন?

لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ৫৭)

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ

তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩)

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ. إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮১-৮২)

বস্তুর অস্তিত্বের জন্য তার হুকুমই যথেষ্ট। কিয়ামাতের দিন তিনি মানুষকে দ্বিতীয় বার অবশ্যই নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন। أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ *তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ! যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি ওগুলির অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান?* তিনি তাদেরকে কাবর হতে বের করার ও পুনরুজ্জীবিত করার সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। ঐ সময় এগুলো সবই হয়ে যাবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعۡدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৪) এখানে কিছুটা বিলম্বের কারণ হচ্ছে শুধু ঐ সময়কে পূর্ণ করা। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, এত স্পষ্ট ও প্রকাশমান দলীলের পরেও মানুষ কুফরী ও ভ্রান্তিকে পরিত্যাগ করেনা।

১০০। বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষতো অতিশয় কৃপণ।	١٠٠. قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا

কোন কিছু ধরে রাখা হল মানব প্রকৃতির ধর্ম

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানব প্রকৃতির অভ্যাস বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার রাহমাত বা দয়ার ভাণ্ডারেরও অধিকারী হয়ে যেত, যা কখনও কিছুতেই কম হবার নয়, তবুও 'খরচ হয়ে যাবে' এই ভয়ে তারা তা ধরে রাখত। তাই আল্লাহ বলেন ঃ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا *মানুষতো অতিশয় কৃপণ।* ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মানুষ অতিশয় কৃপণতা করে এবং অর্থ সম্পদ ধরে রাখে। (তাবারী ১৭/৫৬৩) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمۡ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُلۡكِ فَإِذٗا لَّا يُؤۡتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৩) এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং উত্তম তাওফীক লাভ করে তারা এই বদ অভ্যাসকে ঘৃণা করে। তারা দানশীল হয় এবং অপরের কল্যাণ সাধন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ

মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৯-২২) এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে আরও বহু রয়েছে। এগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ফাযল ও কারম এবং দান ও দয়ার পরিচয় মিলে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ রয়েছে, দিন রাতের খরচে তা হতে কিছুই কমে যায়না। আকাশ ও পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বন্টন করেই যাচ্ছেন, তথাপি তাঁর ডান হাতে যা রয়েছে তার কিছুই কমেনি। (ফাতহুল বারী ৪/২০২, মুসলিম ২/৬৯১)

১০১। তুমি বানী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের নিকট এসেছিল তখন ফির'আউন তাকে বলেছিল ঃ হে মূসা! আমিতো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।	١٠١. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ ۖ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا
১০২। মূসা বলেছিল ঃ তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফির'আউন! আমিতো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ।	١٠٢. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَـٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

١٠٣. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا	১০৩। অতঃপর ফির‘আউন তাদেরকে দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল; তখন ফির‘আউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে আমি নিমজ্জিত করলাম।
١٠٤. وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْـَٔاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا	১০৪। এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ঃ তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।

মূসার (আঃ) নয়টি মু‘জিযা

মূসা (আঃ) নয়টি মু‘জিযা লাভ করেছিলেন যেগুলি তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতার স্পষ্ট দলীল ছিল। তিনি ফিরআউনের কাছে যে বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নয়টি মু‘জিযা হচ্ছে ঃ লাঠি, হাত (এর ঔজ্জ্বল্য), দুর্ভিক্ষ, সমুদ্র, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। (তাবারী ১৭/৫৬৪) এগুলি বিস্তারিত বিবরণযুক্ত আয়াত। মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘বের (রহঃ) উক্তি এই যে, মু‘জিযাগুলি হল ঃ হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সাপ হওয়া এবং পাঁচটি মু‘জিযা যা সূরা আ’রাফে বর্ণিত আছে, আর সম্পদ কমে যাওয়া এবং পাথর। (তাবারী ১৭/৫৬৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা’বী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, মু‘জিযাগুলি ছিল তাঁর হাত, তাঁর লাঠি, দুর্ভিক্ষ, শষ্য হ্রাস পাওয়া, তুফান, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত। (তাবারী ১৭/৫৬৬)

فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৩) এই সমুদয় মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও ফির'আউন এবং তার লোকেরা অহংকার করে এবং তাদের পাপ কাজের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের অন্তরে বিশ্বাস জমে গেলেও তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করে কুফরী ও ইনকারের উপরই কায়েম থেকে যায়। ফির'আউন যেমন মূসার (আঃ) কাছে মু'জিযা দেখতে চেয়েছিল এবং তার সামনে সেগুলি প্রকাশিতও হয়েছিল, তবুও ঈমান তার ভাগ্যে জুটেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তদ্রুপই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাওমও যদি মু'জিযা আসার পরেও কাফিরই থেকে যায় তাহলে তাদেরকে আর অবকাশ দেয়া হবেনা এবং তারাও সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বয়ং ফির'আউন মু'জিযাগুলি দেখার পর মূসাকে (আঃ) যাদুকর বলে নিজেকে তার থেকে সরিয়ে নেয়। إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا *হে মূসা! আমিতো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।*

বলা হয়েছে ঃ সে মনে করেছিল যে, মূসা (আঃ) একজন বড় যাদুকর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, তাঁর নাবী কি? বিভিন্ন ইমামগণ মূসা (আঃ) থেকে যে নয়টি মু'জিযার কথা বলে থাকেন তার সারাংশ নিম্নের আয়াত থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ. إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ۖ فِي تِسْعِ ءَايَـٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَـٰسِقِينَ

তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালনা। বলা হল ঃ হে মূসা! ভীত হয়োনা, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায়না। তবে যারা যুল্ম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎ কাজ করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে;

এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১০-১২)

এই আয়াতগুলির মধ্যে লাঠি ও হাতের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বাকীগুলির বর্ণনা সূরা আ'রাফে রয়েছে। এগুলি ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) আরও বহু মু'জিযা দিয়েছিলেন। যেমন তাঁর লাঠির আঘাতে একটি পাথরের মধ্য হতে বারোটি প্রস্রবণ হওয়া, মেঘের ছায়া দান, মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। এসব নি'আমাত মিসর শহর ছেড়ে যাওয়ার পর বানী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল। এই মু'জিযাগুলির বর্ণনা এখানে না দেয়ার কারণ এই যে, ফির'আউন ও তার লোকেরা এগুলো দেখেনি। এখানে শুধু ঐ মু'জিযাগুলির কথা বলা হয়েছে যেগুলি ফির'আউন ও তার লোকেরা মিসরে বসেই দেখেছিল। তারপরও তারা অবিশ্বাস করেছিল। মূসা (আঃ) ফির'আউনকে বলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـٰؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ হে ফেরাউন! তোমারতো ভালরূপেই জানা আছে যে, সব মু'জিযা সত্য। এগুলির এক একটি আমার সত্যতার উপর উজ্জ্বল দলীল। وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا আমার ধারণা হচ্ছে যে, তুমি ধ্বংস হতে চাচ্ছ। তোমার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক এটা তুমি কামনা করছ; তুমি পরাস্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, مَثْبُوْر শব্দের অর্থ হল ধ্বংস হওয়া। (তাবারী ১৭/৫৭১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে অভিশপ্ত হওয়া। (তাবারী ১৭/৫৭০)

অভিশপ্ত ফির'আউন এবং তার অনুসারীদের ধ্বংস

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الأَرْضِ ফির'আউন মূসাকে (আঃ) দেশান্তর করার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ বরং তাকেই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করলেন। আর তার সমস্ত সঙ্গীকেও পানিতে নিমজ্জিত করেছিলেন। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে বলেছিলেন ঃ এখন যমীন তোমাদেরই অধিকারভুক্ত হয়ে গেল। তোমরা এখন সুখে শান্তিতে বসবাস কর এবং পানাহার করতে থাক।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও একটি বিরাট সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাঁর হাতেই মাক্কা বিজিত হবে। অথচ যখন এই

সূরাটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল তখনও তিনি মাদীনায় হিজরাতই করেননি। বাস্তবে হয়েছিলও এটাই যে, মাক্কাবাসীরা তাঁকে মাক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। যেমন কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য। তাহলে তোমার পর তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকত। আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৬-৭৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জয়যুক্ত করেন এবং মাক্কার অধিকারী বানিয়ে দেন। আর বিজয়ীর বেশে তিনি মাক্কায় আগমন করেন এবং এখানে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ধৈর্য ও করুণা প্রদর্শন করে স্বীয় প্রাণের শত্রুদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের ন্যায় দুর্বল জাতিকে যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং তাদেরকে ফির'আউনের ন্যায় কঠোর ও অহংকারী বাদশাহর ধন-সম্পদ, ফল-ফসল, জমি-জমা এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

ফির'আউনের ধ্বংসের পর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ঃ এখন তোমরা এখানে বসবাস কর। কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতির দিন তোমরা ও তোমাদের শত্রুরা সবাই আমার সামনে হাযির হবে। আমি তোমাদের সবাইকেই আমার কাছে একত্রিত করব।

١٠٥. وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَـٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا	১০৫। আমি সত্যি সত্যিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ করেছি; আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।
١٠٦. وَقُرْءَانًا فَرَقْنَـٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَـٰهُ تَنزِيلًا	১০৬। আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।

পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ সত্যই বটে।

لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬) এতে ঐ জিনিসই রয়েছে যা তিনি নিজের জ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন। এর সমস্ত হুকুম-আহকাম এবং নিষেধাজ্ঞা তাঁর পক্ষ হতেই হয়েছে। সত্যের অধিকারী যিনি তিনিই সত্যসহ এটি অবতীর্ণ করেছেন এবং সত্যসহই তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। না পথে কোন বাতিল এতে মিশ্রিত হয়েছে, না বাতিলের ক্ষমতা আছে যে, এর সাথে মিশ্রিত হতে পারে। এসব হতে এই কুরআন সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত। এটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতেও পাক ও পবিত্র। পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বস্ত মালাকের মাধ্যমে এটি অবতীর্ণ হয়েছে, যে মালাক আকাশে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও নেতা।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا *আমিতো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।* হে নাবী! তোমার কাজ হল মু'মিনদেরকে

সুসংবাদ দেয়া ও কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ এই কুরআনকে আমি লাউহে মাহ্ফুয হতে 'বাইতুল ইয্যাহ' এর উপর অবতীর্ণ করেছি, যা প্রথম আকাশে রয়েছে। সেখান থেকে অল্প অল্প করে ঘটনা অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে তেইশ বছরে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৭৪) এও বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) *'ফাররাকনাহু'* (فَرَّقْنَاهُ) পাঠ করতেন যার অর্থ হচ্ছে এক একটি করে আয়াত তাফসীর ও বিশ্লেষণসহ অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তুমি লোকদের কাছে সহজেই পৌঁছে দিতে পার এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে শুনিয়ে দিতে সক্ষম হও। (তাবারী ১৭/৫৭৩) وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً আমি এগুলি অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি।

১০৭। তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ে -	١٠٧. قُلْ ءَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
১০৮। এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।	١٠٨. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً
১০৯। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। (সাজদাহ)	١٠٩. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩

যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা কুরআনকে স্বীকার করে

মহান আল্লাহ বলেন ঃ (হে কাফিরের দল!) তোমাদের ঈমান আনার উপর কুরআনের সত্যতা নির্ভরশীল নয়। তোমরা একে মান কিংবা না মান, এতে কিছু যায় আসেনা। কুরআন যে আল্লাহর কালাম এবং সত্য গ্রন্থ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সদা সর্বদা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এর বর্ণনা চলে আসছে।

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا

যে সমস্ত আহলে কিতাব সৎ ও আল্লাহর কিতাবের উপর আমলকারী এবং যারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেননি তারাতো এই কুরআন শোনামাত্রই আবেগ উদ্বেলিত হয়ে সাজদায়ে শোক্‌র আদায় করেন এবং বলেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً হে আল্লাহ! আপনার শোক্‌র যে আপনি আমাদের বর্তমানেই এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন এবং এই কালাম অবতীর্ণ করেছেন।' আর তারা আল্লাহর পূর্ণ ও ব্যাপক শক্তির কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন। তারা জানতেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, মিথ্যা নয়। আজ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হতে দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান এবং তাদের রবের তাসবীহ পাঠে রত থাকেন, আর তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতা স্বীকার করে নেন। وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে তাদের রবের সামনে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়েন।

وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ

যারা সৎ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তি দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৭)

আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে তাদের ঈমান, ইসলাম, হিদায়াত, তাকওয়া, এবং ভয়-ভীতি আরও বৃদ্ধি পায়। এই সংযোগ সিফাত বা বিশেষণের উপর বিশেষণের সংযোগ 'যাত' বা সত্তার উপর সত্তার সংযোগ নয়।

১১০। বল ঃ তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে আহ্বান কর অথবা ‘রাহমান’ নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাঁর সব নামইতো সুন্দর! তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা; এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বন কর।	١١٠. قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيًّا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا
১১১। বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হননা যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে; সুতরাং স্বসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।	١١١. وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا.

আল্লাহরই জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ

কাফিরেরা আল্লাহ তা‘আলার করুণার বিশেষণে অস্বীকারকারী ছিল। তাঁর একটি গুণবাচক নাম যে রাহমান তা তারা মানতনা বা বুঝতনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য এটা সাব্যস্ত করছেন এবং বলছেন ঃ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى এটা নয় যে, তাঁর নাম শুধু আল্লাহই হবে এবং শুধু রাহমানই হবে, অন্য কিছু হবেনা। বরং এ ছাড়াও তাঁর আরও বহু উত্তম ও সুন্দর নাম রয়েছে, যে পবিত্র নামের মাধ্যমেই ইচ্ছা তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। সূরা হাশরের শেষেও তিনি তাঁর অনেক নাম বর্ণনা করেছেন।

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَـٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَـٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ.

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশ্র, ৫৯ ঃ ২২-২৪)

মাকহুল (রহঃ) বলেন, এক মুশরিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ অবস্থায় يَا رَحِيْمُ ও يَا رَحْمٰنُ বলতে শুনে বলে ওঠে ঃ 'এই একাত্মবাদীকে দেখ, দুই খোদাকে ডাকছে!' ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৭/৫৮০)

না উচ্চৈঃস্বরে, আর না নিচু স্বরে কুরআন পাঠ করতে বলা হয়েছে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا সালাতে স্বর খুব উচুও করনা এবং খুব ক্ষীণও করনা। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই আয়াত অবর্তীণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় গোপনে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন তিনি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে

সালাত আদায় করতেন এবং তাতে উচ্চ শব্দে কিরাআত পাঠ করতেন তখন মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে, আল্লাহকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিত। তাই উচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করলেন। এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً এত ক্ষীণ স্বরেও পাঠ করনা যে তোমার সাথীরাও তা শুনতে পায়না, বরং এ দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। (আহমাদ ১/২৩, ফাতহুল বারী ৮/২৫৭, মুসলিম ১/৩২৯) যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আরও যোগ করেন যে, অতঃপর যখন তিনি হিজরাত করে মাদীনায় এলেন, তখন এই বিপদ কেটে যায়। তখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই কিরাআত পাঠ করতেন। (তাবারী ১৭/৫৮৪)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ যেখানে আস্তে আস্তে কুরআন পাঠ করা হত সেখান থেকে মুশরিকরা চলে যেত। কেহ কুরআন তিলাওয়াত শোনার ইচ্ছা করলে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনত যেন তাকে কেহ দেখতে না পায়। যদি সে বুঝতে পারত যে, কেহ তার তিলাওয়াত শোনা দেখতে পাচ্ছে তাহলে সে ওখান থেকে সরে যেত যাতে সে তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। এখন খুব জোরে পাঠ করলে মুশরিকদের গালির ভয় এবং খুবই আস্তে পাঠ করলে যারা লুকিয়ে শুনতে চায় তারা বঞ্চিত থেকে যায়। তাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়া হয়। মোট কথা সালাতের কিরাআতের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যাতে যারা তিলাওয়াত শুনতে চায় তারা শুনতে পেয়ে লাভবান হতে পারে।

তাওহীদের আহ্বান

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا তোমরা এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা কর যাতে তাঁর সমস্ত গুণ ও পবিত্রতা বিদ্যমান থাকে। এভাবেই তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করতে হবে যেন তাঁর সমস্ত নাম উত্তম ও সুন্দর, তিনি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত, তাঁর সন্তান নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি এক ও একক। তিনি অভাবমুক্ত, তাঁর মাতা-পিতা নেই ও সন্তানও নেই, তাঁর সমকক্ষও কেহ নেই। তিনি এমন তুচ্ছ নন যে, তিনি কারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন পরামর্শদাতারও প্রয়োজন নেই। বরং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক একমাত্র তিনিই। তিনি সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং তিনিই সবার

ব্যবস্থাপক। তিনি সৃষ্টজীবের উপর যা ইচ্ছা তা'ই করতে পারেন। তিনি এক ও অংশীবিহীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তিনি কারও সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেননা এবং তিনি কারও সাহায্যেরও আকাংখী নন। (তাবারী ১৭/৫৯০)

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا তোমরা সব সময় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, পবিত্রতা ও বুযর্গী বর্ণনা করতে থাক। আর মুশরিকরা তাঁর উপর যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র তা তোমরা ঘোষণা করে দাও। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরাতো বলত যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আর মুশরিকরা বলত ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ الاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلك.

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে হাযির আছি, আপনার কোন অংশীদার নেই, শুধু যে একজন অংশী রয়েছে তারও মালিক আপনিই। সে যা কিছুর মালিক তারও মালিক আপনিই।' সাবী' মাজুসীরা বলত ঃ 'যদি আল্লাহর অলীরা না থাকত তাহলে তিনি একাই সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পারতেননা (নাউযুবিল্লাহ)।' ঐ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا *(বল ঃ প্রশংসা আল্লাহরই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হননা যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর)* (তাবারী ১৭/৫৯০)

সূরা ইসরা -এর তাফসীর সমাপ্ত।